শ্রীশ্রীউৎকলখণ্ডস্থ ব্যাখ্যা রূপ

জগন্নাথমঙ্গল।
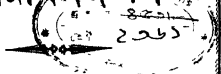
নীলাদ্রেঃ শঙ্খমধ্যে শতদলকমলে রত্নসিংহাসনস্থং,
নানালঙ্কারযুক্তং নবঘনরুচিরং সংযুতং সাগ্রজেন।
ভদ্রায়া বামপার্শ্বে রথচরণযুগং ব্রহ্মরুদ্রাদি বন্দ্যং,
বেদানং সারমীশং নিজজনসহিতং ব্রহ্মদারু স্মরামি॥

শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর দাস কর্ত্তৃক
সংগৃহীত হইয়া।

শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র শীল দ্বারা প্রকাশিত।

তৃতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

আহীরীটোলা ৬১ নং ভবনে হিন্দুপ্রেসে
শ্রীসিদ্ধেশ্বর ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য ১।০ মাত্র।

১২৮২।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র সমাপ্ত।

জগন্নাথমঙ্গল।

বন্দনা।

গুরুংবন্দে রসানন্দং পূর্ণানন্দং সুবিগ্রহং।
আনন্দচিন্ময়ং রূপং সর্ব্বদেব ময়ং বিভুং।। ১।।
বন্দে নন্দাত্মজং কৃষ্ণং রাধিকা প্রাণবল্লভং।
রাধাদামোদরাখ্যানং মৎকুল ত্রাণ কারণং।। ২।।
শ্রীচৈতন্য প্রভুং বন্দে নিত্যানন্দ সমাবৃতং।
অদ্বৈতং শ্রীনিবাসঞ্চ পণ্ডিত শ্রীগদাধরং।। ৩।।
কৃষ্ণপদাশ্রিতভক্তং কৃষ্ণৈকান্তর্গত সর্ব্বতত্ত্বাত্মানং।
প্রণম্য ভূমিপতিতো বর্ণযামি শ্রীজগন্নাথ মঙ্গলং।।৪।।
অপারমহিমা গৌর ভক্তানাঞ্চ প্রসাদতঃ।
বর্ণযামি জগন্নাথ ভদ্রারাম প্রকাশকং।। ৫।।
জগন্নাথ মহং বন্দে পরংব্রহ্মসনাতনং।
সুভদ্রা বলভদ্রঞ্চ তেভ্যোনিত্যং নমো নমঃ।। ৬।।
যস্যারবিন্দ মুখ নেত্রযুগঞ্চ দৃষ্ট্বাতরন্তিতে যে কিল পাপিনোপি। পুটাঞ্জলৌ তিষ্ঠতি যৎপুরো বৈনতেযঃ স ব্রহ্মদারুঃ সততং হিপাতুবঃ।। ৭।।
নৈবেদ্যপাদাম্বু নিবেদনীয় লেশৈস্তবালোকন সম্প্রণামৈঃ পুজোপহারৈশ্চ বিমুক্তি দাতাক্ষেত্রোত্তমে শ্রীপুরুষোত্তমাখ্যঃ।। ৮।।
শ্রীল শ্রীশ্রীনিবাসস্ত আচার্য্য খ্যাতিমাশ্রিতং।
যৎসুতাবংশ সম্ভুতং মদীশ্বরপ্রভুং ভজে।। ৯।।

প্রণমামি গুরুদেব তোমার চরণে। হর মম তাপ কৃপাসুধা বরিষণে ॥ কত গুণ পদনখ চন্দ্রের কিরণে। কণায় অজ্ঞান তমঃ কর সে নাশনে ॥ ভাবিলে বিকসে ভাব কুমুদিনী দাম। যাহার তুলনা ত্রিভুবনে অনুপম ॥ কি স্থল কমল জিনি ও চরণতল। অনুপম অঙ্গুলি শোভিত দশদল ॥ নখ বিধুগণ তার উপরে উদয়। এক ঠাঁই পদ্ম চাঁদে না ভাব সংশয় ॥ স্থলপদ্ম চন্দ্রিমায় মুদিত না হয়। বিশেষ শ্রীঅঙ্গ কোটি রবি দীপ্তময় ॥ মকরন্দ ধারা বহে সে পদকমলে। ভকত মধুপ পান করয়ে বিরলে ॥ সে রূপ বর্ণিতে হয় শকতি কাহার। বেদাগমে নিরূপণ না হয় যাহার ॥ রসে আনন্দিত পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। যাহার বিগ্রহ পূর্ণানন্দ সর্ব্বক্ষণ ॥ সচ্চিৎ আনন্দময় স্বরূপ মাধুরী। সর্ব্ব দেবময় সর্ব্ব আত্মাময় হরি ॥ করুণা আলয় গুরু সর্ব্ব তত্ত্ব পর। শ্রবণে তারয়ে দীন অজ্ঞান পামর ॥ অপার মহিমা যাঁর সমুদ্র গভীর। সেই কিছু বুঝে ভাব যেই ভক্ত ধীর ॥ ভকতি বিহনে কোটিশত সম্বৎসর। অন্বেষিলে নাহ কভু নয়ন গোচর ॥ ভকতি নয়নে মাগি প্রেমের অঞ্জন। শিরসি কমলে সদা হবে সাধুগণ ॥ শ্রীগুরু গোবিন্দ এই বেদের বচন। গুরু বিনা তারিতে নাহি ক অন্য জন ॥ শ্রীগুরু উচ্ছিষ্ট সুধা আর পদজল। ভোজনে শমন কান্দে হইয়া বিকল ॥ করুণা করহ প্রভু আমি অতি দীনে। ক্রিয়া হীনে তারিতে নাহিক তোমা বিনে ॥ দগধে সংসার ঘোর মহাদাবানল। কৃপাবারি বরিষণে করহ শীতল ॥ মন মত্ত বারণ না মানয়ে বারণ। আরোহিল তাহে গন্ধ আদি পঞ্চজন ॥ নিজ নিজ বশে তারা সবাই চালায়। পাপবনে লয়ে সদা ভ্রমণ করায় ॥ দলন করহ পদাঙ্কুশ নিক্ষেপণে। বান্ধিয়া রাখহ প্রভু রাঙ্গা শ্রীচরণে ॥ দীন বিশ্বম্ভর দাস ডাকয়ে কাতরে। শ্রীগুরু করুণা করি তারহ পামরে ॥ ১

নমো লম্বোদর, দেবগণেশ্বর, বিঘ্ন বিনাশক তুমি।
তোমার মহিমা, বেদেতে অসীমা,কি গুণ বলিব আমি ।।
হিঙ্গুল বরণ, বারণ বদন, এক দন্ত তাহে সাজে।
শোভে চারি কর, অতি সে সুন্দর, মুষিক পর বিরাজে ।।
শিরে দিয়া হাত, বন্দ বিশ্বনাথ, গণেশ জননী বামে।
যাঁর কৃপা বলে,এ মহীমণ্ডলে, হরি নীলাচল ধামে ।। হয়ে
নম্রকায, ষড়ানন পায়, বন্দ অতি সাবধানে। বন্দ দেব
রবি, যাঁর পদ ভাবি,আনন্দ হইনু মনে ।। বিরিঞ্চি চরণে,
বন্দিনু যতনে, আর ইন্দ্র দেবরাজ। কুবের বরুণ, দেব
হুতাশন, চন্দ্র আর ধর্ম্মরাজ ।। করি পুটপাণি, বন্দি বাক
বাণী, সরস্বতী বিষ্ণুপ্রিয়া। স্ফূরাহ জিহ্বাতে,প্রভুর চরিতে,
মোরে কর এই দয়া ।। ইন্দ্র আদি দেবে, তব পদ সেবে,
আমি কি বলিতে জানি। করুণা করিযা,তুণ্ডেতে বসিযা,
স্ফূরাও জগন্নাথ বাণী ।। করিয়া আগ্রহ, বন্দ নবগ্রহ,
পবনে বন্দিব তবে। সর্ব্ব দেবগণে, বন্দ ক্রমে ক্রমে, ক-
রুণা করহ সবে ।। ত্রিলোক তারিনী, বন্দ সুরধুনী, নীর
রূপা ব্রহ্মময়ী। মনুষ্যাদি কীটে, না পড়ে সঙ্কটে, ও জল
পরশে যেই ।। গঙ্গার মহিমা, কি কহিব সীমা, ব্রহ্মাদির
অগোচর। আমি অল্প বুদ্ধি, কি জানি এ শুদ্ধি, যাঁরে
চিন্তে মহেশ্বর ।। নারদাদি ঋষি, যতেক তপস্বী, ব্যাস
আদি কবিগণ। মুনি যত যত, বন্দি হয়ে নত, রাজঋষি
যত জন ।। জানি বা না জানি, শুনি বা না শুনি, তথাপি
লিখিতে আশ। ব্রজনাথ পদ, আমার সম্পদ, কহে বিশ্ব-
ম্ভর দাস ।। ২ ।।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপদ বন্দিযা সাদরে। গলিত কাঞ্চন দ্যুতি
জগ মনোহরে ।। অনুপম চরণ অরুণ অরবিন্দ। ভকতে
ভাবিলে অনুভবে সে আনন্দ ।। করিঅরি কটি জিনি কটি
ক্ষীণতর। অরুণ বসন শোভে তাহার উপর ।। বিকসিত
সরোরুহ নাভী সরোবরে। অঙ্গ হেরি অনঙ্গের তনু মনো

হরে।। পরিসর উর হরিনাম অলঙ্কৃত। প্রতি লোমে পুলক কদম্ব বিভূষিত।। শ্রীঅঙ্গে ভূষিত অষ্ট সাত্ত্বিক ভূষণ। কিল কিঞ্চিতাদি ভাবে প্রত্যঙ্গ শোভন।। কি বাহু কনক দণ্ড করিশুণ্ড জিনি। অপরূপ কর কোকনদ সুগাথনি।। কম্বু কণ্ঠে ঘেরিল মালতী মালাবরে। লম্বিত হয়েছে কিবা চরণ উপরে।। শরদের রাকা মুখ শোভা নিরখিযা। দিনে দিনে ক্ষয় হৈল লজ্জিত হইয়া।। পঙ্করুহ নয়নে বহযে প্রেম বারি। রসে ডুবু ডুবু ভুবনের মনোহারি।। কন্দর্প কোদণ্ড ভুরু অতি মনোরম। ঝলমল গণ্ড কিবা কনক দর্পণ।। খগবর নাসা জিনি নাসা মনোহর। চিবুক চিক্কণ অতি পক্ক বিম্বাধর।। গৃধিনী শ্রবণ জিনি শ্রবণ যুগল। পরিসর ললাটে তিলক ঝলমল।। গোলোক বিহার ছাড়ি বিলাস লালসে। সেই লীলা ব্রজমাঝে করিলা প্রকাশে।। তার আস্বাদন হেতু নন্দের নন্দন। নবদ্বীপে নবলীলা কৈলা প্রকাশন।। সন্ন্যাস করিয়া নিত্যানন্দ করি সঙ্গে। ঘবে২ প্রেমধন বিতরিলা বঙ্গে।। অদ্বৈত শ্রীবাস গদাধর হরি-দাস। রামানন্দ স্বরূপাদি সঙ্গে প্রেমোল্লাস।। ভাসিল জগত গোরা প্রেমের হিল্লোলে। বিচার না করি প্রেম দিলা আচণ্ডালে।। দীন দুঃখী দুষ্কৃতি পতিত বিশ্বম্ভরে। গোরা ব্রজনাথ পার কর ভবঘোরে।। ৩।।

মস্তকে ধরিযা হাত, বন্দ দেব জগন্নাথ, নবঘন জিনিয়া মুরতি। ত্রিজগত নাথ হরি, দারুব্রহ্ম রূপ ধরি, নীলাচলে করিল বসতি।। বন্দ প্রভু বলরাম, সাক্ষাত অনন্ত ধাম, রজত পর্ব্বত কান্তি শোভা। শ্রীহস্তে মুষল হল, বসিয়াছে মহাবল, পুরী আলো করে অঙ্গ আভা।। হয়ে সানন্দিত মতি, সুভদ্রা বান্দব তথি, দুই প্রভু মধ্যে বিরাজয়। গলিত কাঞ্চন জিনি, কিবা স্থির সৌদামিনী, তুলনা ভুবনে নাহি হয।। অতি হরষিত মনে, বন্দ চক্র সুদর্শনে, কোটি রবি জিনি ছটা যাঁর। স্তম্ভেতে গরুড় বীর, বসি-

য়াছে মহাধীর, বন্দিব শ্রীচরণ তাঁহার ।। মস্তক করিয়া হেট, বন্দিব অক্ষয় বট, বটবৃক্ষ শ্রীদোল গোবিন্দ। বন্দ হয়ে মহাভোরা, মাখন চোর কিশোরা, শ্রীবামন দেব পদদ্বন্দ ।। শ্রীনৃসিংহ দেব পায়, অসংখ্য প্রণাম তায়, যাম্যদ্বারে বন্দ হনুমান। বন্দিব শ্রীকুপস্বর্ণ, জল যার মেঘবর্ণ, স্নানযাত্রা কালে যাতে স্নান ।। মুকতি মণ্ডপোপর, বন্দ যত দ্বিজবর, তবে বন্দ বাইশ সোপান। পতিত পাবন পদে, প্রণাম করিয়া সাধে, মোরে দয়া কর ভগবান ।। বিমলা বন্দিব শিরে, যাঁহার প্রতিজ্ঞা তরে, অবতার হইলা মুরারি। যাঁহার করুণা বলে, শ্রীমহাপ্রসাদ হেলে, পায় নর পশু আদি করি ।। তবে বন্দ শ্রীমঙ্গলা, লম্বা সর্ব্বমঙ্গলা, অর্দ্ধাসনি চণ্ডী কালরাত্রি। মরীচিকা তবে বন্দ, হয়ে অতি সানন্দ, সবার চরণে করি নতি ।। ক্ষেত্রপাল যমেশ্বর, ঈশান মার্কণ্ডেশ্বর, কপাল মোচন নীলকণ্ঠ। বিল্বেশ্বর বটেশ্বর,বন্দিলাম অষ্ট হর,বন্দ আর কোকিল বৈকুণ্ঠ ।। নীলচক্র বন্দ মাথে, ধ্বজা সুশোভিত যাতে, বৈকুণ্ঠ ভেদিয়া তেজ যাঁর। দূরে হৈতে যেই হেরে, সত্য সত্য সেই তরে, শমনের ভয় নাহি তার ।। বন্দিব ভুবনেশ্বর, লোকনাথ কপোতেশ্বর, বন্দ ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে। বন্দিব রোহিণীকুণ্ড,সরোবর মার্কণ্ড,জলনিধি বন্দ যোড়করে ।। শ্রীমহাপ্রসাদ বন্দ, হয়ে অতি সানন্দ, অতুলনা যাঁহার মহিমা। বিড়াল কুক্কুর সঙ্গে, দেবগণ ভুঞ্জে রঙ্গে, কি বলিতে জানি তাঁর সীমা ।। শাস্ত্রজ্ঞান নাহি লব, নাহি কিছু অনুভব, ক্রম ভঙ্গ ভয়ে কাঁপে প্রাণ। কাহার জানিয়ে নাম, কাহার না জানি নাম, সঙ্গে বন্দ কর পরিত্রাণ ।। জয় জয় জগন্নাথ, রাম ভদ্রা চক্র সাথ, অবতীর্ণ প্রভু নারায়ণ। শ্রীগুরু চরণ আশে, কহে বিশ্বম্ভর দাসে। শুনিলে সংশয় বিমোচন ।। ৪ ।।

নমো নমঃ সুরধুনী ত্রিলোকতারিণী। অশেষ জন্মার্জ্জিত পাপহারিণী ॥ জয২ জাহ্নবী আমারে কর করুণা। তাপিত তনয়ে আর না করো বঞ্চনা ॥ জয২ ত্রিজগত জন ত্রাণকারিণী। তপনতনয় ভয় নিতান্ত বারিনী ॥ শতেক যোজন হৈতে যে লয় তব নাম। সর্ব্ব পাপে মুক্ত হবে সে চলে হরিধাম ॥ তোমার মহিমা মাতা কিবা জানি কহিতে। ব্রহ্মাদি তোমার তত্ত্ব নাহি পারে জানিতে ॥ দ্রবরূপে আপনে তুমি সাক্ষাৎ ভগবান। করিতেছ বিহার করিতে মুক্তি প্রদান ॥ আমি অতি অপরাধী অধম অকিঞ্চনে। অপাঙ্গ ইঙ্গিতে কর বারেক বিলোকনে ॥ জয় হরিময়ী হরশিরসি নিবাসিনী। শরণাগতের সর্ব্ব সন্তাপ বিনাশিনী ॥ ত্রিধারা ত্রিতাপহরা ত্রবীময়ী আপনে। তোমার মহিমা বেদশিরোভাগে বাখানে ॥ স্বর্গে মন্দাকিনী তুমি পাতালে ভোগবতী। ধরণী মণ্ডলে নাম ধরেছ ভাগীরথী ॥ শ্রীবৈকুণ্ঠে বিরোজা তোমার নাম জননী। গোলোকে কারণাম্বুধি বিহরিছ আপনি ॥ কলিন্দতনয়া তুমি শ্রীমথুরা মণ্ডলে। তব অংশে তীর্থগণ বিহরে ক্ষিতিতলে ॥ করুণা করহ গঙ্গা এ দীন দুরাচারে। তোমা বিনা কেবা আর নিস্তারিবে পামরে ॥ শক্তি দেহ শ্রীউৎকলখণ্ড ভাষা করিতে। এই মাত্র প্রার্থনা ও চরণ যুগলেতে ॥ শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম শিরেতে ধরিয়া। কহে বিশ্বম্ভর দাস কৃতাঞ্জলি হইয়া ॥ ৫ ॥

কুলের দেবতা বন্দ রাধা দামোদর। শ্রীরাধামাধব আর মম প্রাণেশ্বর ॥ নন্দের নন্দন নবঘন জিনি দ্যুতি। ইহলোকে পরলোকে যেহ প্রাণপতি ॥ শ্রীরাধার প্রাণ বন্ধু শ্যামল সুন্দর। গোপ বেশ বেণু কর সেই নটবর ॥ শ্রীকৃষ্ণনগরে বন্দ প্রভু গোপীনাথ। বলরাম অভিরাম মালিনীর সাথ ॥ গৌরাঙ্গ পুরীতে বন্দ গৌরাঙ্গ চরণ। রাসসিগ্রামেতে বন্দ লক্ষ্মীনারায়ণ ॥ অগ্রদ্বীপ গোপীনাথ

বন্দ সাবধানে। কলসাতে বন্দ গোপীনাথের চরণে।। বন্দিব শ্রীগোপীনাথ বড বেলুনেতে। ক্ষীরচোরা গোপীনাথ বন্দ রেমুনাতে।। বগ্‌ডির কৃষ্ণরাযে করিনু প্রণাম। অঙ্গেতে চুযায় ঘর্ম্ম যাঁর অবিশ্রাম।। বিষ্ণুপুরের বন্দিলাম মদনমোহন। এবে গঙ্গাতীরে যাঁরে করহ দর্শন।। চন্দ্রকোণা গ্রামে বন্দ প্রভু রঘুনাথ। পুষ্যা যাত্রা হয় যাঁর ভুবনে বিখ্যাত।। *খডদহে বন্দিলাম শ্রীশ্যামসুন্দরে। মদনগোপাল পদ বন্দ শান্তিপুরে।। কাচরাপাড়ায় বন্দ প্রভু কৃষ্ণরায। গৌরাঙ্গ নিতাই তবে বন্দ অম্বিকায।। বেড়োবের বলরাম বন্দিনু সাদরে। শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ তড়া আঁটপুরে।। শ্রীসাক্ষীগোপাল বন্দ সত্যবাদী ভূমে। বরাহ নৃসিংহ বন্দ জাজপুর গ্রামে।। বৃন্দাবনে শ্রীরাধাগোবিন্দ গোপীনাথ। মদনমোহন পদে করি প্রণিপাত।। অযোধ্যায় বন্দ তবে শ্রীরাম লক্ষ্মণ। ভরত শত্রুঘ্ন আদি করিয়ে বন্দন।। প্রয়াগে বন্দিব প্রভু মাধব চরণে। গদাধর পাদপদ্ম বন্দ গয়াভূমে।। যে চরণে পিণ্ডদান মাত্রে পাপ নাশে। সহস্র পুরুষ তরি যায অনায়াসে।। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ। সবার চরণ বন্দ করিয়া আগ্রহ।। খানাকুলে বন্দিব সয়ম্ভু ঘণ্টেশ্বর। তারকেশ্বর পাদপদ্মে প্রণতি বিস্তর।। বৈদ্যনাথ চরণে করিয়া নমস্কারে। কার্যতিতে বাণেশ্বরে বন্দিনু সাদরে।। শ্রীনব মাধব বন্দ মাণিকারাগ্রামে। সেতুবন্দ রামেশ্বরে বন্দিনু যতনে।। লক্ষ্মণপুরেতে বন্দ শ্রীলক্ষ্মণেশ্বর। ডোঙ্গল গ্রামেতে বন্দ শ্রীহটনাগর।। কাশীতে বন্দিব প্রভু দেব বিশ্বেশ্বর। অন্নপূর্ণা সহিত বিহরে নিরন্তর।। সোণাহাট গ্রামে বন্দ দেবী সিদ্ধেশ্বরী। রাজহাটে বিশালাক্ষী পদে নমস্করি।। জেডুর গ্রামেতে বন্দ দেবী ভগবতী। ধাড়লায শ্মশান চরণে প্রণতি।। কালীঘাটে কালী বন্দ ব্রহ্মসনাতনী। ত্রৈলোক্যতারিণী মহাকালের মোহিনী।।তমলুকে

বর্গভীমা কাঙুরে কামিখ্যা। বরদার বিশালাক্ষী মোরে কর রক্ষা ।। বর্দ্ধমানে বন্দ সর্ব্বমঙ্গলা চরণে । আমতায় মেলাই বন্দিব সাবধানে ।। বন্দিনু শীতলা ধর্ম্ম মনসা চরণে। নির্ব্বিঘ্নে হইবে তবে পুস্তক রচনে ।। বন্দিনু গঙ্গার দুই কমলচরণ। তিনধারা হয়ে ত্রাণকরে ত্রিভুবন ।। স্বর্গে মন্দাকিনী পাতালেতে ভোগবতী। ধরণী মণ্ডলে নাম ধরে ভাগীরথী ।। বন্দিব যমুনা সরস্বতী গোদাবরী। প্রভাস নর্ম্মদা তীর্থ পুষ্করাদি করি ।। গণ্ডকী কৌশিকী আর সরযূ গোমতী। বৈতরণী আদি সর্ব্ব তীর্থেরে প্রণতি।। বন্দিব তুলসীদেবী হরি প্রিয়ঙ্করী। ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবগণে প্রণতি আচরি ।। বিপ্রবর্গ দয়া করি দেহ জ্ঞানদান। দন্তে তৃণ করি করেঁ অনন্ত প্রণাম ।। ব্রাহ্মণের পদরজ কেবল ভরসা। জন্ম জন্ম তাহা বিনা নাহি অন্য আশা ।। ঘৃণা না করিবে প্রভু মোর নিবেদন। জগন্নাথ চরিত্র কথা করিবে শ্রবণ ।। উৎকলখণ্ডেতে শুনি ব্যাসের বচন। তার ভাষা করি কিছু করিযে রচন ।। আমি মূঢ় শাস্ত্রজ্ঞান হীন মূর্খ। ধম। না জানিয়ে কিছুমাত্র তব বিবরণ ।। অতি মূঢ়মতি আমি ধিক লজ্জা খেযে। চন্দ্রমা ধরিতে চাহি বামন হইযে ।। পঙ্গু হযে যেন গিরি লঙ্ঘিবারে ধায়। মূর্খ হয়ে বাচালতা করিবারে চায় ।। পক্ষী মধ্যে বাঁগার্টান যেন হীন বল। তৃষ্ণায শুষিতে চাহে সমুদ্রের জল ।। সেই রূপ বর্ণিবারে আমি করি আশ। বালকের চেষ্টা প্রায মোর অভিলাষ ।। কিবা লিখি ভাল মন্দ কিছু নাহি জানি। জগন্নাথ যে লিখান সেই লিখি বাণী ।। পিতা মাতা পিতৃব্যাদিগণে নমস্কার। আশীষ করহ বাঞ্ছা পুরাহ আমার ।। দারুব্রহ্ম ব্রজনাথ পদসেবা আশে। বন্দনা কহিল কিছু বিশ্বম্ভর দাসে ।। ৬ ।।

জয় জয় শ্রীনিবাস আচার্য্য গোসাঁই। তব পাদপদ্ম বিনা গতি মোর নাই ।। যাঁর সুতা বংশোদ্ভব মম প্রাণে-

শ্বর। শ্রীব্রজনাথ প্রভু ভুবন মঙ্গল ।। হরির স্বরূপ মূর্ত্তি আনন্দে বিহরে। পতিত অধম দীন করুণায় তারে ।। আচার্য্য প্রভুর সুত সর্ব্ব বংশগণে। ভূমে পড়ি অনুরাগে করিয়ে প্রণামে ।। জয় জয় শ্রীআচার্য্য চাহ একবার। তোমার সম্বন্ধ বড় ভরসা আমার ।। জয় জয় শ্রীল শ্রীযুক্ত লোকনাথ। জয় জয় রাধানাথ করি প্রণিপাত ।। জয় জয় চৈতন্যের প্রিয় ভক্তগণ। করুণা করিয়া লীলা করাহ স্ফূরণ ।। আমি অতি মূর্খ শিশু বুদ্ধি সে কেবল। কি শক্তি বর্ণিতে জগন্নাথের মঙ্গল ।। শ্রীগুরুগোসাঞিও মোরে কৈলা আজ্ঞা দান। সেই আজ্ঞাশক্তি হৈল দেহে অধিষ্ঠান যাহা লিখি ভাল মন্দ কিছু নাহি জানি। সেই প্রভু যে লিখান সেই লিখি বাণী ।। শুনহ সকল ভাই হরিগুণ কথা শ্রবণেতে ভবভয় খণ্ডিবে সর্ব্বথা ।। শ্রীদারুব্রহ্মলীলা শুন সাবধানে। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় যাহার শ্রবণে ।। শ্রীনীল-মাধব রূপ প্রথমে বিলাস। দ্বিতীয় বিলাসে দারুব্রহ্মের প্রকাশ। ব্রহ্মার পরমায়ু হয় যতেক বৎসর ।। দুই ভাগ করি তাহা কহি অতঃপর।। দ্বিপরার্দ্ধ কহে তারে যত মুনি গণে। পঞ্চাশ বৎসর এক পরার্দ্ধ গননে ।। দ্বিতীয় পরার্দ্ধ আর পঞ্চাশ গণন। বিস্তারিয়া সেই কথা করি নিবেদন সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলিযুগ চারি। এই চারি যুগে দিব্য যুগেক বিচারি ।। একাত্তর দিব্যযুগে এক মন্বন্তর। চৌদ্দ মন্বন্তর ব্রহ্মার দিবস ভিতর ।। দিবা অন্ত হৈলে রাত্রি প্রবেশ করয়। দিবা সম রাত্রি সেই জানিহ নির্ণয় ।। রজনী প্রবেশ মাত্র চরাচর যায়। কল্প এক কহি ইথে প্রলয় তাহায় ।। পুনঃ নিশি প্রভাতে প্রচারে সৃষ্টিগণ। দিবা অন্তে হয় পুনঃ সবারনিধন ।। এইরূপে ছত্রিশহাজার কল্পান্তরে। ব্রহ্মার পতন হয় জানিহ নির্দ্ধারে ।। তারে কহি মহাকল্প সে মহাপ্রলয়। পৃথিব্যাদি করি তাহে সব

হয় ক্ষয ।। শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম হৃদে করি আশ। জগ-ন্নাথমঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস ।। ১ ।।

পদ্মযোনি পবমাযু করিনু নিরূপণ। দুই ভাগ করিযা বুঝহ সর্ব্বজন ।। প্রথম পবার্দ্ধ পরমায়ু অর্দ্ধভাগে। দ্বিতীয পবার্দ্ধ আব অর্দ্ধেক বিভাগে ।। প্রথম পরার্দ্ধে নীলমাধব বিলাস। দ্বিতীয পবার্দ্ধে দারুব্রহ্মের প্রকাশ ।। পরা-র্দ্ধান্ত পর্য্যন্ত প্রকট এ বিহার। করিবেন জগন্নাথ জগতের সার ।। সেই সব কথা শুনি উৎকল খণ্ডেতে ভাষা করি ইচ্ছা মোর হইল বর্ণিতে ।। আর এক আছে ইথে মূল প্রযোজন। যবে শ্রীপুরুষোত্তম করিনু দর্শন ।। নীলাদ্রিতে শঙ্খোপরি রত্নসিংহাসনে। শ্রীবাম সুভদ্রা আব সুদর্শন সনে ।। বিরাজয়ে জগন্নাথ সংসারের সার। রূপ হেরি হৃদযের নাশে অন্ধকার ।। বদন পূর্ণিমা ইন্দু নযনকমল। শ্রীবৎস কৌস্তুভ রত্ন হৃদযে উজ্জ্বল ।। শিবে বত্ন মুকুট শোভযে অনুপম। নবীন নীরদ রূপ অখিল মোহন ।। বসিযা অখিলপতি আছে হাস্যমুখে। তাপিত শীতল হয যেই মাত্র দেখে ।। আগত আশ্বাসে ভুজ যুগ প্রসারিয়া। পতিতেরে তারযে প্রসাদ বিতরিযা ।। হবির দক্ষিণে ভদ্রাভদ্র স্বরূপিণী। অভদ্রা নাশিনী ভদ্র সবার দায়িনী ।। তাঁহার দক্ষিণে বলরাম হল ধরি। পাপচয মত্তকরী দলনে কেশরী ।। আঘূর্ণিত দুই পদ্ম অরুণনযন। দুবাহু প্রসারি আশ্বাসযে দীনজন ।। জগন্নাথ বামে শোভে চক্র সুদর্শন। মহাদীপ্ত রূপ তার অরুণ-বরণ ।। সম্মুখেতে স্তুতি করে যত ভক্তগণ। বাজারে বিকায মহাপ্রসাদ ব্যঞ্জন ।। জগন্নাথ লীলা দেখি অতি চমৎ-কার। ভুলিল নযন মন নাহি ফিরে আর ।। গৃহে আসি লীলা বর্ণিবারে হৈল মতি। কি রূপে বর্ণিব তাহা ভাবি নিতি নিতি ।। কত দিনে কৈলা মোর প্রভু আগমন

মিনতি করিয়া আমি বন্দিনু চরণ ॥ নিজ মনো অনুরাগ করিনু বিদিত। ঈষৎ হাসিযা আজ্ঞা করিলা ত্বরিত ॥ পঠহ উৎকলখণ্ড পণ্ডিতের স্থানে। শ্লোকার্থ জানিলে পদ আসিবেক মনে ॥ নিবেদন কৈনু অর্থ কেমনে বুঝিব। আজ্ঞা হৈল পঠিলেই উদয় হইব ॥ আজ্ঞা অনুসারে আমি গিযা গঙ্গাতীরে। পুথি কোথা পাঠক ভ্রমিযে নিরন্তরে ॥ শ্রীজগন্মোহন খ্যাত বিদ্যালঙ্কার। শান্তমতি হরিভক্ত বিপ্রের কুমার ॥ আচম্বিতে তাঁর সহ হইল মিলন। পুরাণ পাঠের হেতু কৈনু নিবেদন ॥ শুনিঞা করুণা তেঁহো কৈলা অতিশয়। জানাইল শ্লোক অর্থ সদয হৃদয ॥ শ্লোকার্থ জানিতে হৈল অক্ষর জোটন। গুরু আজ্ঞা বলবান জানিনু কারণ ॥ তিন খণ্ড করি গ্রন্থ করিয়ে প্রচার। সূত্রখণ্ড লীলাখণ্ড ক্ষেত্রখণ্ড আর ॥ সূত্র-খণ্ডে নীলমাধবের উপাখ্যান। লীলাখণ্ডে ইন্দ্রদ্যুম্নের শ্রীক্ষেত্র গমন ॥ তার মধ্যে কৃষ্ণলীলা সংক্ষেপ বর্ণন। ব্রজের বিলাস কথা অতি মনোরম ॥ ক্ষেত্রখণ্ডে জগন্নাথ প্রকাশ কথন। বহুবিধ লীলা ইথে করহ শ্রবণ ॥ শ্রীব্রজ-নাথ পাদপদ্ম হৃদে করি আশ। জগন্নাথমঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস ॥

জগন্নাথ রূপ সিন্ধু, বদন পূর্ণিমা ইন্দু, উদয হযেছে মনোহর। মৃদুহাস্যে ঝরে সুধা, ভকত চকোর ক্ষুধা, তৃপ্ত করে পানে নিরন্তর ॥ সেই সুধা বরিষণে, সিঞ্চে চৌদ্দ ভুবনে, সুশীতল করযে তাপিত। দেবঋষি মুনি-চয, কুমুদ সমান হয, প্রফুল্লিত সদা পুলকিত ॥ সে মুখ তুলনা ঠাঞি, ভুবনে কোথাও নাঞি, অনুপম তাহার মাধুরী। যদি দিযে পদ্মচাঁদে, তাহে হয বিসম্বাদে, সবে ইহা দেখহ বিচারি ॥ বিধুমান দিবাভাগে, মানকুঞ্জ নিশিযোগে, সম ভাবে না থাকে সদয। শ্রীবদন জ্যোৎ-স্নাকর, প্রফুল্লিত নিরন্তর, অতএব তুলনা কোথায ॥

করে শোভে তাড়বালা, দশদিক করে আলা, চন্দনে চর্চ্চিত কলেবর। বনমালা গলে দোলে, হেরিয়া নয়ন, ভুলে, বিশাল নয়ন মনোহর ॥ ভালে মণি অতি দীপ্ত, তেজে দশদিক ব্যাপ্ত, শ্রবণে কুণ্ডল ঝলমল। গণ্ডস্থল সুচিক্কণ, জিনি মণি সুদর্পণ, নাসাতটে দোলে মুক্তা-ফল ॥ সুবর্ণ মুকুট মাথে, মালতী জড়িত তাথে, কটি-তটে কিঙ্কিণীর দাম। রূপ নবজলধর, পরিধান পীতাম্বর, অঙ্গ হেরি অঙ্গহীন কাম ॥ লাবণ্য তরঙ্গ বন্যা, জলে ডুবি গোপকন্যা, ব্রজে সবে তেজি কুলমান। ও মাধুরি মধু আশে, তেজি তারা গৃহবাসে, চরণে সপিল মন প্রাণ ॥ গোপ গোপিনী গণে, হর্ষ দাতা সর্ব্বক্ষণে, জগন্নাথ যশোদানন্দন। রমণী মণির বন্ধু, দীননাথ দয়া-সিন্ধু, নীলাচলে হৈলা প্রকটন ॥ মৎস্য কূর্ম্ম শ্রীবরাহ, নৃসিংহ বামন ইহ, ভৃগুবংশে রাম দাসরথি। এই হরি হলধর, বন্ধ কলিক কলেবর, ইহ কোটি ব্রহ্মাণ্ডের পতি ॥ এক ব্রহ্ম চারিভাগে, প্রকটিয়া এক যোগে, প্রসাদ করযে বিতরণ। ভুঞ্জি নর পশু আদি, অশেষ পাপের নিধি, শ্রীবৈকুণ্ঠে করযে গমন ॥ শ্রীমহাপ্রসাদ তত্ত্ব, বর্ণি-বারে কে সামর্থ, হর মাত্র জানেন এই মর্ম্ম। মহাপাপ সদা করে, প্রসাদ ভোজনে তরে, বিচার নাহিক ধর্ম্মাধর্ম্ম ॥ এহেন প্রসাদ ভাই, শ্রীদুর্গা দয়ায় পাই, সেইমর্ম্ম করি নিবে-দন। নারদ কৈলাসে গেলা, হরেরে প্রসাদ দিলা, ভোজনে উন্মত্ত ত্রিলোচন ॥ প্রেমানন্দে নৃত্য করে, ধরণী কম্পিত ভরে, নিবেদন করিল দুর্গায়। দেবী শিব স্থানে গেলা, প্রকাবেতে সাম্য কৈলা, কহে দেব দুঃখিত হিয়ায় ॥ হবির অধরামৃত, ভুঞ্জি আমি উন্মত্ত, সে আনন্দ ভঙ্গ কৈলে তুমি। শুনি দেবী তাহা চায, কহিলেন দেবরায়, ইথে যোগ্য না হও আপনি ॥ শুনি দেবী অভিমানে, বসিলেন যোগাসনে, গোবিন্দের করিলা স্মরণ। গৌরীর স্মরণে

হরি, আইলেন ত্বরা করি, সকরুণ কহেন বচন।। কহ প্রযো-জন কিবা, স্মরিলে আমায় শিবা, তব প্রীতি করিব এখনে। কহে গৌরী যোড়করে, যদি দয়া হৈল মোরে, এক বর করিয়ে প্রার্থনে।।তোমার প্রসাদ অন্ন, ত্রিভুবনে বিত-রণ, হয যেন এই আমি চাই। দেবনাগ পশু নরে, সর্ব্ব বর্ণে অবিচারে, প্রসাদ ভুঞ্জিবে এক ঠাঁই।। শুনি বর দিলা হরি, হরষিতে সর্ব্বেশ্বরী, হর সহ পূজিলেন হরি। কিবা করিলেন তিনে, তার মর্ম্ম তাঁরা জানে, হরি গেলা বৈকুণ্ঠ-নগরী।। গৌরী প্রতি ছিল বর, সে হেতু পরমেশ্বর,স্বেচ্ছায ধরিযা দারুকায। নীলাচলে অবতরি, চারি রূপ ধরি হরি, তারে মূঢ পতিত লীলায।। শ্রীদুর্গা প্রসাদে ভাই,হরি দর শন পাই, বিশ্বাস করহ এ বচনে। বিষ্ণু ভক্তি ফলদাতা, শিব শিবা হয কর্ত্তা,আর কেহ নাহি ত্রিভুবনে।। হর গৌরী লম্বোদর, হরি আর দিবাকর, এক বস্তু পঞ্চ রূপ জান। এক ব্রহ্ম দুই নয, তবে পঞ্চরূপ হয,কারণ করিযে নিবে-দন।। ভক্তে উপাসনা যেন, করে ব্রহ্মরূপ তেন, ধরে ভক্ত সুখের কারণে। ভকতের বশ সেই, কারণ ইহার এই, ভিন্ন ভাবে অজ্ঞান অধমে।। হরির বচন হয,শিব মম আত্মাময়, চক্ষু রবি জ্ঞান লম্বোদর। ভক্তি আদ্যা এ বচনে ভিন্ন করি যেই মানে, অঙ্গহীন করযে পামর।।

শ্রীভগবদ্বাক্যং।

শিবোমমাত্মা মমচক্ষুবর্কঃ জ্ঞানং গণেশো মম-
শক্তিরাদ্যা। বিভিন্ন ভবামযি যে ভর্জন্তি মমাঙ্গং
হীনং কলযন্তি মন্দাঃ।।

অতএব তর্ক ত্যজি, পরম আনন্দে মজি, ভক্তিভাবে ভজ জগন্নাথে। যাবে কর্ম্মবন্ধ দুঃখ, পাবে প্রেমানন্দ সুখ, সেবা প্রাপ্তি ভাব হৃদযেতে।। দেব দেব জগন্নাথ, প্রসারিয়া দুটি হাত, অগতিরে করে আশ্বাসনে। ভাব

দেখি সেই শোভা, হৃদয়ে হইয়া লোভা, কত সুখ উপজয়ে মনে ॥ জয় জয় জগন্নাথ, নিজ পারিষদ সাথ, কৃপাপাঙ্গে চাহ এই দীনে। তোমার করুণা বই, আর মম গতি নাই, নিবেদন করিনু চরণে ॥ আমি মূঢ় জ্ঞান হীন, আমা সমা নাহি দীন, তুমি দীননাথ এ ভরসা। ও চরণ সেবা আশে, কহে বিশ্বম্ভর দাসে, পূর্ণ কর মনের লালসা ॥

জয় জয় নীলাচল চন্দ্র জগন্নাথ। শ্রীরাম সুভদ্রা আর সুদর্শন সাথ ॥ সপার্ষদে আসরে করিয়া অধিষ্ঠান। শ্রবণ করহ প্রভু নিজ গুণ গান ॥ জয় জয় প্রভুর যতেক ভক্ত-গণ। করুণা করিয়া লীলা করহ স্ফূরণ ॥ জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ। জয় জয় অদ্বৈতাদি গৌরভক্তবৃন্দ ॥ সাবধানে বন্দ বেদব্যাসের চরণ। যাঁহার প্রসাদে করি পুস্তক রচন ॥ দারুব্রহ্ম প্রকাশ শুনহ সর্ব্বজনে। অশেষ দুর্গতি খণ্ডে যে কথা শ্রবণে ॥ নৈমিষ কাননে সনকাদি মুনিগণ। পরম বৈষ্ণব বেদ শাস্ত্রে বিচক্ষণ ॥ সতত নিবসে সবে হরিকথা রঙ্গে। রাত্রি দিন সদা যায় হরির প্রসঙ্গে ॥ মহা বিচক্ষণ শ্রীজৈমিনি তপোধনে। কহিতে লাগিলা সবে প্রফুল্লিত মনে ॥

মুনয় উচুঃ।

ভগবান্ সর্ব্বধর্ম্ম সর্ব্বতীর্থ মনত্ত্বযিৎ। কথিতং যত্তয়া পূর্ব্বং প্রস্তুতে তীর্থকীর্ত্তনে ॥ পুরুষোত্ত-মাখ্যং সুমহৎক্ষেত্রং পরমপাবনং। যত্রাস্তেদা-রবতনুঃ শ্রীশোমানুবলীলযা ॥ দর্শনান্মুক্তিদঃ সাক্ষাৎ সর্ব্ব তীর্থফলপ্রদঃ। তন্নোবিস্তরতোব্রুহি ক্ষেত্রং কেন বিনির্ম্মিতং ॥১॥

জিজ্ঞাসিল মুনিগণ করিয়া বিনয়। সর্ব্ব ধর্ম্ম জ্ঞাত হও তুমি মহাশয় ॥ সর্ব্ব তীর্থ মাহাত্ম্য জানহ ভালমতে। তী-র্থের প্রসঙ্গে যাহা কয়াছ সভাতে ॥ পুরুষোত্তম মহা-ক্ষেত্র পরম পাবন ॥ দারু রূপে লক্ষ্মীকান্ত যাতে প্রকটন

দরশন মাত্রে জীব মুক্তিপদ পায়। সর্ব্বতীর্থ কল প্রাপ্তি ভববন্ধ যায়॥ সেই কথা বিস্তারিয়া কহ মুনিবর। কেবা নির্ম্মাইল এই ক্ষেত্র মনোহর॥ জ্ঞানরূপ প্রকটনে সক্ষাৎ শ্রীহরি। সেখানে আছেন কেন দারু রূপ ধরি॥ পরম কৌতুক হয় এ সব কথন। আমাদের ইচ্ছা হয করিতে শ্রবণ॥ বক্তাগণ শ্রেষ্ঠ তুমি সর্ব্ব লোক গুরু। কহি বাঞ্ছা কর পূর্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু॥ জৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনিগণ। পরম রহস্য ইহা করহ শ্রবণ॥ শ্রবণে না হয় ভক্তি পাতকীর গণে। সকল পাতক নাশে যাহার কীর্ত্তনে পূর্ব্বে হর মুখ হৈতে করিয়া শ্রবণ। কার্ত্তিকেয় কহিলেন এসব কথন॥ দেব সভা মধ্যে করে মন্দরপর্ব্বতে। তথায গেলাম আমি শিব আরাধিতে॥ সেই দেব সভামধ্যে করিনু গমন। কার্ত্তিকেয় প্রসাদেতে করিনু শ্রবণ॥ যে শুনিনু কহি তাহা নিবেদন করি। যেই রূপ প্রকটিল দারু রূপ হরি॥ শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস॥

জৈমিনি বলযে শুন যত মুনিগণ। জগন্নাথ লীলা শুন পীযূষ মিলন॥ যদি জগন্নাথ হয় সর্ব্ব ক্ষেত্রেশ্বর। যদি অন্যত্র বিষ্ণু ক্ষেত্র পাপ হর॥ তথাপিহ এই ক্ষেত্রে সর্ব্ব পরাৎপব। স্বযং বপু প্রভুব স্বরূপ ক্ষেত্রবব। যাহাতে আপন দেহ করিয়া ধারণ। সতত বিহার করে হরি নারা-যণ॥ নিজ নামে প্রকাশ করিলা ক্ষেত্রবর। অতএব কহি তারে সর্ব্ব পরাৎপর॥ যেই জন সেই স্থানে বাস ইচ্ছা করে। ইচ্ছা মাত্রে সর্ব্বপাপ হৈতে সেই তরে॥ যেই বাস করি হরি করিছে দর্শন। তাহার মহিমা কিবা কবিব বর্ণন আশ্চর্য্য সে স্থান দশযোজন বিস্তার। তীর্থরাজ জল হৈতে হইলা সঞ্চার। বালুকাতে ব্যাপ্ত হয়ে যে স্থান সকল। যেই ক্ষেত্র মাঝে শোভে উচ্চ নীলাচল॥ দূরে হৈতে অনু মান করে সর্ব্ব জন। যেন শোভিতেছে পৃথিবীর এক স্তন॥

পূর্ব্বেতে বরাহ দেব পৃথি উদ্ধারিলা। সর্ব্বত্র সমতা করি পৃথিবী স্থাপিলা॥ পর্ব্বতগণের দ্বারে পৃথিবী স্থাপিলা। দেখি ব্রহ্মা চরাচর সকল সৃজিলা॥ তীর্থগন নদীগণ সমুদ্র সকল। পুণ্যক্ষেত্রগণ আর যত যত স্থল॥ যথা যোগ্য স্থানে সব কৈল নিয়োজন। পূর্ব্ববৎ সব সৃষ্টি করিলা সৃজন॥ তবে সৃষ্টি ভারে ব্রহ্মা হইযা পীড়িত। মনে২ অতিশয় হইলা চিন্তিত॥ এই রূপে চিন্তা তবে করে পদ্ম যোনি। কি রূপে এ ভার পুনঃ না লভিব আমি॥ তাপ-ত্রয়ে অভিভুত যত জীবগণ। কি রূপে বা এ সবার হইবে মোচন॥ এইরূপ মনে মনে চিন্তিতে চিন্তিতে। মনে এক বুদ্ধি তার হইল উদিতে॥ মুক্তির কারণ বিষ্ণু পরম ঈশ্বরে। সন্তুষ্ট করিব আমি স্তব করি তাঁরে॥ তেঁহো করিবেন সৃষ্টি ভার নিবারণ। এত ভাবি প্রজাপতি স্থির কৈল মন॥ শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস॥

তবে ব্রহ্মা যোড়হাতে, স্তুতি করে জগন্নাথে, নমো দেব দেবের ঈশ্বর। বিপদ নাশক তুমি, তুমি সর্ব্ব অন্তর্যামী, বিপদে রাখহ দামোদর॥ জয় অখিলের কর্ত্তা, জয় বিশ্বজন ভর্ত্তা, জয় কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সার। জয় দয়া জলনিধি, জয় বিধাতার বিধি, জয় কোটি ব্রহ্মাণ্ড আধার॥ তুমি এক তুমি বহু, লিখিতে না পারে কেহ, তব তত্ত্ব অগাধ অপার। গগনেতে এক ভানু, প্রতি ঘটে দেখি তনু, তেন তুমি সর্ব্বত্র প্রচার॥ মহতত্ত্ব আদি করি, তোমার মায়াতে হরি, সৃষ্টি হয লয আরবার। তব মায়া সুনটিনী রঞ্জয়ে সকল প্রাণী, কার শক্তি হয তার পার॥ তুমি বিশ্ব মর হরি, বিশ্বরূপ পরচারি, লীলা কর মায়া আচ্ছাদনে। সে মাযায পারে সেই; তব তত্ত্ব জানে যেই, ভক্তি করে তোমার চরণে॥ ভক্ত অভিমত জানি, বহু রূপ ধর তুমি, ভিন্ন ভাবে সেই অতি মূঢ়। অভিলাষে স্বর্ণ যেন, হয নানা

অভবণ, নাহি বুঝে এই তত্ত্ব গূঢ়।। সৃষ্টি ভারে কাঁপি আমি, বিপদে রাখহ তুমি,জয় জয় করুণাসাগর। কৃপা-পাঙ্গে বিলোকন, কর আমি দীনজন, জয় জয় জগত ঈশ্বর।। সৃষ্টি করি অতি সাধে, পড়িলাম পরমাদে, সবে হৈল পাষণ্ডী আকার। হৈল অতি পাপভার, ধরা নাহি ধরে আর, এ বিপদে করহ উদ্ধার।। এইরূপে স্তুতিবাণী, করিলেন পদ্মযোনি, সদয় হইলা দেবরায়। শ্রীব্রজনাথ পদ, আশা করিয়া সম্পদ, দীন বিশ্বম্ভর দাস গায়।।

এই রূপে ব্রহ্মা বহু করিলা স্তবন। তুষ্ট হযে সাক্ষাৎ হইলা নারায়ণ।। নীলমেঘ জিনি অঙ্গ শ্রীচন্দ্রবদন। কমলের দল জিনি শোভযে নয়ন।। শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম বনমালা ধারী। নাশযে সন্তাপ হেরি চরণ মাধুরী।। শ্রীঅঙ্গ ভূষিত যথাযোগ্য আভরণে। গরুড়ের পৃষ্ঠে বসি কনক আসনে।। দেখিযা আনন্দে ব্রহ্মা আপনা পাসবে। ভূতলে পড়িযা বহু দণ্ডবৎ করে।। উঠে পুনঃ যোড়করে করযে স্তবনে। আজি সে সফল মম তব দরশনে।। হরি বলে ব্রহ্মা শুন আমার বচন। যে হেতু আমারে তুমি করিলে স্তবন।। সেইবাঞ্ছা পূর্ণ হবে যাহ নীলাচলে। বেদ গোপ্য কথা কহি শুন হরি বলে।। দক্ষিণ সমুদ্রতীবে নীল গিরি নাম। অতি গুপ্তস্থান সেই মোর নিত্যধাম।। মহা নদী দক্ষিণে সে ক্ষেত্রবর হয। সুবুদ্ধি মনুষ্যগণ তথি নিব সয।। মহানদী হৈতে যেই সমুদ্রের তীব। পদে পদে শ্রেষ্ঠ তম শুন মহাধীর।। সেই গিরি মাঝে আছে কল্পতরুবর। বটবৃক্ষ রূপ সেই আমা সম সর।। তাহার পশ্চিমে কুণ্ড রোহিণী নামেতে। সেই কুণ্ড পূর্ণ হয কারণ বারিতে।। তার তীরে আছি আমি কমলা সহিত। দেবতা অসুরে সেই স্থান সুগোপিত।। তোমার স্তবেতে এবে সন্তোষ হইনু॰ অতএব সেই স্থান তোমারে কহিনু।। এত কহি অন্তর্দ্ধান হৈলা নারায়ণ। বিস্ময় হইলা তবে কমল

আসন ।। ব্রজনাথ পাদপদ্ম হৃদে করি আশ । জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস ।।

হরি উপদেশে ব্রহ্মা গেল সিন্ধুতীরে । সিন্ধুস্নান করি গেলা গিরির উপরে ।। শ্রীনীলমাধব হরি করিলা দর্শন । আনন্দে প্রেমের জলে পূরিল নয়ন ।। স্তব অন্তে যেই রূপ দর্শন করিলা । শ্রীনীলমাধবে সেই রূপ নিরখিলা ।। পরম ঈশ্বর সেই দেখিযা মাধবে । সেই এই বলি ব্রহ্মা জ্ঞান কৈল তবে ।। কোটি কাম জিনি রূপ প্রসন্ন বদন । নবীন নীবদ তনু অতি অনুপম ।। চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী । হৃদযে কৌস্তুভ কোটি সূর্য্য তিবস্কারী ।। গলে দোলে বনমালা বৈজয়ন্তী সনে । মাথায় মুকুট অঙ্গে নানা অভরণে ।। চরণের তুলনা ভুবনে নাহি হেরি । ভকতে ভাবিলে জানে তাহার মাধুরী ।। বামদিগে শোভা করে লক্ষ্মী ঠাকুরাণী । সৌন্দর্য্যের সীমা বীণা বাদ্য পরাযণী ।। শ্যাম মেঘে তড়িত জড়িত কিবে শোভা । একত্রে উদিত যেন নীলমণি আভা ।। মাধব বদনে দৃষ্টি অপণ করিয়া । আছযে বদনে মৃদু হাসি মিশাইযা ।। ফণা বৃন্দ ছত্র ধরি অনন্ত পশ্চাৎ । সম্মুখেতে সুদর্শন গরুডেব সাথ ।। এইরূপ প্রজাপতি করযে দর্শন । আনন্দসমুদ্র জলে হইযা মগন ।। সেইত সময এক কাক আচম্বিতে । উডিযা পডিল আসি রোহিণী কুণ্ডেতে ।। কারণাম্বু স্পর্শে সর্ব্ব পাপে মুক্ত হৈল । বিষ্ণুব সারূপ্য দেহ ধারণ করিল ।। পক্ষীর দেখিয়া গতি যোগীন্দ্র দুর্ল্লভ । ব্রহ্মা বলেন ক্রমে ক্ষীণ হয় সৃষ্টি সব ।। মনুষ্যাধিকারে যেই দেহান্ত বচনে । অত্যন্ত সংশয বলি মুক্তিবে বাখানে ।। কিন্তু এই স্থান সব বিষ্ণু ভক্তময় । তাহাদেব দুর্ল্লভ সে মুক্তি কভু নয ।। যাঁর নামে মুক্ত হয সর্ব্ব পাপ হৈতে । মুক্তি কোন দুর্ল্লভ তাঁর দর্শনেতে ।। পুরুষোত্তম মহাক্ষেত্র মহিমার পর । কাকেও যাহাতে দেখে সাক্ষাৎ ঈশ্বর ।। আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য মহিমার অন্ত

নাঞি। কাকেতে পাইল মুক্তিপদ যেই ঠাঞি॥ এইরূপ প্রজাপতি বলে বার বার। প্রেমধারা নয়নে বহয়ে অনিবার॥ শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথমঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস॥

জৈমিনী বলেন শুন যত মুনিগণ। এইরূপ প্রজাপতি করয়ে দর্শন॥ সেইকালে যম অধিকার ত্যাগ ভয়ে। যমালয় ত্যজি আইসে নীলাদ্রি আলয়ে॥ শুষ্কমুখ হয়ে নিশ্বাস ছাড়িতে ছাড়িতে। সেইখানে আসিয়া হইল উপনীতে॥ লক্ষ্মী লক্ষ্মীপতি দোঁহা করি দরশন। বহুবিধ স্তব কৈলা সূর্য্যের নন্দন॥ স্তবে তুষ্ট হয়ে হরি নয়ন ইঙ্গিতে। লক্ষ্মীরে আদেশ কৈলা তত্ত্ব বুঝাইতে॥ পাইয়া ইঙ্গিত দেখি গৌরবে ভরিলা। ক্ষেত্র বিবরণ যমে কহিতে লাগিলা॥ রমা কহে শুন যম না হও কাতর। হরির চরিত্র এই বুঝিতে দুষ্কর॥ অধিকার আশ তুমি ত্যজহ এখানে। নিত্য হরি ইথি বিহরয়ে মোর সনে॥ মুক্তগণ স্থান এই নিশ্চয় জানিবে। তব অধিকারে জীব এথা না পাইবে॥ ব্রহ্মা আদি দিক্‌পতি যত যত আর। এই ক্ষেত্র উপর স্বামিত্ব নাহি কার॥ পূর্ব্বে আমি শ্রীকৃষ্ণের বক্ষেতে থাকিয়া। অদ্ভুত দেখিনু যাহা কহি বিবরিয়া॥ মার্কণ্ডেয় মুনি মহাপ্রলয়ের জলে। ভাসিয়া২ আইল এই নীলাচলে॥ প্রলয়ে সকল নষ্ট আছে এই স্থান। দেখিয়া হইল তার অত্যাশ্চর্য্য জ্ঞান॥ মনে মনে চিন্তা তবে লাগিলা করিতে। হেনকালে ভগবানে দেখে আচম্বিতে॥ শঙ্খচক্র গদা পদ্মধারী নারায়ণ। প্রফুল্ল পুণ্ডরীকাক্ষ প্রসন্ন বদন॥ তাঁর অঙ্গে পদ্মাসনে দেখয়ে আম্মারে। জল বাত দুঃখ সব গেল তবে দূরে॥ বহুবিধ স্তব কৈল বেদের বিধানে। পুনঃ২ ভূমে পড়ি করিল প্রণামে॥ স্তবে তুষ্ট হয়ে তবে প্রভু নারায়ণ। অনুগ্রহ দৃষ্টে কহে গভীর বচন॥ শ্রীব্রজ-

নাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস ॥

প্রভু বলে শুন মুনি, আমারে না জান তুমি, বহু দুঃখ পাইলে নানামতে। কঠোর তপস্যা যত, কৈলে বেদবিধি মত, আয়ুবৃদ্ধি কেবল তাহাতে ॥ ইবে যাহা কহি তোরে, উঠি কল্পবটোপবে, বাল্যরূপ করহ দর্শনে। সেই সর্ব্ব কালরূপ, অশেষ ব্রহ্মাণ্ড ভূপ,পত্র পুটে আছয়ে শযনে ॥ এ ঘোর প্রলয়কালে, থাকিতে না পাযে স্থলে, বহু দুঃখ পাইতেছ তুমি। তাব মুখ সুবিস্তাবে, যোগ্য তব থাকি- বাবে, উপদেশ কহিলাম আমি ॥ হরি মুখে ইহা শুনি, বিস্মৃত বদন মুনি, কল্পবটে কৈল আরোহণে। দেখে পত্র পুটোপর, শিশু রূপ দামোদর, হরষিত আছযে শযনে ॥ উপনীত সেই মুখে, বিস্তারিত দেখি সুখে, কণ্টপথে গভে প্রবেশিল। সে উদয সুবিস্তাব,নাহি কিছু অন্ত তাব, তথা বিশ্ব দেখিতে লাগিল ॥ চতুর্দ্দশ ভুবন, ব্রহ্মাদি দিক পালগণ, দেখে যত সুব সিদ্ধগণে। গন্ধর্ব্ব রাক্ষস কত, ঋষি দেবঋষি যত, পৃথিবী কবয়ে বিলোকনে ॥ তাহাতে সাগব যুক্ত, নানা তীর্থ নদী কত, পর্ব্বত কানন শোভে তায। নগর পত্তন গ্রাম, পুব খর্ব্বটাদি স্থান, সকল তা- হাতে শোভা পায ॥ এ সপ্ত পাতাল দেখে, নাগকন্যা লাখে লাখে, ভূষা মহামূল্য মণিগণে ॥ সেইখানে দেখে হর্ষে, সহস্র মস্তক শেষে, যেই প্রভু জগত ধাবণে ॥ পবম অদ্ভুতময়, যেইত অনন্ত হয, নাগগণে সেবিত চবণ। সেই সব নাগগণ,শিবে মণি বিভূষণ, যোড়হাতে করযে স্তবন ॥ মহামূল্য মণিগণে, যেই গৃহ নিরমাণে, সুধাতে লেপিত সমুজ্জ্বল। তার মধ্যে রত্নাসনে, চারিদিগে শিষ্যগণে, বসি শাস্ত্র বাখানে সকল ॥" ব্রহ্মাণ্ডের যতেক সৃষ্টি, নিরমিল পবমেষ্ঠি, উদরে দেখয়ে তার মুনি। সুখের না অন্ত পায, ভ্রমে চারি দিকে ধায়, পরম আশ্চর্য্য অনুমানি ॥ আচ-

ম্বিতে গর্ভ হৈতে, বাহিব বদন পথে, সেই বটমূলে উপনীত। পূর্ব্ববৎ মোর সনে, দেখে পুনঃ ভগবানে, প্রেমানন্দে হইযা পূর্ণিত ॥ তবে যোড়হাত হৈযা, প্রভু আগে দাণ্ডাইযা, কহে মুনি গদগদ স্বরে। কহ প্রভু ভগবান, কি অদ্ভুত এ আখ্যান, বিস্ময লাগিল বড মোরে ॥ মহাপ্রলয়ের জলে,সৃষ্টিসব নষ্ট হৈলে, এথা থাকে সেই সৃষ্টিগণ। অসীমা তোমার মাযা, কেমনে জানিব ইহা, আমি অতি মূঢ অভাজন ॥ মুনির বচন শুনি, কহে তাবে চক্রপাণি, এই ক্ষেত্রে হয নিত্যময। শ্রীপুরুষোত্তম নাম, আমা সম কব জ্ঞান, আমায ক্ষেত্রেতে ভেদ নয ॥ দরশনে মুক্তি দাতা, যেমন প্রবেশে এথা,আনন্দ স্বরূপ সেই হযে। গর্ভ বাসে পুনর্ব্বার,সে জন না যায় আর,তোমারে কহিনু বিব রিবা ॥ জয় নীলাচল পতি, অখিল ব্রহ্মাণ্ড গতি, জগন্নাথ জগত আবাস। শ্রীব্রজনাথ পদ,আশা করি সুসম্পদ, কহে দীন বিশ্বম্ভর দাস ॥

লক্ষ্মী বলে শমন শুনহ সাবধানে। মার্কণ্ডেয পড়ি তবে হরিব চরণে ॥ নিবেদন কৈল মুনি করিয়া মিনতি। এই ক্ষেত্রে বাস মোরে দেহ জগৎ পতি ॥ শুনিযা করুণা কবি কহে ভগবান। প্রলযেব অন্তে নিরমিব তব স্থান ॥ মৃত্যুঞ্জয আবাধিয়া মৃত্যু জয়ী হবে। আমাব করুণা মুনি তবে সে জানিবে ॥ এই রূপে বব দিযা প্রভু ভগবান। প্রলযের অন্তে তীর্থ করিলা নির্ম্মাণ ॥ অক্ষয় বটের বাযু কোণে চক্রাঘাতে। মার্কণ্ডেয সরোবর কৈল জগন্নাথে ॥ তাব তীরে মুনি মহাদেব আরাধিল। জগন্নাথ প্রসাদেতে মরণে জিনিল ॥ এই ক্ষেত্রবর হয় শঙ্খের আকার। পশ্চিম দিগেতে হয় মস্তক তাহার ॥ পূর্ব্বদিগে অগ্রভাগ উদর দক্ষিণে। উত্তবে শঙ্কের পৃষ্ঠে জানিহ শমনে ॥ পঞ্চ ক্রোশ আডে দীর্ঘে হয শঙ্খবর। শঙ্খের উপরে ক্ষেত্র

অতি মনোহর।। জলে দুই ক্রোশ শঙ্খ তিন ক্রোশ তীরে। সুবর্ণ বালুকা ব্যাপ্ত হয় মনোহরে।। শ্রীরোহিণী কুণ্ড বট জগন্নাথ আর। শঙ্খ নাভীবেশে এই তিনের বিহার।। এই নীলাচল ক্ষেত্র পরম সুন্দর। পরাৎপর স্থান এই বৈকুণ্ঠের পর।। এই পুণ্য অন্তর্ব্বেদি পঞ্চ ক্রোশ হয। দেবগণ ইথি বাস সদত বাঞ্ছয়।। শংখ অগ্রে নীলকণ্ঠ ক্ষেত্র পাল শিরে। মধ্যে দেব দেবীগণ সুখে সুবিহারে।। দ্বিতীয় আবর্ত্তে হয় কপাল মোচন। বিমলা তৃতীয়াবর্ত্তে শুনহ শমন।। ব্রহ্মরূপ নবসিংহ প্রভুর দক্ষিণে। ব্রহ্মহত্যা পাপ নাশে যাঁহার দর্শনে।। কল্পবৃক্ষ ছায়া পাপ নাশে সুনিশ্চয়। বটের মহিমা কহিবারে শক্তি নয়।। রোহিণী নামেতে এই কুণ্ড পরাৎপর। কারণ জলেতে পূর্ণ আছে নিরন্তর।। ইহার যে জল বৃদ্ধি হয প্রলয়েতে। সেই জল লয হয পশ্চাৎ ইহাতে।। অতএব নাম কহি রোহিণী আখ্যান। দরশন মাত্রে জীবে মুক্তি করে দান।। মহাপ্রল য়েতে বৃদ্ধি যেই জল হয। অর্দ্ধাশনী অর্দ্ধ তার ভোজন করয়।। অতএব অর্দ্ধাশনী বলিয়ে ইহাবে। ইহার দর্শন যেই করে সেইতরে।।বেদান্তে প্রকাশ শ্রবণাদি যে সাধন। সেই সব সাধন না জানে মূর্খ জন।। সেই অজ্ঞ এই ক্ষেত্রে বাস যদি করে। সে সব সাধন বিনা অনাযাসে তরে।। বিচার নাহিক যম জানিহ এথায। যথায় তথায় ক্ষেত্রে মৈলে মুক্তি পায়।। বহু উপদেশে আর কিবা প্রয়োজন। কাক দেখ বিষ্ণু রূপ করিল ধারণ।। অতএব এথা অধি-কারের বিহনে। চিন্তা দূর কর যম আমার বচনে।। শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস।।

লক্ষ্মী বলে অপরূপ শুনহ শমন। সংক্ষেপে কহি যে কিছু ক্ষেত্র বিবরণ।। পূর্ব্বে এই অন্তর্ব্বেদি রক্ষার কারনে। অঙ্গ হৈতে কৈল অষ্ট শক্তি প্রকাশনে।। মঙ্গলা বিমলা

সর্ব্বমঙ্গলা চণ্ডিকা। অর্দ্ধাশনী লম্বা কালরাত্রি মারীচিকা।। এই অষ্ট শক্তি পুরী করয়ে রক্ষণ। কভু প্রবেশিতে নারে অল্প পুণ্যজন ।। গৌরীরে অষ্টধা ভেদ দেখিয়া শঙ্কর। আপনি অষ্টধা হৈয়া মাগে ইষ্টবর ।। তুষ্ট হৈয়া হরি তারে ক্ষেত্রস্বামী কৈলা। শক্তিগণ সনে অষ্ট দিগেতে স্থাপিলা।। ক্ষেত্রপাল কাম যমেশ্বর বিলেশ্বর। কপাল মোচন নীলকণ্ঠ বটেশ্বর।। ঈশান মার্কণ্ডেশ্বর এই অষ্ট হরে। স্থাপিয়া উজ্জ্বল কৈলা ক্ষেত্র মনোহরে।। মনুষ্য কি পশু পক্ষী পতঙ্গাদি কীটে। ক্ষেত্রে মৈলে মুক্তি পায না পড়ে সঙ্কটে।। অতএব ত্যজ যম বৃথা অভিমান। এথা অধিকার না পাইবে মতিমান।। এত কহি ব্রহ্মা চাহি বলে আববার। শুন প্রজাপতি তুমি অতি গুপ্ত সার।। এই ক্ষেত্রবর হয হরির স্বরূপ। হরির অভিন্ন ক্ষেত্র শুন লোক ভূপ।। শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র যাহার স্মরণে। অশেষ দুর্গতি হৈতে মুক্ত জীবগণে।। এতেক মহিমা যদি ইহাব নিশ্চয়। তথাপি যমেরে হরি হইলা সদয়।। এই দেব লীলা হইবেন অন্তর্দ্ধ্যান। দারু দেহ ধরিবেন প্রভু ভগবান।। জগন্নাথ নাম ধবি এই দয়াময়। তারিবে পতিত দীনে সদয় হৃদয অহঙ্কারে যে মূঢ় করিবে অবিশ্বাস। যমে অধিকার তারে দিলা শ্রীনিবাস।। সত্যযুগে হবে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন নাম। তিঁহো প্রকাশিবে দারু মূর্ত্তি অনুপম।। প্রতিষ্ঠা করিবে তুমি আপনি আসিয়া। ভবিষ্য কথন কহিলাম বিবরিয়া।। ইবে যম যাহ তুমি বিদায় হইয়া। নিজ নিজ স্থানে চল দুঃখ তেয়াগিযা।। এত কহি দুই জনে হবষিত মতি। ভূমেপড়ি প্রণমিয়া রমা রমাপতি।। ব্রহ্মা আব যম গেলা নিজ নিজ স্থানে। শ্রীব্রজনাথ পদে বিশ্বম্ভর ভণে।।

জৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনিগণে। দারুব্রহ্ম মহিমা শুনহ এক মনে।। পুণ্ডরীক অম্বরীষ দোঁহার কথন। এইত প্রসঙ্গে শুন সাধু মুনিগণ।। কুরুক্ষেত্রে জন্ম দুই মহাভুবা-

চার। এক বিপ্রপুত্র এক ক্ষত্রিয কুমার ।। বিপ্র পুণ্ডরীক ক্ষত্রি অম্বরীষ নামে। দুই জনে জনম লভিল এক দিনে ।। শিশুকালে দুরন্ত হইল অতিশয়। দুই জনে সখ্য কৈল হরিষ হৃদয় ।। পাবে ধরি আছাড়িয়া অন্য শিশু মারে। তার মাতা আইলে তারে করয়ে প্রহারে ।। এইমত দোঁহা কার শিশুকাল গেল। বাল্যকালে বিদ্যা অধ্যয়ন না করিল ।। যৌবনেতে বেশ্যা সহ সদাই বিহার। মদিরা করয়ে পান দুই দুরাচার ।। গো ব্রাহ্মণ হিংসা কত কৈল অনিবার। পাপবলি কিছু নাহি করিত বিচার ।। একদিন মত্ত হযে ভ্রমে দুই জনে। ভ্রমিতেং আইল এক স্থানে ।। শ্রবণ করিযা বেদ বিধি মন্ত্রগণ। দোঁহাকার মত্ততা ঘুচিল ততক্ষণ ।। স্মরণ হইল মনে নিজ নিজ জাতি। দোঁহে ভাবে কোন রূপে পাইব নিষ্কৃতি ।। বিপ্রগণ পদে দোঁহে কাতরে পড়িল। পাপ সব কহি প্রাযশ্চিত্ত জিজ্ঞাসিল ।। দুই মহাপাপী দেখি সকল ব্রাহ্মণ। শাস্ত্র বিচারিযা কহে নিষ্ঠুর বচন ।। উদ্ধার উপায কিছু শাস্ত্রে নাহি দেখি। শুনিযা হইল দোঁহে মনে অতি দুঃখী ।। সেই সভামধ্যে এক ছিল দ্বিজবর। ঋকবেদী মহাজ্ঞানী বেদান্তে তৎপর ।। তিহোঁ কহে প্রবেশহ অনল ভিতর। তুষানলে দহ নিজং কলেবর ।। কিম্বা বিষপান কিম্বা ডুবহ সলিলে। নতুবা এ পাপ নাহি যাবে কোনকালে ।। সেই সভামধ্যে এক তপস্বী বৈষ্ণব। দোঁহারে কহযে অতি করিয়া গৌরব ।। এ ঘোর পাতকে যদি চাহ বিমোচন। মোর বোলে নিলাচলে করহ গমন ।। দারুব্রহ্ম জগন্নাথ কর দরশন। সকল পাতক হৈতে হইবে মোচন ।। এ ঘোর পাতক তুলা রাশির সমান। দাবাগ্নি স্বরূপ তাহে সেই ভগবান ।। দরশন মাত্রে সব পাপ হবে ক্ষয়। বিলম্ব না কর শীঘ্র করহ বিজয় ।। এতশুনি দুইজনে পড়ি ভূমিতলে। তারপদ রন্দিয়া

চলিল নীলাচলে।। শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথমঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস।।

জৈমিনি বলেন সবে শুন সাবধানে। অমৃত মিলিত কথা দারুব্রহ্মগুণে।। তবে পুণ্ডরীক অম্বরীষ দুইজন। দুষ্টা চার ছাড়ি হৈল অতি শুদ্ধমন।। বেশ্যা সঙ্গ মদিরা ত্যজিল দুইজনে। হবিষ্যান্ন জলাহার করিল নিয়মে।। মনেং প্রভুর চরণ করি ধ্যান। কিছুকালে আইল পুরুষোত্তম ধাম।। বিধিমতে সমুদ্রের জলে স্নান করি। হরষিতে দুই সখা প্রবেশিল পুরী।। শ্রীমন্দির দ্বারেতে হইল উপনীতে। দণ্ডবৎ হয়ে তথা পড়িল ভূমিতে।। গর গর অন্তর নয়নে জলধার। জয় জগন্নাথ বলি ডাকে বারং।। উঠিয়া প্রভুরে চাহে করিতে দর্শন। দেখিতে না পায় তাঁরে পাপের কারণ।। হায়২ করি দুঁহে করয়ে বিষাদ। পাপের কারণে হৈল এতেক প্রমাদ।। যদি প্রভু পদ না পাইলাম দেখিতে। বৃথা এই দেহ আর কি কায রাখিতে।। শুনিয়াছি ভক-তির বশ জগন্নাথ। ভকতি করিলে করে কৃপা দৃষ্টিপাত।। যদি বা পাতকী মোরা হই অতিশয়। জগন্নাথ বিনা কেবা আছয়ে আশ্রয়।। এই দারুব্রহ্ম জগন্নাথ নাম ধরে। আমরা নহি যে কিছু জগত বাহিরে।। যদবধি না পাইব প্রভুর দর্শন। তদবধি উপবাস করিব পালন।। এইমতে দুই সখা দ্রাঢ্য করি মনে। উপবাস করিয়া রহিল সেই-খানে।। যা কর জগৎপতি প্রভু নারায়ণ। রাত্রি দিন এই মাত্র বলে দুইজন।। শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথমঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস।।

তিনদিন উপবাসে গেল এইমতে। জ্যোতি এক দেখে দুঁহে তৃতীয় নিশাতে।। জ্যোতি দেখি হৈল মনে দরশন আশ। পুনঃ আর তিনদিন করে উপবাস।। এইমতে ছয় রাত্রি দিন তথা গেল। সপ্তমদিবস অন্তে রাত্র প্রবেশিল।। তার অর্দ্ধরাত্রে হৈল সর্ব্ব সুখময়। সুশীতল মলয়পবন মন্দ

বয।। ছুঁহাকার ভাগ্যফল উদয হইল। সাক্ষাৎ প্রভুর রূপ দেখিতে পাইল।। রত্ন সিংহাসনে বসি প্রভু নারায়ণ। চতুর্দ্দিকে স্তুতি করে যত দেবগণ।। দরশন মাত্রে মুক্ত হৈল পাপ হৈতে। দিব্যজ্ঞান পায্যা দোঁহে লাগিল দেখিতে।। উরিল নীরদ নীল গিরির উপরে। কুবলয বিকসিত কালিন্দী মাঝারে।। শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম বনমালা ধারী। দিব্য অলঙ্কারে অঙ্গ ভূষিত শ্রীহরি।। রতন পাচুকা পীঠে চরণ অর্পণ। প্রফুল্ল পুণ্ডরীকাক্ষ প্রসন্ন বদন।। বামদিকে লক্ষ্মী বাম ভুজে বেড়ি তাঁরে। তাম্বুল যোগায দেবী পরম সাদরে।। দেবীগণ রতন বেত্র করেছে ধারণ। কেহ কেহ করিতেছে চামর ব্যজন।। গন্ধ তৈলে দীপ্তবত্নদণ্ড দীপগণ। কোন২ রূপসীতে করেছে ধারণ।। কোন বামা পশ্চাতে ধরেছে রত্নছত্র। কেহ সম্মুখে ধরিযাছে ধূপ পাত্র।। সুধূপিত সেই পাত্র কুবঙ অগুরুতে। স্বর্গের প্রমোচা জিনি অঙ্গের শোভাতে।। প্রভুর সম্মুখে করযোড়ে দেবগণ। নম্রশির হৈযা সবে করয়ে স্তবন।। লীলার অলস দৃষ্টে সেই দেবগণে। অনুগ্রহ করিছেন সন্তোষিতে মনে।। সনকাদি সিদ্ধগণ দিব্য মুনিগণে। নারদাদি গন্ধর্ব্ব গাযক যত জনে।। সহাস্য বদনে প্রভু অনুগ্রহ করে। গীতস্তব লীলায শুনয়ে বিশ্বম্ভরে।। প্রহ্লাদাদি ভক্তগণ সম্মুখে দাণ্ডায়ে। করযে স্বরূপ ধ্যান প্রেমে ভোর হযে।। চিত্ত আকর্ষণ লীলা করযে প্রকাশ। দেবতাগণের চ্ছবি কৌস্তুভে বিলাস।। বিশ্বম্ভর বিশ্বমূর্ত্তি প্রকাশিত করে। দেব দেবীগণ পুষ্প বরিষে উপরে।। সুন্দরী অপ্সরাগণ নাচযে অগ্রেতে। মলিন দেখায সবে লক্ষ্মীর সাক্ষাতে।। অঙ্গ ভঙ্গিক্রমে সবার নৃত্য মনোহর। ক্ষণেক কৌতুক দেখে প্রভু দামোদর।। এই রূপ দিব্য লীলা কয়েন বিলাস। দেখি দ্বিজ ক্ষত্রি ছুঁহে হৃদয়ে উল্লাস।। সকল বিদ্যাতে জ্ঞান হৈল তত্ক্ষণে। তিন বার প্রদক্ষিণ কৈলা নারায়ণে।। দণ্ডবৎ হইয়া পড়িল ভূমি

তলে। শত শত ধারা বহে নয়ন যুগলে ।। গদ গদ বাক্যে পুণ্ডরীক মহামুনি। প্রভুরে করয়ে স্তব করি পুটপাণি ।। শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস ।।

পুণ্ডরীক মুনিবর, যোড় করি দুইকর, প্রেমাবেশে করয়ে স্তবন। নমঃপ্রভু বিশ্বরূপ, বিশ্বের আধাররূপ, সৃষ্টিস্থিতি নাশের কারণ ।। নমো নমো নারায়ণ, পরমাত্মা পরায়ণ, পরমার্থরূপ পরাৎপর। নাহি তব জন্ম নাশ, নিত্যানন্দ পরকাশ, ভকত নয়নে সুগোচর ।। ফলভোগে করে আশ, সেই সবে মায়াদাস, জনমে মরয়ে বারবার। সেই সব অতি দুঃখী, কদাচ না হয় সুখী, মোরে নাথ লহ তার পার ।। শুন নাথ কৃপাময়, ভুবনে কে হেন হয়, কার্য্যহীন করয়ে করুণা। নাহি কায আপনার, দীনগণে কর পার, এইঅতি মহিমার সীমা ।। তথাপিহ মূর্খ গণ, ভোগআশে উপাসন, করে তোমা মায়াতে ভুলিয়া। অবহেলে হয় মুক্তি, যাহারে করিলে স্মৃতি, তারে ভোগ করয়ে বাঞ্ছিয়া।। জীবনের কর্ম্ম ফলে, কভু সুখ দুঃখ মিলে, স্বর্গে উঠে পড়য়ে অবনী। জল যন্ত্র ঘটিরত, উঠে পড়ে অবিরত, সে সবারে তার চক্র পাণি ।। যজ্ঞসার তবনাম, সুনির্ম্মল অনুপম, লইলেই মুক্তি সুনিশ্চয়। যেই২ যজ্ঞকরে, সেইফল দেহ তারে, নাম তাহা নাহি বিচারয় ।। পড়িলে যে ভবনীরে, আশ্রয় হইয়াতারে, পারকর তুমি কৃপাময়। জ্ঞাননৌকা আরোহণ, করিয়াছে যেই জন, তার কর্ণধার সুনিশ্চয় ।। অনন্য ভক্তের আশ, পূর্ণ কর শ্রীনিবাস, অচেতনে ভবে কর পার। অন্য দেব দেয় মুক্তি, তোমাতে জন্মায় ভক্তি, সেই ভক্তি মাগে এই ছার ।। ধর্ম্ম অর্থ কামগণ, অহিত এ অনুক্ষণ, এ অল্প সুখ কার্য্য নাহি তায়। ন্যাস যোগ সব ছাড়ি, ও চরণে ভক্তি করি, এই মাত্র মাগিয়ে তোমায় ।। তব পদাম্বুজ-দ্বয়, চিন্তনে উন্মত্ত হয়, অপার অগাধ সুখার্ণব। তাহে

ডুবি নিরন্তর, আজ্ঞাকর দামোদর, দীননাথ জগতবান্ধব ॥ এই রূপ স্তুতিবাণী, কবি সেই দ্বিজমণি, ভূমে পড়ি করে নমস্কার। শ্রীব্রজনাথ পদ, আশা করি সুসম্পদ, দীন বিশ্বম্ভর কহে সার ॥

জৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনিগণ। তবে অম্বরিষ বহু করিল স্তবন ॥ স্তব পূজা করিয়া সকল দেবগণে। স্বর্গে নিজ নিজ স্থানে করিল গমনে ॥ বিস্ময় হইয়া দুঁহে নয়ন প্রকাশে। মোহিত হইল তবে বিষ্ণুরমায়াবশে ॥ যেই লীলা দেখিলেন অস্থির নয়নে। স্বপ্ন সম তারে জ্ঞান করে দুই জনে ॥ স্বপ্নপ্রায় মহৈশ্বর্য্য দুঁহে নিরখিল। ধ্যানভঙ্গ হয়ে পুনঃ দেখিতে লাগিল ॥ দিব্যসিংহাসনে বসি প্রভুজগন্নাথ বলাই সুভদ্রা সুদর্শন করি সাথ ॥ প্রফুল্ল পুণ্ডরীকাক্ষপ্রভু শ্রীপতি। নবীন নীরদ অঙ্গ নয়ন আরতি ॥ হরির দক্ষিণে দেখে প্রভু হলধর। ছুআঁখি ঘূর্ণিত কিবা শ্বেত কলেবর ॥ সপ্তফণা শোভে শিরে মুকুট তাহায়। দুঁহা মাঝে সুভদ্রা সুন্দরী শোভা পায়। কুঙ্কুম তরুণ দেহে অম্বুজ লোচনী। কোটিচন্দ্র জিনিমুখ জগত জননী ॥ হরির বামেতে দেখে চক্র সুদর্শন ॥ কোটি সূর্য্য প্রভা জিনি অরুণ বরণ ॥ দেখিয়া আনন্দ হৈয়া দুই মহাশয়। বার বার প্রশংসা করিয়া দুহে কয় ॥ ধন্য ধন্য সেই বিপ্র কৈল উপদেশ। ধন্য মোরা দেখিলাম শ্রীউৎকল দেশ। ধন্য ক্ষেত্র ধন্য ধন্য প্রভু জগন্নাথ। ধন্য লীলা বাজারে বিকায় দেখ ভাত ॥ এই রূপে বার বার করি প্রশংসন। মহানন্দে ক্ষেত্রবাস কৈলা দুই জন ॥ এইরূপে দুই সখা শ্রীক্ষেত্রে রহিল। দেহান্তরে নির্ব্বাণ মুকতি দুঁহে পাইল ॥ শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস ॥

মুনিগণ কহে তবে করিয়া বিনয়। কোথা সেই ক্ষেত্রবর কহ মহাশয় ॥ জৈমিনি বলয়ে শুন সাধু মুনিগণ। উৎকল নামেতে দেশ পরম পাবন ॥ দক্ষিণ সমুদ্রতীরে হয় সেই

স্থান। শ্বেতদ্বীপ সম সেই হরি নিত্যধাম ।। সর্ব্ব বর্ণে নিজ নিজ ধর্ম্মেতে তৎপর।দেবদ্বিজ গুরুসেবে আনন্দ অন্তর ।। অতিথি সেবন করে কাযবাক্য মনে। ভকতি পিরীত ধনে তোষে সর্ব্বজনে।। লজ্জা ধর্ম্মভূষা পতিব্রতা নারীচয়। সুশীলা সুআচারা সুরূপা সবে হয় ।। নানাবৃক্ষ লতা পুষ্প বিচিত্র উদ্যান। দীঘী সবোবর কূপ শোভে স্থানেস্থান ।। কতশত পর্ব্বত কতবা নদীগণ। কত দেশ উৎকলেতে না যায় কথন ।। ঋষি কুল্যা নদী যেই হয় মুনিগণ। দক্ষিণ সমুদ্রে তাবা হইল মিলন ।। সে অবধি মহানদী সুবর্ণ রেখার। মধ্যদেশ উৎকল নগর জান সার ।। ইতিমধ্যে আছে বহু ক্ষেত্র দেবালয়। ভূস্বর্গ বলিয়া ক্ষেত্র দেবগণে কয় ।। এইত অবধি সূত্রখণ্ড বিবরণ। ইবে লীলাখণ্ড সবে করহ শ্রবণ ।। পতিত অধম আমি অযোগ্য অজ্ঞান। দযা করি শুনি সবে পূব মনস্কাম ।। বালকের বাক্য বলি না করিহ ঘৃণা। শ্রোতা সবে শুন মোরে করিয়া করুণা ।। গলিত নির্ম্মাল্য যদি কাকেব বদনে। সাধুগণ ত্যাগ তাহা না করে কখনে ।। বিদ্যা নাহি পঠি নাহি করি অধ্যযন। সেই প্রভু যে লিখান করিয়ে লিখন ।। মোর কিবা শক্তি হয বর্ণন করিতে। ইচ্ছায় প্রকাশ লীলা কৈলা দীননাথে জয জয জগন্নাথ করুণা সাগর। লীলা স্ফূর্ত্তি আমাবে কবাহ নিরন্তর ।। শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। সূত্র-খণ্ড পূর্ণ গাইল বিশ্বম্ভর দাস ।।

ইতি সূত্রখণ্ড সংপূর্ণঃ।

লীলাখণ্ড।

জয় জয় শ্রীগুরু গোসাঞি দয়াবান। জয় শিক্ষাগুরু প্রেমভক্তি কর দান ॥ জয় জয় শচীর দুলাল গোরারায়। জয় প্রভু নিত্যানন্দ বন্দি তব পায় ॥ জয়াদ্বৈত আচার্য্য শ্রীপণ্ডিত গদাধর। শ্রীবাস পণ্ডিত জয় প্রেম কলেবর ॥ ভক্তগোষ্ঠী সহ জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। অবতরি রাধানাথ ক্ষিতি কৈলা ধন্য ॥ জয় জয় দারুব্রহ্ম প্রভু জগন্নাথ। বলাই সুভদ্রা আর সুদর্শন সাথ ॥ জয় জয় ক্ষেত্রবাসী শ্রীবৈষ্ণবগণ। শিরে ধরি বন্দিলাম সবার চরণ ॥ সূত্রখণ্ড সাঙ্গ লীলাখণ্ডের বর্ণন। দারুব্রহ্ম যেই মতে হৈলা প্রকটন ॥ নৈমিষ কাননে সনকাদি মুনিগণে। জৈমিনীরে জিজ্ঞাসিলা পরম যতনে ॥ কহ কহ মুনিবর অদ্ভুত কথন। লীলাখণ্ড কথা কহ করিব শ্রবণ ॥ কি রূপে হইল দারুব্রহ্মের প্রকাশ। সেই কথা কহ মুনি শুনিবারে আশ ॥ কোন বংশে ইন্দ্রদ্যুম্ন নৃপতি জন্মিলা। কোন দেশে বাস করি প্রজারে পালিলা ॥ কি রূপে পুনরো ক্ষেত্রে গেলা নৃপমণি। করিলা প্রকাশ বিষ্ণু প্রতিমা অবনী ॥ সর্ব্বতত্ত্ব জান তুমি মহাবিচক্ষণ। যে যে রূপ কহ সেই সব বিবরণ ॥ জৈমিনী বলয়ে শুন সাধু মুনিগণ। উত্তম জিজ্ঞাসা কৈলে করহ শ্রবণ ॥ যেইত চরিত্র হয় অতি পুরাতন। সদা শুভ করে দান পাতক নাশন ॥ শ্রবণ করিলে ভক্তি মুক্তি করে দান। সেই সব কথা শুন হয্যা সাবধান ॥ প্রথম পরার্দ্ধ গত যখন হইল। দ্বিতীয় পরার্দ্ধ আসি উদয় করিল ॥ স্বয়ম্ভুব প্রথম মন্বর অধি-

কারে। তাহে সত্যযুগে যাহা কহিয়ে বিস্তারে॥ মরীচি নামেতে হৈল ব্রহ্মার নন্দন। তাঁর পুত্র হইলা কশ্যপ তপোধন॥ কশ্যপের পুত্র হৈলা সূর্য্য মহাশয়। ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা হৈলা তাঁহার তনয়॥

আসীৎ কৃতযুগে বিপ্রা ইন্দ্রদ্যুম্নো মহানৃপঃ।
সূর্য্যবংশে সধর্ম্মাত্মা স্রষ্টুঃশঞ্চম পুরুষঃ॥

সত্যযুগে হৈলা ইন্দ্রদ্যুম্ন নরপতি। সত্যবাদী সদাচার দাতা শুদ্ধমতি॥ সাত্বিকের শ্রেষ্ঠ ন্যায় পালে প্রজাগণ। প্রজাগণে দেখে যেন আপন নন্দন॥ আত্মা পরমাত্মা তত্ত্ব জ্ঞানেতে প্রবীণ। ক্ষত্রিধর্ম্মে শত্রুগণে করেছ অধীন॥ সভায় বসিয়া সদা পূজে দ্বিজগণে। পিতা মাতা সেবে রাজা কায বাক্য মনে॥ অষ্টাদশ বিদ্যায় দ্বিতীয় বৃহস্পতি। ঐশ্বর্য্যে হয়েন যেন ইন্দ্র সুরপতি॥ ভাণ্ডার সঞ্চয়ে রাজা কুবের সমান। দাতা ভোক্তা প্রিয়বাদী অতি রূপবান॥ সভগ শ্রীমান সর্ব্ব যজ্ঞ অধিকারী। সত্যবাদী সদাই বিপ্রের হিতকারী॥ আদিত্য সমান তেজ ধরয়ে রাজন। সমর্থ না হয় সবে করিতে দর্শন॥ সহস্রাশ্বমেধ রাজসূয় যজ্ঞবর। সাবধান হৈয়া করিলেন নরবর॥ তাই বাঞ্ছা যুক্ত সদা পরম শ্রীমান। সকল গুণেতে হয় রাজার বাখান॥ মালব নামেতে দেশ বিখ্যাত ভুবনে। অবন্তীনগর তাহে বৈসয়ে রাজনে॥ নানা রত্নে যুক্ত সেই অবন্তীনগর। দ্বিতীয় অমরাবতী শোভে মনোহর॥ সেইখানে রহি রাজা কায বাক্য মনে। অদ্ভুত করিলা ভক্তি বিষ্ণুর চরণে॥ শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস॥

এইরূপে রহে রাজা অবন্তীনগরে। বর নারীগণ সদা সেবয়ে সাদরে॥ বিষ্ণুপূজা করে সদা হরিষ হৃদয়॥ এক দিন শ্রীপতির পূজার সময়॥ দেবতার গৃহে রাজা প্রবেশ করিল। সেইকালে পুরোহিত রাজার আইল॥

সঙ্গে বহু পণ্ডিত দৈবজ্ঞ কবিগণ। তীর্থ যাত্রিগণ আর অনেক ব্রাহ্মণ ।। সেইকালে জগন্নাথ জটিল রূপেতে। পথে মিলি চলিলেন পুরোহিত সাথে ।। নীলাচল ক্ষেত্র প্রকাশিতে সর্ব্বজনে। জটিল রূপেতে চলে রাজা সন্নিধানে ।। তেজময় সন্ন্যাসী দেখিয়া বিপ্রবর। সঙ্গে লয়্যা চলিলেন করিয়া আদর ।। এই সব সঙ্গে দ্বিজ প্রবেশ করিল। দেখি রাজা আদরেতে তাঁহারে বলিল ।। শুন পুরোহিত হেন ক্ষেত্র জান তুমি। যথায় সাক্ষাৎ হরি বিহরে আপনি ।। এই নেত্রে দরশন পারিযে করিতে। যদি জান কহ দেব আমায় তুষিতে ।। শুনি পুরোহিত চাহি তীর্থযাত্রিগণে। বিনয় করিয়া বলে মধুর বচনে ।। শুন শুন ধর্ম্মশীল তীর্থযাত্রিগণ। যাহা কহিলেন রাজা করিলে শ্রবণ ।। সেই সভা মধ্যে যেই জটিল আছিলা। রাজারে করুণা করি কহিতে লাগিলা ।। শুন মহারাজ কিছু আমার বচন। শিশুকাল হৈতে আমি করিযে ভ্রমণ ।।। ভ্রমণ করিনু আমি যেই তীর্থগণে। সেই সব নাম নর আমা হৈতে শুনে ।। মনুষ্যের অগম্য দেখিনু তীর্থগণ। কতেক কহিব তাহা বিস্তার কথন ।। শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথমঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস ।।

জটিল বলয়ে রাজা শুনহ বচন। পৃথিবীর তীর্থ আমি করিনু ভ্রমণ ।। তাহাতে ভারতবর্ষে একস্থান হয়। ওড়ুদেশ নাম তার শুন মহাশয় ।। সেই ওড়ুদেশেতে দক্ষিণ সিন্ধুতীরে। পুরুষোত্তম নাম ক্ষেত্র হয় মনোহরে ।। সেই ক্ষেত্রবর হয় নীলগিরি নাম। চারিদিক কাননে আবৃত অনুপম ।। কল্পবট আছে এক সেই গিরিমাঝে। চারিদিকে এক এক ক্রোশ সেই সাজে ।। তাহার পত্রের ছায়া লাগে যার গায়। ব্রহ্মহত্যা পাপ তারং দূরেতে পলায় ।। তাহার পশ্চিমে কুণ্ড রোহিণী নামেতে। সেই কুণ্ড পূর্ণ বারি কারণ বারিতে ।। পরশিলে তাহার জল

মুক্তিপদ পায। কুণ্ডের মহিমা কত কহনে না যায ।। তার পূর্ব্ব তটে আছে প্রভু ভগবান। ইন্দ্র নীলমণি নীল-মাধব আখ্যান ।। কুণ্ডে স্নান করি যেই দরশন করে। ততক্ষণে মুক্তি পায নাহিক বিচারে ।। প্রভুর পশ্চিম দিকে এক স্থান হয। সবরদীপক বলি তাহারে ঘোষয় ।। উত্তম আশ্রম রাজা কহিবে তাহারে। সবরের ঘর চারি-দিকে শোভা করে ।। এক পাদ পথ আছে সেই স্থান হৈতে। গমন করয়ে বিষ্ণু আলয়ে যে পথে ।। শ্রীনীল-মাধব রূপ প্রভু ভগবান। দরশন মাত্র জীবে মুক্তি করে দান ।। তাঁর সেবা লাগি আমি বনবাসী হৈয়া। সম্বৎসব আছিলাম ব্রত আচরিয়া ।। প্রভুরে দেখিতে নিতি আ-ইসে দেবগণ। কল্পতরু কুসুম করয়ে বরিষণ ।। নানা স্তুতিগণ আমি শুনিতাম কাণে। এহেন মহিমা রাজা নাহি কোনখানে ।। পুরাতন বাক্য এক তথায় শুনিল। মাধবে দেখিযা কাক চতুর্ভুজ হৈল ।। পূর্ব্বে মহারাজা অতি ছিলাম অজ্ঞান। হরি দেখি হৈনু অষ্টাদশ বিদ্যা-বান ।। হেনই নির্ম্মল হইয়াছে মোর মন। বিষ্ণু বিনা নযনে না করিবে দর্শন ।। তুমি মহাভক্ত তোমা কহিতে আদেশ। আইলাম মহারাজা তোমার এ দেশ ।। ধনে ভূমে নাহি কিছু মোর প্রযোজন। এই মাত্র মাগি ভজ মাধব চরণ ।। মিথ্যা জ্ঞান না করিহ আমার বচনে। সত্য সত্য জান এই সব বিবরণে ।। এই রূপে ইন্দ্রদ্যুম্নে জটিল কহিযা। অন্তর্দ্ধান হইলেন সবারে বঞ্চিযা ।। শ্রীব্রজ-নাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস ।।

জৈমিনী বলযে সবে করহ শ্রবণ। জটিলের অন্তর্দ্ধান দেখিযা রাজন ।। ব্যাকুলিত চিত্ত হৈযা কহে নরপতি। তাক হর্ষ হইবে কি হইবে মোর গতি ।। পুরোহিতে চাহি কহে বিষাদিত মন। কিরূপে পুরুষোত্তম করিব দর্শন ।।

পুরোহিত কহে রাজা না হও কাতর। অবশ্য দেখিবে তুমি দেব গদাধর ॥ বিদ্যাপতি আমার কনিষ্ঠ সহোদর। ক্ষেত্রে পাঠাইব তারে শুন নরবর ॥ তিহোঁ গিয়া মাধবের উদ্দেশ করিয়া। বিবরণ কহিবেন তোমারে আসিয়া ॥ এত কহি নিজালয়ে পুরোহিত গেলা। বিদ্যাপতি সহোদরে বৃত্তান্ত কহিলা ॥ শুনিয়া হরিষচিত্ত হৈলা তপোধন। রাজার নিকটে শীঘ্র করিলা গমন ॥ তবে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা দেখিয়া তাঁহারে। কান্দিতে কান্দিতে কহে গদ গদ স্বরে ॥ শুন. দেব বিদ্যাপতি করি নিবেদন। যদ্যপি আপনি ক্ষেত্রে করেন গমন ॥ নির্ণয় করিয়া স্থান কহেন আমারে। তবে দয়া জানি দেব এই দুরাচারে ॥ বিদ্যাপতি কহে মোর ভাগ্যে এই বাণী। স্থির চিত্ত হৈয়া তুমি রহ নৃপমণি ॥ এইক্ষণে ক্ষেত্রে আমি করিব গমন। এত কহি চলে দ্বিজ করি শুভক্ষণ ॥ রথেতে চড়িয়া বিদ্যাপতি মতিমান। মনে মনে প্রভুপদ করিছেন ধ্যান ॥ রথ মধ্যে বিদ্যাপতি ভাবয়ে অন্তরে। পূর্ব্ব পুণ্য ফল অদ্য ফলিল আমারে ॥ যেই হেতু সাক্ষাৎ দেখিব রমাপতি। যাঁহারে দেখিয়া কাক পাইল অব্যাহতি ॥ শ্রুতি স্মৃতি ইতিহাস পুরাণে যাঁহারে। নিরূপিতে নারে আমি দেখিব তাঁহারে ॥ ধর্ম্ম কর্ম্মজ্ঞানে যাঁর পদ নাহি মিলে। কেবল ভক্তির বশ বেদে যাঁরে বলে ॥ প্রতি লোম যাঁহার ব্রহ্মাণ্ড মায়াময়। যাঁহার নিশ্বাসে বেদ উপাদান হয় ॥ যেই বস্তু গুপ্ত পঞ্চকোশের ভিতরে। স্বরূপ জ্ঞানেতে মাত্র জানিয়ে যাঁহারে ॥ যেই হরি হন নীলগিরির ভূষণ। সাক্ষাৎ তাঁহারে আজি করিব দর্শন ॥ এই রূপে ভাবিতে ভাবিতে মুনিবর। বহু দেশ লঙ্ঘিলেন আনন্দ অন্তর ॥ শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম সেবা আশে। রচিল নূতন পুথি বিশ্বম্ভর দাসে ॥

কত দিনে মহানদী হইলেন পার। একাম্রকাননে আইল বিপ্রের কুমার।। চতুর্ভুজময় সবে দেখয়ে সেখানে। প্রণমিযা চলিল শঙ্কর দরশনে।। কোটি লিঙ্গেশ্বর দেখি প্রণাম করিযা। তথা হৈতে চলে বিপ্র হরিষ হইযা।। বহু দেশ নদ নদী কানন লঙ্ঘিযা। নীলাচলে বিপ্রবর্ণ উত্তরিল গিযা।। অতি উচ্চ গিরি বন কণ্টকে ব্যাপিত। উঠিতে না পারে কান্দে মনে হবে ভীত।। হায হায কিবা বুদ্ধি কবিব এখন। কিরূপে বা পাইব আমি নীলমাধব দর্শন।। মনুষ্য না দেখি সব সিংহ ব্যাঘ্রগণ। নিশ্চয হইল বুঝি আমাব মবণ।। এত কহি কুশোপরি করিযা সযনে। জপযে প্রণব মন্ত্র ঐকান্তিক মনে।। হেনকালে মনুষ্যের রব শুনেকাণে। ধীরে২ গেল নীল গিরির পশ্চিমে।। চতুর্ভুজ দেখে তথি বৈসে যত জনে। দরশন করি প্রণমিল সেই খানে।। নযন বহিযা ধাবা বহে অনিবাব। হরি২বলি ডাকে ব্রাহ্মণ কুমাব।। হেনকালে বিশ্বাবসু বর্ণেতে শবর। হবিব সেবক সেই মহাভক্তবব।। নীলমাধবেব মালা প্রসাদ লইযা। নিজ গৃহে আসিছেন হরিষ হইয়া।। ব্রাহ্মণে দেখিযা সেই শবরনন্দন। ভূমে পড়ি পদযুগ করিল বন্দন সম্মান কবিযা কহে বচন মধুর। মোর গৃহে কেন আইলে ব্রাহ্মণ ঠাকুব।। অতিথি পাইনু বড ভাগ্য সে আমার। বিপ্র বিষ্ণু এক বস্তু এক তত্ত্বসার।। বিদ্যাপতি বলযে শুনহ মহামতি। ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা জান অবন্তীর পতি।। হরিব উদ্দেশে মোরে এথা পাঠাইল। তুমি দেখাইযা জন্ম করহ সফল।। যদবধি না দেখিব প্রভুব চরণ।। তাবত রহিব উপবাস মোব পণ।। শুনিয়া শবর রাজা হইল বিস্মযএতদিনে বুঝি ত্যজিলেন দযাময়।। শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস।।

বিশ্বাবসু মনে হৈল পুর্ব্ব বিবরণ। সত্যযুগে ইন্দ্রদ্যুম্ন হবেন রাজন।। মহাভক্তিবান রাজা আসিবা এখানে।

করিবে সহস্র যজ্ঞ হরির তোষণে॥ নীলরূপী নারায়ণ হবে অন্তর্দ্ধান। পুনঃ দারু রূপে প্রকটিবে ভগবান॥ অগ্রেতে গমন করি তার পুরোহিত। মাধবে দেখিয়া তারে করিল বিদিত॥ এই কথা ভাল মতে প্রসিদ্ধ আছয়। এইকালে অন্তর্দ্ধান হবে দয়াময়॥ তবে আর বিপ্রে প্রতারণা কিবা কায। ব্রাহ্মণের মনোদুঃখে হইবে অকায॥ এত ভাবি বলে তারে মধুর বচন। আইস নীলমাধবে করাব দরশন এত বলি করেধরি বিপ্রেরে লইয়া। গিরির উপরে দোঁহে উত্তরিল গিয়া॥ শ্রীরোহিণীকুণ্ড বট দরশনকরি। শ্রীনীল মাধবে বিপ্র দেখে নেত্র ভরি॥ কোটি কাম জিনি রূপ প্রসন্ন বদন। নবীন নীরদ তনু অতি অনুপম॥ চতুর্ভুজে শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী। হৃদয়ে কৌস্তুভ কোটি সূর্য্য তীব সারী॥ গলে দোলে বনমালা বৈজয়ন্তীর সনে। মাথায় মুকুট অঙ্গে নানা আভরণে॥ চরণের তুলনা ভুবনে নাহি হেরি। ভকত নাহিক জানে তাহার মাধুরী॥ বাম-দিগে শোভা করে লক্ষ্মী ঠাকুরাণী। সৌন্দর্য্যের সীমা বীণা বাদ্য পরায়ণী॥ শ্যাম মেঘে তড়িত জড়িত কিবে শোভা। একত্রে উদিতহেম নীলমণি আভা॥ মাধব বদনে দৃষ্টি অর্পণ করিয়া। আছয়ে বদনে মৃদু হাসি মিশাইয়া॥ ফণা বৃন্দ চক্র ধরি অনন্ত পশ্চাৎ। সম্মুখেতে সুদর্শন গরুড়ের সাথ॥ রূপ দেখি মূর্চ্ছিত হইল বিপ্রবর। আস্তে ব্যস্তে তুলি কোলে করিল শবর॥ প্রেমায় পরমানন্দে ব্রাহ্মণ ডুবিল। দুকর যুড়িয়া স্তব করিতে লাগিল॥ শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস॥

বিদ্যাপতি, হৃষ্টমতি, করয়ে স্তবন। বিশ্বসার, মায়া পার, পরম কারণ॥ বিশ্বব্যাপি,বিশ্বরূপী, সকলের পর। পরমাত্ম, পরতত্ত্ব, সর্ব্ব অধীশ্বর॥ সর্ব্বময়, নিরাশ্রয়, বীজ সবাকার। অন্তর্যামী, বিশ্বস্বামী, সর্ব্ববেদ সার॥

নিশা ভূপ, ভানু রূপ, আদি দীপ্তকারী ।। সর্ব্বরূপ, সর্ব্ব ভূপ, সর্ব্বময় হরি ।। পদজাত, গঙ্গা খ্যাত, ত্রিলোক তা-রিণী । লীলাগণ, অনুক্ষণ, বিস্তার আপনি ।। শস্য তরে, যজ্ঞ করে, ব্রহ্মাণ্ডের গণ। অগ্নিতলে, ঘৃত ঢালে, তো-মাকে অর্পণ ।। সদানন্দ, সংশানন্দ, জীবন সবার। মায়া পর, দেহ ধর, নির্ম্মল আকার ।। জগন্ময়, পুনঃ হয়, জগত বাহির। পদ বাহু, আঁখি বহু, বহু মুখ শির ।। সর্ব্বজিত, সর্ব্ব হিতকারী নারায়ণ। কমলার, কান্ত যাঁর, কমল আসন ।। পদ্মপত্র, জিনি নেত্র, কমল-বদন। কর দয়া, পদছায়া, দিয়া নারায়ণ ।। বারে বারে, ভবঘোরে, ডুবায় আমায়। তার পারে, লহ মোরে, হইয়া সহায় ।। ব্রজনাথ পদজাত, মকরন্দ সিন্ধু। বিশ্বম্ভরে, আশা করে, তার এক বিন্দু ।।

এইমতে স্তব করি প্রণাম করিয়া। শবর সহিতে তার গৃহে উত্তরিয়া ।। সেই রাত্রি নিবসিয়া শবরের সনে। তার সহ সখ্য কৈলা হরিষ বিধানে ।। প্রভুর নির্ম্মাল্যমালা তার স্থানে পায়্যা। প্রাতে সিন্ধুস্নান করি হরি প্রণমিয়া।। তবে প্রদক্ষিণ করিলেন ক্ষেত্রবর। বিদ্যাপতি চলি গেল অবন্তীনগর ।। সেই দিন সায়াহ্নে যতেক দেবগণ। নিত্য অনুপম আইলা করিতে দর্শন ।। সেইকালে ঘোর বাত বহিতে লাগিল। সুবর্ণ বালুকা উড়ি দিক আচ্ছাদিল ।। অতিশয় ঘোরতর প্রলয় সমান। অন্ধকার হৈল কিছু নাহি হয় জ্ঞান ।। চক্ষু মেলি চাহিতে না পারে দেবগণে। শক্তি নাহি শ্রীনীলমাধব দরশনে ।। তবে সব ঘোর জ্যোতিঃ নিবৃত্তি হইল। দেবগণ নিজং আঁখি প্রকাশিল ।। দেখয়ে বালুকা রাশি পর্ব্বত প্রমাণ। মাধব রোহিণীকুণ্ড হৈলা অন্তর্দ্ধান ।। ব্যাকুলিত চিত্ত হৈয়া যত দেবগণ। অঙ্গ আছাড়িয়া সবে করয়ে রোদন ।। শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথমঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস ।।

তবে সব দেবগণ, হয়ে বিষাদিত মন, উচ্চৈঃস্বরে করয়ে রোদন। নয়ন উৎসব কারি, শ্রীনীলমাধব হরি, কোথা গেলে পাব দরশন।। কি কহিব হায় হায়, কেন আমা সবা কায়, ঘটিল এ দুর্দ্দৈব অপার। ত্যজিলেন দয়াময়, প্রাণ নাহি স্থির হয়, কোথা যাব কি করিব আর।। কিবা অপরাধ দেখি, ত্যজিল কমল আঁখি, অনুগত সেবকের গণে। শরীর বিভূতি তব, আমরা সকল দেব, বনে ত্যাগ কর কি কারণে।। শুন দেব দেবরাজে, আমা সবা যেই পূজে, যে কিছু কামনা মনে করি। তব আদেশিত ফলে, তুমি তারে কুতূহলে, এ তোমার অহঙ্কার ধরি।। আর স্বর্গে না যাইব নিরাহারে বনে রব, জটা বল্ক করিয়া ধারণে। যদবধি দরশন, না পাইব নারায়ণ, নিশ্চয় তাবত রব বনে।। তোমার দর্শন হীন, আমরা অনাথ দীন, ডুবিয়াছি দুঃখার্ণব নীরে। দীনবন্ধু জগন্নাথ, কর কৃপা দৃষ্টিপাত, উদ্ধারহ আমা সবাকারে।। এই রূপে দেবগণে, কান্দে বিষাদিত মনে, সদয় হইলা দেবরায়। অন্তরীক্ষে রহি কহে, শুন দেবগণ ওহে, না কান্দহ শুনহ উপায়।। যত্ন ত্যজ এ বিষয়ে, দুর্ল্লভ দর্শন হয়ে, আজি হৈতে শ্রীনীলমাধবে। এখানে যে প্রণমিবে, দরশন ফল পাবে, এই কথা নিশ্চয় জানিবে।। এথা নমস্কার করি, যাহ সবে ব্রহ্মপুরী, কারণ জানহ ব্রহ্মা স্থানে। শুনি সব দেবগণে, প্রণমিয়া সেইখানে, ব্রহ্মলোকে করিলা গমনে।। মাধবের অন্তর্দ্ধান, বর্ণিতে বিদরে প্রাণ, কিবা করি না লিখিলে নয়। ব্রজনাথ পদ আশে, কহে বিশ্বম্ভর দাসে, হরিলীলা সুধা সারময়।।

তবে সব দেবগণ গেলা ব্রহ্মা স্থানে। শান্তাইলা ব্রহ্মা সবে আশ্বাস বচনে।। না কান্দিহ দেবগণ যাহ নিজালয়। প্রভুর চরিত্র এই বুঝিতে বিস্ময়।। সংপ্রতি হইলা শ্রীমাধব অন্তর্দ্ধান। পুনঃ দারুরূপে প্রকটিবে ভগবান্।। এত শুনি দেবগণ প্রবোধ পাইয়া। নিজ২ গৃহে গেল দুঃখিত

হইযা ।। এথা বিদ্যাপতি গেলা অবন্তীনগরে। মাধব নির্ম্মাল্য মালা দিলেন রাজারে ।। হরির নির্ম্মাল্য দেখি অবন্তীব পতি। প্রেমায গদ্গদ বাক্যে করে বহু স্তুতি ।। আজি জন্ম কর্ম্ম সব সফল আমার। প্রেমে পূর্ণ নরপতি বলে বার বার ।। জয় জয় মালারূপ মাধব আপনে। আজি আমি করিলাম সাক্ষাৎ দর্শনে ।। মুকুন্দের শিরো ভূষ। মাল্য নমস্কার। কল্পতরু গন্ধে পুচ্ছ করে গন্ধ যার।। যার মধু গন্ধে অন্ধ হয় অলিগণ। যার বাযে জগতের কলুষ নাশন ।।

পদ্মাংহৃদপদ্মবসতিং সপত্নীং যাহ সত্যসৌ।

বিকস্বরৈঃ স্বকুসুমৈর্বিষ্ণ্বঙ্গং স্থিতি গর্ব্বিতা ।।

প্রফুল্ল কুসুমগণ মালাতে যে হয়। বুঝিলাম প্রফুল্ল কুসুম সেই নয ।। দেখ হরি বক্ষে থাকে লক্ষ্মী ঠাকুরাণী। সেইত হৃদযে মালা থাকেন আপনি ।। সতত হৃদযে থাকি গর্ব্বিতা হইযা। কমলারে আপনাব সপত্নী মানিয়া।। বিকসিত পুষ্পছলে হাসিযা জানায। দেখ রমা বক্ষে বাস মোর সর্ব্ব থায ।। হেন সেই কণ্ঠভূষা দেখিনু নযনে। আমার ভাগ্যেব সীমা না যায কহনে।। শুনহ উজ্জ্বলমালা মোব নিবেদন। কোন তপে হেন ফল কৈলে উপার্জ্জন ।। যেই তুমি সতত শ্রীনিধিব শবীবে। সর্ব্ব অঙ্গে ব্যাপিযাছ আনন্দ অন্তবে ।। এইরূপ কহিতে২ নরপতি। বাড়িল আনন্দ-সিন্ধু প্রেমে পূর্ণ অতি ।। ভূমিষ্ঠ হইয়া রাজা দণ্ডবৎ করে। পুলককদম্ব ফুটে প্রতি কলেবরে।। তবে দিব্যসিংহাসনে বসিল রাজন। রাজারে ঘেরিযা বৈসে পাত্র মন্ত্রিগণ ।। সম্মুখেতে বিদ্যাপতি বৈসে সিংহাসনে। জিজ্ঞাসা করযে রাজা বিনয বচনে ।। শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথমঙ্গল কহে বিশ্বম্ভব দাস ।।

তবে নরপতি, হরষিত মতি, জিজ্ঞাসিল বিবরণে। যথায কথনে, যা করে গমনে, সে কথা জান কেমনে ।। কহে

বিদ্যাপতি, শুন মহামতি, নীলগিরি সন্নিধানে। আছয়ে শবর, গণ বহুতর, তথা বিশ্বাবসু নামে ।। সবার প্রধান, সেই মতিমান, তাঁর সহ সখ্য হৈল। তেঁহ সঙ্গে লয্যা,ভ্রমণ করিয়া, স্থান সব দেখাইল ।। সখার সহিতে, সায়হ্ন কা-লেতে, চড়িনু গিরি উপরে। হরি সন্নিধানে,গেলাম যখনে, সেইকালে নৃপবরে ।। সুশীতল বাত, সুগন্ধির সাত, বহে অতি মনোরম। আকাশমণ্ডলে, শুনি কুতূহলে, বহুবিধ ধনিগণ ।। চল যাহ২, প্রস্থান করহ, বার২ ইহা কয়। হরি সন্নিধানে, আইলা দেবগণে, পুষ্প বরিষণ হয় ।। বীণা বেণু তুরী, মৃদঙ্গ ঝাঝরি, বাজয়ে বহু বিশাল। সুধার মাখনি, সুপদ গাঁথনি,গাইল গান রসাল ।। দিব্য উপচারে সহস্র প্রকারে, দেবে কৈল সমর্পণ। জয় জগৎপতি, এই রূপ স্তুতি, বহু কৈল দেবগণ ।। রব শুনি কাণে, না দেখি নয়নে, সেই সব দেবতায়। প্রভু তুষি তবে,সেই সব দেবে, পুনঃ স্বর্গপুরে যায় ।। পূর্ব্ব আগমন, কহিনু যেমন, সেই রূপে সবে গেলা। সেইউপহার, এইমালা আর,সখা মোরে আনি দিলা ।। অলক্ষ্মী রাক্ষস, পাপ করে নাশ,মালা সর্ব্ব সুখ হেতু। ম্লান কোন কালে, না হব এ মালে, শুন২ ধর্ম্ম সেতু ।। তোমার কারণ,করিয়া যতন, আনিয়াছি মালাবর ক্ষেত্র বিবরণ,শুনহ রাজন,যেইকথা মনোহর।। কাবশক্তি হয়, কহিতে নির্ণয়, স্থান পতির বিবরণ। তব ভাগ্যবলে, পুরুষার্থ ফলে, করিলাম দরশন ।। বিস্তর আবাস, পঞ্চ ক্রোশ ধাম, ক্ষেত্ররাজ রাজা হয়। চৌদিগে কানন, অতি মনোরম, নীলগিরি বিরাজয় ।। সমুদ্রের তীরে, ক্ষেত্র শোভাকরে, সুবর্ণ বালুকাময়। নীলগিরি শিরে, কল্পতরু বরে, হেরিতে আনন্দময় ।। আয়তন তার, এক ক্রোশ ধার, নাহি হয় ফুল ফল। রবি যবে চলে, ছায়া নাহিটলে, শুনহ মহাবল।। তাহার পশ্চিমে,কুণ্ড মনোরমে,রোহিণী তাহার নাম। জলধার হৈতে, নীল পাষাণেতে, শোভে

বিচিত্র সোপান ।। তার চতুর্ভিতে, স্ফটিক নির্ম্মিতে, শোভে উচ্চ বেদীগণে। কারণ বারিতে, সে কুণ্ড পূর্ণিতে, মুক্তি জল পরশনে। প্রভু ব্রজনাথ, পাদপদ্ম জাত, মকরন্দ সুধাসিন্ধু, বিশ্বম্ভর দাস, পানে সদা আশ, সেই সুধা একবিন্দু ।।

বিদ্যাপতি কহে শুন তপন-তনয়। কুণ্ড পূর্ব্বদিগে এক স্বর্ণবেদি হয় ।। কল্পবট সুশীতল ছায়া মনোহর। বিরাজযে বেদিপর জগৎ ঈশ্বর ।। ইন্দ্র নীল মণিময় করযে বিরাজ। চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম সাজ ।। একাশী অঙ্গুল তাঁর দেহ পরিমাণ। সুবর্ণের পদ্মাসনে প্রভু ভগবান ।। ললাট শোভয়ে অষ্টমীর বিধু জিনি। নীল উৎপল আঁখি তেরছ চাহনি ।। একাশ্যঙ্গুল পরিমিতঃ স্বর্ণ পদ্মোপবিষ্টিত। অষ্টমী চন্দ্র সকল শোভা বিজয়ী ভালত ।। নাসাপুট তিলফুল কুসুম জিনিঞা। বিনতা নন্দন দাস যে নাসা দেখিবা ।। পূর্ণ বিধু বদনের অমৃত কিরণে। তাপিতের তাপত্রয় করে বিমোচনে ।। যদিবা পাষাণ মম শ্রীবপু ধারণ। তথাপি ধরয়ে এই সব নিদর্শন ।। অধর হাসিতে মাখা হাস্যে গণ্ডফুলে। তাহাতে চিবুক হনূ সৃক্কণী উজ্জ্বলে ।। হাস বিম্বাধর ওষ্ঠ দুই গণ্ডস্থল ।। চিবুক সৃক্কণী হনূ বদন উজ্জ্বল ।। দয়া করি বিশ্বকর্ম্মাদির রচনাতে। চিহ্নগণ ধরে শিল্পীগুণ প্রকাশিতে।। মকর কুণ্ডল শোভে দুই শ্রুতিমূলে। মাঝে মুখ চাঁদ শোভা কি কহিব ভুলে ।। দুইপার্শ্বে গুরু শুক্র মাঝে বিধুবর। এমতি শোভিছে মুখ কুণ্ডল সুন্দর ।। কণ্ঠদেশ কণ্ঠ ভূষাগণে শোভা করে। দক্ষিণ আবর্ত্ত শঙ্খে মুক্তা যেন ধরে ।। স্কন্ধ যুগ সুপীন আয়ত মনোরম। আজানুল ম্বিত চারি ভুজ অনুপম ।। পরিসর বক্ষস্থল সুন্দর শোভিত। নির্ম্মল মুকুতা হার তাহাতে ভূষিত ।। উজ্জ্বলমুকুত পুনঃ বক্ষ সঙ্গ পাইযা। প্রকাশ করয়ে তেজ রবিকে জিনিয়া ।। কণ্ঠমাঝে শ্রীমনি কৌস্তুভ সুশোভন। মাঝে

তার ছটা লাগিযাছে মুক্তাগণ ॥ যেন কৌস্তুভের মাঝে এ চৌদ্দ ভুবন। প্রতি বিম্ব হইযাছে ধবে নারায়ণ ॥ নিম্ন নাভি হ্রদে সূক্ষ্ম রোমাবলীগণ। আবিষ্ট হইয়া মনোহর সুশোভন ॥ যেন করিবর নিজ শুণ্ড বাড়াইযা। জল-পান করে সরোবরে মগ্ন হৈয়া ॥ মুক্তাহার দোলে দুই উরুর উপরে। কটিতে ত্রিবলি মধ্যস্থাণু সম সবে ॥ সুরত্ন মেখলা দাম কিঙ্কিণীর জালে। তথি মনোহর অতি মুকুতার মালে ॥ দুই স্ফীচ সন্ধি স্থান পরম শোভন। উজ্জ্বল লাবণ্যের বসতি যাতে হন ॥ পীতাম্বর পরিধান মুক্তাহার গলে। জঘন অবধি সে মুকুতা মালা দোলে ॥ স্তম্ভের সমান দুই উরুর শোভন। তাহে পীতবাস বেড়া মুকুতা দোলন ॥ মুক্তি দানে মাঙ্গল্য তোরণ খাটাইল। তোরণ আশ্রয দুই উরুস্তম্ভ হৈল ॥ অনুক্রমে বর্ত্তুল শোভযে জানুদ্বয। চরণের তুলনা ভুবনে নাহি হয ॥ রক্ত উৎপল কিবা জলের মাঝারে। শ্বেতবর্ণ পুষ্প ফুটে তার ধারে২ ॥ তরন বলযা শোভে এ হেন চরণে। দেখিযা ভুলিনু আর না ফিরে নয়নে ॥ অলঙ্কৃত সর্ব্ব অঙ্গ যুক্ত অলঙ্কারে। হেন রূপ নাহি আর এতিন সংসারে ॥ জ্ঞান অহঙ্কার ঐশ্বর্য্য দেব সাথে। শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম ধরে চারিহাতে। দিক আলো করি রহে নীলাদ্রি শিখরে। স্মরণে ভকতি দেয বন্ধ হৈতে তারে ॥ শ্রীব্রজনাথ পদ হৃদযে বিলাস। জগন্নাথমঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস ॥

বিদ্যাপতি কহে রাজা করহ শ্রবণ। অদ্ভুত দেখিনু যাহা করি নিবেদন ॥ মাধবের বামপার্শ্বে লক্ষ্মী ঠাকুরাণী। সৌন্দর্য্যের সীমা বীণা বাদ্য পরায়ণী ॥ মাধব বদনে দৃষ্টি অর্পণ করিয়া। আছেন বদনে মৃদুহাসি মিশাইযা ॥ সকল সৌন্দর্য্য তাঁর দেহেতে বসতি। কমলাক্ষী কমলবদনী কলাবতী ॥ জগতের পিতা মাতা অবনীর নাথ আপন নয়নে দেখিয়াছি মহারাজ ॥ করুণা করয়ে তারে

যে করে দর্শন। সাক্ষাৎ এ হেতু জ্ঞান হইল রাজন॥ তাঁহার পশ্চাতে রাজা অনন্ত বিহবে। ফণা বৃন্দ ছত্র করি ধরিয়াছে শিরে॥ প্রভু অগ্রে দেখিলাম চক্র সুদর্শনে। দেহ ধরি যোড়হাতে আছে বিদ্যমানে॥ সুদর্শন পশ্চাতে গরুড মহামতি। যোড়হাতে দাণ্ডাইয়া করিতেছে স্তুতি॥ এইরূপ অদ্ভুত সকল রূপ দেখি। আনন্দ সমুদ্রে ডুবি গেল মোর আঁখি॥ রজ্জু বান্ধি যেন কেহ কবে আকর্ষণে। এইরূপ মন সদা ধায় সেইখানে॥ বহু জন্ম ফল যদি এক কালে ফলে। সেই ফলে মাধবেব দবশন মিলে॥ তীর্থস্নান ফল দান বেদ যজ্ঞ ব্রতে। অন্য জন সেই রূপ না পাব দেখিতে॥ পুরুষোত্তম নাম বিষ্ণুমূর্ত্তি নীলমণি। নিরমল অম্বব সমান অঙ্গ খানি॥ সেইরূপ ধ্যান সদা করে যেইজন। পাপে মুক্ত হয্যা পায শ্রীপুরুষোত্তম॥ অষ্টাদশ বিদ্যা নানা কর্ম্ম ফল মিলি। বিষ্ণু দর্শনে শত ভাগ যল বালি। কামনা অধিক ফল মিলে সেইখানে। সেই দাতা সত্যবাদী যে কবে দর্শনে॥ সর্ব্ব যজ্ঞ যষ্টা সেই শ্রেষ্ঠ সর্ব্ব গুণে। যেই মাধবের রূপ দেখিল নয়নে॥ মাধব সেবক যাঁরা তথাই নিবসে। সেই সবা হৈতে তত্ত্ব শুনিনু বিশেষে॥ যেই রূপ দেখিনু করিনু নিবেদন। ইবে মহাবাজ কর যাহা লয় মন॥ শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস॥

জৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনিগণ। বিদ্যাপতি মুখে তত্ব শুনিযা বাজন॥ পবম হরিষে রাজা কহিতে লাগিল এত দিনে শুভ ভাগ্য উদয হইল॥ এত দিনে সকল কলুষ হৈল নাশ। যোগ্য হইলাম ক্ষেত্রে করিতে নিবাস॥ অনেক জন্মের মোর পাতকের চয়। মালার পরশে এক কালে হৈল ক্ষয॥ ইবে রাজ্য সহ ক্ষেত্রে করিযা প্রয়ান। নিবসি করিব গড় করিযা নির্ম্মাণ॥ ক্ষেত্রে নিবসিয়া অশ্ব মেধ যজ্ঞ করি। নিত্য শত উপচারে পুজিব শ্রীহরি॥

পরম তাপিত আমা দেখি নারায়ণ। বচন পীযূষে মোরে করিল সিঞ্চন ।। নিশ্চয়২ মোর এইত নিশ্চয । শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে করিব বিজয ।। এইরূপ নরপতি বলে বার২। হেনকালে নারদ করিলা আগুসার ।। বীণায় কৃষ্ণের গুণ গাইতে২। উপনীত হইলেন রাজার সভাতে ।। সাত্ত্বিকাদি অষ্ট ভাবে সদাই বিভোর। হরি বলি নয়নে গলয়ে বহু নোর ।। বৈষ্ণবের শিরোমণি ব্রহ্মার নন্দন। শত সূর্য্য তেজ জিনি উজ্জ্বল বরণ ।। দেখি সভাসহ রাজা সংভ্রমে উঠিলা। পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া সিংহাসনে বসাইলা ।। অষ্টাঙ্গে প্রণাম করি যোড হাত হয্যা। মুনিবরে কহে কিছু বিনয করিযা ।। যজ্ঞ তপ দান মোব ব্রত অধ্যয়ন। আজি সে সফল তব গমন কারণ ।। নাবদ বলযে বাজা আমি জানি ভালে। ধ্যানে জানিলেন তুমি যাবে নীলাচলে ।। শীঘ্র যাত্রা নির্ণয় করহ নরবর। নীলাচলে যাব দুঁহে চলহ সত্বর এত শুনি রাজা দৈবজ্ঞেবে ডাকাইল। ক্ষেত্রযাত্রা নিরূপণ দৈবজ্ঞ করিল ।। জ্যৈষ্ঠশুক্ল সপ্তমীতে পুষ্যা শুক্রবার। এই দিন নিরূপিলা করিযা বিচার ।। ভক্তি ভক্ত মহিমা শুনিলা মুনি স্থানে। পাঠ গ্রন্থে সে সকল আছযে বর্ণনে ।। নাবদ সহিত তবে বসি একাসনে। রাত্রি বঞ্চিলেন হরি কথা আলাপনে ।। উৎকল খণ্ডের কথা অতি সুমধুব। শ্রবণে পরমানন্দ তাপ ত্রয দূর ।। দুই রূপ পুথি আনি করিনু বর্ণন। পাঠ হেতু এক২ গীতের কারণ ।। যে কথা না পাবে ইথি পাইবে তথায।শ্লোক অর্থে মিলিবেক এইত উপায ।। ধন্দ ত্যজি হরিকথা শুনহ সকলে। কৃষ্ণকথা শুনিলে সংসার তরি হেলে ।। বিষম যমের দণ্ড নাহি পরিত্রাণ। ঘুচিবে সে ভয় নামামৃত কর পান ।। পরম দয়ালু প্রভু দেব জগন্নাথ। নীলাচলে সুবিহার দেখহ সাক্ষাৎ ।। জগতের হিত লাগি ব্রহ্মার প্রার্থনে। অবতরি করেন উচ্ছিষ্ঠ বিতরণে ।। যাহা ভুঞ্জি অগতি অধম তরে হেলে।` সাধন

অপেক্ষা নাহি যেই নীলাচলে ॥ হেন প্রভু রহিতেও পাষণ্ডের গণ। অবিশ্বাসে যাইতেছে যমের ভবন ॥ যদি সাধ্য নাহি তথা গমন কারণ। তাঁর কথা শুন সুখে পাবে সে চরণ ॥ মোর বাক্য বলি মনে ঘৃণা না করিবে। পুরাণ প্রসিদ্ধ ইহা নিশ্চয় জানিবে ॥ শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস ॥

প্রভাতে উঠিয়া রাজা দিলেন ঘোষণ। রাজ্যসহ নীলাচলে করিব গমন ॥ যদবধি পরাণ ধরিব সর্ব্বজনে। তাবত করিয়া বাস রহিব সেখানে ॥ যার যেই কল্পিত আছয়ে বৃত্তিগণ। সেই বৃত্তে তথায় রহিব সেইজন ॥ রাজা সব রাণীগণ অমাত্যাদি লয়্যা। নীলাচলে যান সবে সুসজ্জা হইয়া ॥ অগ্নিহোত্র অনলে বণিক ভাণ্ড সনে। বিক্রয়ের দ্রব্য লয়্যা ব্যবসাইগণে। সবে মিলি নীলাচলে করুন গমন। স্বচ্ছন্দে করুন জগন্নাথ দরশন ॥ মন্ত্রীগণ যতেক মণ্ডলগণ আর। দৈবজ্ঞ ন্যায়জ্ঞ দণ্ডনীতে বুদ্ধি যাঁর ॥ নৃত্য গান বাদ্যেতে পণ্ডিত যতজন। উত্তম ঔষধি জ্ঞাতা যত বৈদ্যগণ ॥ দৃষ্টি কর্ম্ম জ্ঞানি অষ্টাদশ বিদ্যাবান। উপাঙ্গ বিদ্বান সবে করুন প্রয়াণ ॥ বাটপাড় বেদে আর যত চোরগণ। স্বর্ণকারগণ সহ করুন গমন ॥ চিত্রবাদী চাটুবাদী স্তাবক সকল। শাস্ত্রবৃত্তিগণ সবে যান নীলাচল ॥ শল্য হারিগণ আর যত দ্যূতকার। ব্যভিচারা নারী যত বেশ্যাগণ আর ॥ বেশ্যানু গধনি সব কৃষকেরগণ। মেষ ছাগ খর উঠ গোরক্ষক জন ॥ শকুন্ত পালাদি যত কপিরক্ষ আর। ব্যাঘ্র শার্দ্দূলাদি রক্ষ যতেক প্রকার ॥ অহি ভুণ্ডি গোরক্ষ শবর যতজন। আর যত বৈসে ইথি ম্লেচ্ছগণ ॥ সবে মিলি হর্ষ হইয়া নিজ নিজ মনে। গমন করুন নীলগিরি দরশনে ॥ মালব দেশেতে জন্মি যেই সব জন। মোর আজ্ঞা নিরন্তর করিছে পালন ॥ নিজ নিজ বাস্তু ত্যাগ করি সর্ব্বজনে। যেরূপে মালবে করিতেছে নিবেদনে ॥

সেই সব রূপ নিজ বাস্তু ভাগ হইয়া। নীলাচল বাসে যান আনন্দ পাইয়া ॥

অন্যেচয়েমাসব দেশ জাতা আজ্ঞামদীয়ামনু পালয়ন্তি। তেষান্তু সর্ব্বে বসতৌহি নীলাচলে যথা স্বংকৃতবাস্তু ভাগাঃ॥

এইরূপ আজ্ঞা দিয়া সূর্য্যের নন্দন। হরিষে পূর্ণিত অতি হইলা তখন ॥ নারদ সহিত রাজা মন্ত্রণা করিলা। নিরূপিত দিবে তবে দৈবজ্ঞে বলিলা ॥ এইত হইল সেই উত্তম সময। মাঙ্গলিক দ্রব্য আনিবারে যুক্ত হয় ॥ পুরোহিত মতে তুমি আন শীঘ্র করি। বিলম্ব না সহে আর কর ত্বরা করি ॥ আজ্ঞা পাইয়া দৈবজ্ঞ আনিল আযোজন। যাত্রা করিবারে তবে বসিলা রাজন ॥ সিংহাসনে বসিলা অবন্তী অধিকারী। মঙ্গল আচার বিপ্র করে বেদ পড়ি ॥ শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস ॥

তবে সেই নরপতি, হইয়া সানন্দ মতি, বসিলা উত্তম সিংহাসনে। যাত্রা অভিষেক মত, মঙ্গল আচার যত, প্রথমে করয়ে বিপ্রগণে ॥ শ্রীসুক্ত অনল সুক্তে, আর যে বরুণ সুক্তে, তবে বায়ু সুক্ত মন্ত্রগণে। পৃথক্‌ বন্ধে, তীর্থজল যব গন্ধে, অভিষেক করিলা রাজনে ॥ সূক্ষ্মবাস ঢাকি শিরে, স্নানকরি দীপ্তকবে, ধূম হীম বহ্নিসম সবে। তবে শুক্লবাস পরি, রাজা আচমন করি, কুশহস্তে নান্দী-মুখ করে ॥ রাজা জয়ী হোম তবে, করিলেন শুদ্ধভাবে, গণ হোম করিলা যতনে। তবে করি শঙ্খধ্বনি, হরষিতে নৃপমণি, অনলে করিলা প্রদক্ষিণে ॥ সে অনল শ্বেতবর্ণ, সুগন্ধাঢ্য ধূম হীন, দক্ষিণ আবর্ত্ত শিখাগণ। সাক্ষাৎ আপন করে,জয়াকাঙ্ক্ষা নৃপবরে, মঙ্গল করিছে সমর্পণ॥ তবে নবগ্রহগণে, পূজা কৈলা ক্রমে ক্রমে, জ্যোতিঃশাস্ত্র মন্ত্র অনুসারে। দৈবজ্ঞের বিধিমতে, পুজিল অবন্তীনাথে, হইয়া অতি আনন্দ অন্তরে ॥ নবগ্রহ যজ্ঞ করি, কুম্ভ

জল অঙ্গে ধরি, মঙ্গল ভূষণ তবে পরে। রতন মুকুট শিরে, পরিলেন নরবরে, শুক্লবাসে পাগ বান্ধে শিরে ॥ রত্নের কুণ্ডল দ্বয়, শোভা অতি দীপ্তময়, শ্রুতিযুগে করিলা ধারণ। তরল সংযুক্ত হার, কণ্ঠভূষা কত আর, কণ্ঠেতে করিলা বিভূষণ ॥ করেতে পরিলা তাড়, অঙ্গদ বলয়া আর, অঙ্গুলেতে মাণিক্য অঙ্গুরী। মহামূল্য ভূষাগণ, কত কব নিরূপণ, অঙ্গেতে পরিলা দণ্ডধারী ॥ মধ্যেতে ত্রিবলি মাঝে, কনকের সূত্র সাজে, পরিলেন তিনহার করি। স্বুবর্ণ কিঙ্কিণী জালে, তাহে মুক্তা থোপা ঝোলে, কটিতে পরিলা হর্ষে ভরি ॥ পদে পরে অলঙ্কার তুলনা নাহিক যার, বসন ভূষণে সজ্জ হৈয়া। নূপুর আনায্যা রায়, আপনাকে দেখে তায়, মনে অতি আনন্দ পাইয়া ॥ শ্রীহরি স্মঙরি সুখে, হেম পীঠে পূর্ব্বমুখে, বসিলা মঙ্গল আরোপণে। শ্রীনাথ চরণ আশ, কবি বিশ্বম্ভর দাস, মঙ্গল করিল বিরচনে ॥

জৈমিনী বলযে শুন যত মুনিগণে। এইরূপে ইন্দ্রদ্যুম্ন সকৌতুক মনে ॥ পূর্ব্বমুখে করিয়া মঙ্গল আরোপণ। শাস্ত্রনীত সর্ব্ব কর্ম্ম করি সমাপন ॥ পারিজাত হরণ করিয়া জগন্নাথ। দ্বারকায় ফিরি আইসে সত্যভামা সাথ ॥ এইরূপ হৃদযে ভাবিযা নরবর। প্রদক্ষিণ নারদে করিলা অতঃপর ॥ সর্ব্ব সুলক্ষণ তবে আসিয়া মিলিল। যাত্রা করি দক্ষিণ চরণ বাড়াইল ॥ সেইকালে বাজে বহু মঙ্গল বাজন। বহু সুমঙ্গল তবে দেখিয়া রাজন ॥ নৃসিংহ দর্শন তবে করি নরপতি। সেইখানে প্রণমিযা দুর্গা ভগবতী ॥ দেবীর প্রসাদ বস্ত্র মস্তকে ধরিল। রথের নিকটে রাজা কৌতুকে চলিল ॥ সেইকালে পুরবাসী সুসজ্জ হইয়া। রাজ আজ্ঞা শিরে ধরি চলিল ধাইয়া ॥ তবে শুভক্ষণে রথে চড়িল রাজন। রাজারে ঘেরিয়া চলে অন্য রাজাগণ ॥ লক্ষ২ রথে শোভে লক্ষ২ রাজা।

মধ্যে ভানু সম ইন্দ্রদ্যুম্ন মহাতেজা ।। অন্তঃপুর নারী-গণ চাপিযা চৌদোলে। রক্ষকে বেষ্টিত হইয়া চলে নীলাচলে ।। রাজ্য সহ ইন্দ্রদ্যুম্ন গমন করিল। নিজগুণে রাজা সবাকারে নিস্তারিল ।। বৈষ্ণব মহিমা কিছু কহনে না যায়। বিষ্ণু ভক্ত বিনা নাহি উদ্ধার উপায ।। রথে চডি মহারাজা যায নীলাচলে। মহানন্দে লোক সব হরি হরি বলে ।। অবন্তী হইযা পার সূর্য্যের তনয়। চলিলেন পূর্ব্ব মুখে হরিষ হৃদয ।। তেজিযা উদয়পুর মালবে আ-ইলা। সেই রাত্রি বঞ্চি তথি প্রভাতে চলিলা ।। পূর্ব্বাহ্ণে পুষ্কর তীর্থ আইলা রাজনে। স্নানদান কৈলা তথি হরষিত মনে ।। পার হইযা পুষ্কর আইলা জযনগরে। নগর দেখিযা রাজা প্রসংশা আচরে ।। তথি রাত্রি বঞ্চি প্রাতে করিলা গমনে। পূর্ব্ব মুখে মহাসুখে চলিলা রাজনে ।। রাজগড কুমের হইযা রাজা পার। আইলা ভরত গডে সূর্য্যের কুমার ।। ভরতের স্থান দেখি অতি মনোহর। রাত্রি বঞ্চিলেন তথি মালব ঈশ্বর ।। প্রভাতে উঠিযা রাজা বিমানে চাপিযা। পূর্ব্বাহ্ণে মথুরাপুরী উত্তরিলা গিযা ।। মধুবন দেখিয়া নারদ মুনিবর। রাজারে বলযে অতি প্রফুল্ল অন্তর ।। শুন রাজা মোর শিষ্য ধ্রুব এই বনে। পাইল হরির পদ তপ আচরণে ।। তবে যমুনাতে স্নান মুনিরায় করি। পার হইয়া দেখে বৃন্দাবনের মা-ধুরী ।। বৃন্দাবন দেখি সুখে অবন্তীর পতি। রাত্রি বঞ্চি-লেন তথি হরষিত মতি ।। শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথমঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস ।।

প্রভাতে উঠিয়া প্রণমিয়া সেইস্থানে। প্রেমানন্দে পূর্ব্বমুখে করিলা গমনে ।। তথা হৈতে চারিদিন গমন করিয়া। চিত্রকুট পর্ব্বতেতে উত্তরিলা গিয়া ।। সীতা রাম মূর্ত্তি তথা করি দরশন। বহুবিধ স্তব কৈলা সূর্য্যের নন্দন ।। তথি রাত্রি বঞ্চি প্রাতে চলে গঙ্গাতীরে।

দুই দিনে প্রযাগে আইলা নরবরে ॥ মাধব দেখিযা চলিলেন তথা হৈতে। দুই দিনে গঙ্গা পারে আইলা কাশীতে॥ বিশ্বেশ্বর দেখি প্রাতে চলে নরপতি। পূর্ব্ব মুখে চলে রাজা হরষিত মতি॥ সরস্বতি সরযূ গঙ্গার এক ধার। পার হযে চলিলেন সূর্য্যের কুমার॥ গঙ্গা তীরে তীরে রাজা করিল গমন। গযাতে করিলা গদাধরের দর্শন॥ তিন দিনে গঙ্গা পার হইযা রাজনে। রাজ মহলেতে তবে আইলা দুই দিনে॥ তবেত দক্ষিণ মুখে চলিলা রাজনে। বৈদ্যনাথ শিব স্থান পাইলা তিন দিনে॥ তথা হইতে দক্ষিণ সে নৃপতি চলিল। চর্চ্চিকা দেবীর স্থান তিন দিনে আইল॥ চর্চ্চিকা নামেতে দেবী আছে বনমাঝ। মহাযোগেশ্বরী গলে মুণ্ডমালা সাজ। কহিযে উৎকল দেশ সেই স্থান হৈতে। স্থান দেখি নারদ কহযে ভূমিনাথে॥ অগ্রে এই দেবী রাজা করহ দর্শনে। রথে হৈতে নামি স্তব কর এইখানে॥ চর্চ্চিকা নামেতে ইহঁ মহাযোগেশ্বরী ইহাঁর প্রসাদে হরি পাবে দণ্ডধারী॥ নারদের উপদেশে গোপতি নন্দন। রথে হৈতে নামি দেবী করিলা দর্শন॥ রূপে বন আলো করে শঙ্কর-সুন্দরী। প্রণাম করিযা স্তব করে দণ্ডধারী॥ শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস॥

নমো মাতা ত্রিদশ ঈশ্বরী সনাতনী। সকলের মাতা সর্ব্ব আপদ বারিণী॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব সত্ব রজ তম গুণে। সৃজে পালে করে ক্ষয ব্রহ্মাণ্ডে গণে॥ সেইত কল্পনা সব করে তোমা দ্বারে। পরমঈশ্বরী মাতা দযা কর মোরে॥ তোমা বিনা জগতে আনন্দ নাহি হয। জগতকারণ মাতা তুমি সে নিশ্চয॥ সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধি আর সকল মঙ্গল। তুই সব তব পদ আরাধন ফল॥ তুমি চরাচর পতি বিষ্ণুর প্রকৃতি। তোমা দ্বারা সৃষ্টি আদি করে রমাপতি॥ অতএব এই বর ক[illegible] প্রার্থন। নীলাচলে হরি যেন

করি দরশন ।। এইমতে বহুস্তব প্রণাম আচরি । পুনঃ রথে চড়িয়া চলিলা দণ্ডধারী ।। সূর্য্যের সমান রথে অবন্তীর পতি । বেগেতে চলিল রথ যেন বায়ুগতি ।। বহু গ্রাম নদ নদী কানন লঙ্ঘিয়া । চিত্রোৎপলা নদী তীরে উত্তরিলা গিয়া ।। মহানদী চিত্রোৎপলা দেখি নরপতি । রথ রাখাইয়া শোভা দেখে মহামতি ।। শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ । জগন্নাথমঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস ।।

পয়ার । নদীতীরে শোভা করে বিরল কানন । ধাতুময় সকল পর্ব্বত সুশোভন ।। কত জাতি বৃক্ষ বনে কত জাতি লতা । কতজাতি পক্ষীগণ গান করে তথা ।। স্থানে স্থানে কুসুম উদ্যান মনোরম । বিকসিত নানা পুষ্প তাহে অনুপম ।। অশোক কিংশুক জাতি যুথী নাগেশ্বর । পলাশ কাঞ্চন শ্বেত করবী সুন্দর ।। মল্লিকা মালতী জবা চম্পক টগর ।-বক কুরুবক চন্দ্রমল্লিকা বিস্তর ।। মধুপান মদেমত্ত গুঞ্জরয়ে অলি । শুক শারী ময়ূর ময়ূরী করে কেলি ।। কুহু২ রবে ডাকে কোকিল সকল। যুবতী যুবকগণে করয়ে পাগল ।। বনের দেখিয়া শোভা রাজা হরষিত । নদীতীরে রহিলেন সবার সহিত ।। যথাযোগ্য স্থানে বাস দিলা রাজগণে । ভক্ষ্য ভোজ্য আসন পাইল সর্ব্বজনে ।। নারদ সহিত রাজা অন্তঃপুরে গেল। । সুধা রস ভোগ দোঁহে ভোজন করিলা ।। সূর্য্য অস্ত হৈল বিধু উদয় করিল । বন শোভা বিধুর কিরণে প্রকাশিল ।। সভা মধ্যে বৈসে রাজা দিব্য সিংহাসনে । সম্মুখে নারদ চারিদিগে রাজাগণে ।। পূর্ণ শরদের চাঁদে তারাগণ ঘেরি । দেবগণ মাঝে কিবা দেব অধিকারী ।। শ্যামল বরণ রাজা তেজেতে তপন । সম্মুখে করয়ে নৃত্য নৃত্যকীয়াগণ ।। সুরূপা গণিকা সব উন্মত্ত যৌবনে । মদনে করয়ে মূর্চ্ছা নয়নের বাণে ।। তালমান অঙ্গ হারে নাচয়ে সম্মুখে । ভাট স্তুতিবাদ সবে স্তবংকরে সুখে ।। নৃপতির কীর্ত্তি সে নির্ম্মল সুধাধার । কবিগণ

বর্ণিতে লাগিল অনিবার ।। পদছন্দে গুণ সব করিয়া গাঁথনি। গাইছে গায়কগণ পীযুষ মাখনি ।। এইমতে কৌতুকে আছেন নরপতি। হেনকালে কহে দ্বারী করিয়া প্রণতি ।। আইলা উৎকলপতি তব দরশনে। আজ্ঞা দিলা রাজা তাঁরে আন এইখানে ।। আজ্ঞা জানাইয়া দ্বারী আনিল তাঁহারে। আসি সেই ইন্দ্রদ্যুম্ন দণ্ডবত করে ।। উৎকলের রাজা দেখি অবন্তীঈশ্বর। উঠি আলিঙ্গন তাঁরে করিলা সত্বর ।। আপন আসনে রাজা বসায় রাজারে। মাধব বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসেন সমাদরে ।। রাজা কহে মহারাজ করহ শ্রবণে। অল্পদিন ঘোরবাত বহিল এখানে।। শুনিনু মাধব ইবে হৈলা অন্তর্দ্ধান। মনুষ্য দুর্গম রাজা মাধবের স্থান ।। তথায় যাইতে নাহি মনুষ্য শকতি। লোক মুখে অন্তর্দ্ধান শুনিনু সংপ্রতি ।। শুনি ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা হইলা কাতর। শান্তনা করিয়া তারে কহে মুনিবর ।। না কান্দহ মহারাজা স্থির কর মতি। অবশ্য দেখিবে তুমি কমলার পতি ।। এইরূপে শান্তনা করিলা নরবরে। হরিগুণ প্রসঙ্গে রজনী শেষ করে ।। শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস ।।

পয়ার। জৈমিনী বলয়ে শুন যত মুনিগণ। প্রভাতে উঠিয়া রাজা করিলা গমন ।। উৎকলের রাজা চলে ইন্দ্রদ্যুম্ন সাথে। হরি গুণ আলাপে চলিলা হরষিতে।। মহানদী পার হৈয়া স্বর্ণ্যেবতনয়। চলিলা দক্ষিণমুখে উৎকণ্ঠা হৃদয় ।। তবে গন্ধবাহ নদী হইলেন পার। একাম্র কাননে আইলা আনন্দ অপার ।। তথায় ভুবনেশ্বর কোটি লিঙ্গেশ্বর। পার্ব্বতীর সহিত বিহরে নিরন্তর ।। তাঁহার পূর্ব্বাহ্ণ পূজাকালে বাদ্যগণ। বহুবিধ বাজে.রাজা করিলা শ্রবণ ।। নারদে জিজ্ঞাসে তবে করিয়া বিনয়। ইহা কিবা নীলাচলে আইনু মহাশয় ।। নারদ বলেন রাজা সে স্থান এ নয়। একাম্রকানন এই শিবের আলয় ।। ভীত হৈয়া শরণার্থী

হয়ে মহেশ্বর। এই স্থানে আছেন শুনহ দণ্ডধর ॥ রাজা বলে অপরূপ করিনু শ্রবণ। এক বাণে ত্রিপুরে যে করিল দাহন ॥ যাঁর পদাশ্রয়ে তরে ভবভীত জনে। তিঁহো ভয়ে ভীত হৈলা কিসের কারণে ॥ বিস্তারিয়া কহ মুনি খণ্ডুক সংশয়। এই অনুগ্রহ মোরে কর দয়াময় ॥ নারদ বলয়ে শুন রাজা মহামতি। পূর্ব্বে যজ্ঞ কৈল যবে দক্ষ প্রজাপতি॥ সেই যজ্ঞে শিবনিন্দা শুনিয়া ভবানী। নিন্দানলে দগ্ধ কৈল আপনার প্রাণী॥ গৌরী হত শুনিয়া কোপিল পঞ্চানন। বীরভদ্রে পাঠাইলা দক্ষের সদন ॥ যজ্ঞ নষ্ট করি দক্ষমুণ্ড ছিণ্ডি নখে। নিবেদন কৈল আসি হরের সম্মুখে শুনি মহাদেব তবে যজ্ঞস্থানে গেলা। দক্ষ স্কন্ধে ছাগমুণ্ড বসাইয়া দিলা ॥ নরদেহ ছাগমুণ্ড কৌতুক দেখিতে। শিব নিন্দাফলে এত হৈল বিপরীতে ॥ তবে মহাদেব সেই সতী দেহ লয়ে। ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিলা শোকাকুল চিত্ত হয়ে ॥ তবে শিব ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করিলা। হেমগিরি গৃহে হেথা গৌরী জনমিলা ॥ জয়২ শব্দ হৈল গিরিরাজ পুরে। কন্যা দেখি মেনকার আনন্দ না ধরে ॥ কোটি চাঁদ এককালে যেমন প্রকাশ। হেন রূপ দেখি সবে হৃদয়ে উল্লাস ॥ শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথমঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস॥

নারদ বলয়ে তবে শুন নৃপমণি। এইরূপে জনমিলা জগতজননী ॥ দিনে দিনে বাড়ে দেহ অতি মনোহর। শুক্লপক্ষে ক্রমে পুষ্ট যেন শশধর ॥ অনুপম রূপ তার জিনি কোটি কাম। অতুলনা প্রতি অঙ্গ লাবণ্যের ধাম ॥ স্থল নল দল জিনি চরণযুগল। শোভা দেখি পূর্ণচন্দ্র হইলা বিকল ॥ আসিয়া চরণযুগে শরণ লইল। নখরূপে অঙ্গুলেতে পড়িয়া রহিল ॥ চরণযুগলে শোভে কনক নূপুর। রুণুঝুণু শবদে বাজয়ে সুমধুর ॥ কনক কদলী জিনি ঊরুর বলান ॥ তাহে নীলবাস বেড়া মুকুতা দোলনি ॥ করি অরি কটি জিনি মধ্যক্ষীণা অতি। তাহাতে কিঙ্কিণী বাজে

সুমধুব ভাঁতি ॥ সুপীন আয়ত উরু অতি মনোহর। মৃণাল জিনি বাহু কর সরসিজ বর॥ নীলমণি চুড়ী তাড বলয়া ভূষিত মাণিক্য হীরক মণি হেমেতে জড়িত॥ কম্বুকণ্ঠে নানা মণি হার সুশোভন। অতুলনা মুখশশী চিবুক চিক্কণ॥ তিলপুষ্প জিনি নাসা পক্ক বিম্বাধর। খঞ্জন গঞ্জন নেত্র ভুরু মনোহর॥ গৃধিনী শ্রবণ জিনি শ্রবণ যুগল। তাহাতে ঝমকী মুক্তা করে ঝলমল॥ চাঁচর চিকুর ভালে অষ্টমীর ইন্দু। তাব তলে শোভিয়াছে সিন্দূরের বিন্দু॥ শ্রীঅঙ্গে ভূষিত যথা যোগ্য অলঙ্কার। বালা সখীগণ সঙ্গে সদাই বিহার॥ শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথমঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস॥

নারদ বলেন রাজা শুন সাবধানে। পাইবে পুরুষোত্তম শুনি হরগুণে॥ দিনে দিনে বাড়ে দেবী হরের মোহিনী। শিশুকাল হইতে শিবপূজা পরায়ণী॥ হর হেতু হিমালয়ে তপস্যা কবিল। বিপ্র দেহে সদাশিব তাঁরে বিড়ম্বিল॥ শিবনিন্দা করিবা বুঝিলা তার মন। বাঘছাল পরে শিব বিভূতি ভূষণ॥ শিব হৈতে হই আমি পরম সুন্দর। আমারে বিবাহ কর করিয়া আদর॥ গৌরী বলে কহ হেন কেমন সাহসে। ইহা বলি এক্ষণ আছহ প্রাণে কিসে॥ বিস্ময় হইয়া দেবী ভাবে মনে২। মোরে হেন কহি প্রাণে বাঁচে কোনজনে॥ পুনঃ আর তাঁরে কিছু উত্তর না করি। মৌন হয়ে তপ আরম্ভিলা মহেশ্বরী॥ শুদ্ধ মন জানি তার প্রভু বিশ্বনাথ। আপনার মূর্ত্তি ধরি হইলা সাক্ষাৎ॥ বৃষারূঢ় চন্দ্রচূড় হাড়মালা গলে। বাঘছাল পরে ভাল ফনিহার দোলে। জটা মধ্যে করে শব্দ গঙ্গা হরষিতে। বিভূষণ ভস্মগণ ধুতুরা কাণেতে॥ উরুদ্বয় হেরি হয় কন্দর্পের লাজ। মনোহর করোপর ডম্বুর বিরাজ॥ স্ত্রী মোহন ত্রিলোচন ঢল ঢল রসে। কাম গর্ব্ব করি খর্ব্ব লাবণ্য প্রকাশে॥ যুগ্মভুরু হেরি চারু রজত বরণ। অবিরাম হরি

রাম মিশ্রিত বদন ।। শিবরূপ রসকূপ হেরিয়া পার্ব্বতী । ব্যগ্র হয়ে দাণ্ডাইয়া করে বহু স্তুতি ।। ব্রজনাথ পদজাত মকরন্দ সিন্ধু । বিশ্বম্ভরে আশা করে তার একবিন্দু ।।

নারদ বলয়ে তবে শুন নরপতি । নাথ দেখি পার্ব্বতী করিলা বহু স্তুতি ।। তুষ্ট হৈয়া সদাশিব করিলা আশ্বাস । সম্প্রতি চলহ দেবী জনকের বাস ।। সময়ে করিব আমি তোমা পরিণয় । এত বলি অন্তর্দ্ধান হৈল দয়াময় ।। আমারে ডাকিয়া কহিলেন ত্রিলোচন । পর্ব্বত রাজার গৃহে করহ গমন ।। বিবাহ করিব তাঁর কন্যা পার্ব্বতীরে । আজ্ঞা পাইয়ে গিয়া আমি পর্ব্বতের ঘরে ।। কহিনু পর্ব্বত রাজে সব বিবরণ । রূপেতে হয়েন শিব ভুবনমোহন ।। পার্ব্বতী সহিত তাঁর সম্বন্ধ কারণে । আসিয়াছি যে বিহিত বলহ আপনে ।। শুনি মেনকারে কহি সম্মতি করিল । বিবাহের দিন তবে নির্ণয় হইল ।। এই মত সম্ব-ন্ধের নির্ণয় করিয়া । শিবের নিকটে সব কহিলাম গিয়া ।। শুনিয়া হরিষ চিত্ত হৈলা গঙ্গাধর । আদর সম্মান মোরে করিলা বিস্তর ।। নিমন্ত্রণ পাঠাইলা যত দেবগণে । ব্রহ্মা ইন্দ্র চন্দ্র রবি যম হুতাশনে ।। গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ বিদ্যাধর গণে । নাগাধিপ আদি সবে কৈলা নিমন্ত্রণে ।। নিমন্ত্রণ পাইয়া সবে হরষিত মনে । চলিলেন কৈলাসেতে নিরূ-পিত দিনে ।। নিজ নিজ বাহনে চাপিয়া দেবগণ । শিবের বিবাহে সবে করিলা গমন ।। চলিলা অনন্তদেব নাগগণ সনে । হরের বিবাহে উৎসা অতিশয় মনে ।। পঞ্চশত মুখ কার দ্বিশত বদন । শত পঞ্চাশত মুখ অতি মনোরম।। গাইছে গন্ধর্ব্বগণ নাচিছে কিন্নরী । ঝাঁকে২ পুষ্প বৃষ্টি করে দেব নারী ।। শিবের বিবাহে সবে একত্র হইল । জয় জয় হুলাহুলি ব্রহ্মাণ্ড ভরিল ।। শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ । হর গুণে মত্ত কহে বিশ্বম্ভর দাস ।।

লঘু-ত্রিপদী। শুনি শিববিভা, মনে অতি লোভা, আইল যত দেবগণ। মরাল বাহনে, ধায় পদ্মাসনে, মহিষ পৃষ্ঠে শমন॥ বারণ উপরি, আইল বজ্রধারী, হুতাশন অজোপরি। মকরে বরুণ, মৃগেতে পবন, আইলেন ত্বরা করি॥ রম্ভা তিলোত্তমা, রূপে অনুপমা, মেনকা উর্ব্বশী আর। যত বিদ্যাধরী, ত্যজি স্বর্গপুরী, করিলেন আগুসার॥ আইল কুবের, চাপি মেঘ আর, চৌষট্টি যোগিনী সঙ্গে। আইলেন চন্দ্র, নক্ষত্রের বৃন্দ, সংহতি করিয়া বঙ্গে॥ গ্রহ তিথি বার,ক্ষণ দণ্ড আর, আইল যোগ করণে। দিবস শর্ব্বরী, সন্ধ্যা আদি করি, আইল হরিষ মনে॥ সপ্ত জলনিধি, যত নদ নদী, আর যত গিরিবর। অশ্বিনীকুমার, অষ্টবসু আর,আইলেন খগেশ্বর॥ বিমান উপর, আইলা দিবাকর, অরুণ করিয়া সঙ্গে। ষড ঋতুগণ, করিল গমন, জয় জয় দিয়া রঙ্গে॥ দেব ঋষিগণে, সকৌতুক মনে, আইলেন কৈলাসেতে। যোগী মুনি জ্ঞানী, শিব বিভা শুনি, আইলেন হরষিতে॥ ভূত প্রেতগণ, করিল গমন, ডাকিনী যোগিনী যত। পিশাচমণ্ডল, করে কোলাহল,না জানি আইল কত॥ নাপারি লিখিতে, কেবা কোন পথে, আনন্দ উন্মাদে ধায়। জয়জয় বাণী, বিনা নাহি শুনি, হরগুণ সবে গায়॥ জয় গঙ্গাধর, দেব মহেশ্বর, জয় জয় বিশ্বনাথ। এতেক স্তবন, করে সর্ব্বজন, ভূমে করে প্রণিপাত॥ বাজয়ে কাহাল, করঙ্গ বিশাল, খরশান দণ্ডী দামা। শঙ্খ তুরী ভেরী, মৃদঙ্গ ঝাঁঝরী, ঢেমচা মোচঙ্গ সামা॥ খমক খঞ্জরী, মুরুজ চর্চ্চরী, দগড মাদল ডম্ফ। জয়ঢাক কাড়া, বাজয়ে মন্দিরা, শব্দেতে ত্রিলোক কম্প॥ বাজে বেণু বীণা, শিঙ্গা আদি নানা, না জানি তার অবধি। শবদ প্রচণ্ড, কম্পিত ব্রহ্মাণ্ড, উথলিছে জলনিধি॥ প্রভু ব্রজনাথ, পাদপদ্ম জাত,

মকরন্দ সুধাসিন্ধু। বিশ্বম্ভর দাস, পানে সদা আশ, সেই সুধা এক বিন্দু।।

নারদ বলযে রাজা করহ শ্রবণ। সুধা সার স্বাদু এই হরের কীর্ত্তন।। সর্ব্ব লোক একত্র হইল এই রূপে। দেখি মহানন্দ হৈল ব্রহ্মাণ্ডের ভূপে।। বিবাহের দিনে শিব বরসজ্জা পরে। কটিতটে বাঘছাল ফণিবন্ধ বেড়ে।। টানিয়া বান্ধিল জটা অতি দৃঢ় করি। তার মাঝে ভাগীরথী ফিরে শব্দ করি।। সর্ব্ব অঙ্গে করিলেন বিভূতি ভূষণ। হাড়মালা গলায় পরিলা ত্রিলোচন।। কাণেতে ধুতুরা ফুল করেতে ডম্বুর। বৃষপৃষ্ঠে আরোহণ কৈলা বিশ্বেশ্বর।। বরসজ্জা করি চলিলেন মহেশ্বর। নন্দী ভৃঙ্গী সঙ্গে দুই চলিল কিঙ্কর।। দুই পার্শ্বে দুই বীর করযে শোভন। মধ্যে মহাযোগেশ্বর সাজে মনোরম।। ব্রহ্মা ইন্দ্র চন্দ্র আদি দেব নাগগণ। বরযাত্র হৈয়া সবে করিলা গমন।। সংহতি প্রমথগণ কৈল অাগুসার। ভূত প্রেত কত চলে সঙ্খ্যা নাহি তার।। চিৎকার করিয়া আগে ধায় ভূতগণ। সেই শব্দ বাদ্যানন্দে করেন গমন। উল্কামুখা প্রেতগণ আগে আগে ধায়। উজ্জ্বল হইল পথ ভাব দীপ্তকায়।। এইরূপে উত্তরিলা হিমালয় গিরি। কত পথে গিরিরাজ লইল অগ্রসরি।। বর দেখি রাজা অতি সন্দেহ করিল। যেরূপ শুনিনু কেন সেরূপ নহিল।। যা হবার তাহা হৈল নারদ হইতে। বুড়া বর কন্যা ভালে আছিল লিখিতে।। যা হবার তাহা হৈল ভাবিয়া কি করি। এত ভাবি নিজালয়ে লইল আদরি।। দ্বারে উপস্থিত বর দেখি গিরিরাণী। রূপ দেখি শিরে বজ্রাঘাত হেন মানি।। আর্ত্তনাদ করি দেবী করয়ে রোদন। গৌরীর কপাল কেন হইল এমন।। কেন গিরিরাজ নাহি দেয় বিচারিয়া। কেমনে ধরিব প্রাণ এ বর দেখিয়া।। পার্ব্বতী লইয়া আমি যাব দেশান্তরে। কদাচিত বিবাহ না দিব এই বরে।। এইমতে

আত্মনাদে করয়ে রোদন। ছানলায় বর তবে আনিল বাজন॥ তবে গিরিরাজ সব বরযাত্রগণে। মান্য করি বসাইলা যথাযোগ্য স্থানে॥ শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। হরগুণে মত্ত কহে বিশ্বম্ভর দাস॥

পযার। বরেবে দেখিযা সব কুলেব রমণী। ঠাবা-ঠারি কবি হাসে কহে নানাবাণী॥ এমন সুন্দরী গৌরী হেন বুড়া বব। যুবতী যুবক বড সাজিবে সুন্দর॥ ধিক্ ধিক্ গৌরীর কপাল বড মন্দ। ধিক্‌রে বিধাতা তোর বুঝিবাব ধন্দ॥ বাঘছাল পবিধান বস্ত্র নাহি যুডে। এ থাকুক তৈল বিনে গাযে খডি উডে॥ উত্তরী সাপেব মালা বলদ বাহন। ভাল বর মুনিবব কবিল যোটন॥ এইরূপে পবস্পব শিবে নিন্দা কবে। স্বামী মনে কবি গববেতে ফাটি মবে॥ কেহ বলে মোর স্বামী হকু বেনে কাল। শিব কাছে দাঁডাইলে দেখিতেও ভাল॥ কেহ বলে মোব স্বামী পরম সুন্দর। গহনায ঢাকিয়াছে মোব কলেবব॥ অতি অল্প কুঁজ তাব কেবল পৃষ্ঠেতে। ত গুণে সেএই দোষ না পাবি গণিতে॥ কেহ বলে মোব স্বামী বুড়া হয যদি। তবু মুখখানি তাব সুখেব অবধি॥ সতত মাখিযা তৈল মুখটি চিকণ। এ বুডার মত সেই না হয সে জন॥ ভাল বস্ত্রখান পবি সম্মুখে দাণ্ডায়। বুডাকে দেখিলে মোর নয়ন যুডায॥ হাসি হাসি কথা কয় হরে হৃদি তাপ। মাগো এ বুডাব গলে কতগুলা সাপ॥ আব এক নাবী বলে শুন শুন সই। তোমবা কহিলে ভাল মোব কথা কই॥ বসিক পুরুষ বড আমার সে জনে। এক তিল মোবে আড না করে নযনে॥ রূপে গুণে অনুপম বসেতে নিপুণ। দোষহীন হয তার সকলি সগুণ॥ কতেক কহিব তার গুণ পবিচয। আমি জানি সে জানে অন্যেতে বেদ্য নয়॥ সে পতিতে ভাগ্যবতী বলযে আমায। হাসি মাত্র আইসে সই দেখে এ বুডায়॥ এইরূপ পরস্পর কহে

নারীগণ। মনে মনে হাসে প্রভু দেব ত্রিলোচন ॥ শিব-নিন্দা মানে গৌরী কোটি বজ্রাঘাত। কর্ণ আচ্ছাদন করে দিয়া দুইহাত॥ মনে মনে শিবপ্রিয়া ভাবযে বিস্মব। দক্ষযজ্ঞে প্রাণ ত্যাগ সম পাছে হয় ॥ কত ক্লেশে পাইনু যদি প্রভুর চরণ। হায কেন নিন্দা পুনঃ করিযে শ্রবণ ॥ মনে মনে মহাদেবে কবিলা প্রার্থন। দিব্য রূপ ধরিযা সবার মোহ মন॥ শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। হরগুণে মত্ত কহে বিশ্বম্ভর দাস ॥

পযার। পার্ব্বতীব মন তবে জানিযা শঙ্কব। মদন মোহিযা ধবে দিব্য কলেবর ॥ কোটি চন্দ্র এককালে যেমন প্রকাশে। হেনরূপ ধরিলেন হৃদযে উল্লাসে ॥ শিব রূপ দেখি গিবিবাজ চমৎকার। পুলকে পূরিল অঙ্গ নারে ধবিবার ॥ রূপ দেখি নারীগণ চমকিত হৈল। অনঙ্গের বাণ সবার হৃদযে বিন্ধিল ॥ পার্ব্বতীর ভাগ্য সবে প্রসংশা করিযা। মেনকা নিকটে তাবা চলিল ধাইযা ॥ আইস আইস দেখ বলে দূবে হৈতে। আপন জামাতা দেখ ছালনা তলাতে॥ কন্দর্পের দর্পচূর্ণ কবিযাছে রূপে। অনঙ্গ হইল কাম দেখিযা স্বরূপে॥ শুনি সবিস্মিতা হৈলা মেনকা সুন্দবী। বাহিব হইযা দেখে জামাতা মাধুবী॥ রূপ দেখি আনন্দ সাগবে রাণী ভাসে। কন্যা কোলে করি মুখে চুম্বযে হরিষে॥ আমি ধন্যা মাতা তোমা ধরিনু উদবে। ধন্য তুমি পাইলে জগত জিত ববে ॥ ধন্য ধন্য তপস্যা কবিলে এত কাল। ধন্য ধন্য বব ধন্য তোমার কপাল॥ এতেক বলিযা কন্যা বাহিব করিল। পার্ব্বতীর রূপে দশদিক প্রকাশিল ॥ মলিন হইল সব চন্দ্রের কিরণ। পত্নী দেখি মোহিত হইলা ত্রিলোচন॥ আপনা সম্ববে শিব সময় জানিযা। তবে কুলনাবীগণ মঙ্গল করিয়া॥ আনন্দেতে কবযে স্ত্রী আচার বিধান। হুলাহুলি দেয বাজে নানা বাদ্য তান ॥

জ্বালিল সাতাইস কাটি ঘৃতেতে মাখিয়া। নিরখি দোঁহার রূপ আলাইল হিয়া॥ বর কন্যা প্রদক্ষিণ করে সাত-বার। মঙ্গল বিধান করে আনন্দ অপার॥ বিধিমতে কন্যাদান কৈল গিরিরাজ। মঙ্গল করয়ে সব নারীর সমাজ॥ জয় জয় হুলাহুলি শবদ সঘন। গাইছে গায়ক নাচে নর্ত্তকীর গণ॥ বহুবিধ বাদ্যবাজে শুনিতে মধুর। দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করয়ে প্রচুর॥ শিবের বিবাহে হৈল জগত আনন্দ। তবে গৌরি সহ অগ্নি পুজে সদানন্দ॥ দুইরূপ শোভার তুলনা নাহি দেখি। সভাসহ নৃপতি হইলা বড সুখী॥ দোঁহা রূপ দেখি প্রসংশয়ে নারীগণ। সুবর্ণ রজত গিরি মিলিল যেমন॥ কুলরামাগণ সাথে মেনকা সুন্দরী। দুহিতা জামাতা গৃহে লইলা আদরি॥ দিব্যাসনে হরগৌরী বসিলা দুজনে। বিদায করিলা রাণী কুলবধূগণে॥ ব্রহ্মা আদি দেব গেলা নিজ নিজ স্থানে। পাতালে অনন্ত গেলা হরষিত মনে॥ যাঁর যেই গৃহেতে গেলেন সর্ব্বজন। দোঁহারে হেরিয়া দোঁহে হরষিত মন॥ এইত কহিনু রাজা আশ্চর্য্য কথন। তবে যাহা হৈল শুন করি নিবেদন॥ শিবের বিবাহ যেবা শুদ্ধ করি শুনে। আয়ুধন যশঃ বিদ্যা বাডে দিনে দিনে॥ শ্রীব্রজনাথ পাদ-পদ্ম করি আশ। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস॥

পয়ার। নারদ বলয়ে তবে শুন নরপতি। এইরূপে বিবাহ করিলা পশুপতি॥ পীডিত আছিলা পূর্ব্বে মদ-নের বাণে। গৌরীরে পাইয়া ক্রীড়া করে এক মনে॥ শ্বশুরের গৃহেতে রহিলা পঞ্চানন। রাত্রি দিন গৌরীসহ করয়ে ক্রীডন॥ এইরূপ আনন্দেতে কত দিন গেল। এক দিন মেনকা গৌরীরে জিজ্ঞাসিল॥ কুলের রমণীগণ মেনকার সাথে। কন্যারে কহেন রাণী হাসিতে হাসিতে॥ শুনহ সুন্দরী সুবদনী হরপ্রিয়া। কঠোর তপস্যা

কৈলে যাহার লাগিয়া ॥ সে হেন কঠোর করি পাইলে হেন বর। ধনহীন কুলহীন বৃদ্ধ দিগম্বর ॥ এমনেতে ও রাত্রে কভু না ছাড়া নিকট। কি গুণ ইহাতে কহ বুঝিতে শঙ্কট ॥ সতত তাহার বাস আমার গৃহেতে। কিবা বস্ত্র ভূষা দিল তোমার অঙ্গেতে। বস্ত্র ভূষা ভোগে তুমি পিতার পালিত। চিরকাল মোর গৃহে হও অবস্থিত ॥ সংসারের মধ্যে এই করেছি শ্রবণ। বিবাহিত কন্যা স্বামী গৃহেতে গমন ॥ দেখ পিতৃগণের মানসী কন্যা আমি। বিবাহ করিয়া হেথা আনিলেন স্বামী ॥ গিরিরাজ দিল মোরে যোগ্য অলঙ্কার। পিতৃগৃহে যাইতে বাসনা নাহি আর ॥ পরিহাসে কহিনু না কহ জামাতারে। জামাতা বিষ্ণুর সম শাস্ত্রেতে প্রচারে ॥ শ্রীব্রজনাথ পাদ পদ্ম করি আশ। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস ॥

মায়ের মুখেতে শুনি শিবের নিন্দন। ক্রোধেতে হইল গৌরী অরুণ বরণ ॥ ঘন ঘন কম্পয়ে অরুণ ওষ্ঠাধর। মায়ের বচনে কিছু না দিল উত্তর ॥ ত্বরিতে গমন করি পতি বিদ্যমানে। মায়ের নিষ্ঠুর বাক্য কহি আচ্ছাদনে ॥ কহিতে লাগিল কিছু ক্রোধ সবিনয়ে। সতত নিবাস নাথ শ্বশুর আলয়ে ॥ অতি ক্ষুদ্র জনের কর্তব্য ইহা নয়। কেমনে তোমার বাস উপযুক্ত হয় ॥ শুনি মহাদেব বৃষ পৃষ্ঠেতে চাপিয়া। চলিলেন গৌরী সহ বাহির হইয়া ॥ প্রয়াগ হইয়া পার দেব পঞ্চানন। বারাণসী পুরেতে করিল প্রবেশন ॥ গঙ্গার পশ্চিম তটে শোভে দুই পুরী। বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করিল যত্ন করি ॥ শত শত দেবালয় বহু উপবন। বহু গৃহালয় নানা তীর্থ নদীগণ ॥ পঞ্চক্রোশ আয়তন হয় ক্ষেত্রবর। গঙ্গার তরঙ্গে পাপ নাশে নিরন্তর ॥ তার মধ্য স্থানে হয় কনক মন্দির। কনকের স্তম্ভ সব কনক প্রাচীর ॥ সেই মন্দিরে শিব পার্ব্বতীর সনে। ক্রীড়া করে নিরন্তর হরষিত মনে ॥ সেই পুরী শিব ত্যাগ কভু

বাহি করে। অবিমুক্ত নাম তেঞি বলিযে তাঁহারে॥ সেই পুরী সর্ব্ব জীবে করে মুক্তিদান। ভব ভীতজন তাঁরে সেবে অবিরাম॥ তবে পতি হৈতে বহু অলঙ্কার পাইয়া। তথায় রহিলা গৌরী উল্লাসিত হইযা॥ রাত্রি দিন শিবসহ করযে বিহার। মাতা পিতা স্মরণ না করে কিছু আর॥ শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস॥

পয়ার। এই রূপে কাশীতে রহিলা কাশীশ্বর। মেনকা হইলা তথা দুঃখিত অন্তর॥ কৌতুক করিনু কন্যা তাহা না বুঝিযা। জামাতা সহিত গেল বাহির হইয়া॥ কোথা গেল কিরূপে রহিল কোনখানে॥ এইরূপ রাত্রি দিন ভাবে রাণী মনে॥ কত দিনে লোকমুখে শুনিলেন রাণী। বারাণসীপুরীতে আছেন শূলপাণি॥ শুনিযা পর্ব্বত রাজে করে নিবেদন। বহু দিন গৌরী কথা না করি শ্রবণ॥ অলঙ্কার লযে কিছু তাহার কারণ। বারাণসীপুরে তুমি করহ গমন॥ শুনিয়া সত্বরে স্বর্ণ অলঙ্কার লইযা। বারাণসীপুরে রাজা উত্তরিল গিয়া॥ নগরে প্রবেশি দেখে অতি চমৎকার। স্বর্ণময় গৃহ সব নাশে অন্ধকার॥ শত২ অট্টালিকা সুন্দর রচিত। মধ্যে২ কুসুম উদ্যান সুশোভিত॥ তার মধ্যে এক পুরী কনক নির্ম্মাণ। তাহার সম্মুখে দেখ বিচিত্র উদ্যান॥ নানাজাতি পুষ্প তাহে ভ্রমর ঝঙ্কারে। শুক শারী ময়ূর ময়ূরী কেলি করে॥ কুহরে কুহু কুহু রবে পিকগণ। সুমধুর নিনাদেতে জাগায় মদন॥ সরোবরে কুমুদ কহ্লার বিকসিত॥ জলচর চরে ধারে সুন্দর শোভিত॥ শত শত দাসী অঙ্গে মণি অভরণ। জল আনিবারে তারা করেছে গমন॥ রূপে জিনিযাছে সবে স্বর্গ বিদ্যাধরী। দ্বিরদ গমনে চলে কাখে কুম্ভ করি॥ অযুত অযুত লোক হরগুণ গায়। বিস্ময় হইয়া রাজা চিন্তযে তথায়॥ কিবা স্বর্গ কি বৈকুণ্ঠ কিবা এ কৈলাস।

কিবা বারাণসী এই না জানি নির্য্যাস ।। কাহার আলয় এই মহা জ্যোতির্ম্ময় । কোথায় পাইব গিয়া গৌরীর আলয় ।। আজন্ম ভিখারী শিব কে জানিবে তাবে ।। ক্ষুদ্র গৃহ নাহি দেখি এই মহাপুরে ।। এই রূপ গিরিরাজা ভাবে মনে মনে । শ্রীব্রজনাথ পদে বিশ্বম্ভর ভণে ।।

পয়ার । তবে রাজা জিজ্ঞাসেন সেই সবাকারে । এ পুরীর নাম কিবা কহত আমারে ।। কাহার আলয় এই কহ মহাশয় । যদি জান কহ কোথা শিবের আলয় ।। সবে বলে এই বুঝি বাতুল হইবে । নতুবা এমন প্রশ্ন কেন জিজ্ঞাসিবে।। হাস্য করি কহে তারা তুমি কি অজ্ঞান । না জান এ বারাণসী শঙ্করের স্থান ।। আমরা তাঁহার দাস জানিহ নিশ্চয় । ও সকল নারী পার্ব্বতীর দাসী হয় । শুনিয়া বিস্ময় হৈলা পর্ব্বত রাজন । মনে ভাবে কি কবিব এই অভবণ ।। যার দাসীর অঙ্গে দেখি এত অলঙ্কার । এই ক্ষুদ্র অলঙ্কার যোগ্য কি তাঁহার । এত ভাবি সেই স্থানে পুতে অভবণ । অলক্ষিতে দেখিল গৌরীর দাসীগণ ।। তবে দ্বারে গেলা রাজা চমৎকার মনে । শত শত ভৈরব আছয়ে সেইস্থানে ।। নিবেদন করিলেন জানাহ শঙ্করে । আইলা পর্ব্বত রাজা দেখিতে তোমারে ।। শুনিয়া শঙ্করে দ্বারী কৈল নিবেদন । গৌরী সহ বাহিরে আইলেন পঞ্চানন ।। পিতারে দেখিয়া দুর্গা বন্দিলা চরণে । উমা দেখি প্রফুল্লিত হইল রাজনে ।। তবেত মায়ের কথা জিজ্ঞাসিলা মাতা । একেং পর্ব্বত কহিল সব কথা ।। তবে দিব্যাসনে তাঁরে বসায়ে হরিষে । পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিলা বিশেষে ।। উত্তম ব্যঞ্জন অন্ন করিলা অর্পণ । কৌতুকে পর্ব্বত রাজা করিলা ভোজন ।। আচমন করি সুতাম্বুল দিল মুখে । কনক পর্য্যঙ্কোপরি বসিলেন সুখে ।। আজন্মে হেন কভু না দেখে পর্ব্বত । গৌরীর ঐশ্বর্য্য দেখি হৈল চমৎকৃত ।। সেইত সময় তবে সব দাসীগণ । করযোড়ে

গৌরী আগে করে নিবেদন ।। তোমার জনক অলঙ্কার আনিছিলা । উদ্যান নিকটে তাহা পুতিয়া রাখিলা ।। শুনি সলজ্জিত হৈল পর্ব্বত রাজন । করযোড়ে কহে উমা মধুর বচন ।। আমারে মা অলঙ্কার দিল পাঠাইয়া । কেন নাহি দিলে পিতা নির্দ্দয় হইয়া।।কোথা অলঙ্কার দেহ করি পরি হার । মাতৃদত্ত দ্রব্যে প্রীতি অত্যন্ত আমার ।। শুনি রাজা লজ্জা পাইয়া উঠিল সত্বরে । পার্ব্বতী চলিলা সঙ্গে কৌতুক অন্তরে ।। উদ্যান সমীপে রাজা গেলা ততক্ষণে । দেখি লেন অলঙ্কার নাহি সেইখানে ।। রত্নময় শিবলিঙ্গ হয়েছে তথায় । দেখি সবিস্ময় অতি হৈলা গিরিরায় ।। পার্ব্বতী সহিত তবে আইলা মন্দিরে । হাসিয়া শঙ্কর তবে কহিলা শ্বশুরে ।। তব অলঙ্কার আমি করেছি গ্রহণ । রত্নেশ্বর নাম তথা করিনু ধারণ ।। এত বলি বহু রত্ন দিলেন তাহারে । আনন্দে গেলেন গিরি আপনার পুরে ।। মেনকারে কহিল সকল বিবরণ । শুনিয়া রাণীর অতি প্রফুল্লিত মন ।। এই মত কৌতুকে বিহরে দিগবাস । নিত্য নব২ লীলা করেন প্রকাশ ।। শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি ধ্যান । বিশ্বম্ভর দাস কহে হরের আখ্যান ।।

বহু যুগ অতিত হইল এই মতে । তবে কোটি লিঙ্গ শিব কৈলা অঙ্গ হৈতে ।। তথায় স্থাপিয়া গেলা কৈলাস শিখরে । বহু রাজা হৈল সেই বারাণসীপুরে । কাশী নামে রাজা হৈল দ্বাপর যুগেতে । শিবে আরাধিল সেই কৃষ্ণেরে জিনিতে ।। মহা উগ্রতপ করি বশ কৈল হরে । তপে তুষ্ট হয়ে শিব বর দিলা তারে ।। সংগ্রামে কৃষ্ণেরে তুমি জিনিবে রাজনে । আমিও সমরে যাব তব প্রযোজনে ।। বর দিয়া মহাদেব অন্তর্দ্ধান হৈল । কাশীরাজা মহানন্দে নিজ গৃহে গেল ।। উন্মত্ত হইয়া তবে বলয়ে রাজন । আমি বাসু দেব নাহি জানে কোনজন ।। কৃষ্ণে বাসুদেব কহে অবোধেরগণে । আমি বাসুদেব ইহা কেহ নাহি জানে ।। এত

বলি শঙ্খ চক্র ধারণ করিল। সুবর্ণ কিরীটি শিরে বক্ষে মণি দিল॥ পীতবস্ত্র পরি দুষ্ট বসিয়া সভায়। কৃষ্ণের নিকটে দূত ত্বরিত পাঠায়॥ বাসুদেব হয়েন কাশীর অধিকারী। কি সাহসে বাসুদেব বলাইছ হরি॥ এই কথা কহিবে কৃষ্ণের সন্নিধানে। শক্তি থাকে যুদ্ধ আসি করে মোর সনে॥ দূত গিয়া কহে কৃষ্ণে সব সমাচার। শুনি সভাসদ সবে হাসিল অপার॥ হাসিয়া গোবিন্দ কাশীরাজের নিধনে। সুদর্শনচক্রে পাঠাইলা সেইখানে॥ অতি ঘোরতর সেই চক্র সুদর্শন। সহস্র আদিত্য তেজ ভীষণ গর্জ্জন॥ বিষ্ণুর আশয় বীর্য্য ভালমতে জানে। কাশীরাজ মস্তক ছেদিলা ততক্ষণে॥ সব সেনাগণ বারাণসীপুরী আর। দহিতে লাগিল চক্র কুপিয়া অপার॥ শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস॥

পয়ার। তবে বিপরীত কর্ম্ম দেখি পশুপতি। বৃষ-পৃষ্ঠে চাপি সব প্রমথ সংহতি॥ সেইখানে আসিয়া হইলা উপনীত। সুদর্শনে দেখি শিব হইলা কুপিত॥ পশুপত অস্ত্র তবে ত্যজিলেন হর। সাহস না হয় সেই যাইতে গোচর॥ পাশুপত প্রমথ গণেরে চক্র হেরি। অলাত চক্রের সম ঘুরে সবে বেড়ি॥ শিবের ভক্তিতে বর দিয়াছিল হরি। আমা হিংসা বিনা অস্ত্র হবে তেজধারী॥ আমারে হিংসিতে যদি বাঞ্ছহ অন্তরে। তেজহীন হবে অস্ত্র কহিনু তোমারে॥

পুরাবিষ্ণোর্ব্বরঃপ্রাপ্ত শম্ভুনা ভক্তি তোষিতাৎ।
বলে নাপ্যায়রিষ্যামি তবাস্ত্রং সংস্মৃতস্ত্বয়া॥
মযিচেৎ প্রতিকুলস্তুং ভবিষ্যতি চ নিষ্প্রভং॥

পাশুপত ব্যর্থ দেখি শিব সবিস্ময়। বারাণসী দগ্ধে তার উপজিল ভয়॥ ব্যগ্র হৈয়া মহাদেব করয়ে স্তবন। জয় জয় জগন্নাথ প্রণতপালন॥ অহঙ্কারে না জানিনু

মহিমা তোমার। সেবক জানিয়া মোরে ক্ষম এইবার॥ দীনবন্ধু জগন্নাথ প্রভু দয়াময়। শরণ লইনু পদে করুণ আলয়॥ নমো নারায়ণ পরমাত্মা পরধাম। সচ্চিৎ আনন্দ ময় প্রভু ভগবান॥ তমগুণে সৃষ্টি মোরে করিলে আপনে। তোমার প্রভাব আমি জানিব কেমনে। অতএব অপরাধ ক্ষমহ আমার। শরণ লইনু ত্রাণ কর এইবার॥

স্ৃষ্টোঽহং তমসা নাথ ত্বৎপ্রভাবানভিজ্ঞকঃ।
তৎক্ষমস্বাপরাধং মে ত্রাহিমাং শরণাগতং॥

এইরূপে বহুবিধ স্তবন করিলা। চক্ররূপ ত্যজি হরি দরশন দিলা॥ শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। রচিল নূতন পুথি বিশ্বম্ভর দাস॥

পয়ার। প্রসন্ন বদনচন্দ্র অতি অনুপম। কমলনয়ন ভুরু কাম শরাসন॥ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভে চারি করে। পদ্মাসনে বসিয়াছে গরুড় উপরে॥ গলে দোলে বনমালা রত্নহার সনে। মস্তকে মুকুট শোভে কুণ্ডল শ্রবণে॥ কে-য়ুর বলয়া আদি নানা অভরণ। প্রতিঅঙ্গে ঝলমল শোভে মনোরম॥ নবীননীরদ শ্যামরূপ মনোহর। নয়ন আনন্দ দাতা ভুবন সুন্দর॥ বামপার্শ্বে কমলা দক্ষিণে সত্যভামা। শোভে অতি সুন্দর ভুবনে অনুপমা॥ এইরূপে আসিয়া শিবের সন্নিধানে। ক্রুদ্ধ স্থায় তাঁরে কিছু বলয়ে বচনে॥ ভগবান বলয়ে তোমারে ত্রিলোচন। এত দিনে দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল কি কারণ॥ নৃপতি কীটের লাগি যুদ্ধ মোর সনে। হেন কর্ম্ম কুৎসিত না কর কদাচনে॥এতবলি প্রসন্ন হইয়া যদুরায়। শুভদৃষ্টে বারাণসী কৈল পূর্ব্ব ন্যায়॥ শিবেরে বলয়ে তুমি মোর আজ্ঞা ধর। শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গিয়া বাস কর॥ একাম্রকাননে রহ আমার বচনে। এথা এক রূপে রহ পার্ব্বতীর সনে॥ তথায় ভুবনেশ্বর কোটি লিঙ্গে শ্বর। এই নামে তোমারে ঘুষিবে দেব নর॥ আমার আ-দেশে তথা ব্রহ্মা প্রজাপতি। অভিষেক করিবেন কোটি

লিঙ্গপতি ॥ এত বলি অন্তর্দ্ধান হৈল রমাপতি। আজ্ঞা পাইয়া শিব এথা করিলা বসতি ॥ এইত কহিনু রাজা পূর্ব্বের কাহিনী। এই হেতু এথায় আছেন শূলপাণি ॥ শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস ॥

পযার। তবে হরষিতে ইন্দ্রদ্যুম্ন মহাশয। হরগৌরী দরশনে করিলা বিজয় ॥ বিন্দুতীর্থে স্নান করি অতি হরষিতে। শ্রীপুরুষোত্তম দেখি তাহার তীরেতে ॥ বহুবিধ দানকরি তপনকুমার। শূলপাণি দরশনে কৈল আগুসার॥ হর দরশন করি হইলা মোহিত। বীণায গাইলা বহু তাহার চরিত ॥ প্রসন্ন হইযা শিব দিলা দরশন। সাক্ষাৎ শিবেবে দেখি মোহিত রাজন ॥ ভূমে পড়ি প্রণমিযা বহু স্তব কৈলা। আশ্বাস কবিযা শিব রাজারে বলিলা ॥ বাঞ্ছা পূর্ণ হবে তব আমাব প্রসাদে। নারদ সহাযে সিদ্ধ হবে অপ্রমাদে ॥ এতবলি অন্তর্দ্ধান হৈলা বিশ্বনাথ। ত্বরিতে গেলেন তবে নাবদসাক্ষাৎ ॥ যথা বিন্দুতীরে মুনি পূজে মহেশ্বব। তথায গেলেন প্রভু দেব দিগম্বব। ত্রিপুবারি সম্মুখে দেখিযা মুনিবর। অষ্টাঙ্গে প্রণাম করে ভূমির উপব॥ শিব বলে শুনহ নারদ মহামতি। যেরূপ আদেশ তোমা কৈলা প্রজাপতি ॥ সহস্রেক যজ্ঞ আগে করাযে রাজাবে। সেই রূপ কার্য্য সব কর তারপবে ॥ এইক্ষণে হইলা মাধব অন্তর্দ্ধান। অতএব বাজা সহ কবিয়া পযান ॥ শঙ্খাকাব ক্ষেত্র অগ্রে নীলকণ্ঠ নামে। আমি আছি যজ্ঞ স্থান নির্ম্মাও সেখানে ॥ নৃসিংহ স্থাপন আগে কবি সেইস্থানে। যজ্ঞ করে নরহরি মোব বিদ্যমানে ॥ তবে সহস্রেক অশ্বমেধের অন্তবে। অদ্ভুত ব্রহ্মতরু দেখাবে রাজারে ॥ সকলের গুরু তিহোঁ পুরুষ প্রধান। বিশ্বকর্ম্মা চারি মূর্ত্তি করিবে নির্ম্মাণ ॥ প্রতিষ্ঠা করিবে ব্রহ্মা আপনি আসিয়া। এই সব

কথা কহিলাম বিবরিয়া ॥ শ্রীব্রজনাথ পদ হৃদয়ে বিলাস জগন্নাথমঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস ॥

পয়ার। এতশুনি সন্তুষ্ট হইলা তপোধন। প্রণাম করিয়া হরে করে নিবেদন ॥ যোড়হাতে কহে শুন জগতের গুরু। আপনি জগৎপতি হইবেন তরু ॥ যেরূপ আদেশ কৈলে তাহার প্রকাশ। এইরূপ পিতা মোরে কহিলা বিশেষ ॥ তুমি আর ব্রহ্মা বিষ্ণু একই স্বরূপ। নৃপতির ভাগ্য সীমা অতিঅপরূপ ॥ এককালে হইল তিনের অনুগ্রহ। অন্তেতে সংশয় ইহা বুঝিতে সন্দেহ ॥ অতএব বিষ্ণুর মহিমা অন্ত হীন। বুঝিতে তাঁহার মায়া কে আছে প্রবীণ ॥ বেদ অনুসারে চিরকাল মুনিগণ। বিষ্ণুপদ প্রাপ্তি লাগি করয়ে যতন ॥ তথাপি বিষ্ণুর প্রীতি যেই ভকতিতে। তাঁর মায়া হৈতে তারা না পারে জানিতে ॥ বিষ্ণুর চরণে ভক্তি করে যেইজন। অনায়াসে তবে সেই নাহিক নিয়ম ॥ ব্রজে গোপীগণ কৃষ্ণে কামভাবে ভজি। পাইলেন কোন শাস্ত্র বেদ নাহি জজি ॥ শিশুপাল পাইল করিয়া শত্রুভাব। বাণ বিন্ধি ব্যাধের হইল পদলাভ ॥ ধ্যান করি না পাইল সুরনারীগণ। কুবুজা পাইল বস্ত্র করি আকর্ষণ ॥ অস্পৃশ্য চণ্ডাল পায় হৈলে ভক্তিবান। অভক্ত বেদজ্ঞ নাহি জানে সে সন্ধান ॥ বিদ্যা ধন কুলমদে হরি নাহি মিলে। পাইতে উপায় মাত্র ভকতি করিলে ॥ শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথমঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস ॥

পয়ার। করযোড় করি পুনঃ কহে মুনিবর। নিবেদন করি দেব তোমার গোচর ॥ কোনরূপে যোগীগণ ভাবয়ে হরিরে। শুনিতে হইল ইচ্ছা আমার অন্তরে ॥ শুনি সদানন্দ কহে আনন্দিত মনে। কহি যে নিগূঢ় তত্ত্ব শুন সাবধানে ॥ যোগীগণ দুই রূপ ভাবয়ে তাঁহারে। কেহবা সাকার ভাবে কেহ নিরাকারে ॥ ভাব্য অনুরূপ হরি দেন দুহাকারে। তটস্থ হইয়া মুনি দেখহ বিচারে ॥জ্যোতির্ম্ময

নিরাকার থাকযে যেমন। তেজোময় হৈযা হয় তেজেতে মিলন।। যদ্যপিও সেই ব্রহ্ম সাযুজ্য পাইল। সেবানন্দ সুখবোধ তাহার নহিল।। অতএব সুখময আনন্দ ভকতি। সাকার ভাবনে হয তাহার সঙ্গতি।। আনন্দ ভকতি করে যেই ভক্তগণ। দাস্যভাবে সদাই সেবযে শ্রীচরণ।। সচ্চিৎ আনন্দ তনু প্রভু ভগবান। অপ্রাকৃত হয সেই রূপ অনুপম।। যার সম ঊর্দ্ধ বস্তু নাহি কিছু আন। সেই সে পরম ব্রহ্ম বিচার প্রমাণ।। শ্যামল সুন্দর অঙ্গ প্রসন্ন বদন। আজানুলম্বিত ভুজ কমল নযন।। পদনখ ছটা কোটি সূর্য্য তিরস্কারি। অগাধ অপার যাঁর করুণার বারি।। কোটি জগদণ্ডে হয় যাঁহার প্রকাশ। অণ্ডস্থ তিমির যাঁর কিরণে বিনাশ।। যাঁর প্রভা বলে দীপ্ত কোটি ভানুমান। তাঁর রূপ নিরূপিতে শক্ত কোনজন।।

ব্রহ্মসংহিতাযাং।

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ড কোটি কোটিস্বশেষ বসধাদিবিভূতি ভিন্নং। তদ্ব্রহ্মনিষ্কলমনন্তমশেষ ভূতং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।

যাঁর অংশে হইয়া কোটি কোটি বিষ্ণুগণ। কোটি কোটি জগদণ্ড করযে পালন।। কোটি কোটি ব্রহ্মা রুদ্র যে করে প্রকাশ। যাঁর পদ ভাবিলে ঘুচযে মাযাপাশ।। যাঁহার কিরণে নিরাকার ব্রহ্ম মানে। তাহার অঙ্গের ছটা ইহা নাহি জানে।।

তথাহি।

অহো মূঢ়ো ন জানাতি কৃষ্ণস্য নিত্যসত্যতা। যস্য পাদনখজ্যোৎস্না ব্রহ্মেতিপরমো বিভুঃ।। মাযা শ্রুতিজ্জল্পাতি নির্ব্বিশেষৎ সাসাভিধত্তে সবিশেষ মেবঃ। বিচার যোগে সতিহন্ত তাসাং প্রাযোবলীষঃ সবিশেষমেবঃ।।

ছটারে বলযে ব্রহ্ম নহে অপ্রমাণ। বস্তু বিনা কিরণ না

হয় উপাদান ।। অন্তরে আছয়ে বস্তু জানিবে কিরণে। কিরণ প্রকাশ নাহি হয় বস্তু বিনে।। কিন্তু সে কিরণ ঐক্য বস্তুর সহিত। ভিন্নজ্ঞান করিলে হইবে বিপরীত।। দুই ব্রহ্ম বলি যদি হয় বিসম্বাদ। যথার্থ ভাবিলে তবে ঘুচিবে প্রমাদ।। সূর্য্যের উদয়ে যেন প্রকাশে কিরণ। অস্ত হৈলে কিরণ সহিত অস্ত হন ।। অস্ত হৈলে বাস্থে যদি কিরণ রহিত। তবে দুই ব্রহ্ম বলি সিদ্ধান্ত হইত ।। পরমার্থে এক ব্রহ্ম দুই রূপে ভাবে। সাধনার অনুরূপ রূপ হয় লাভে ।। এতশুনি মুনিবর প্রফুল্লিত মনে। প্রণাম করিয়া পড়ে হরের চরণে ।। এই যে প্রাকৃত ভাষা করিনু রচনে। পুরাণে প্রসিদ্ধ ব্যাস লিখেন এ স্থানে ।। শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। বিশ্বম্ভর দাস কহে তত্ত্বের নির্যাস ।।

পয়ার। নারদ জিজ্ঞাসে পুনঃ হরের চরণে। হরিনাম মাহাত্ম্য শুনিব তব স্থানে ।। হর বলে হরিনাম মাহাত্ম্য অপার। কহিতে তাহার তত্ত্ব শকতি কাহার ।। ব্রহ্মহত্যা আদি মহাপাতকের চয়। নিরবধি করিতেছে যেই দুরাশয় ।। সেহ যদি বারেক করয়ে হরিনাম। সর্ব্বপাপে মুক্ত হৈয়া চলে হরিধাম ।। শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে যেই সদা নাম করে। তাহার কি হয় তাহা কে কহিতে পারে।। সর্ব্ব অবতারী কৃষ্ণ সবাকার গতি। হরি বিনে কোনরূপে নাহিক নিষ্কৃতি ।। ধর্ম্ম তপ যোগ জ্ঞানে তাঁহারে না মিলে। পাইবে সে পদসেবা ভকতি করিলে ।। সেই কৃষ্ণ নীলাচলে হবে অবতার। সবারে উচ্ছিষ্ট দানে করিবে নিস্তার ।। অতএব রাজাসহ করহ গমন। পাইবে পরমানন্দ দেখি নারায়ণ ।। এইরূপে নারদে কহিলা শূলপাণি। শুনিয়া পরমানন্দে প্রণমিলা মুনি ।। অন্তর্দ্ধান হইলেন দেব পঞ্চানন। ইন্দ্রদ্যুম্ন নিকট গেলেন তপোধন ।। শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথমঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর-দাস ।।

পয়ার। তবে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা নারদ সহিতে। দক্ষিণ

মুখেতে পুনঃ চলিলেন রথে ।। মনের আনন্দে ক্ষেত্রে চলে দুইজনে। কপোতেশ্বর শিবস্থান পাইলা দুই দিনে ।। দীর্ঘ্য প্রস্থে পবিসব হয় সেই স্থান। বহু বৃক্ষ সবোবব বিচিত্র উদ্যান ।। সমুদ্রের ধাবে পূর্ব্ব দিকেতে তাহার। বিল্লেশ্বর মহাদেব করযে বিহাব ।। কপোতেশ্বর স্থান দেখি রাজা হরষিতে। পুনঃ পুনঃ বাখানযে নারদ সহিতে ।। মন্ত্রী আসি নিবেদন করিল রাজায়। এইখানে সেনাগণে রাখিতে যুযায ।। শুনিযা প্রশংসা তাবে করিযা রাজন। যথাযোগ্য স্থানে রাখাইলা সৈন্যগণ ।। কপোতেশ্বর মহাদেবে পূজন করিযা। বহু ধন ব্রাহ্মণগণেরে তথা দিয়া ।। তবে বিল্লেশ্বর আসি করিলা দর্শন। বিল্লেশ্বর শিব দেখি প্রফুল্লিত মন ।। শঙ্করের স্তব কৈল বিবিধ বিধানে। পূজা করি তথা হৈতে নারদের সনে ।। বিমানে চাপিযা যায অতি হরষিতে। বদনে হরির গুণ গাইতে গাইতে ।। এইরূপে প্রেমানন্দে করিলা গমন। নীলগিরি নিকটে চলিলা দুইজন ।। শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথমঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস ।।

পযার। জিজ্ঞাসিলা মুনিবরে করিযা বিনয। কিরূপে কপোতেশ্বর-স্থলী সেই হয ।। কেবা কপোত আব কেবা বা ঈশ্বর। সেই কথা বিস্তারিযা কহ মুনিবব ।। জৈমিনি বলযে শুন অপূর্ব্ব কথন। পূর্ব্বে সেইস্থান অতি আছিল দুর্গম ।। কুশ কণ্টকের ধারে কেহ যাইতে নাবে। পিশাচ নিবাস তুল্য অতি ভযঙ্কবে ।। একদিন মহাদেব চিন্তিলা অন্তরে। বিষ্ণুসম পূজ্য হয ভুবন ভিতরে ।। ইহাতে উপায মাত্র বিষ্ণুব ভকতি। এতবলি তপ আরম্ভিলা পশুপতি ।।

যথা সর্ব্বে ভগবতো নাম্নো দেবাহি পূজ্যতে। পূজ্যস্যা মহমপোবং শ্রদ্ধাসীদ্ধূর্জ্জটেস্তথা ।। চিন্তযন্নিতি তস্থৈবং বিষ্ণোর্ভক্তো মনোদধৎ ।। সেই কুশস্থলী নীলগিরি সন্নিধানে। মহাতপ তথায় করয়ে ত্রিলোচনে ।। বাযুভক্ষ্য

করি তপ করে মহেশ্বর। কপোত সমান হৈলা অষ্ট মূর্ত্তি ধব ॥ তপস্যায় তুষ্ট হইলেন রমানাথ। আপনি আইলা প্রভু শিবের সাক্ষাৎ ॥ হরি বলে আর তপে নাহি প্রযোজন। প্রসন্ন হইনু তব কঠোর কারণ ॥ এতবলি ঐশ্বর্য্য দিলেন মহেশ্বরে। মান্য পূজা দিতে হৈলা প্রভু সমসরে॥ সেই কুশস্থলী তাঁর তপের প্রভাবে। বৃন্দাবন সম হৈল দেখি মনোলোভে॥ শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস॥

পয়ার। স্থানে স্থানে শোভয়ে উত্তম সরোবর। তড়াগ সরসী নদী হইল বিস্তর॥ অমৃত সমান স্বাদু সুনির্ম্মল জল। সরোবর ধারে নানা পক্ষী কোলাহল॥ নানা জাতি বৃক্ষলতা পরম শোভিত। সর্ব্ব ঋতু কুসুম তাহাতে বিকসিত॥ অশোক কিংশুক জাতী যুথী নাগেশ্বর। পুন্নাগ চম্পক জবা মল্লিকা টগর॥ পারিজাত বক কুন্দ পলাশ কাঞ্চন। মাধবী মালতী আদি শোভে মনোরম॥ মধুপান মদেমত্ত ঝঙ্কারয়ে অলি। শুক শারী ময়ূর ময়ূরী করে কেলি॥ কুহু কুহু নাদে ডাকে যত পিকগণ। সকল সুখদস্থান ভুবনমোহন॥ পাঁচবাণ সাজিয়া মদন সেই বনে। বিহরয়ে নিরন্তর হরষিত মনে॥ এইরূপে সুশোভিত সেই স্থান হৈল। দেখি সদানন্দ অতি আনন্দ হইল॥ তবে কৃষ্ণ হাসিয়া কহিলা ত্রিলোচনে। তপে কপোতের সম হইলে আপনে॥ এথায় হইলে নাম কপোত ঈশ্বর। পার্ব্বতীর সহিত বিহর নিরন্তর॥ এতেক বলিয়া হরি হৈলা অন্তর্দ্ধান। অতএব এথায় কপোতেশ্বর নাম॥ কপোতেশ্বর পূজন করয়ে যেইজন। পাপে মুক্ত হৈয়া পায় শ্রীপুরুষোত্তম॥ শ্রীব্রজনাথ পদ হৃদয়ে বিলাস। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস॥

পয়ার। ইবে কহি বিল্লেশ্বরের মহিমা কথন। সাবধানে মুনিগণ করহ শ্রবণ॥ পূর্ব্বেতে পাতালবাসী যত

দৈত্যগণে। পৃথিবী করিয়া ভেদ পীড়ে সর্ব্বজনে।। পৃথিবীর জনে সবে উপদ্রব করে। নরগণে ধরি খায় সে সব পামরে।। অবনীর ভার হরি করিতে হরণ। দেবকী উদরে প্রভু লইলা জনম।। পৃথিবীর দুষ্টগণে করিয়া নিপাত। তবে প্রভু যাদব পাণ্ডবগণ সাথ।। পুরুষোত্তমে আসি সব সেনার সহিতে। তীর্থরাজ জলে স্নান কৈলা হরষিতে।। দূরে হৈতে প্রণমিয়া শ্রীনীলমাধবে। দৈত্য দ্বারে আসি উপনীত হৈলা তবে।। সংকীর্ণ সে গর্ত্ত শক্তি নাহি প্রবেশিতে। দেখি সব সেনাগণ ভয় পাই চিত্তে।। নরলীলা করে প্রভু স্বয়ং ভগবান। অতএব সেই গর্ত্তে না কৈলা পয়ান।। মায়ায় মোহিতে প্রভু সবাকার মন। শিবপূজা সকলে করিতে প্রকাশন।। বিল্বফল লয়ে শিবে করি আবাহন। পূজা করি স্তব করে কমললোচন।। নমো তুমি ত্রিগুণ অতীত মহেশ্বর। তিনগুণ বিভাগ করহ নিরন্তর।। চারিবেদ ময় তুমি ত্রিকালের পার। তিন কাল তত্ত্বজ্ঞ তোমারে নমস্কার।। শশিসূর্য্য অনল তোমার তিন আঁখি। বিপ্রের হিতাসী তুমি বিপ্র সুখে সুখী।। তুমি শ্রেষ্ঠ আত্ম অষ্ট ঐশ্বর্য্য নিধান। তুমি অষ্টমূর্ত্তিধারী তোমারে প্রমাণ।। যে তোমার রূপ দেব হয় মায়াপার। অব্যয় সে রূপনাশ করে অন্ধকার।। অজ্ঞান জনেতে তোমা না জানে মায়ায়। সেই মায়াপার তুমি প্রণতি তোমায়।। এইরূপ আপন স্বরূপ মহেশ্বরে। আপনি করেন স্তব জগত ঈশ্বরে।। তাঁহার প্রসাদে তবে দেখে দৈত্যদ্বার। অনায়াসে তাহাতে পারিল যাইবার।। তবে হরি আপনার সেনাগণ লয়ে। সেই পথে পাতালেতে প্রবেশ করিয়ে।। সকল দুরন্ত দৈত্যে করিয়া সংহার। শিবের নিকটে ফিরি আইলা আরবার।। শ্রীব্রজনাথ পদ হৃদয়ে বিলাস। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস।।

পয়ার। পুনরপি মহাদেব করিয়া পূজন। সেই দৈত্য দ্বারে তাঁরে করিলা স্থাপন॥ কহিতে লাগিলা হবে দেবকীনন্দন। দ্বারবোধী এ মন্দিরে রহ ত্রিলোচন॥ তোমা বিনা বলিষ্ঠ কে অসুর নাশনে। বিদায় মাগিযে ইবে তোমার চরণে॥এইরূপে মহাদেবে স্থাপন করিয়া। দ্বারকা গেলেন হরি নিজগণ লয়ে॥ বিল্লফলে আবাহন কৈল ভগবান। সেইহেতে বিল্লেশ্বর হইল আখ্যান॥ বিল্লেশ্বর জানিহ ক্ষেত্রের পূর্ব্বসীমা। অপার অনন্ত সেই শিবের মহিমা॥ বিল্লেশ্বর পদ যেই দরশন করে। সর্ব্বকাম পায় আর বিপত্তেতে তরে॥ কপোতেশ্বর বিল্লেশ্বর মহিমা কথন। এইত কহিনু সবে করিলা শ্রবণ॥ অতঃপর মুনিগণ করি নিবেদন। আর কিবা ইচ্ছা হয় করিতে শ্রবণ॥ মুনিগণ কহে প্রভু যে কথা কহিলে। হৃদয় মনের তাপ সকলি নাশিলে॥ একমাত্র বাসনা হইল শুনিবারে। কি রূপে আইলা হরি ভার নাশিবারে॥ কি রূপে অসুরগণে করিলা নাশন। জন্ম লীলা হৈতে কহ করিয়ে শ্রবণ॥ শুনিয়া প্রশংসা করি কহে মুনিবর। অমৃত সমান লীলা শুন মনোহর॥ শুকদেব যে কথা কহিলা পরীক্ষিতে। সেই কথা কহি সবে শুন সাবহিতে॥ শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস॥

পয়ার। জৈমিনী বলয়ে কৃষ্ণলীলা সুবিস্তার। সংক্ষেপে কহিযে কিছু শুন কথা সার॥ অসুরের ভয়ে কম্প হইয়া মেদিনী। বিধাতারে নিবেদিলা করি পুটপানী॥ সহিতে না পারি আর অসুরের ভার। রসাতলে যাই নহে করহ নিস্তার॥ পৃথিবীর গোহারী শুনিয়া প্রজানাথ। ক্ষীরোদের তীরে গেলা দেবগণ সাথ॥ জুকর যুড়িয়া ব্রহ্মা করয়ে স্তবন। নমোনমঃ নারায়ণ নিত্য সনাতন॥ অব্যয় অনন্ত তুমি জগত আধার। রক্ষা কর জগন্নাথ জগতের সার॥ এইরূপে পদ্মযোনি করিলা স্তবন।

স্তবে তুষ্ট হইলেন কমল-লোচন ।। হইল আকাশবাণী গম্ভীর শব্দে। শুন ব্রহ্মা দেবগণ না ভাব বিষাদে।। দুষ্ট সব নষ্ট হেতু হব অবতার। তোমবাহ পৃথিবীতে যাহ আগু সার ।। বসুদেব ঘরে আমি লইব জনম। তৎকাল করিব দুষ্ট কংসের নিধন ।। আজ্ঞা পায়্যা দেবগণ হইলা বিদায়। পৃথিবীতে জনমিলা ধরি নরকায় ।। যদুকুলে গোপকুলে জনম লভিল। এইরূপে দেবগণ প্রকাশ হইল ।। উগ্রসেন দেবক জন্মিলা ভোজবংশে। মথুরামণ্ডল মাঝে দুই ভাই বৈসে ।। দেবকের কন্যা হৈলা দেবকী নামেতে।। সম্বন্ধ হইল তার বসুদেব সাথে ।। বৃষ্ণিবংশে বসুদেব মহা পুণ্য-বান। ধর্ম্মশীল সত্যের আলয় মতিমান ।। বিধিমতে দেবকীরে বিবাহ করিল। উগ্রসেনে বহুবিধ যৌতুকে তুষিল ।। তাহার নন্দন কংস ভগিনীর প্রীতে। বসুদেব বিমানে চলিল হরষিতে ।। ধরিয়া অশ্বের বর্জ্জু চলে কংসরায়। ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি বীর কালান্তের প্রায় ।। গভীর শব্দেতে ঘন সবারে ফুকারে। ভালমতে চল সবে বসুদেব পুরে ।। বহুবিধ বাদ্যবাজে শুনিতে মধুর। রথচক্র ধ্বনি সেনা গর্জ্জয়ে প্রচুর ।। এইমতে আনন্দে চলিল সর্ব্বজন। হেনকালে শূন্য বাণী করয়ে শ্রবণ ।। শুন কংস যার হেতু করহ আনন্দ। সেই তোর শত্রু না জানিস মতি-মন্দ ।। দেবকী অষ্টম গর্ভে হবে যে সন্তান। তোমার নাশক সেই শুনরে অজ্ঞান ।। এত কহি শূন্যবাণী নিরব হইল। ব্রজনাথ পদে বিশ্বম্ভর বিরচিল ।।

পয়ার। শব্দ শুনি স্তব্ধ হৈলা কংস দুরাচার। বর্জ্জু ফেলি খড়্গ তুলি বলে মার মার ।। আরে দুষ্টা ভগ্নী তুই আমারে বধিতে। মোর ঘরে আসিয়াছ দেব মন্ত্র-ণাতে ।। তোর সুতে করিবেক আমার নিধন। সেই ভয় আর না রাখিব কদাচন ।। তোরে মারিলে কাঁটাখসে এই সে বিচার। এই ক্ষণে করিয়ে ইহার প্রতিকার ।।

এত বলি লম্ফদিয়া ধরে তার চুলে। মস্তক কাটিতে দুষ্ট খাণ্ডাখান তুলে॥ ত্রাসিত হইয়া দেবী করয়ে রোদন। দেখি বসুদেব অতি বিষাদিত মন॥ কংসেরে চাহিয়া কহে করিয়া বিনয়। অনুচিত কর্ম্ম কেন কর মহাশয়॥ আপনার মৃত্যু ভয়ে মারহ ভগিনী। কর্ম্ম ছাড়াইতে কার শক্তি কহ শুনি॥ কালেতে জনমে জীব কালেতে নিধন। ইহা না বিচারি কেন পাপে দেহ মন॥ যেমন নিরূপিত কর্ম্ম হয়ত তেমতি। নিরূপণ ছাড়াইতে কাহার শকতি॥ তথাপিহ উপস্থিত ভয় নিবারিতে। যুক্তি করি বসুদেব লাগিলা কহিতে॥ রাজা তব দেবকী তনয়গণে ভয়। সেই সবে তোমা আমি দিব মহাশয়॥ তবে দেবকীর বধে কিবা আর ফল। বুঝিয়া করহ কার্য্য কংস মহাবল॥ সত্যবাদী বসুদেব জানি কংসরায়। ভগ্নী বধ তেয়াগিল তাঁহার কথায়॥ বসুদেব গেলা তবে আপন মন্দিরে। দুঃখ মনে দেবকী রহিলা অন্তঃপুরে॥ কত দিনে দেবকী হইলা গর্ভবতী। জনমিল পুত্র এক সুন্দর আকৃতি॥ পুত্র দেখি বসুদেব দুঃখিত হইল। কান্দিতে কান্দিতে পুত্রে লইয়া চলিল॥ অঙ্গ আছাড়িয়া কান্দে দেবকী জননী। কংস কাছে বসুদেব গেলেন আপনি॥ বার দিয়া বসিয়াছে কংস দুরাচার। সম্মুখে দাণ্ডায়ে দৈত্য হাজার হাজার॥ বসুদেবে দেখি তার দয়া উপজিল। সত্যবাদী বলি তাঁরে নিশ্চয় জানিল॥ কংস কহে এই সুতে নাহি প্রয়োজন। আমারে আনিয়া দিবে অষ্টম নন্দন॥ শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস॥

পয়ার। শুনি বসুদেব সেই পুত্রে লয়ে গেল। হরিষ বিষাদে গিয়া দেবকীরে দিল॥ পুত্র পাইয়া মাতা অতি উল্লাস অন্তর। বদনে চুম্বন করে করিয়া আদর॥ তথা কংসে ধার্ম্মিক দেখিয়া দেবগণ। মনে ভাবে না হইল

ইহার নিধন ।। ইহারে দেখিলে হরি হেন ধর্ম্মাচার। পৃথিবীর মাঝে না হবেন অবতার ।। এই মত যুকতি করিয়া দেবগণ। নারদে ডাকিয়া সবে কৈলা নিবেদন ।। তুমি কর মুনিবর ইহার উপায়। করহ কংসের যেন মন ফিরি যায়। নারদ বলয়ে তাহা দেখিবে সাক্ষাতে। কি কার্য্য সাধন করি গিয়া মথুরাতে ।। এত কহি মুনিবর মথুরাতে গেল। কংসে দেখি মহাকোপে কহিতে লাগিল ।। গেলিরে গেলিরে কংস এতদিনে গেলি। দেবতার ফাঁদে বেটা নিশ্চয় পড়িলি ।। তোর অপচয় আমি না পারি দেখিতে। অতএব উপদেশ আইনু কহিতে ।। শুনি কংসরাজ পড়ে মুনির চরণে। কহ প্রভু কিবা যুক্তি কৈল দেবগণে ।। তুমি মাত্র বন্ধু মোর অমরাবতীতে। মোর উপকারী তুমি বিদিত জগতে ।। মুনি বলে মূর্খ তুই বুঝিতে নারিলি। বসুদেব সন্তানে ছাড়িয়া কেন দিলি ।। অষ্টম সন্তানে যদি তোমার মরণ। বুঝ দেখি কেমন হৈল অষ্টম নন্দন ।। প্রথম অষ্টম আর সপ্তমাদি করি। পরিবর্ত্ত ক্রমে সব অষ্টম বিচারি ।। চক্রকরি এইমত করে দেবগণে। বুদ্ধিতে বিহীন তুমি বুঝিবে কেমনে ।। এত বুঝাইয়া মুনি গেলা নিজস্থানে। কোপভরে কংস আদেশিল দৈত্যগণে ।। বসুদেব সুতে তোরা আনহ সত্বরে। বসুদেব দেবকীরে বান্ধ কারাগারে। ঘরদার ভাঙ্গিয়া লুটাযে দেহ ধন। কারাগারে দোঁহাকারে করহ বন্ধন ।। একে দৈত্য আর তাহে কংসের আদেশ। বসুদেব গৃহে সবে করিল প্রবেশ ।। ঘরদ্বার ভাঙ্গি ফেলে গদার আঘাতে। লুটিলেক ধন সব আপন ইচ্ছাতে ।। ততক্ষণে বাঁধি দোঁহা কারাগারে নিল। চরণে নিগড় দিয়া তথাই রাখিল ।। বসুদেব পত্নীগণ দূরে পলাইল। এক এক স্থানে গিয়া সকলে রহিল ।। রোহিণী গেলেন তবে গোকুল নগরে। প্রীতি পাইয়া রহিলেন যশোদা মন্দিরে ।। দ্বারী প্রহরীগণ

রহিল দুয়ারে। তনয়ে লইয়া গেল কংসের গোচরে।। বসুদেব তনয়ে দেখিযা কংসরাজ। চরণে ধরিয়া মারে শিলাতে আছাড়।। পরাণ ত্যজিল সেই কংসের প্রহারে। তবে দুষ্ট তুষ্ট হৈয়া গেল নিজপুরে।। শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস।

পযার। সিংহাসনে বসি তবে কংস দুরাচার। উগ্রসেন বাপ প্রতি করিল হাঁকার।। আরে দুষ্ট বাপ তুই দেবতার গণ। উপপুক্ত ফল বেটা পাইবি এখন।। এতবলি আদেশ করিল নিজগণে।। কারাগারে বন্ধি বাপে করহ যতনে।। মোব পিতা বলি উপরোধ না করিবে। চরণে নিগূঢ দিযা বাঁধিযা রাখিবে।। আদেশ পাইয়া তারে তেমতি করিল। সর্ব্ব কার্য্য সাধি নিজ সেনা ফুকারিল।। তৃণাবর্ত্ত পুতনা প্রলম্ব বকাসুর। কেশী অঘাসুর শঙ্খচুড় বৎসাসুব।। কত কত অসুর সম্মুখে দাণ্ডাইল। সিংহাসনে বসিযা সবারে নিরখিল।। কেহ বলে ইন্দ্র বেটা কি করে বড়াই। আজ্ঞা পাইলে ধবি তারে আনি যে এথাই।। মরিলে যমের হাতে সর্ব্বজনে যায়। আজ্ঞা পাইলে তারে ধরি আনি যে এথায।। অসুর আমরা রাজা বুঝিনু বিচারে। যমেরে মারিতে পারি মোসবে কে পারে।। কংস বলে মোব ভয় ত্রিভুবনে নাই। তোমরা সহায আর কাহারে ডরাই।। সংপ্রতি করহ গাভী বিপ্রের পীড়ন। তবে কোন যজ্ঞ না হইবে কদাচন।। যজ্ঞ বিনে দেবগণ আপনে মরিবে। যুদ্ধে কিবা কায সব উপায়ে নাশিবে।। শুনি দৈত্যগণ সদা পীড়যে সবারে। গো ব্রাহ্মণে হিংসে সদা উপদ্রব করে।। ত্রাসিত হইল স্বর্গে যত দেবগণ। পাপ ভরে মেদিনী কাঁপযে ঘনেঘন।। এইমতে রহে দুষ্ট মথুরা নগরে। আর এক পুত্র হৈল দেবকী উদরে।। জনম মাত্রেতে কংস আছাড়ে পাষাণে। কান্দয়ে দেবকী দেবী বিষাদিত মনে।। এইমতে ছয় পুত্র তার জনমিল। ক্রমে২

সবে দুষ্ট বিনাশ করিল ।। শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস।

পযার। জৈমিনি বলযে শুন অপূর্ব্ব কথন। শ্রীকৃষ্ণের লীলা শুন হয়ে একমন।। ছয়পুত্র দেবকীর করিল বিনাশ। সপ্তমে অনন্তদেব গর্ব্ভে কৈলা বাস।। এক দুই তিন ক্রমে ছয়মাস গেল। সপ্তম মাসেতে হরি উপায করিল ।। যোগ-মাযা স্মরণ করিলা রমাপতি। হরির নিকটে দেবী গেলা শীঘ্রগতি ।। প্রণাম করিয়া কহে করি যোড় হাত। কি কার্য্য আমাবে আজ্ঞাকর রমানাথ।। বিষ্ণু বলে শুন দেবী আমার আদেশ। মথুরানগরে তুমি করহ প্রবেশ।। দেব-কীর গর্ভে জন্ম অনন্ত আপনে। রোহিণী উদরে তাহা কবহ চালনে।। এই নিজ কার্য্যে মোর হবে সাবধান। অবনীতে বাড়িবেক তোমাব সম্মান।। অম্বিকা মঙ্গলচণ্ডী দুর্গা নারাযণী। এই সব নামে তোমা ঘুষিবে অবনী।। প্রসাদ করিয়া তাঁরে পাঠাইলা হরি। মথুবানগবে চণ্ডী গেলা ত্বরা করি।। দেবকীব গর্ভ মাতা কবিযা চালন। রোহিণী উদরে করাইলা প্রবেশন।। সব কথা নিবেদিলা হরি সন্নিধান। বিদায কবিলা তারে কবিযা সম্মান।। লোকেতে রটিল দেবকীর গর্ভপাত। কংস কহে আপনেই ঘুচিল উৎপাত।। সময়ে প্রসব হৈলা রোহিণী জননী। প্রকটিল বিশ্বম্ভব আসিবা ধরণী।। বলরাম জনক লভিল শুভকালে। দেবগণ কুসুম বরিযে কুতূহলে।। সাধু সক-লের দেহ পুলকে পুরিল। কোটি বজ্রপাত দুষ্টগণেতে মানিল।। শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস।।

পয়ার। তবেত আপনে হরি গোলোক হইতে। বসুর ভবনে আসি হইলা উদিতে।। প্রফুল্লিত বসুদেব দেবকীরে কয়। বন্দি থাকি মনে এত সুখ কেন হয়।। এতেক কহিতে গেলা দেবকীর মনে। কহিতে লাগিলা

দেবী বিনয বচনে ।। সত্য প্রাণনাথ আজি প্রফুল্লিত মন। কারণ না জানি কিছু দৈবের ঘটন ।। এইরূপে আনন্দে রহিলা দুইজনে। বন্দি ঘবে বৈকুণ্ঠ সমান সুখ মানে ।। হেনরূপে আবির্ভাব হইলা শ্রীহরি। নিতি বাড়ে দেবকীর রূপেব মাধুরী ।। এক দুই তিন চারি পাঁচমাস গেল। মনে মনে কংসরাজা প্রমাদ গণিল ।। একদিন দেখিতে আইল দেবকীরে। স্বসা দেখি সশঙ্কিত চাহিতে না পারে ।। তেজেতে হইল দুষ্ট অন্ধের সমান। নিজ গৃহে গিযা তবে করে অনুমান ।। এইত অষ্টম গর্ভ মোর কাল প্রায। এইক্ষণে বধিলে আপদ ঘুচি যায ।। একে নারী বধ তাহে ভগ্নী গর্ভবতী। বধিলে পাতক অতি ঘুষিবে অকীর্ত্তি ।। অতএব শিশু জনমিলে বিনাশিব। আমা বধে ছাওয়াল কিরূপে শক্র হব ।। এইরূপ বিচারে রহিল দুরাশয। দশদিক সকল দেখয়ে কৃষ্ণময ।। উঠিতে বসিতে কৃষ্ণ ভোজন শযনে। জলে স্থলে দেখে কৃষ্ণ নিদ্রা জাগরণে ।। দেবগণ কারাগারে গমন করিযা। প্রভুরে করযে স্তব কৃতাঞ্জলি হইযা ।। জয জয নারাযণ জগত আধার। জয অগতির গতি দেবকী কুমার ।। যুগে যুগে আপনি করিয়া অবতার। রক্ষা কর সাধুগণে দুষ্টের সংহার ।। এইরূপ নিতি ব্রহ্মা আদি দেবগণ। স্তুতি করি নিজ স্থানে করযে গমন।। এইরূপে দশমাস হইল পূর্ণিত। সর্ব্ব সুলক্ষণ কাল হইল উদিত ।। ভাদ্রমাস অসীত অষ্টমী নিশিকালে। মন্দ মন্দ বহে বাত সুগন্ধি মিশালে ।। মন্দ মন্দ বরিষণ করে জলধর। অর্দ্ধ রাত্রে উদয হইলা যদু-বর ।। কোটিচাঁদ জিনি মুখ কমলনযন। নবাম্বুদ তনপীত বাস পরিধান ।। চারি হাতে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধরে। রতন কিরীটি মাথে দিক আলকরে ।। ঝলমল করে অঙ্গে নানা আভরণ। শ্রীবৎস কৌস্তুভমণি বক্ষে মনোরম ।। মৃদু মৃদু হাসি মাখা রঙ্গিম অধরে। লাবণ্য তরঙ্গ বহে

প্রতি কলেবরে। শ্রীকৃষ্ণ উদরে বিশ্বম্ভর হরষিত। ব্রজ-নাথ পদ ভাবি রচিলেন গীত ॥

পয়াব। শ্যামচাঁদে দেখি দোঁহে প্রেমানন্দে ভাসে। দুইকর যুড়ি স্তব করয়ে হরিষে ॥ নমো২ নারায়ণ অখিল আশ্রয়। নমো দশ অবতার নমো দয়াময় ॥ নমো নমো সকলের আদি সনাতন। নমো নমো বিশ্বম্ভর বিশ্বের কারণ ॥ আদ্য অন্ত মধ্য তুমি পৃথিবী আকাশ। তুমি জল তুমি স্থল অনল বাতাস ॥ তুমি চন্দ্র ভানু তারা গ্রহ যোগ বার। সকল জগত তব মায়ার বিকার ॥ এইরূপ শুনি পিতা মাতার স্তবন। হাসিয়া কহেন প্রভু কমল লোচন ॥ যুগে যুগে হয় যত মোর অবতার। সেইকালে পিতা মাতা তোমরা আমার ॥ কংসবধ হেতু হবে মোর আগমন। গোকুলে আমারে লয়ে রাখহ এখন ॥ নন্দের মন্দিরে কতদিন হবে বাস। তবে দুষ্ট কংসে আমি করিব বিনাশ ॥ এতেক বলিয়া হরি দেখিতে দেখিতে। সামান্য বালক রূপ হৈলা আচম্বিতে ॥ মায়ায় মোহিত কৈলা দোঁহাকার মন। পুত্র পুত্র বলি মুখে করিল চুম্বন। কি নীলকমল জিনি সুন্দর বদন। কোলে করি দেবকী হইল হৃষ্টমন ॥ বসুদেব বলে শুন দেবকী সুন্দরী। স্নেহ ছাড়ি পুত্র দেহ যাই ত্বরা করি ॥ দারুণ দুর্ব্বার কংস শুনিলে এ কথা। এইক্ষণে বিপদ ঘটিবে আসি এথা ॥ এত বলি বসুদেব পুত্র কৈল কোলে। কান্দিয়া দেবকী দেবী পড়ে ভূমিতলে ॥ হায় নীলকমল আমার আঁখিতারা। জনমের মত বুঝি হইলাম হারা ॥ এইরূপে কান্দে বিশ্ব-পিতার জননী। বসুদেব প্রবোধিলা কহি নানা বাণী ॥ পায়ের নিগূঢ় তার ঘুচি গেল দূরে। পুত্র কোলে বসুদেব আইলা বাহিরে ॥ জলধর মন্দ মন্দ বরিষণ করে। ফণা বিস্তারিয়া শেষ ছত্র ধরে শিরে ॥ যমুনার তীরে উত্তরিলা এইরূপে। জলের তরঙ্গ দেখি বসুদেব কাঁপে ॥ অতি

বেগবতী মাতা কলিন্দ তনযা। পুলকে পূর্ণিত শ্রীকৃষ্ণেরে দেখিযা।। জলের তবঙ্গ ছলে প্রেমের তরঙ্গ। ঢেউ শব্দ ছলে কৃষ্ণ গুণগান রঙ্গ।। তীরে থাকি বসুদেব ভাবে মনে মনে। এ হেন তরঙ্গে পার হইব কেমনে।। গম্ভীর যমুনা অতি বেগ খরতর। কি মতে হইযা পার যাব নন্দ ঘব।। শ্রীব্রজনাথ পদ হৃদয়েতে ধরি। বিশ্বম্ভর দাস কহে লীলার মাধুরী।।

পয়ার। এই মত বসুদেব ভাবে মনে মনে। জগত জননী উমা আইলা সেইখানে।। শৃগালিনী রূপেতে যমুনা পার হৈল। তাহা দেখি বসুদেব জলেতে নামিল।। অল্প জল দেখিয়া হইলা হরষিত। পার হৈয়া চলিলেন মনে নাহি ভীত।। যমুনার বাসনা পুরিতে দয়াময়। কোলে হৈতে পড়ি গেলা যমুনা আলয।। বসুদেব কান্দিযা করযে হাহাকার। খুজিতে লাগিলা জলে চক্ষে জলধার।। ওথা সিংহাসনে দেবী হরি বসাইযা। পুরিল পরমানন্দে প্রেমে মগ্ন হৈযা।। বিদায হইয়া তবে দেবকীনন্দন। পিতাব করেতে উঠে সহাস্য বদন।। পুত্র পাযে বসুদেব অতি হর্ষিত। হারাইলে নিধি যেন পায আর্চম্বিত।। কোলে করি পাব হযে গেল নন্দালয। মাযায় নিদ্রিত সবে কিছু না জানয়।। নন্দরাণী প্রসব হইলা এক কন্যা। পরমা সুন্দরী সেই ত্রিজগত ধন্যা।। আপনার পুত্র রাখি রাণীব সমীপে। তার কন্যা লযে পুনঃ আইলা সেই রূপে।। দ্বাবী প্রহরী সব নিদ্রায় বিভোল। কন্যারে আনিযা দিলা দেবকীর কোল।। কন্যা দেখি জননী হইযা হৃষ্টমন। যেন পুত্র তেন কন্যা মিলিল এখন।। ক্রন্দনের শব্দ করি উঠে মহামাযা। জাগিল প্রহরী সব হুহুঙ্কার দিয়া।। দেবকী প্রসব জানি ধাইল সত্বরে। যোড়হাতে জানাইল কংসের গোচরে।। শুনিয়া দৈত্যের পতি ত্রাস্ত হৈযা উঠে। খাণ্ডা হাতে ধায় দুষ্ট ভগ্নীর নিকটে।। অষ্টম গর্ভের কথা ভাল

মতে জানে। হৃদয় কাঁপিছে শ্বাস বহে ঘনে২ ॥ কারা-গার প্রবেশি ভগ্নির কোলে হৈতে। কাড়িয়া লইল কন্যা কাঁপিতে২ ॥ কন্যা দেখি কহে, দুষ্ট ভণ্ড দেবগণ। মিছা-মিছি আমারে করিল প্রতারণ ॥ যা হউক শত্রুবীজ রাখা যোগ্য নয়। এতবলি কন্যা লয়ে গেল দুরাশয় ॥ শিশু বধ পাটে আসি ধরিয়া চরণে। শূন্যে ঘুরাইছে তাঁরে আছাড় কারণে ॥ হেনকালে হস্ত পিছলিয়া মহামায়া। আকাশ মণ্ডলে উঠে শক্তি প্রকাশিয়া ॥ অষ্ট ভুজা তথায় হইয়া নারায়ণী। কংসেরে ডাকিয়া তবে কহে ঘোরবাণী ॥ আরে দুষ্ট মোরে চাহ করিতে বিনাশ। তোর হন্তা করি-লেক কোন স্থানে বাস ॥ এতবলি নিজ স্থানে গেলেন শঙ্করী। নিজালয় গেল কংস অতি দুঃখে ভরি ॥ দেবতার বাক্য মিথ্যা মনে করি আন। বসুদেব দেবকীরে করিল সম্মান ॥ বন্ধ হৈতে মোচন করিল দোঁহাকারে। বিনয় বচনে তুষ্ট কৈল দেবকীরে ॥ শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি ধ্যান। বিশ্বম্ভর দাস কহে কৃষ্ণ জন্মাখ্যান ॥

পয়ার। জৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনিগণ। শ্রীকৃ-ষ্ণের লীলা শুন পীযূষ মিলন ॥ প্রাতঃকালে জাগিলেন নন্দের ঘরণী। উঠিয়া দেখয়ে পুত্র ইন্দ্র নীলমণি ॥ যখন প্রসব হইলেন যশোমতী। নাহি জানে সন্তান কি জন্মিল সন্ততি ॥ পুত্র দেখি নন্দরাণী আপনা পাসরে। আনন্দে ডুবিল মুখে বচন না স্ফুরে ॥ হেনকালে রোহিণী বলাই করি কোলে। যশোদা নিকটে আইলা অতি কুতূহলে ॥ যশোদা তনয়ে দেখি অতি হরষিত ॥ যশোদারে কহে এ কি তোমার চরিত ॥ হেন নীলকমল তনয় তোর হৈল। ধূলায় আছয়ে পড়ি নাহি কর কোল ॥ রোহিণী বচনে রাণী পাইল সম্বিত। পুত্র২ বলি কোলে করিলা ত্বরিত ॥ শুনিয়া ধাইল নন্দ পুত্রেরে দেখিতে। উপানন্দ আদি সবে চলে চারিভিতে ॥ পুত্রেরে দেখিয়া নন্দ আনন্দে

ডুবিল। বার্ত্তা শুনি ব্রজবাসী দেখিতে ধাইল ॥ নন্দের ভবনে শুনি বাধাই আনন্দ। স্কন্ধে ভার ধায়্যা চলে যত গোপবৃন্দ ॥ ব্রজের রমণী সব চিত্ত পুলকিতে। বেশ ভূষা করি চলে কৃষ্ণেরে দেখিতে ॥ তরুণী রমণীগণ কেশ নাহি বান্ধে। নন্দের ভবনে ধাযে চলিলা আনন্দে ॥ কৈলাস হইতে শিব পার্ব্বতীর সনে। নন্দের ভবনে যান কৃষ্ণ দরশনে ॥ গালবাদ্য করি সঙ্গে চলে নিজগণ। শচী সহ শচীনাথ করিলা গমন ॥ কুবের বরুণ আদি দিকপাল চয। সবে হরষিতে যান নন্দের আলয ॥ নন্দের ভবনে হৈল আনন্দ তরঙ্গ। বিবিধ বাজনা বাজে গীতনাট রঙ্গ ॥ শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস ॥

পযার। জৈমিনি বলযে শুন মুনির মণ্ডল। নন্দের মন্দিরে মহানন্দ কোলাহল ॥ দেব নাগ নরে মিলি করয নর্ত্তন। লজ্জা পরিহরি নাচে যত নারীগণ ॥ তৈল দধি হরিদ্রা ছড়ায সবে মিলি। পরস্পর গাযে ফেলে হৈল ঠেলাঠেলি ॥ নাচযে নর্ত্তকী গায গাযকের গণ। জয জয হুলাহুলি শবদ সঘন ॥ তবে নন্দ আনন্দে করিলা বহুদান ॥ গজ অশ্ব গাভি দিল নাহি পরিমাণ ॥ রতন হীরক মুক্তা রজত কাঞ্চন। দ্বিজে ভাটে দরিদ্রে দিলেন বহুধন ॥ সবারে বিদায করি নন্দ মহাশয। পুত্র মুখ দেখি অতি হরিষ হৃদয ॥ তবে নন্দ যশোদা রোহিণী হরষিতে। কৃষ্ণ বলরামে হেরে চিত্ত পুলকিতে ॥ হরি বলরাম তবে এক ঠাঞি করি। আঁখি ভরি পান করে রূপের মাধুরী ॥ কিবে নীলমণি শুভ বর্ণিতে মিশাল। অপরূপ দ্যুতি কি যে নয়ন রসাল ॥ পান করি রূপের মাধুরী নিরবধি। নিমগন তনু মোর বহে প্রেমনদী ॥ এইমতে শ্রীহরি বাড়েন দিনেং। যেইদিনে যেই কর্ম্ম কৈলা সেই দিনে ॥ কুলাচার কর্ম্ম করিলেন যে যে দিনে। কর্ণবেধ আদি কৈলা বিধির

বিধানে ॥ কিছু দিবসের যখন হইলা শ্রীহরি। পূতনা মারিলা হরি স্তনপান করি ॥ কংসের আদেশে আইল কৃষ্ণে বধিবারে। স্তনপান করি হরি বিনাশিলা তারে ॥ স্তনপান হেতু মাতৃপদ দিলা দান। হেন দয়াময় কোথা হইবেক আন ॥ তৃণাবর্ত্ত বধ কৈলা শকট ভঞ্জন। এই রূপে বহুলীলা কৈলা নারায়ণ ॥ মায়ার ঈশ্বর বলি কেহ নাহি জানে। এইরূপে নারায়ণ রহেন গোপনে ॥ দিনে২ বাড়ে প্রভু যশোদা নন্দন। হামাগুড়ি দিয়া যায় শোভে মনোরম ॥ চরণ পরশে মহী চিত্ত পুলকিত। তৃণছলে প্রেমাঙ্কুর করে প্রকাশিত ॥ জল স্রোত ছলে মহী ভাসে প্রেমজলে। কৃষ্ণ বলরাম দোঁহে হরষিতে খেলে ॥ শ্রীব্রজ নাথ পদ হৃদি মাঝে ধরি। বিশ্বম্ভর দাস কহে লীলার মাধুরী ॥

পয়ার। এই রূপে দুই ভাই করয়ে বিহার। এক দিন গর্গমুনি কৈলা আগুসার ॥ নন্দেরে ভেটিল মুনিরাজ সভা মাঝ। হরষিতে আসন দিলেন ব্রজরাজ ॥ সভাসহ প্রণমিলা নন্দ মহাশয়। পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া অতি হরিষ হৃদয়। যোড় হাতে কহে নন্দ মুনি সন্নিধানে। দুই বালকের নাম স্থাপহ আপনে ॥ এত শুনি হরিষ হইলা তপোধন। কহে দুই বালকে করাহ দরশন ॥ এত শুনি ব্রজরাজ মুনিরে লইয়া। অন্তঃপুরে প্রবেশিলা হরিষ হইয়া ॥ কৃষ্ণ বলরাম মুনি করি নিরীক্ষণ। যোগবলে জানিলা সাক্ষাৎ নারায়ণ ॥ অনন্ত গোবিন্দ বিহরয়ে ব্রজপুরে। মায়ায় না জানে গোপ শিশু বুদ্ধি করে ॥ নন্দেরে চাহিয়া বলে মধুর বচন। শুন নন্দ আপন নন্দন বিবরণ ॥ রূপে আকর্ষণ করে মন সবাকার। অতএব কৃষ্ণ নাম রহিল ইহার ॥ যুগে যুগে অবতার তোমার তনয়। সত্যযুগে শুক্লবর্ণ ধারণ করয় ॥ এই শিশু রক্তবর্ণ ত্রেতাযুগে ধরে। কলিতে

হবেন পীত জানিহ নিদ্ধাবে ।। ইবে কৃষ্ণবর্ণ ধারী তনয় তোমার। নারায়ণ সম সর্ব্ব চরিত্র ইহার ।।

তথাহি শ্রীভাগবতে গর্গ বচনং।

আসনবর্ণাস্ত্র যোহ্যস্য গৃহ্নতোনু যুগং তনুঃ।
শুক্লো রক্ত স্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ।।
প্রাগযং বসুদেবস্যক্বচিজ্জাত স্তাত্মজঃ।
বাসুদেবের ইতি শ্রীমানভিজ্ঞাঃ সংপ্রচক্ষতে ।।

কভু ইহঁ হৈলা বসুদেবের তনয। অতএব বাসুদেব নাম সুনিশ্চয় ।। রোহিণীনন্দন হবে অতি বলবান। অতএব ইহাঁর হইল বল নাম ।। রূপ অতি রমণীয নয়ন আরতি। বলরাম নাম ইহার হইবেক খ্যাতি ।।

অযং বৈরোহিণীপুত্রো রমযণ সুহৃদো গুণৈঃ।
আখ্যাস্যতে রাম ইতি বলাধিক্যাদ্বলং বিদুঃ ।।

এত শুনি হরষিত হৈলা বৈশ্যরাজ। মুনিবরে প্রণমিলা পড়ি ক্ষিতিমাঝ ।। বিদায় করিলা বহু রত্নধন দিয়া। নিজ গৃহে গেলা মুনি হরিষ হইয়া ।। শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। বিশ্বম্ভর দাস লীলা রচিতে উল্লাস ।।

পয়ার। গর্গাচার্য্য কৃষ্ণনাম করিলা প্রচার। কৃষ্ণনামে ব্রজবাসী আনন্দ অপার ।। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে হইলা কৃষ্ণময। অন্তরে বাহিরে কৃষ্ণ সদা বিরাজয ।। কেহ দাস্যভাবে সেবা করযে চরণ। কেহ সখ্যভাবে করে প্রিয আচরণ ।। কেহ বা বাৎসল্য ভাবে পুত্র স্নেহ করে। এইরূপে ব্রজনাথ ভ্রমে ব্রজপুরে ।। এই প্রভু কলিকালে পীতবর্ণ ধরি। হইলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম-ধারী ।। অগ্রজ বলাই সঙ্গে নিত্যানন্দ রাম। কৃপা করি জীবগণে দিলা হরিনাম ।। কভু মিথ্যা না জানিহ গর্গের বচন। অতএব ভজ কৃষ্ণচৈতন্য চরণ ।। জৈমিনি ভারতে আর শ্রীমহাভারতে। চৈতন্যের তত্ত্ব সব ক্ষরিলা বিদিতে ।।

তথাহি শ্রীজৈমিনি ভারতে উদ্ধবং প্রতি নারদবাক্যং।
ভগবান্দেবকী পুত্র শ্চৈতন্য ইতি বিশ্রুতঃ।
অবতীর্ণঃ কলৌ সত্যং সত্যং সত্যং জগত্যহো।
শ্রীমহাভারতে সহস্র নামস্তোত্রে।
সুবর্ণ বর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গ শ্চন্দনাঙ্গদিঃ।
সন্ন্যাস কৃৎসমঃ শান্তো নিষ্ঠা শান্তি পরায়ণঃ।।

শাস্ত্রজ্ঞান যার সেই জানে এই গূঢ়। অল্প পড়ি এসব না জানে মূর্খ মূঢ়।। কিম্বা শাস্ত্র না পড়িয়া ভকতি আচরে। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য তত্ত্ব তাহারে গোচরে।। অতএব ত্যজ ভাই মদ অভিমান। চৈতন্য চরণ ভজ হইবে কল্যাণ।। জয়২ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দয়াময়। আমারে করুণা কর যশোদা তনয়।। শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। লীলার তরঙ্গে ভাসে বিশ্বম্ভর দাস।।

পয়ার। জৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনিগণ। শ্রীকৃষ্ণের লীলা অতি অদ্ভুত কথন।। অমৃত বারিধি লীলা অতি সুগভীর। তাহাতে ডুবিয়া কোনজন হবে স্থির।। লীলা-মৃত তরঙ্গে ভাসয়ে মোর মন। সঙ্খেপে কহিয়ে কিছু করহ শ্রবণ।। এইরূপে রহে কৃষ্ণ গোকুল নগরে। দিনে দিনে বাড়ে দেহ অতি মনোহরে।। বাল্যলীলা রসে ভোর জগতের পতি। সতত খেলয়ে ব্রজে শিশুর সংহতি।। বলরাম আর কৃষ্ণ শ্রীদাম সুবল। অংশুমান অর্জ্জুন সুদাম মহাবল।। মধু মঙ্গলাদি সনে সতত বিহার। দিগম্বর শিশুগণ খেলে অনিবার।। করয়ে মাখন চুরি গোয়ালার ঘরে। ভাণ্ড ভাঙ্গে ঘৃত দধি অপচয় করে।। কেহ কিছু করিতে না পারে মুখ দেখি। এত অপচয়ে তেও সবে হয় সুখী।। কোন দিন গোপীগণ হয়ে এক মিলি। যশোদারে কহে গিয়া কৃষ্ণের ধামালি।। ডাকিয়া বলয়ে, মাতা আপনার সুতে। কেন উপদ্রব বাছা কর হেনমতে।। হাসিয়া কহেন হরি আমি না করিল।

মিছামিছি গোপী হেন গোহারী করিল ।। নগরে খেলিয়ে আমি ব্রজ শিশু সনে। ধরি লয়ে যায মোরে নিজ নিকেতনে ।। বালায় বালায বাঁধি গায দেয ধূলা ।। রঙ্গের নাটুযা মোরে পায় গোপীগুলা ।। পুনঃ মোর উপ দ্রব তোমারে জানায। ধবম না গণে গোপী এত বড দাব ।। লজ্জা পায গোপীগণ কৃষ্ণের বচনে। কিছু না কহিযা ফিরি যায নিকেতনে ।। সুন্দর বদন চাঁদ কি নীলকমল। হেরি ব্রজবাসী গণ হইল বিহ্বল ।। তিল এক কৃষ্ণ বিনে না পারে রহিতে। কৃষ্ণের বদন হেরে চিত্ত পুলকিতে ।। শিশুগণ সনে করে যমুনা বিহার। সেই সব লীলা হয অনন্ত অপার ।। ভাগ্যমানে যমুনা কৃষ্ণের পদ পাইযে। স্রোতছলে বাড়ে দেবী প্রেমেপূর্ণা হয়ে ।। এইরূপ লীলা করে গোলোকের রায। কে তাঁরে জানিতে পারে যদি না জানায ।। শ্রীব্রজনাথ পদ হৃদযে বিলাস। লীলাব তরঙ্গে ভাসে বিশ্বম্ভর দাস ।।

পযার। একদিন যশোমতী অতি উষাকালে। মন্থন কবযে দধি বসিযা বিরলে।। মন্দ মন্দ মধুর শব্দ ঘরঘরি। নিদ্রা ভাঙ্গি উঠিযা বসিলা প্রভু হরি ।। মায়ের সদনে গেলা আঁখি কচালিযা। মা বলি অঞ্চলে ধরে মাখন লাগিযা।। নিমগ্ন আছেন মাতা কিছু না জানিলা। উত্তর না পাযে হরি কোপিত হইলা ।। ভাঙ্গিল গৃহেতে যত ছিল দ্রব্যচয। দুগ্ধ হাঁড়ি দধি হাঁড়ি কৈল অপচয় ।। দধি দুগ্ধ ঘৃত সব একমেলা হৈল। ঘবদ্বার বাহিব শ্রোতেতে পূর্ণ কৈল ।। মন্থন করবে দধি যশোদা জননী। চরণ তলেতে মাতা শ্রোত হেন মানি ।। অধোমুখে দেখিলা দধির শ্রোতধার। আচম্বিতে দেখি হেন হৈলা চমৎকার ।। চারিপানে চাহে মাতা কাহারে না হেরে। ত্বরা করি প্রবেশিলা গৃহের ভিতরে ।। দেখে কৃষ্ণ সব দ্রব্য অপচয় করি ।। ক্রোধে ঠেঙ্গা মারিতেছে ভূমির উপরি ।। দেখিযা জননী অতি

কোপিত হইযা। কৃষ্ণেরে বাঁধিতে জান রজ্জু হাতে লৈযা।। ধাইলা শ্রীহরি মাতা পাছে পাছে ধায। কতক্ষণে লাগি পাইযা ধরিলা তাঁহায।। বাঁধিতে যতন করে না পারে বাঁধিতে। আনিল অনেক রজ্জু প্রতিবাসী হৈতে।। যতেক বন্ধন করে রজ্জু না কুলায। বিস্ময ভাবিযা মাতা করে হায হায।। জননীর দুঃখ দেখি জগতের পিতা। ইচ্ছায় বন্ধন লয বিশ্ববিন্ধদাতা।। যাঁহার মাযায বন্ধ সকল সংসার। ব্রজবাসী প্রেমে কৈলা বন্ধন স্বীকার।। উদুখলে বাঁধি কৃষ্ণে অন্য কার্য্যে গেলা। বিশ্বগুরু উদুখলে বন্ধন রহিলা।। ইহাতে আশ্চর্য্য এত করহ শ্রবণ। নল আর কুবের নামেতে দুই জন।। নারদের শাপে দুহেঁ হইযা স্থাবর। বহুকাল হৈতে আছে ব্রজের ভিতর।। জমল অর্জ্জুন নামে বড দুই তরু। তাহাদের উদ্ধার চিন্তিলা বিশ্বগুরু।। নাচিতে নাচিতে গেলা বৃক্ষ সন্নিধান। দুই হাতে দুই বৃক্ষে দিলা এক টান।। অমনি পড়িল বৃক্ষ ভুমির উপর। শব্দ হইল বজ্রপাত যেন সমশর।। শব্দ শুনি ব্রজবাসী সবে চমকিত। বিনি মেঘে বজ্রপাত কেন আচম্বিত।। জমল অর্জ্জুন যবে ভঙ্গ কৈলা হরি। বাহির হইল দুহেঁ নিজ দেহ ধরি।। শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস।।

পযার। নল আর কুবের পড়িল পদতলে। যোড হাতে স্তুতি করে নেত্রে ধারা গলে।।

নমো নমঃ অনন্ত অনাদি বিশ্বগুরু। নমো নমঃ
সর্ব্বাশ্রয বাঞ্ছা কল্পতরু।।

নমো যোগেশ্বরের ঈশ্বর নারাযণ। আমা দুই পতিতের করহ মোচন।। স্তবে তুষ্ট হযে হরি বলেন হাসিযা। নিজ-
গৃহে যাহ দুহেঁ বিদায় হইযা।। অচিরে পাইবে দুহেঁ আমায চরণ। শুনিযা হরিষে তারা করিল গমন।।
ওথা মহাশব্দ পাইয়া যশোদা কাতর। কৃষ্ণ না দেখিযা

ঘরে হইলা ফাঁফর ।। শিরে করাঘাত হানি কান্দয়ে অপার। হায় কিবা মন্দ বুদ্ধি ঘটিল আমার ।। কৃষ্ণেরে বাঁধিনু কেন আপনা খাইয়া। কোথা গেল পুত্র মোর মোরে না কহিয়া ।। ঘরে ঘরে খুঁজে মাতা দেখিতে না পায। নন্দ উপনন্দ আদি আইল তথায় ।। খুঁজিতে লাগিলা সবে বিকল হইয়া। জমল অর্জ্জুন তলে মিলিলা যাইয়া ।। ভঙ্গ বৃক্ষ উপরে নাচয়ে দামোদর। ধাইয়া যশোদা তুলে বৃক্ষের উপর।। মুখে স্তন দিয়া মাতা গেলা নিজ ঘরে। দৈবেতে রাখিল আজি কহে বারে বারে ।। নন্দ আদি সব গোপ হইলেন স্থির। ভাগ্যেতে আছিল কৃষ্ণ বৃক্ষের বাহির ।। যশোদা রোহিনী রক্ষা পড়ে বারেবারে। সুমঙ্গল স্নান করাইলে দামোদরে ।। গৃহে আনিলেন তবে মঙ্গল করিয়া। যুকতি করিলা সবে একত্র হইয়া ।। উৎপাত অধিক এথা থাকা যোগ্য নয। অতএব বৃন্দাবনে যাইব নিশ্চয ।। এত কহি গোকুল ত্যজিয়া সর্ব্বজনে। নন্দ আদি সকলে গেলেন বৃন্দাবনে ।। এইরূপ লীলা হরি করেন প্রকাশন। কত বাল্য লীলা কৈলা না যায় গণন ।। সমুদ্র অপাবলীলা নাহি পারাবার। সুত্র পাইয়া কণামাত্র করিনু বিস্তার ।। ইচ্ছা ভরি লিখিতে সদাই মনে আশ। পুথি বিস্তারের হেতু বড় পাই ত্রাস ।। অল্পমাত্র সূত্ররূপে করিযে বর্ণন। অপবাধ না লইবে আমি অভাজন। শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। সূত্রে বাল্যলীলা কহে বিশ্বম্ভর দাস ।।

পযার। জৈমিনী বলয়ে সবে শুনহ সাদরে। এই রূপে ব্রজনাথ আনন্দে বিহরে ।। সপ্তম বৎসর যবে হইল বযেস। গোধন চারণ হেতু হইল আবেশ ।। একদিন মায়েরে বলিলা বিশ্বম্ভর। গোচারণে যাব আমি বনের ভিতর ।। শুনি যশোমতি হাসি কহিলা নন্দেরে। তাহা

শুনি নন্দ হৈলা প্রফুল্ল অন্তরে ।। কৃষ্ণে বলে গোচারণে তোমার কি কায। রাজচক্রবর্ত্তী আমি হই ব্রজমাঝ ।। শুনিয়া যতন করি কহেন পিতারে। গোপ হয়ে গোচারণ কুল ব্যবহারে ।। বারণ না কর পিতা অবশ্য করিব। দাদা বলরাম সঙ্গে নির্ভয়ে থাকিব ।। কৃষ্ণের নিতান্ত পণ জানি নন্দ ঘোষ। অমৃত বচনে পাইলা পরম সন্তোষ ।। অনুমতি দিলা নন্দ গোধন চাবণে। এই কার্য্য যশোদার নাহি ভয় মনে ।। পুত্রের দেখিয়া যত্ন নাবে ছাড়াইতে। শুভ-দিনে গোপবেশ লাগিলা করিতে ।। শিরে বাঁধে চূড়া শিখি পুচ্ছেব সংহতি। নবগুঞ্জা মালা তাহে বেড়ে যশো মতী ।। অলকা তিলকা ভালে রচিলা সুন্দর। চন্দনেব পাঁতি তাহে রচে মনোহর ।। পীতধড়া পরায়ে মুবলী দিল করে। গোচারণ বেত্র হবি বামকক্ষে ধরে ।। সহজ রূপেতে হরি ভুবনমোহন। গোপবেশে উজ্জ্বল হইল মনোরম ।। বেত্রবেণু ধারী হরি মদনমোহন। ব্রজবাসি গণের হবিল তনু মন ।। নব নব ব্রজবধূ কৃষ্ণরূপ হেবি। প্রেমেব তবঙ্গে ভাষে আপনা পাসরি ।। বলরামে সাজা-ইলা ধড়া নীলবাসে। শিঙ্গা বেত্র ধরে প্রভু মনেব হবিষে ।। এক কর্ণে কুণ্ডল বারুণী মদে ভোবা। শ্রীকৃষ্ণের ভাবে গব গর মাতোয়াবা ।। হেনকালে শ্রীদামাদি ব্রজ শিশুগণে। কৃষ্ণপ্রিয সখা সবে আইলা সেখানে ।। মাযে প্রণমিযা সবে চলে গোষ্ঠমুখে ।। রোদন করযে নন্দরাণী মনোদুঃখে ।। এথা হরি গোষ্ঠমাঝে কবেন গমন। দক্ষিণে বলাই মত্ত চলে মনোরম ।। বামেতে শ্রীদাম দাম সুবল দক্ষিণে। চলিল অনেক সখা গোধন চারণে ।। শিঙ্গা বেণু মুরলী বাজযে সুমধুরে। গাভী সব হাম্বারবে হইল বাহিরে ।। আগে আগে গাভীগণ যায বৎস সনে। পাছে সখাগণ চলে হরষিত মনে ।। গোপবধূগণ দেখি শ্রীকৃষ্ণের রূপ। নবীন জলদশ্যাম প্রেম রসকূপ ।। শ্রীব্রজ-

নাথ পাদপদ্ম করি আশ। বিশ্বম্ভর দাস লীলা বর্ণিতে উল্লাস ॥

পয়ার। বৃষভানু কন্যা নাম রাধাঠাকুরাণী। ব্রজমাঝে রূপে গুণে প্রধান বাখানি ॥ কন্যাকাল হৈতে কৃষ্ণ গাঢ় অনুরাগে। কৃষ্ণের মোহন রূপ সদা হৃদে যাগে ॥ ললিতা বিশাখা আদি সখীগণ সনে। নিরখয়ে কৃষ্ণরূপ হরষিত মনে ॥ দেখিয়া গোপাল বেশ নয়ন ভুলিল। ভুনয়ন প্রেমবাণ হৃদয়ে বিন্ধিল ॥ সখী সহ কৃষ্ণ গুণ লাগিল কহিতে। প্রেমায় পূর্ণিত দেহ ধারা নয়নেতে ॥ ওথা হরি সখা সহ গিয়া গোবর্দ্ধনে। ধেনুগণে চরাইলা আনন্দিত মনে ॥ নবনব তৃণ সব গিরিবর ধারে। ভোগ করে গাবীগণ আনন্দ অন্তরে ॥ শীতল তরুচ্ছায়ে বসিলা গোবিন্দ। চারিদিকে বেড়িয়া বসিলা সখাবৃন্দ ॥ কেহ নব পল্লবের করয়ে বাতাস। সবাকার মনে অতি আনন্দ উল্লাস ॥ তবে দিবা অন্তে পুনঃ সখাগণ সনে। ধেনু সব লইয়া আইলা নিকেতনে ॥ পথে পুনঃ গোপীগণ কৈলা দরশন। শ্যামরূপ সাগরে ডুবিয়া গেল মন ॥ নিত্য অনুরাগ বাড়ে রাধার অন্তরে। রাত্রি দিন কৃষ্ণরূপ হৃদিমাঝে হেরে ॥ অন্তরে বাহিরে কৃষ্ণ করে নিরীক্ষণে। কৃষ্ণ বিনা আর কিছু না দেখে নয়নে ॥ ওথা হরি সখাগণে করিয়া বিদায়। বলরাম সহ আপনার ঘরে যায় ॥ পুত্র দেখি যশোদা রোহিণী হরষিতে। নির্ম্মঞ্ছন করি গৃহে লইলা ত্বরিতে ॥ স্নান করি দুই ভাই করিয়া ভোজন। রাজ সভা গিয়া কৈলা নৃত্য দরশন ॥ গান বাদ্য শুনি অতি হরিষ হইয়া। নন্দ আদি গোপগণে মহাসুখ দিয়া ॥ জননী নিকটে পুনঃ আসি দুইজনে। দুগ্ধপান করিলেন হরষিত মনে ॥ দিব্য নেত শয্যাতে শুইলা দোঁহে সুখে। ব্রজবাসি গণ লীলা দেখয়ে কৌতুকে ॥ এইরূপে বিহরয় রাম দামোদর। দেখি নন্দ যশোমতী আনন্দ অন্তর ॥ শ্রীব্রজ-

নাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস ॥

পয়ার। জৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনিগণ। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা অমৃত কথন ॥ প্রভাতে মিলিল আসি যত সখা-গণ। নিদ্রা ত্যজি উঠিলেন রাম জনার্দ্দন ॥ সখাগণ সনে গাবী দোহন করিয়া। স্নানপান ভোজন করিলা হর্ষ হয়্যা ॥ গোষ্ঠবেশ জননী রচিল ভালমতে। পুনঃ গোষ্ঠ গেলা হরি সখাগণ সাথে ॥ সেই দিনে বৎসাসুর কংসের প্রেরিত। বৎসরূপ ধরি তথা ভ্রমে আচম্বিত ॥ অসুর জানিযা হরি বিনাশিলা তারে। মহানন্দে সখাগণ সঙ্গে সুবিহরে ॥ গোচাবণ করি পুনঃ ফিরিয়া আইলা। পূর্ব্ববৎ লীলা সব আনন্দে করিলা ॥ এইরূপ নিতি২ করয়ে বিহার। হেরি সব ব্রজবাসী আনন্দ অপার ॥ একদিন গোষ্ঠে হরি সখা-গণ সনে। গোধন চাবণ করে হরষিত মনে ॥ কংসের প্রেরিত দুষ্ট বকাসুর নাম ॥ মহাভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখি উডে প্রাণ ॥ মুখ মিলি আইসে দুষ্ট কৃষ্ণেরে গিলিতে। দেখি সব সখাগণ ভয পাইল চিত্তে ॥ নির্ভয় করিয়া হরি সকল সখায। আগুবাড়ি তার ওষ্ঠ ধরিলা লীলায় ॥ দুই হাতে দুই ওষ্ঠ ধরিলা শ্রীহরি। চিরিযা ফেলিলা তারে দুইখান করি ॥ ঘোরতর শব্দ করি বকা ত্যজে প্রাণ। যমুনা না-মিয়া হরি করিলেন স্নান ॥ সখা মাঝে মিলিলেন হরষিত মনে। দেখি সব সখাগণ কৃষ্ণেরে বাখানে ॥ কি বিদ্যা শিখিলে ভাই এবড় বিস্ময। অসুর নিকটে গেলে না করিলে ভয় ॥ এইরূপে কৃষ্ণ প্রশংসিয়া সখাগণে। সন্ধ্যা কালে গেল পুনঃ যে যার ভবনে ॥ যশোদা এ সব কথা শ্রবণ করিযা। কৃষ্ণ অঙ্গে বান্ধে রক্ষা মহাভয় পায্যা ॥ শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর-দাস ॥

পয়ার। আর একদিন গোষ্ঠে গেলা ভগবান। সেই

দিনে গমন না কৈল বলরাম ।। সখাগণ সহ খেলে অতি হরষিত। হেনকালে অঘাসুর কংসের প্রেরিত ।। ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি সর্প গিলিতে সবার। বিস্তারিল দুই ওষ্ঠ সেই মহাকায়।। পৃথিবী আকাশ যুড়ি মেলিল বদন। প্রবেশিল উদরে গোধন সখাগণ ।। দেখি ত্রাস্ত হয়ে কৃষ্ণ প্রবেশি উদরে। ধরিলা বিরাট মূর্ত্তি বধিতে তাহারে।। বাড়ে কৃষ্ণ দেহ সর্প উদর ভিতরে। উদুখলে লাগে শির সহিতে না পারে ।। ভয়ে ভয়ঙ্কর করে ভীষণ গর্জ্জন। দন্ত কড়মড়ি করে বজ্রের নিস্বন ।। স্বর্গে বসি কৌতুক দেখয়ে দেবগণে। সর্পের উদরে হরি দেখি ভয় মানে ।। বিরাট মূর্ত্তির ভার ধরে কার শক্তি। প্রাণছাড়ি অঘাসুর পাইলেক মুক্তি ।। পাকিলে ফাটয়ে যেন কর্কটির ফল। দুইখান হৈয়া তেন পড়ে মহাবল ।। স্বর্গ হৈতে কুসুম বরিষে দেবগণে। দুন্দুভির শব্দ করে হরষিত মনে ।। মুক্ত হৈল গোবৎস সকল সখাগণ। প্রাণ পায়্যা কৃষ্ণে বাখানয়ে সর্ব্বজন। তবে সবে যমুনা নামিরা হরষিতে। স্নান করি আইলেন পুলিনে ত্বরিতে ।।এই লীলা দেখি ব্রহ্মা চিন্তিতে লাগিলা। শিশু হয়ে এ অসুরে কেমনে বধিলা ।। কি বুঝি পরমব্রহ্ম কৃষ্ণ হইবেন। নতুবা এমন শক্তি কেন ধরিবেন ।। নিশ্চয় নিশ্চয় আমি একথা বুঝিব। আজি বৃন্দাবনে আমি গমন করিব ।। এত বিচারিয়া ব্রহ্মা গেলা বৃন্দাবনে। শ্রীব্রজনাথ পদে বিশ্বম্ভর ভণে ।।

পয়ার। ওথা কৃষ্ণ মহানন্দে সখাগণ সনে। করিয়া বিবিধ লীলা সকৌতুক মনে ।। যমুনার তীরে করে পুলিন ভোজন। মিষ্ট অন্ন ব্যঞ্জন করেন আস্বাদন ।। যেই দ্রব্য মিষ্টজ্ঞান হয় সখাগণে। পিরীতি করিয়া দেন কৃষ্ণের বদনে ।। দূরে থাকি দেখি ব্রহ্মা প্রমাদ গণিল। এইরূপ দেখি ব্রহ্মা বিস্ময় হইল ।। পূর্ণব্রহ্ম হবে যদি যশোদানন্দন। গোপের উচ্ছিষ্ট কেন করিবে ভোজন ।। মোহিত

হইলা ব্রহ্মা হরির মায়ায়। কিরূপে বুঝিব ইহা ভাবয়ে উপায়।। হেনকালে ধেনুগণ গেল দূরবনে। দেখিয়া উৎ-কণ্ঠা হৈল সব সখাগণে।। বুঝিয়া মনের কথা শ্রীহরি সত্বরে। সখাগণে কহিলেন আনন্দ অন্তরে।। ভোজন করহ সুখে তোমরা এখানে। আমি গিয়া ফিরাইব সব ধেনুগণে।। এত বলি কৃষ্ণ শীঘ্র করিলা গমন। ওথা ব্রহ্মা হরিয়াছে সব ধেনুগণ।। কৃষ্ণ অন্বেষণে গেলা দেখি প্রজাপতি। মায়া করি শিশুগণে হরে শীঘ্রগতি।। পর্ব্বতের গুহা মাঝে সে সবে রাখিয়া। আপন ভবনে গেলা উৎকণ্ঠা হইয়া।। গোধন না পায়্যা হরি উৎকণ্ঠিত মনে। ত্বরিতে আইলা যথা ছিল সখাগণে।। দেখিলেন কেহ মাত্র নাহি সেইখানে। বিলাপ করিয়া কান্দে বিষাদিত মনে।। হায় প্রিয়সখা কোথা শ্রীদাম সুবল। প্রাণের সমান কোথা সে মধুমঙ্গল।। ধবলী শ্যামলী কোথা পিসঙ্গী পিয়ঙ্গী। কেন না দেখি সে সবে কোথা গেল চলি।। এইরূপ নরলীলা বশে ভগবান। ক্ষণেক বিলাপিয়া কৈলা অনুমান।। জানিলেন এ সকল ব্রহ্মার করণ। হাসি অঙ্গ হইতে সৃজে শিশু বৎসগণ।। পূর্ব্ববৎ সখাগণ ধেনুগণ আর। অঙ্গ হৈতে সৃজিলেন নন্দের কুমার।। নিজ নিজ ঘরে সবে করিলা গমন। কৃষ্ণ ভাবে স্নেহ করে পিতা মাতাগণ।। কৃষ্ণ দরশনে সবে নাহি যায় আর। আপনার পুত্রে স্নেহ করয়ে অপার।। গাবী সব বৎসগণে মহাপ্রীতি করে। এত রূপ ধরি কৃষ্ণ ভ্রমে ব্রজপুরে।। যাহার মায়ার বশ সকল সংসার। তার আগে মায়া করে শক্তি বা কাহার।। শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম শিরে ধরি। বিশ্বম্ভর দাস কহে লীলার মাধুরী।।

পয়ার। আর একদিন ব্রহ্মা আসি বৃন্দাবনে। কৃষ্ণসহ দেখে সেই সব সখাগণে।। চিন্তিয়া গেলেন ব্রহ্মা পর্ব্বত গুহায়। দেখে সেইরূপ সবে আছয়ে তথায়।। বিস্ময় হইয়া পুনঃ আইলা আরবার। দেখে কৃষ্ণ সহ সবে করয়ে

বিহার ।। আরবার ধায়্যা চলে গুহার ভিতর। সেইরূপ সবা দেখি হইলা ফাঁফর ।। এইমতে গতায়াত করে বারং। ত্রাসিত হইয়া ব্রহ্মা মানে চমৎকার ।। অপরাধ মানি পড়ে হরি পদতলে। চারি মুখে স্তুতি করে নেত্রে ধারা গলে ।। অনেক করিলা স্তব দেব প্রজাপতি। হাসিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন তাঁর প্রতি ।। মোর ব্রজলীলা ব্রহ্মা বুঝিতে দুষ্কর। এই গূঢ় লীলা নহে কাহারো গোচর।। আপনি অবশ আমি এ ব্রজলীলায়। তুমি কি বুঝিবে লক্ষ্মী সন্ধান না পায় ।। অতএব যাহ তুমি আপনার পুরে। ধেনু আর সখাগণে আন এথাকারে ।। আজ্ঞা পায়্যা গেলা ব্রহ্মা তা সবা আনিতে। পূর্ব্বে সৃষ্টি মিশাইল কৃষ্ণের অঙ্গেতে।। আনিয়া দিলেন ব্রহ্মা শিশু বৎসগণে। প্রণমিয়া প্রফুল্লিতে গেলেন ভবনে।। অগাধ অপার সিন্ধু লীলার কথন। কিছু মাত্র স্পর্শি তার করিয়া বর্ণন ।। শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস ।।

পয়ার। জৈমিনী বলয়ে শুন যত মুনিগণ। অপূর্ব্ব রহস্য কথা করহ শ্রবণ ।। আর এক দিন গেলা গোধন চারণে। সখা সহ প্রবেশ করিলা বৃন্দাবনে।। সেই দিন বলরাম রহিলেন ঘরে। মনে হৈল উদ্ধারিতে কালীয় নাগেরে ।। যমুনার তীরে হরি সখাগণ সনে। গোচারণ করে দূর গেল ধেনুগণে ।। আপনি গেলেন হরি ধেনু ফিরাইতে। ঘোর বনে প্রবেশিলা নাপাই দেখিতে।। প্রচণ্ড হইল অতি রবির কিরণ। তৃষ্ণায় আকুল হৈল যত সখাগণ ।। ব্যগ্র হৈয়া কালীদহে জল কৈলা পান। বিষেতে ঘেরিয়া সবে হইলা অজ্ঞান ।। মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে কালিন্দীর তীরে। ধেনু ফিরাইয়া হরি আইলা তথাকারে ।। সখাগণে খুঁজি কোথা দেখা নাহি পায়। বিষণ্ণ হইয়া প্রভু করে হায় হায় ।। পরম ঈশ্বর হরি নর লীলা করে। ক্ষণেক চিন্তিয়া গেলা কালীন্দীর তীরে ।। দেখে সব সখাগণ পড়ি ভূমি-

তলে। ধাইয়া শ্রীহরি সুবলেরে কৈলা কোলে॥ প্রাণহত দেখি হরি জানিলা কারণ। সবাকার অঙ্গে হাত দিলা নারায়ণ॥ কমল হস্তের স্পর্শ অঙ্গেতে লাগিল। প্রাণ পাইযা সখাগণ উঠিযা বসিল॥ কৃষ্ণেরে কহযে তুমি একা ঘোর বনে। প্রবেশ করিলে ভয না করিলে মনে॥ নিদ্রায আছিনু মোরা যমুনার তীরে। ইবে পুলিনেতে চল আনন্দ অন্তরে॥ কৃষ্ণ বলে নিদ্রা নহে শুনহ কারণ। বিষজল পানে সবে ত্যজিলে জীবন॥ পুনরপি ঈশ্বর দিলেন প্রাণদান। চল পুলিনেতে সবে করিব প্রযান॥ এতবলি সখা সনে পুলিনে আইলা। শীতল তরুরচ্ছাযে সবে বসাইলা॥ শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম কার আশ। জগন্নাথমঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস॥

পযার। কালীয উদ্ধার হেতু প্রভু বিশ্বম্ভর। আশ্বাসিযা কহে সব সখার গোচর॥ ক্ষণ এক বৈস ভাই তরুর তলায। কালীদহ বিচারিবা আসিব এথায॥ এত বলি ধটি দৃঢ় কটিতে বান্ধিযা। কেলিকদম্বের বৃক্ষে উঠে লম্ফ দিযা॥ ঝাঁপ দিযা কালীদহে পড়িলা শ্রীহরি। কান্দে সব সখাগণ হাহাকার করি॥ কোথা গেলে সখা আমা সবারে ছাড়িযা। জননীরে কি আর বলিব ঘরে গিযা॥ অনেক বিলাপ করি কান্দে সখাগন। যশোদারে গিয়া সব কৈল নিবেদন॥ নন্দ উপনন্দ আদি যত গোপগণে। হাহাকার করি কান্দে এ কথা শ্রবণে॥ রোহিণী যশোদা কান্দে হাহাকার করি। অঙ্গ আছাড়িযা কান্দে কুলের নাগরী॥ কালীদহ মুখে সবে হাহাকারে ধায়। উপনীত হৈল গিয়া কদম্ব তলায়॥ কৃষ্ণে না দেখিয়া নন্দ হৈল অচেতন। যশোদা বিলাপ কেবা করিবে বর্ণন॥ ক্রন্দন করযে বলরাম দুঃখভরে। রোহিণী ক্রন্দন শুনি মেদিনী বিদরে॥ নব অনুরাগিণী শ্রীরাধিকা সুন্দরী। ফুকরি কান্দিতে নারে কান্দয়ে গুমরি॥ এই-

রূপে শোকার্ণবে সকলে ডুবিলা। ওথা হরি কালীনাগ পুরে প্রবেশিলা॥ শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস॥

পয়ার। তবে ক্রোধে কালীয় গর্জ্জন করি ধায়। কৃষ্ণ দেখি মহাক্রোধে অঙ্গে কামড়ায়॥ বজ্রসম অঙ্গে ঠেকি দন্ত ভাঙ্গি গেল। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে ঘাত করিতে নারিল॥ তবে হরি কালীযের মস্তকে উঠিযা। নাচিতে লাগিলা অতি আনন্দিত হয্যা॥ ঝলকে২ তার বক্ত উঠে মুখে। প্রাণ যায কালীয উপায় নাহি দেখে॥ হেনকালে আসি তথা কালীয় রমণী। প্রভু আগে করে স্তব করি পুটপাণি॥ তব পদধূলির মহিমা কেবা জানে। অন্যে কি জানিবে লক্ষ্মী না জানে আপনে॥ ক্রূরমতি সর্পনাথ তোমা কি জানিবে। তুমি না নিস্তার কর পরাণে মরিবে॥ করুণা শুনিযা প্রভুর উপজিল দযা। কালীয়নাগেরে কহে করুণা করিযা॥ তোমার মস্তকে আমি করিনু নর্ত্তন। পদ চিহ্ন মাথে তোর রহিল ধারণ॥ তোমার সন্তানগণ যতেক জন্মিবে। মোর পদচিহ্ন সবার মস্তকে রহিবে॥ রমণক দ্বীপে তুমি কর গিযা বাসে। ব্রজের অকার্য্য হবে এথায নিবাসে॥ গরুড়ের ভয তুমি ত্যজহ অন্তরে। মোর পদচিহ্ন দেখি না পীড়িবে তোরে॥ নাগপত্নী প্রতি প্রভু আশ্বাস করিলা। প্রণমিযা দুইজন বিদায হইলা॥ কালীন্দির জল করি অমৃত সমান। জল হৈতে গাত্রোত্থান কৈলা ভগবান॥ হাসিতে২ কৃষ্ণ ব্রজের জীবন। তীরে আসি বন্দিলেন পিতার চরণ॥ কৃষ্ণে দেখি সর্ব্বজনে পাইলেন প্রাণ। রোদন ত্যজিযা হৈলা সহাস্য বদন॥ ধাইযা যশোদা কৃষ্ণে করিলেন কোলে। লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিলা বদন কমলে॥ নন্দ উপনন্দ আর যত গোপগণ। কৃষ্ণে দেখি আনন্দে, নাচয়ে সর্ব্বজন॥ জননী রোহিণী যশোদার কোলে হৈতে। কৃষ্ণেরে লইলা কোলে অতি হরষিতে॥

সব ব্রজবাসী হৈলা আনন্দ অপার । কৃষ্ণে দেখি হাস্যমুখ হইল রাধার ।। দুহুঁ দুহা ঈষৎ কটাক্ষে নিরখিল । দুইজন মহানন্দ তরঙ্গে ভাসিল ।। শ্রীব্রজনাথ পদধূলী শিরে ধরি । বিশ্বম্ভর দাস কহে লীলার মাধুরী ।।

পয়ার । সেইকালে অস্ত হইলেন দিবাকর । অন্ধকার রজনী দেখিতে ভয়ঙ্কর । ঘোর অন্ধকার গৃহে যাইতে না পারিযা । যমুনার তীরে সবে রহিলা শুইযা ।। হেনকালে উপস্থিত আর দাবানল । উল্কা সম দশ দিগ ব্যাপিল সকল ।। ভযে পরিত্রাহি ডাকে ব্রজবাসীগণ । এইবার রাখ কৃষ্ণ সবার জীবন ।। জয় যশোদার সুত গোকুলের প্রাণ । এঘোর বিপদে তুমি কর পরিত্রাণ ।। কৃষ্ণ অঙ্গে অঞ্চল আচ্ছাদি যশোমতী । চক্ষু না মিলিহ বাপ করযে আকুতি ।। কৃষ্ণ বলে চক্ষু মুদি রহ সর্ব্বজন । দাবানল হৈতে তবে পাবে পরিত্রাণ ।। এতশুনি সর্ব্বজন নয়নমুদিল । অঞ্জলি করিযা হরি অনল ভুকিল ।। পরিত্রাণ পাযা সব ব্রজবাসীগণে । কৃষ্ণে আশীর্ব্বাদ করে হরষিত মনে ।। প্রাতকালে সব ব্রজবাসির সহিতে । ভবনে গেলেন হরি অতি হরষিতে ।। ভয পাযা যশোমতী মঙ্গল কারণ । রক্ষা বাঁধে কৃষ্ণ অঙ্গে করিযা যতন ।। গোমূত্রে করাযে স্নান পরম যতনে । দ্বাদশাঙ্গে বাঁধে রক্ষা অতি সাবধানে ।। পদ অজ জঙ্ঘকটি রাখুন অচ্যুত । কেশব করুণ হৃদি বক্ষ অবিরত ।। উদর রাখুন ঈশ বিষ্ণু বাহুদ্বয । উপেন্দ্র রাখুন চক্ষু হইযা সদয ।। ঈশ্বর রাখুন মুখ অগ্র সুদর্শন । পশ্চাৎ শ্রীহরি পার্শ্ব শ্রীমধুসূদন ।। শঙ্খকোণ রক্ষা করুণ ক্ষিতি হলধর । সর্ব্বস্থানে পুরুষ রাখুন নিরন্তর ।। ইন্দ্রিয়াণী হৃষীকেশ প্রাণ নারাযণ । শ্বেতদ্বীপ পতি চিত্ত করুন রক্ষণ ।। প্রশ্নিগর্ব্ভ রাখ বুদ্ধি যোগেশ্বর মন । ভগবান আত্মা রক্ষা কর সর্ব্বক্ষণ ।। ক্রীড়ায় গোবিন্দ রাখ মাধব শযনে । গমনে বৈকুণ্ঠ রাখ শ্রীপতি আসনে ।। যজ্ঞভুক ভোজনে রাখহ

অনিবার। এইরূপে বাঁধি রক্ষা আনন্দ অপার ॥ নিরখি কৃষ্ণের মুখ নন্দের ঘরণী। প্রেমানন্দে পুলোকিত নাহি স্ফুরে বাণী ॥ এইরূপ লীলা করে নন্দের কুমার। নিগূঢ় সে সব লীলা বুঝে শক্তি কার ॥ শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস ॥

পয়ার। জৈমিনি বলয়ে শুন মুনির মণ্ডল। শ্রীকৃষ্ণের লীলা শুন কর্ণ কুতূহল ॥ গোলোকের নাথ হরি ব্রজেতে বিহরে। নিতি নব নব লীলা সুপ্রকাশ করে ॥ কৃষ্ণের প্রিয়সী রাধা আদি গোপীগণে। কৃষ্ণ সহ অবতার হইলা এখানে ॥ শিশুকাল হৈতে কৃষ্ণে পতি বাঞ্ছা করি। কাত্যায়ণী পূজা করে ভকতি আচারি ॥ এইরূপে অনুরাগ বাড়ে নিতি২। দেবী স্থানে বর মাগে করিয়া আকুতি ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

কাত্যায়ণী মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ ॥

নন্দের নন্দনে দেবী পতি দেহ করি। এই বর তোমারে মাগিযে যোগেশ্বরী ॥ এইরূপ নিতি করে পূজন প্রার্থন। একদিন পূজা করি সব গোপীগণ ॥ যমুনার তীরে সবে বসন রাখিয়া। জলে নামি স্নান করে হরষিতা হৈয়া ॥ কৃষ্ণের চরিত্র গুণ কহে পরস্পর। কৃষ্ণ হেতু অনুরাগ বাড়ে নিরন্তর ॥ গোপীনাথ তা সবার জানি শুদ্ধ মন। ধীরে২সেইখানে করিলা গমন ॥ তীরে হৈতে বস্ত্র সব লইযা শ্রীহরি। হরষিতে উঠে কেলিকদম্ব উপরি ॥ বৃক্ষডালে বস্ত্র বাঁধি মদনমোহন। ত্রিভঙ্গ হইযা রহে রাধার জীবন ॥ মাথায় ময়ূর পাখা চূড়ার উপর। মৃদু মৃদু শ্রীবদনে হাসে মনোহর ॥ ধেনু সব তৃণ খায় কদম্বের তলে। তরুর উপরে প্রভু দেখে কুতূহলে ॥ বাম পদোপরি রাখি দক্ষিণ চরণ। কোটিকাম মোহিরূপ ধরে মনোরম। জলকেলি করি রাধা আদি গোপীগণে। তীরে উঠি বস্ত্র নাই দেখিল নয়নে ॥

লজ্জিতা হইয়া সবে চাহে চারি পাশে। দেখে বৃক্ষে বস্ত্র লয়্যা গোপীনাথ হাসে ।। লজ্জায় আকুল দেখি যশোদা নন্দন। হাসিয়া সবার বস্ত্র কৈলা সমার্পণ ।। কহিলেন এইক্ষণে যাহ সবে বাস। কিছু দিনে পূরিবে সবার মনঃ আশ ।। বস্ত্র পাবে গোপীগণ বাঞ্ছাপূর্ণ জানি। নিজ২ ঘরে গেলা মহানন্দ মানি ।। শ্রীব্রজনাথ পদ হৃদয়ে বিলাস। বিশ্বম্ভর দাস কহে লীলার নির্যাস ।।

পয়ার। একদিন সখা সনে যশোদা নন্দন। বৃন্দাবন মাঝে করেগোধন চারণ।। যমুনারতীরে তরুছায়া সুশীতলে। যমুনা কল্লোল ধ্বনি কর্ণ কুতূহলে ।। খেলয়ে পবন কিবা কল্লোল.সহিত। কুসুমের মধু গন্ধে তীরে আমোদিত ।। বসিলা অখিলপতি কদম্বের মূলে। অতি হরষিত সখা-গণ সহ খেলে ।। নীলমণি পুঞ্জ কিবা ঝলকয়ে কান্তি। মাথায় ময়ূর পাখা চূড়ার সংহতি ।। মালতী কুসুম মালে বেড়নি তাহার। মধুলোভে চারি পাশে ভ্রমর ঝঙ্কার ।। অলকা আবৃত যেন পূর্ণিমার চাঁদ। জগমনমোহন কামের কামফাঁদ ।। দক্ষিণে বসিয়া আছেন প্রভু হলধর। শ্বেতবর্ণ কান্তি মুখ পূর্ণ শশধর ।। মৃগমদ চন্দনের তিলক নাসায়। শুভ্র অঙ্গে শ্যাম বিন্দু ভাল শোভা পায় ।। শ্বেত শ্যামে মাঝে করি যত সখাগণ। চারি দিগে আছে বেড়ি সহাস্য বদন ।। হেনকালে শ্রীদাম বলয়ে যোড়হাতে। ক্ষুধানলে জ্বলে প্রাণ না পারি সহিতে ।। ওদন ব্যঞ্জন যদি বনমাঝে পাই। প্রাণ সুশীতল করি তব গুণ গাই ।। সেইকালে সুবলাদি সব সখাগণ। কৃষ্ণে সম্বোধিয়া বলে বিনয় বচন। শুন সবে বহুবার করিলে নিস্তার ।। ক্ষুধানলে আজি হয় সবার সংহার ।। যদিনা নিস্তার আজি করহ আপনে। ক্ষু-ধায় মরিব সবে তব বিদ্যমানে ।। শুনি বলরামপ্রতি চাহে ভগবান। ইঙ্গিতে হাসিয়া দুহেঁ সবা প্রতি চান।। রামকৃষ্ণ কহে শুন শ্রীদাম সুবল। বিপিনের অন্তে যাহ মুনি যজ্ঞস্থল।।

যজ্ঞ করে তথা যাজ্ঞিক বিপ্রগণ। তা সবার কাছে গিয়া কর নিবেদন ।। বনমাঝে রামকৃষ্ণ ক্ষুধায় পীড়িত। কিছু অন্নদান করি কর সবে হিত ।। শুনিয়া শ্রীদাম গেলা সুবল সংহতি। যজ্ঞস্থলে গিয়া অন্ন মাগে বিপ্র প্রতি ।। কৃষ্ণ বলরাম মুনি পীড়িত ক্ষুধায়। কিছু অন্ন দেহ মোরা আইনু এথায় ।। শুনি হাসি বলে যত অবোধ ব্রাহ্মণ। যজ্ঞ অগ্রে উপযুক্ত রাখাল ভোজন ।। যাহ যাহ কি সাহসে কহিলে একথা। রাখালে রাখাল বুদ্ধি ঘটবে সর্ব্বথা ।। শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। বিশ্বম্ভব দাস লীলা রচিতে উল্লাস ।।

পয়ার। শুনি অপমান পায়ে গেলা কৃষ্ণ স্থানে। বিরস বদন বাণী না সরে বদনে।। বৃন্দাবন লীলা ভাব প্রকাশ করিতে। এই লীলা করে প্রভু সবা জানাইতে ।। বিরসবদন দেখি কহে ভগবান। কহ ভাই মুনি কি করিল অপমান ।। যত কথা দুই জন কৈল নিবেদন। শুনিয়া হাসিয়া বলে যশোদানন্দন ।। যজ্ঞপত্নীগণ স্থানে যাহ অন্তঃপুরে। আমার সম্বাদ কহ তা সবা গোচরে ।। শুনি পুনঃ শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা শিরে ধরি। দুইজনে প্রবেশ করিল অন্তঃপুরী। কৃষ্ণসখা দেখি সব বিপ্রের রমণী। প্রেমে পরিপূর্ণ হয়ে কহে মৃদুবাণী ।। কি কারণে আইলে দুহে কহ শীঘ্র করি। শুনিয়া সুবল সব কহিল বিবরি ।। শুনি পুলকিত হয়্যা বিপ্রনারীগণে। অন্ন লয়ে বাহির হইলা ততক্ষণে ।। কোন বিপ্র আপনার নারীরে বান্ধিল। ধ্যানানন্দে আগে সেই কৃষ্ণ কাছে গেল ।। তবে সব বিপ্রবধূ হরষিত মনে। অন্ন লয়ে উত্তরিলা হরি সন্নিধানে মনোহর রূপ কৃষ্ণ মদনমোহন। দেখিয়া ভুলিল মন না ফিরে নয়ন ।। চিত্রপুত্তলীর সম আছে দাঁড়াইয়া। সবারে চাহিয়া কৃষ্ণ কহেন হাসিয়া ।।তোমা সবা মনোরথ করিব পুরণ। সংপ্রতি আপনগৃহে করহ গমন।। যাহ সেই স্বামি কিছু না করিবে রোষ। তোমা সবা প্রতি তারা হইবে

সন্তোষ ।। যেই অন্ন মোর হেতু আনিলে যতনে। অমৃত সমান তাহা করিনু গ্রহণে ।। বিপ্রবধূগণ কহে শুনিয়া বচন। শুন নাথ কৃপাময় করি নিবেদন ।। তোমার দর্শন হয় অতিসুদুর্ল্লভ। যদি পাইয়াছি না ছাড়িবআমরা সব ।। মনে করি গৃহে যাইতে না চলে চরণ। তব পদ ত্যজি না যাইব কদাচন ।। কৃষ্ণ কহে তুমি সবে মোর নিজ জন। যথা রহ তথা আমি নিশ্চয় বচন ।। আশ্বাস পাইয়া সবে হইলা বিদায়ে। কৃষ্ণ অনুরাগ জাগে সবার হৃদয়ে ।। শ্রীকৃষ্ণের গুণ মুখে কহে পরস্পর। নিজ২ঘরে চলে ব্যথিত অন্তর ।। ওথা সব বিপ্রগণ জানিলেন ধ্যানে। পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণ রাম অনন্ত আপনে ।। যজ্ঞেশ্বর আপনে হইলা অবতার। তত্ত্ব জানি করে সবে আপনা ধিক্কার ।। ধিক মোরা বেদ শাস্ত্র করি অধ্যয়ন। তত্ত্ব না জানিনু জানিলেক নারীগণ ।। এই রূপ বিচার করয়ে পরস্পর। সেই কালে যজ্ঞপত্নীগণ আইলা ঘর ।। দূরে হৈতে দেখিলেন উল্লাসিত হয়ে। আদরে আনিল ঘরে গুণ প্রশংসিয়ে ।। ওথা কৃষ্ণ ভোজন করিয়া সখা সনে। সন্ধ্যাকালে গেলা সবে যে যার ভবনে ।। শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম হৃদে করি আশ। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস ।।

পয়ার। আর একদিন নন্দ গোপগণ সনে। ইন্দ্রপূজা হেতু করে বহু আয়োজনে ।। কৃষ্ণ বলে কেন পিতা এত আয়োজন। কৃষ্ণে কহিলেন নন্দ সকল কারণ ।। সুবৃষ্টি হইবে বাপু ইন্দ্রের পূজনে। বহু শস্য তৃণ জন্মিবেক বৃন্দাবনে ।। তৃণ খাবে পুষ্ট হইবেক ধেনুগণ। বহু ক্ষীরবতী হবে সব গাবীগণ ।। ইন্দ্রের পূজনে বাপ সকল মঙ্গল। অতএব ব্রজে এত বাদ্য কোলাহল ।। হাসিয়া কহেন কৃষ্ণ সবাই অবোধ। ইন্দ্রের পূজন এ কেবল উপরোধ ।। যাহা হৈতে উপকার তাহারে ছাড়িয়া। কিবা প্রয়োজন আর অন্যেরে পূজিয়া ।। গোবর্দ্ধন হন শস্য তৃণের কারণ।

হিত চাহ কর এই পর্ব্বত পূজন ।। যাহা হৈতে মিলে কর্ম্ম তাহারে সেবিব । অকারণে অন্যে কেন পূজনকরিব ।। ইন্দ্র কভু নাহি আইসে করিতে ভোজন । মূর্ত্তিমান আসিয়া ভুঞ্জিবে গোবর্দ্ধন ।। নন্দ বলে সত্য কি পর্ব্বত মূর্ত্তিমান । ভোজন করিবে বসি সবা বিদ্যমান ।। কৃষ্ণ বলে কভু মিথ্যা নাহি কহি আমি । গোবর্দ্ধন সাক্ষাৎ দেখিবে সব তুমি ।। প্রতীত হইল আরো কৌতুক দেখিতে । গোবর্দ্ধন পূজা কৈল ঘোষণা ব্রজেতে ।। প্রভাতে উঠিয়া বৃন্দাবন-বাসীগণ । ভারে ভারে লইল অনেক আযোজন ।। পর্ব্বত নিকটে সবে উপনীত হৈলা । বেশ করি ব্রজবধূগণ তথা গেলা ।। তবে হবি পর্ব্বতে করেন আবাহন । আইস গোব র্দ্ধন শীঘ্র করহ ভোজন ।। মাযাধারী শ্রীহরি ডাকেন এক রূপে । পর্ব্বতেব রূপ ধবে দ্বিতীয় স্বরূপে ।। দীর্ঘ কায দীর্ঘ ভুজ শ্যামল বরণ । ভদভরে কাঁপে মহী গভীব গর্জ্জন ।।গোবর্দ্ধন গুহাহৈতে হইলা বাহির । দেখযে সকল লোক আঁখি কবি স্থিব ।। কৃষ্ণ বলে আইলা পর্ব্বত মহা-শয । নন্দ বলে উহা সহ করি পবিচয় ।। কৃষ্ণ বলে পিতা মনে ভয না করিবে । মোব প্রিযসখা বলি উহাবে জানিবে ।। মোব যত গুরুবর্গ আছযে এখানে । নমস্কাব কৈলে ক্রোধ করিবেন মনে ।। কহিতে কহিতে তবে মায়াধাবী হবি । সবা অগ্রে আইলেন গিবিরূপ ধরি ।। পাদ্যঅর্ঘ্য কৃষ্ণ করিলেন সমর্পণে । সবারে আশ্বাসি তবে বসিলা ভোজনে ।।প্রীত হযে ভোজন কবিলা মাযাধারী । বিস্মব হইলা সবে চমৎকাব হেরি ।। শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ । জগন্নাথ মঙ্গল রচে বিশ্বম্ভর দাস ।।

পয়ার । জৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনিবৃন্দ । এইরূপে ভোজন করিলা কৃষ্ণচন্দ্র ।। হাসি বলরাম কহে কৃষ্ণেরে চাহিয়া । ভাল লীলা কৈলে ভাই ব্রজেতে আসিয়া ।। দুই ভাই ঠাঁরাঠারি হাসে অতি রঙ্গে । মগন হইলা সবে

আনন্দ তরঙ্গে ।। তবেত পর্ব্বত রাজ ভোজন করিয়া। প্রীত হৈয়া যশোদারে বলেন হাসিযা ।। শুন মাতা কৃষ্ণ মোর প্রিয়সখা হন। অতএব মোরে জান আপন নন্দন ।। নন্দেরে কহেন তবে করিয়া বিনয। তুমি মোর পিতৃতুল্য শুন মহাশয় ।। আমাব আশ্রিত যত ব্রজবাসীগণ। চারি-যুগ করি আমি সবার রক্ষণ ।। ব্রজবাসীগণ মোর প্রাণ সম সবে। কাহার শকতি তোমা সকলে পীড়িবে ।। সম্প্রতি আপন স্থানে করিযে গমন। শুনিযা কহেন নন্দ করুণা বচন ।। দযা না ছাড়িবে বাপ গোবর্দ্ধন গিরি। কৃষ্ণেবে করিবে স্নেহ মোব বাক্য ধরি ।। এইরূপে মাযা-ধারী বিদায হইলা। তবে গোপগণ সবে নিজ গৃহে গেলা ।। ওথায নাবদ মুনি কৌতুক কাবণ। স্বর্গে গিযা ইন্দ্রে কহে এ সব কথন ।। তোমাবে না মানি বৃন্দাবন বাসী যত। পর্ব্বতে পূজিল কৃষ্ণবাক্যে হযে বত ।। তব পূজা বাদ কৈল কৃষ্ণের কথায। সহিতে না পারি আইনু কহিতে তোমায ।। এত শুনি অপমান মানি দেববাজ। ক্রোধ হযে ডাকে সব মেঘেব সমাজ ।। শীঘ্র বৃন্দাবনে সবে করহ গমন। সপ্ত দিবাবাত্রি কব ঘোব বরিষণ ।। সমভূমি কবি ব্রজ ফিরিযা আসিবে। আজ্ঞা ভঙ্গ করিলে পরাণ হাবা-ইবে ।। শুনিযা গর্জ্জন কবি চলে মেঘগণ। বৃন্দাবনে গিযা করে ঘোব বরিষণ ।। শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম কবি আশ। জগন্নাথমঙ্গল কহে বিশ্বম্ভব দাস ।।

লঘু-ত্রিপদী। অতি ঘোরতর, বর্ষে জলধর, মুষল সমান ধার। ঝন ঝন ঘন, বজ্রেব নিস্বন, হৈল ঘোর অন্ধ-কার ।। ব্রজবাসী যত, হৈল মহাভীত, কি হইল আচ-ম্বিতে। ঘোর অন্ধকারে, নারি দেখিবারে, পলাইবে কোন ভিতে ।। ছাওযাল বচনে, দ্বন্দ্ব ইন্দ্র সনে, এত দিনে গেল প্রাণ ।। নন্দের নন্দন, আসিযা এখন, কেন না করয়ে ত্রাণ ।। নন্দ উপনন্দ, আদি গোপবৃন্দ, পরাণ

কাঁপযে হালে। কৃষ্ণেরে লইয়া, অঞ্চলে ঢাকিয়া, যশোদা করিল কোলে॥ কহে নন্দরাণী, বাছা নীলমণি, মুদিয়া রহ নযন॥ শব্দ কিছু নয, কি জানি কি হয়, জানিতে কি প্রয়োজন। সুরপতি রীত, ব্রজপতি সুত, দেখিযা হইল ক্রোধ। বাহিরে আসিযা, আশ্বাস করিযা, করেন সবে প্রবোধ॥ ভয না করিহ,মোর কথা লহ,স্তুতি কর গোবর্দ্ধন। দিবেন আশ্রয,না করিহ ভয,এথা রহ সর্ব্ব জন॥ ব্রজবাসীগণে, কৃষ্ণের বচনে, পুলকে পুরিল তনু। গিরিবর তলে, রহে কুতূহলে, গৃহের সমান জনু॥ ধেনু বৎসগণ, মহিষ বারণ, ছাগ উষ্ট্র অহি পাখি। গোবর্দ্ধন তলে, রহে কুতূহলে, গিরিধারী রূপ দেখি॥ নববধূগণ, কৃষ্ণের বদন, দেখি চিত পুলকিত। এতেক বিপদ, মানযে সম্পদ, বিপদ নহে এ হিত॥ সপ্ত দিবা রাতি, নিবসিলা তথি, ব্রজের যতেক জনে। কিছু না পড়িল, সুখে নিবসিল, আনন্দ কৌতুক মনে॥ সপ্তদিন পর, যত জলধর, দেখে বৃন্দাবন নাই। গিরিবর পৃষ্ঠে, পড়ে সবা দৃষ্টে, সম ভুমি মানে তাই॥ সুরপতি আগে, গিযা মেঘ ভাগে, কহিলেক বিবরণ। শুনিযা অবোধ, ত্যজিলেক ক্রোধ, প্রসন্ন হইল মন॥ এথাব শ্রীহরি, নামাইয়া গিরি, রাখিলেন যথাস্থানে। সর্ব্বজন সনে, গেলা নিকেতনে, কৌতুক হইয়া মনে॥ ওথা সুরপতি, শুনিয়া ভারতি, কৌতুক দেখিতে গেল। ব্রজনাথপদ, কেবল সম্পদ, বিশ্বম্ভর বিরচিল॥

পযার। তবে ইন্দ্র দেবরাজ গেলা বৃন্দাবনে। পূর্ব্ব মত দেখি সব ভয় পাইল মনে॥ কিছু ছিন্ন না দেখিল এতেক প্রমাদে। অপরাধ মানি ইন্দ্র ভাবয়ে বিষাদে॥ হায পূর্ব্ব পাপ ফল আমারে ফলিল। তেকারণে পূর্ণব্রহ্ম জানিতে নারিল॥ সকল জগত্‌ সার গোকুলে উদয়। গোপবেশে গোপ সনে সদা বিহরয॥ অহঙ্কারে মত্ত আমি মূঢ় দুরাচার। কেমনে বলিলা জানি শূন্য পারাবার॥

প্রমাদ ঘটিল মোরে নাহি প্রতিকার। হরি বিনা কে আর তারিবে আমা ছার ॥ সমীপে যাইতে তবে সঙ্কোচ মানিযা। সুরভীরে করে স্তব দুকর যুড়িয়া ॥ ইন্দ্রের স্তবেতে দেবী সন্তোষ হইলা। গোলোক হইতে ইন্দ্র নিকটে আইলা ॥ সুরভী দেখিযা ইন্দ্র করিলা প্রণাম। মিনতি করিয়া জানাইলা মনস্কাম ॥ অপরাধ করিয়াছি হরির চরণে। সহায হইয়া মোরে করহ মোচনে ॥ এতেক শুনিয়া ইন্দ্রে করিয়া আশ্বাস। সংহতি করিযা লযে গেলা হরি পাশ ॥ ইন্দ্রেরে দেখিয়া হরি মুখ নামাইলা। ক্রোধ হেতু এক বাক্য তারে না বলিলা ॥ মুকুট সহিত তবে, ইন্দ্র দেবরায। স্তুতি করি পড়িলেন গোবিন্দের পা য॥ আকুতি করিযা মানে নিজ অপরাধ। জয জয পূর্ণব্রহ্ম করহ প্রসাদ ॥ হরি কহে শুন ইন্দ্র আমার বচন। প্রাণের সমান মোর ব্রজবাসীগণ ॥ আমার হিংসায় ক্রোধ নহে মোর তত। ব্রজবাসীগণে অপরাধ কৈলে যত ॥ তবেত সুরভী বহু করিযা বিনয। শান্তাইয়া হরি ক্রোধ হরিষ হৃদয ॥ তবে ইন্দ্র সহ হরি অভিষেক কৈল। গোবিন্দ গোবিন্দ ইন্দ্র বলিতে লাগিল ॥ গোবিন্দ গোবিন্দ বলি দেব সুরপতি। প্রেমায পুরিল দেহ না স্ফুরে ভারতী ॥ ঘন ঘন গোবিন্দ বলযে নিজ মুখে। প্রণাম করিযা নিজ পুরে গেলা সুখে ॥ সুরভী চলিযা গেল আপন আলয়। সুখে ব্রজ মাঝে ব্রজনাথ বিহরয় ॥ শ্রদ্ধা করি এই লীলা যেই জন শুনে। দৃঢ ভক্তি হয তার গোবিন্দ চরণে ॥ ইন্দ্রকৃত অভিষেক শুনে যেইজন। যাহা বাঞ্ছে তাহা পায় ব্যাসের বচন ॥ সমুদ্র অপার লীলা নাহি পাবাবার। এক কণা স্পর্শি মাত্র বর্ণিনু তাহার ॥ বিস্তারিযা লিখিতে সদত মনে আশ। পুঁথি বিস্তারের হেতু মনে পাই ত্রাস ॥ শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। বিরচিল নব, গীত বিশ্বম্ভর দাস ॥

পযার। জৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনিগণ। এইরূপে বিহরযে ব্রজের জীবন ।। ব্রজবাসীগণ দেখি লীলা চমৎকার। পরম্পর কৃষ্ণগুণ কহে অনিবার ।। একাদশী ব্রত নন্দ করি একদিনে। রাত্রি শেষে গেলা কালিন্দীর জলে স্নানে ।। অরুণ উদয় নাহি হয় সেইকালে। দেখিযা কুপিল জল বক্ষক সকলে ।। অসমযে স্নান হেতু ক্রোধিত হইয়া। বরুণ আলয়ে তারে গেলেন লইয়া ।। প্রাতঃকালে নন্দে না দেখিযা সর্ব্বজন। অতি উৎকণ্ঠিত হৈল বিষাদিত মন ।। কারণ জানিযা হরি আশ্বাসি সবাবে। তৎক্ষণে চলিলেন বরুণের পুরে ।। কৃষ্ণে দেখি বরুণ হইযা পুলকিতে। পাদ্য অর্ঘ্য দিযা পূজিলেন সাবহিতে ।।যোড কবে স্তুতি করে সম্মুখে দাণ্ডাইয়া। ক্ষম অপরাধ নিজ সেবক জানিযা।। অজ্ঞগণ নন্দ মহাশযে না জানিয। কালিন্দী হইতে তাঁরে আনিল হবিয়া।। এই অপরাধ ক্ষমা কব জগন্নাথ। দাসে দযা বারেক কবহ দীননাথ ।। প্রসন্ন হইলা হরি বরুণ স্তবনে। পিতাবে লইযা গেলা নিজ নিকেতনে ।। হরষিত সর্ব্বজন নন্দেবে দেখিযা। কৃষ্ণগুণ গায সবে বিভোর হইযা ।। শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। বিশ্বম্ভব দাস লীলা রচিতে উল্লাস ।।

পযাব। জৈমিনি বলয়ে শুন মুনির মণ্ডলী। এইরূপে ব্রজে বিহরযে বনমালি ।। কিশোর বযেস প্রভু নন্দের নন্দন। তমাল শ্যামল রূপ ভুবনমোহন ।। সে রূপ তুলনা নাহি এ তিন ভুবনে। রূপ রূপ পায সেই রূপ দবশনে ।। অরুণ অম্বুজ জিনি দুই পদতল। অনুপম সাজে তায পঞ্চ পঞ্চদল ।। শ্রীমণি মঞ্জির সাজে এ হেন চরণে। যার ধ্বনি শুনে মোহে মদন আপনে ।। অতি কৃষ কটি পাছে ভাঙ্গে অঙ্গভরে। বিধি বাঁধিয়াছে তাহা ত্রিবলীর ডোরে।। শ্যাম অঙ্গে শোভে ভাল চারু পীতাম্বরে। স্থির হযে চপলা কি আছে জলধরে ।। নীলমণি দোলা জিনি বক্ষঃ

পরিসর। দোলায় যুবতী মতি তাহে নিরন্তর ॥ কিয়ে করীশুণ্ড জিনি দুই বাহুদণ্ড। হেরিয়া মানিনী মান হয় খণ্ড খণ্ড ॥ মোহন-মুরলী তাহে সাজে মনোহর। অধরে মিলিত বিম্ব দেখিতে সুন্দর ॥ কণ্ঠে মুক্তাহার বনমালা সুশোভিত। চরণ অবধি তাহা হয়েছে লম্বিত ॥ অলকা আবৃত মুখ অধর সুরঙ্গ। দশনে রসনাযুক্ত মুরলীর সঙ্গ ॥ নাসাতটে বিকাসে লম্বিত মুক্তাফল। নীলমণি দর্পণ ঝলকে গণ্ডস্থল ॥ শ্রীমুখচন্দ্রের রাজা মন্ত্রী দ্বিনয়ন। যুক্তি করি লুটে ব্রজনারী মন ধন। ভালে ভাল চন্দনের বিন্দু জিনি ইন্দু। হেরিয়া উথলে নারী মনোভব সিন্ধু ॥ মকর কুণ্ডল কর্ণে দোলে মনোহর। কামিনীর কুল মীন গ্রাসে নিরন্তর ॥ চাঁচর চিকুর চূড়া শিখিপুচ্ছ তায়। নবগুঞ্জা বেড়া তাহে কামিনী মাতায় ॥ মদন মদনে মোহ হেরিয়া বদন। কি আর কহিব কুল কামিনী কথন ॥ যথাযুক্ত অলঙ্কারে অলঙ্কৃত অঙ্গ। হেলি ঢুলি চলি যায় সুবলের সঙ্গ ॥ নববধূগণ ডুবি রূপের পাথারে। মগন হইল মন আঁখি মাত্র ঝুরে ॥ প্রেমভাবে ব্রজবধূ হৈল বিভাবিতা। যতন করিয়া ভাব করযে গোপিতা ॥ গোপন করিতে চাহে করিতে না পারে। গুরুজন গঞ্জন সহযে অনিবারে ॥ গুমরি গুমরি ঝরে হৃদি জ্বর জ্বর। কৃষ্ণময় হৈল সবে বাহির অন্তর ॥ নিতি২ অনুরাগ সিন্ধু উথলিল। প্রেম-সিন্ধু সলিলে শ্রীকৃষ্ণ ডুবাইল ॥ গোপীর প্রেমেতে হরি অস্থির হইলা। গোপীরে করিব দয়া নিশ্চয় করিলা ॥ ব্রজনাথ পাদপদ্ম হৃদয়ে বিলাস। রূপের তরঙ্গে ভাসে বিশ্বম্ভর দাস ॥

পয়ার। জৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনিগণ। শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা পীযূষ মিলন ॥ প্রফুল্লিত চিত্তে শুকদেব যোগীশ্বর। পরীক্ষিতে কহিছেন লীলা মনোহর ॥ সেই সব কথা কহি শুন সাবধানে। পাইব পরমানন্দ সে লীলা

শ্রবণে ।। তবেত শরৎকাল হইল উদিত। শরৎ কুসুমে বৃন্দাবন কুসুমিত ।। মদনমোহন বেশ ধরিয়া গোবিন্দ। বৃন্দাবন মাঝে গেলা হইয়া আনন্দ ।। দেখ কুসুমিত সব তরুলতাগণ। মল্লিকা মালতী যুথী ফুটে মনোরম ।। পারিজাত চম্পক করবী নাগেশ্বর। পন্নাগ শেফালিজাতী পারুল টগর ।। অশোক কিংশুক জবা কুন্দ করবীদার। ছয় ঋতু পুষ্প বৃন্দাবনে সুপ্রচার ।। মন্দ সুশীতল বহে মলয়া পবন। কুসুমের মধু গন্ধে মাখা মনোরম ।। উদয় শরৎ শশী হইল আকাশে। প্রফুল্লিত কুমুদিনীগণ সুপ্রকাশে ।। শ্যামল চিকণ কিবা যমুনার জল। শরচ্চন্দ্র চন্দ্রিমাতে করে ঝলমল ।। বন শোভা দেখি ব্রজ-কুমুদিনী প্রাণ। গোপী সহ বিহরিব কৈল অনুমান ।। তাহে উদ্দীপন ভাব হইল উদয়। পূর্ব্বদিক নিরখিযা প্রফুল্লহৃদয় ।। পূর্ব্বদিক নায়িকা সমান জ্ঞান করে। কান্ত সম হযে বিধু তাহাতে বিহরে ।। দেখিযা গোবিন্দ অতি হৃদযেউল্লাস। মনোহর লীলা আজি করিব প্রকাশ ।। এতেক চিন্তিযা হরি ত্রিভঙ্গ হইয়া। গোপীর মোহন বেণু অধরে লইযা ।। মধুর মধুর পদ করিয়া গাঁথনি। গোপীকার নাম ধরি ডাকে ব্রজমণি ।। মধুর সুস্বরে ডাকে আইস ত্বরা করি। তৃপ্তময় কর হেরি বনের মাধুরী ।। সে বাঁশীর শব্দ শুনি ব্রহ্মাণ্ড মোহিত। ব্রজ-গোপীগণ সব ধাইল ত্বরিত ।। শ্রীব্রজনাথ পদ হৃদযে বিলাস। বিশ্বম্ভর দাস লীলা রচিতে উল্লাস ।।

পয়ার। এইরূপ বাঁশী শুনি গোপিকা অস্থির। যেহ যেই রূপে ছিলা হইল বাহির ।। কেহ গাবী দুহিতেছিলেন নিজ ঘরে। দোহনের ভাণ্ড ফেলি ধাইল সত্বরে ।। স্বামি-সেবা ছাড়িযা ধাইল কোনজনে। শিশু ভূমে ফেলি কেহ করিল গমনে ।। কেহ কেহ করিতে ছিলেন কেশ বেশ। অর্দ্ধবেশে ধাইলেন নাহি বান্ধেকেশ ।। ভরমে উলটাবেশে

কেহ কেহ ধায়। মুক্তাহার পরে কটি কিঙ্কিণী গলায়॥ পদেতে নূপুর কেহ করেতে কঙ্কণ। পদাঙ্গুলে অঙ্গুরী পরিলা কোনজন॥ নাসায কুণ্ডল কেহ গজ মুক্তা কাণে। একচক্ষে কৈলা কেহ কজ্জল লেপনে॥ এইরূপে গোপীগণ উন্মত্ত হইয়া। বংশী শুনি ধাইলেন স্বভাব ভুলিয়া॥ বান্ধিল কাহার পতি যাইতে না দিল। বন্ধন করিযা গৃহে মুদিযা রাখিল॥ বিকল হইয়া সেই মুদিয়া নয়ন। কৃষ্ণপদ ধ্যান করে হযে একমন॥ সেই পদ ধ্যানেতে ঘুচিল অমঙ্গল। পাপ পুণ্য ফল তার ঘুচিল সকল॥ প্রেমময হৈয়া সেই কৃষ্ণ কাছে গেল। হরি আলিঙ্গন আগে ধ্যানেতে পাইল॥ তবে সব গোপী পরস্পর অলক্ষিতে। উন্মত্ত হইযা আইলা শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাতে॥ সারি সারি দাণ্ডাইলা হরি বিদ্যমানে। সবার ঈষৎ দৃষ্টি গোবিন্দ বদনে॥ গোপীব সমাজে দেখি গোপীর জীবন। হাসিযা জিজ্ঞাসা করে মঙ্গল কারণ॥ কহ ভাগ্যবতীগণ আইলে কুশলে। গমন কারণ কিবা কহ রাত্রিকালে॥ ব্রজে কি বিপদ হৈল কহ ত্বরা করি। অসুরে কি পীড়িলেক গোপের নগরী॥ ব্রজেব অকার্য্য আমি দেখিতে না পারি। বিপদ করিব মুক্ত কহ ত্বরা করি॥ কিবা মোরে দেখিতে বা আইলে এখানে। ইবে দেখা হৈল গৃহে করহ গমনে॥ এ ঘোর রজনী তাতে তোমরা স্ত্রীজাতি। বিলম্বে কুযশ হবে যাহ শীঘ্রগতি॥ মাতা পিতা পুত্র ভ্রাতা পতি বন্ধুগণ। খুঁজিযা আকুল ঘরে করহ গমন॥ ইষ্টদেব সম নিজ পতিরে জানিবে। মুর্খরা হইলে তবু ভক্তিতে সেবিবে॥ বনশোভা দেখিতে যদ্যপি আগমন। শোভা নিরখিলে ইবে করহ গমন॥ শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। বিশ্বম্ভর দাস লীলা রচিতে উল্লাস॥

পযার। এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের নিঠুর বাণী শুনি। বিষণ্ণ বদন সব গোপের রমণী॥ মাথা নামাইয়া সবে ধরণী

নিবখে। মেদিনী বিদরে পদ অঙ্গুলের নখে ।। কতক্ষণ গোপীগণ মৌনভাবে রয়ে। সক্রোধে কহবে কিছু নিশ্বাস ছাড়িযে ।। শুন নাথ যাব হেতু ত্যজি ঘব দ্বার। ঘোব বনে আমরা করিনু অভিসার ।। এতেক নির্ষ্ঠুব বাক্য তার যোগ্য নয়। আপনে বিচাব কর যাহা যুক্তি হয় ।। সত্য সে পবম ধর্ম্ম পতিব সেবন। সকলের পতি তুমি সবার জীবন ।। তোমা ছাড়া পতি নাথ কেবা আছে আব। অন্য জনে পতি জ্ঞান সেই ধিক্ ছার ।। এইরূপে গোপীর করুণা বাক্য শুনি। তুষ্ট হৈবা আশ্বাস করিলা ব্রজমণি ।। সবা লইযা গেলা তবে যমুনা পুলিনে। সবাব মনের আশা করিলা পূবণে ।। মণ্ডলী করিযা হরি করে রাসলীলা। কৃষ্ণেব সহিত সুখে নাচে ব্রজবালা ।। কৃষ্ণ পাইযা বিহ্বল হইলা নারীগণ। মনে মনে নিজ ভাগ্য করে প্রশংসন ।। জগতের মাঝে মাত্র আমরা প্রধান। আমাদের বশ মাত্র হন ভগবান ।। এইরূপে গর্ব্বিতা হইলা গোপীগণ। মনে মনে জানিলেন যশোদানন্দন ।। প্রিযা-গণে অনুগ্রহ অধিক কারণে। অন্তর্দ্ধান হৈলা হরি রাধি-কার সনে ।। মণ্ডলীব মাঝে সবে নাহি হেরে হরি। হায২ কবি কান্দে বিলাপ আচরি।। কিবা অপবাধ নাথ না দেহ দর্শন। তোমা হীন বৃথা প্রাণ করিয়ে ধারণ ।। দরশন দেহ ব্রজবমণীর বন্ধু। পার কর গোপীনাথ আব দুঃখসিন্ধু ।। করুণা কবিযা কেন কব নিঠুবালি। তোমাহীন গোপীগণ মবিব সকলি ।। এতবলি কান্দি২ সব গোপী ধায়। মালতী মল্লিকা জাতি দেখিযা সুধায ।। শুনহ মালতী সখী গো-পীব জীবনে। এ পথে যাইতে কিবা দেখেছ আপনে ।। মল্লিকা দেখেছ কিবা কৃষ্ণেরে যাইতে। উত্তর না পাইয়া পুনঃ যায তথা হৈতে ।। শুন যুথী জানি তুমি আমাদের সখী। গোবিন্দ উদ্দেশ কহি কর সবে সুখী ।। তবে তুলসীরে দেখি কহে নম্রবাণী। সত্য কথা কহ গোবিন্দেব

প্রিয়া তুমি ।। উত্তর না পায়ে জিজ্ঞাসেন বৃক্ষগণে। কহ আম্র কদম্বাদি সুসত্য কথনে ।। রামের অনুজে কিবা দেখেছ যাইতে। উত্তর না পাযে কোথা কান্দযে ব্যথিতে ।। শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম মকরন্দ। পান করি বিশ্বম্ভর দাস মহানন্দ ।।

পযার। তবে সব গোপী কৃষ্ণ বিচ্ছেদে ডুবিল। কৃষ্ণময হযে নিজ দেহ বিস্মরিল ।। কৃষ্ণের যতেক লীলা করযে প্রকাশ। কেহ বলে কৃষ্ণ আমি করহ বিশ্বাস ।। দেখ এই পূতনার বধিনু জীবন। তৃণাবর্ত্তে এই দেখ করিনু নিধন ।। এই দেখ জমল অর্জ্জুন কৈনু ভঙ্গ। কালীয মস্তকে দেখ মোর নৃত্য রঙ্গ ।। এই দেখ গোবর্দ্ধন ধরি বাম হাতে। বস্ত্র হরি রাখি এই কদম্ব শাখাতে ।। এইরূপ পরস্পর হরি লীলা রসে। ডুবি গেল তনু মন বাহ্য না প্রকাশে ।। কতক্ষণে পুনর্ব্বাহ্য হইল উদয়। হা নাথ বলিযা সবে বিলাপ করয় ।। বনে বনে ভ্রমি বুলে পাগলিনী প্রায়। প্রাণনাথে না দেখিয়া ধূলায লোটায ।। ওথা রাধাসনে হরি নিভৃত কাননে। পুষ্প তুলি বিহরয়ে হরষিত মনে ।। প্রিয়া অঙ্গে পুষ্পবেশ করিলা শ্রীহরি। কৃষ্ণ কৃত বেশে আরো সাজিল সুন্দরী ।। একেলা কৃষ্ণেরে পাযে হৈলা গর্ব্ববতী। মনে জানি অন্তর্দ্ধান হৈলা গোপীপতি ।। অন্তর্দ্ধান হৈলা বাগ বৃদ্ধির কারণ। কৃষ্ণ হারাইয়া রাই করযে রোদন ।। সেই কালে গোপী সব আইলা সেইখানে। ক্রন্দনের শব্দে গেলা রাই সন্নিধানে ।। রাধিকার দশা দেখি কাতর ললিতা। কোলে করি ধূলা ঝাড়ি ঘুচাইল ব্যথা ।। তবে রাধা সহ সবে পুলিনে আইলা। কৃষ্ণ গুণ বিলাপিযা গাইতে লাগিলা ।। শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথমঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস ।।

তবে সবে এক মেলি হইযা। কৃষ্ণগুণ সুপদে গাঁথিয়া ।।
গান করে যত গোপীগণ। প্রেমজলে ঝরযে নযন ।।

নাথ তব কথামৃত সার। নাশ করে কল্মষ বিকার ॥ তপ্ত প্রাণ করয়ে শীতল। শ্রবণের করয়ে মঙ্গল ॥

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহং। শ্রবণ মঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবিগৃণন্তিয়ে ভুরিদাজনাঃ ॥

মন্মথ বিষ তাপে মরি। চরণ হৃদয়ে দেহ হরি ॥ ফণী ফণা বিষ আছে তথি। অতএব মাগি প্রাণ পতি ॥ হৃদযেতে মদন হুতাশ। বিষের মিলনে হইবে নাশ ॥ অধর অমৃত দেহ দান। যাহাতে সরত উপাদান ॥ কমল সমান সে চরণে। কেমনে ভ্রমণ কর বনে ॥ গোপীকুচ কঠিন মানিয়া। হৃদযে সাধরে ভয় পাইয়া ॥ সে পদে কণ্টক কুশা বাজে। আসি মোরা করিনু অকাযে ॥ ছাড বরং আমা সবাকায। আর না হাঁটিও রাঙ্গাপায় ॥ যত বাজে তোমার চরণে। বাজে তত আমাদের প্রাণে ॥ এই দুঃখে কর নাথ পার। আর প্রাণ না কর সংহার ॥

যত্তে যুজাত চরণাম্বুজরুহং স্তনেষ ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয দধী মহি কর্কশেষু। তেনাটবী মটসিহদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎকুপাদিভী ভ্রমতিধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥

এইরূপে সব গোপীগণ। বিরহ সলিলে নিমগন ॥ শ্রীব্রজনাথ পদ আশ। বিলপয়ে বিশ্বম্ভর দাস ॥

পয়ার। শুকদেব কহে রাজা শুন সাবধানে। এই রূপে গোপীগণ করে বিলপনে। লজ্জিত হইলা রসিকের চূড়ামণি। গলে পীতাম্বর ধরি আইলা তখনি ॥ মদনের মন মোহে বদন সুন্দর। হাস্যমুখ শিরে চূড়া রঙ্গিম অধর ॥ মনোহর মুরলী ধরিয়া বামহাতে। গোপী মাঝে দাণ্ডাইলা অবনত মাথে ॥

তাসা মাবিরভুচ্ছৌরিঃ স্মযমান মুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মথমন্মথঃ॥

প্রাণনাথ দেখে সবে পাইলেন প্রাণ। ঈষৎ কটাক্ষ করি কৃষ্ণ মুখ চান॥ কেহ কৃষ্ণ করে ধরে কেহবা চরণে। কেহ এক দৃষ্টে মুখ করে নিরীক্ষণে॥ সবা লয়ে গেলা কৃষ্ণ কালিন্দী পুলিনে। নানাজাতি কুসুম শোভিত সেই খানে॥ তবে গোপীগণ বক্ষ কাঁচলি বসনে। থরে থরে বাঁধি উচ্চ করিল যতনে॥ তাহে বসাইযা কৃষ্ণে কহে নম্র বাণী। নিবেদন শুন পণ্ডিতের চুড়ামণি॥ ভজিলে না ভজে আর ভজযে ভজিলে। না ভজিলে ভজে কেহ জগত মণ্ডলে॥ ইহার কারণ কিবা কহ বিস্তারিযা। শুনিযা গোবিন্দ কহে ঈষৎ হাসিযা॥ ভজিলে ভজযে এই লোক ব্যবহার। ইহাতে সৌহৃদ্য নহে স্বাথ আপনার॥ না ভজিলে পুত্র পিতা ভজে করুণায়। ভজিলে না ভজে তাহা কহি যে তোমার॥ আত্মারামগণ আদি ভজিলে না ভজে। আমি কভু নহি প্রিযে এই সব মাঝে॥ আমারে যে ভজে তারে প্রসন্ন কারণ। অনুরাগ বৃদ্ধি তার করি সর্ব্বক্ষণ॥ দরিদ্র পাইবা ধন যদি সে হারায। পুনঃ তাহা পাইলে দেখ কত সুখ পায়॥ এইরূপ যাবে মোর দযা অতিশয। তাবে এইমত করি জানিহ নিশ্চয॥ যে রূপ তোমরা মোরে করিলে ভজনে। সত্য ঋণী হইলাম তোমাদের স্থানে॥ দেবতা সমান যদি পরমায়ু পাই। তথাপি সুধিতে ধার মোর শক্তি নাই॥

ন পারযেহং নিরবদ্য সংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপিবঃ যামাভজন দুর্জ্জর গেহ শৃঙ্খলাং সংবৃশ্চ্যতদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥

এত বলি সন্তুষ্ট করিলা গোপীগণে। প্রেমায় পূর্ণিতা গোপী কৃষ্ণের বচনে॥ শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। লীলার তরঙ্গে ভাসে বিশ্বম্ভর দাস॥

পযার। তবে হরষিতে হরি যমুনার তীবে। গোপী-গণ সহ রাস করে মনোহরে॥ কিবা সে যমুনা শোভা না যায় কহনে। ঝলমল করে জল তাহার কিরণে॥ নানা জাতি পুষ্প বিকশিত তার তীবে। মধুগন্ধে মাতি সব ভ্রমর ঝঙ্কারে॥ কুহুঽ নিনাদে ডাকযে পিকগণ। শুক শারী আদি সব গায় মনোবম॥ তবে পূর্ণ করিতে সবার অভিলাষ। যত কান্তা তত রূপ হইলা প্রকাশ॥ এক গোপী এক কৃষ্ণ করে কবে ধবি। মণ্ডলী কবিযা নাচে বিনোদ মাধুবী॥ মণ্ডলীব মধ্যে কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গে। কবে কবে ধবি ধবি নাচে অতি রঙ্গে॥ দুই দিগে দুই গোপী মাঝে শ্রীগোবিন্দ। দুই দিগে কৃষ্ণ মাঝে গোপী মহানন্দ॥ এক এক কনক-কমল মাঝে মাঝে। একএক ইন্দীবব মাঝে মাঝে সাজে॥ তাল মান অঙ্গহাবে নাচয হরিবে। সুযন্ত্র মিশাযে গাব প্রতি মন তোষে॥ পদে তালবাদ্য নূপুবের রণরণি। সংহতি মিলিযা বাজে বলযা কিঙ্কিণী॥

বলযানাং নূপুবাণাং কিঙ্কিণীনাঞ্চ যোষিতাং।
স্বপ্রিযাণা মভুচ্ছব্দস্তুমুলো রাসমণ্ডলে॥

স রি গ ম প ধ নি আলাপে সপ্ত স্বব। পঞ্চদশ প্রকাব গমক মনোহব॥ মোল্লাব কর্ণাট গৌরী কামোদ কেদাব। দেশাগ বসন্ত বেলাবেলী শ্রীগান্ধার॥ মাগধী কৌষিকী পালি তোডি গোণ্ডকরী। বাবাড়ি ললিত রামকিবী আশাবরী॥ এ আদি বাগেতে গায মধুর সুস্ববে। নিঃসর্ব্ব শবদযুক্ত অতি মনোহবে॥ কন্দর্প রূপক বঙ্গ একতাল যতী। এ আদি তালেতে নৃত্য মন্দ দ্রুতগতি॥ মুবজ ডমুরু ডম্ফ বিপঞ্চী মহতী। বংশী বীণা আদি বাদ্য সুমধুর অতি॥ বাজে তথ থৈয়া তিগড তিথৈযা। গাইছে আআতি অই অতি আআ॥ কন্দর্পের দর্প চূর্ণ করে কণ্ঠ-স্বরে। মোহিত ত্রিদিব বাসী অনিমিখে হেরে॥ সংহতি

রাগিণীগণ রাগের মণ্ডলী। স্তব্ধ হয়ে আছে সবে করি কৃতাঞ্জলি ॥ মহারাস স্বর্গ হৈতে দেখে দেবগণ। স্থকিত হইয়া দেখে না চলে নয়ন ॥ মণ্ডলে বসিয়া শশী হইলা মোহিত। রথ রাখি সভা দেখে হইয়া স্থকিত ॥ কতকাল করে রাস না যায় লিখন। ব্রহ্মাণ্ড স্থকিত স্তব্ধ চরাচরগণ ॥ তবে হরি সবা লয়ে করি জলে কেলি। নিকুঞ্জে প্রবেশ কৈল মহাকুতূহলি ॥ সাথে গোপীগণ কৃষ্ণে করাইলা ভোজন। হরষিত হইলেন গোপীর জীবন ॥মহানন্দ প্রকাশিয়া রাধার বল্লভ। গোপীগণে কহে অতি করিয়া গৌরব ॥ যাহ গোপীগণ এবে আপন আলয়। তোমা সব ছাড়া আমি নহি সুনিশ্চয় ॥ গোবিন্দ বচনে গোপী বিচ্ছেদে কাতর। কাতরে ব্যথিত সবে গেলা নিজঘর ॥ কেহ কিছু না জানিল মায়ার কারণে। গোবিন্দের প্রেম-জাগে সবাকার মনে ॥ ব্রহ্মরাত্রি বিলসিয়া প্রভু ভগবান। আনন্দে আপন গৃহে করিলা প্রয়াণ ॥ এই লীলা শ্রবণে উথলে সুখসিন্ধু। অতএব শ্রদ্ধা মনে শুন সব বন্ধু ॥ অতি সুবিস্তার লীলা বর্ণিতে কে পারে ॥ পূর্ণ নহে মনস্কাম বিস্তারের ডরে ॥ অতএব ভক্তগণ করহ করুণা। যা লিখি শুনিয়া পূর্ণ করহ বাসনা ॥ মজিয়া শ্রীগুরু-পাদপদ্ম-মধু-রসে। বিশ্বম্ভর দাস রাস রচিল উল্লাসে ॥

পয়ার। জৈমিনি বলয়ে শুন অপূর্ব্ব কথন। এই মত বিহরয়ে ব্রজের জীবন ॥ শঙ্খচূড় দৈত্য কংস করিল প্রেরণ। তারে বধি মণি পাইলেন নারায়ণ ॥ কোন দিন গেলা কৃষ্ণ গোধন চারণে। গোপীগণ কৃষ্ণগুণ করিলেন গানে ॥ সে সব বিস্তার লীলা রহিল বর্ণিতে। পুস্তক বিস্তার ভয়ে নারিনু লিখিতে ॥ তবে বৃষাসুরে হরি বিনাশ করিল। শুনিয়া কংসের মনে ভয় উপজিল ॥ হেনকালে নারদ আইলা কংস স্থানে। পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া কংস বসায় আসনে ॥ মুনি কহে কংস তুমি না জান কারণ। কৃষ্ণ

বলবাম বসুদেবের নন্দন ।। দেবকীতনয় কৃষ্ণ রাম রোহি-
ণীর । করহ উপায় ইথে শুন মহাবীর ।। তব অপচয় আমি
না পারি দেখিতে । পাইবামাত্র সন্ধান আইলাম কহিতে ।
শুনি ক্রোধানলে জ্বলে কংস দুরাশয় । আজি বসুদেবে
আমি নাশিব নিশ্চয় ।। এত বলি আদেশ করিল দৈত্য-
গণে । বসুদেবে নিরাশ করহ এইক্ষণে ।। শুনিয়া নিবর্ত্ত
তারে কবিলেন মুনি । রাম কৃষ্ণ হেতু চেষ্টা করহ আপনি ।।
তবে কংস আদেশ করিল দৈত্যগণে । লৌহময় পাশে বদ্ধ
কর দুইজনে ।। আদেশ পাইয়া দৈত্যগণ কোপভরে । বন্ধন
করিল বসুদেব দেবকীবে ।। নারদ বিদায় হৈযা গেলা
যথা স্থানে । কেশী নামে অসুরে পাঠায় বৃন্দাবনে ।। অশ্ব
রূপ ধরি কেশি মহা ভয়ঙ্কর । শব্দ করি প্রবেশিল ব্রজেতে
সত্বর ।। সশঙ্কিত ব্রজবাসী তাহার গর্জ্জনে । লীলায়
শ্রীহরি তারে করিলা নিধনে ।। তবে ব্যোমাসুরে নষ্ট
করিলা গোবিন্দ । বৃন্দাবনে বিহরেন পরম আনন্দ ।। ওথা
কংস শুনিয়া এ সব বিবরণ । দুষ্ট দৈত্যগণে ডাকি বলে
ততক্ষণ ।। রাম কৃষ্ণ বিনাশিব উপায় করিয়া । এত বলি
অক্রূরেরে বলযে ডাকিয়া ।। তুমি মাত্র বন্ধু মোর এই
মথুরায । ব্রজেতে গমন তুমি করহ ত্বরায ।। ধনুর্যজ্ঞ হেতু
নন্দে করি নিমন্ত্রণে । রাম কৃষ্ণ সহ আন মথুরা ভবনে ।।
রথে করি দুইজনে আনিবে সত্বরে । মিত্রকার্য্য করি তুষ্ট
করহ আমারে ।। শুনিয়া অক্রূর শীঘ্র বিদায় হইল । কৃষ্ণ
দরশন হেতু উৎসাহ বাড়িল ।। শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি
আশ । জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস ।।

পয়ার। অক্রূর আনন্দ মনে করিলা গমন । সন্ধ্যা-
কালে প্রবেশিলা নন্দের ভবন ।। কংস নিমন্ত্রণ ব্রজরাজে
জানাইলা । শুনি ব্রজপতি অতি হরিষ হইলা ।। অক্রূর
কহয়ে নন্দ রামকৃষ্ণ সনে । মথুরানগরে যাবে কংস সন্নি-
ধানে ।। শুনি নন্দ ব্রজমাঝে দিলেন ঘোষণা । মথুরানগর

কালি যাব সর্ব্বজনা ।। কৃষ্ণ বলরাম আর ব্রজবাসী সনে। মথুরানগরে কালি যাব সর্ব্বজনে ।। কৃষ্ণ বলরাম ইহা করিলা শ্রবণ। প্রভাতে মথুরা যাইতে করিলেন মন ।। এত শুনি যশোদার বিষাদিত মন। কৃষ্ণেরে কহয়ে কিবা করিয়ে শ্রবণ ।। কালি নাকি গমন করিবে মথুরার। প্রাণ স্থির নহে বাপ কহবে ত্বরায় ।। শুনি মৌন হয়ে হরি না দিলা উত্তর। যশোদা ক্রন্দন করে হইয়া কাতর ।। হায়২ কিবা এই দুর্দ্দৈব ঘটিল। বুঝি ব্রজপতি অতি অবোধ হইল ।। তিল এক চিত্ত স্থির নহে যাহা বিনে। সে যাবে মথুরা আমি বাঁচিব কেমনে ।। রাম কৃষ্ণ কভু আমি যাইতে না দিব। না শুনিলে নিশ্চয়ই পরাণ ত্যজিব ।। জননীর ক্রন্দনে অস্থির হৈল হরি। প্রকারে করিলা শান্ত সুপ্রবোধ করি ।। ওথা সখী সঙ্গে রাধা বসিয়া নির্জ্জনে। শ্রীকৃষ্ণের গুণ কহে হরষিত মনে ।। হেনকালে করিলেন ঘোষণা শ্রবণ। অকস্মাৎ যেন কোটি বজ্রের নিস্বন ।। কি শুনি কি শুনি বলি পড়ে মূর্চ্ছা হয়ে। প্রাণ হত ন্যায় রহে স্তম্ভিত হইয়ে ।। শ্বাস মাত্র নাহি আর বহয়ে নাসায়। দেখি ব্রজ গোপীগণ করে হায় হায় ।। কর্ণমূলে উচ্চৈঃস্বরে কহে শ্যামনাম। সে নাম শ্রবণে কতক্ষণে হৈল জ্ঞান ।। বাহ্যজ্ঞান পায়ে রাই করয়ে রোদনে। বিধাতারে নিন্দা করে অতি দুঃখ মনে ।।

তথাহি।

অহোবিধাত স্তবন স্কচিদ্দয়া সংযোজ্য মৈত্রপ্রণ-
য়েন দেহিনঃ। তাং শ্চাকৃতার্থন্ বিযুনঙ্ক্ষ্য-
পার্থকং বিচেষ্টিতং তের্ভক চেষ্টিতং ।।

আহে বিধি তব দয়া নাহিক কখন। উভয়ে করিয়া তুমি মৈত্র নিয়োজন ।। বিচ্ছেদ করহ আশা না হতে পূর্ণিত। বালকের চেষ্টা ন্যায় তোমার চরিত ।। এই রূপ রাধা আদি সব গোপীগণে। অনেক বিলাপ করি করিলা

রোদনে ॥ আমার শকতি নহে সে সব বর্ণনে। পাষাণ গলিত হয় রোদন শ্রবণে ॥ শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি ধ্যান। বিশ্বম্ভর দাস কহে কৃষ্ণলীলাখ্যান ॥

পয়ার। প্রাতঃকালে উঠি কৃষ্ণ ভাবেন অন্তরে। অঙ্গীকার করিয়াছি গোপীর গোচরে ॥ কভু না ছাড়িব করিয়াছি অঙ্গীকার। কেমনে মথুরা যাব করয়ে বিচার॥ মরিবেক ব্রজবাসী আমা অদর্শনে। জননীর প্রাণ না রহিবে কদাচনে॥ আমা গত হয় সব ব্রজবাসী প্রাণ। আমার গমনে সবে হইবে অজ্ঞান ॥ এতেক চিন্তিয়া হরি উপায় করিয়া। বলরাম সহ চলে বিমানে চাপিয়া ॥ রোহিণী যশোদা কান্দে কুল নারীগণ। পশু পক্ষী আদি সব করয়ে রোদন ॥ অক্রূরের সহিত যান দোঁহে রথোপরে। নন্দ সহ গোপ আইসে পশ্চাৎ সত্বরে ॥ অক্রূরেরে বহু লীলা দেখাইয়া পথে। সায়ংকালে প্রবেশ করিলা মথুরাতে ॥ রথে হৈতে নামি দুই ভাই হরষিতে। পুরী শোভা দেখিয়া চলিলা রাজপথে ॥ বহু লীলা কৈলা পথে বলরাম হরি। রজকের মস্তক কাটিলা হাতে করি॥ বসন লইল তার বাছিয়া বাছিয়া। বস্ত্র পরে তন্তুবায়ে করুণা করিয়া ॥ মালাকার ঘরে গিয়া পরিলেন মালা। রাজপথে চলিলেন দিক করি আলা ॥ কুবজীর চন্দন পরিলা গিরিধারী। কুঁজ ঘুচাইয়া কৈল পরম সুন্দরী ॥ প্রসন্ন হৃদয়ে তারে করুণা করিয়া। রাম সহ চলিলেন মহা সুখী হৈয়া ॥ নগরের মাঝে হরি করয়ে গমন। মথুরার নব নারী করে দরশন॥ ধাইল যতেক লোক কৃষ্ণেরে দেখিতে। কুলের কামিনী ধায় চিত্ত পুলকিতে॥ পঙ্গু কান্ধে করি অন্ধ গেল দরশনে। দেখি পদ চক্ষু পাইলেক দুইজনে ॥ কৃষ্ণেরে দেখিয়া যত মথুরানগরী। এক দৃষ্টে করে পান রূপের মাধুরী ॥ গোপীর সৌভাগ্য সব করে প্রশংসন। ধন্য ব্রজনারী ধন্য সবার নয়ন ॥ হেন রূপ

নিরবধি দেখিল নযনে। তাহাদের ভাগ্য সীমা না যায় কহনে ।। এই রূপে প্রশংসা করয়ে সর্ব্বজন। দুই ভাই রাজদ্বারে করিলা গমন ।। কংসের ভবনে হরি হৈলা উপ নীত। ধনুর্যজ্ঞ যথা তথা গেলেন ত্বরিত ।। দুই জনে যজ্ঞ স্থানে গমন করিয়া। বামহাতে তুলি ধনু শ্রীহরি হাসিয়া। মধ্যে ভাঙ্গি ফেলে যেন ভাঙ্গে ইক্ষু দণ্ড। ঘোরতর শব্দ তাব হইল প্রচণ্ড ।। স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল শব্দে পূর্ণ হৈল। শব্দ শুনি কংস ভযে কাঁপিতে লাগিল ।। তবেত বক্ষক গণ আইল কুপিযা। তাসবে নাশিলা ভগধনু প্রহারিয়া ।। তবে নন্দ আদি সঙ্গে মিলিয়া শ্রীহরি। উত্তম ভবনে গেলা সুখে ত্বরা করি ।। প্রক্ষালন কবি পদ শীতল হইলা। নিশিতে উত্তম ভোগ ভোজন করিলা ।। সুখে নিদ্রা গেলা দুঁহে গোপগণ সঙ্গে। মথুরা নিবাসী গুণ প্রশংসযে রঙ্গে ।। শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস ।।

পযার। ওথা কংস ধনুভঙ্গ সংবাদ পাইল। বিপরীত কথা শুনি হৃদযে কাঁপিল ।। আপনি আলযে দুষ্ট করিল শযনে। বহু অমঙ্গল রাত্রে দেখিল নযনে ।। মরণ নিশ্চয দুষ্ট জানিযা অন্তরে। তথাপিয কাল হেতু সাহস আচারে ।। প্রভাতে উঠিয়া সব মল্লেরে ডাকিল। রাম কৃষ্ণ বধিবারে আদেশ কবিল ।। মল্লযুদ্ধ রাজ্য মাঝে কবিল ঘোষণ। শুনিয়া দেখিতে ধায পুরবাসীগণ ।। শত২ রাজা বসিলেন চারিভিতে। মাঝে মঞ্চে বৈসে কংস অতি দুঃখ চিতে ।। সুবর্ণ পর্ব্বতে যেন ভূষিত অঙ্গার। হেনই কুৎসিত সভা মাঝে দুরাচার ।। প্রাতঃকালে রাম কৃষ্ণ জাগিযা ত্বরিতে।, প্রাতঃকৃত্য করিয়া সাজিলা হরষিতে ।। নন্দ আদি গোপগণ আনন্দে চলিলা। পশ্চাৎ শ্রীরাম কৃষ্ণ গমন করিলা ।। উপনীত দুই ভাই হৈল রাজ দ্বারে। মনোহর বেশ দোঁহে জগমনোহরে ।। সেই দ্বারে

আছে মত্ত কুবলয করি। গভীর শব্দেতে ডাকি বলে তবে হরি।। শীঘ্রকরি কুবলযে বাখহ অন্তরে। নতুবা পাঠাই শীঘ্র অন্তক নগরে।। কৃষ্ণের বচন শুনি রক্ষক কুপিত। কৃষ্ণের উপর করী চালায ত্বরিত।। কালান্তক যম যেন আইসে করীবর। হাসিয়া তাহার শুণ্ডে ধরে গদাধর।। যেমন সুপর্ণ অবহেলে সর্পে ধরে। সেই রূপ ধরি তুলে শূন্যের উপরে।। দুই তিন পাক মারি দিলেন আছাড। প্রাণ হত হৈল হস্তী চূর্ণ হৈল হাড।। তবে তার দন্ত উপাড়িযা গদাধর। প্রহার করিলেন সেই রক্ষক উপর।। একই প্রহারে সেই পরাণ ত্যজিল। একে একে দ্বারীগণে বিনাশ করিল।। তবে দুই ভাই হস্তীদন্ত করি স্কন্ধে। সভামাঝে প্রবেশ করিলা মহানন্দে।। যার যেই ভাব কৃষ্ণে সে দেখে সে রূপ। মল্লগণে দেখে ইন্দ্রবজ্রের স্বরূপ।। নরে দেখে নরবর নারীতে মদন। স্বজনে দেখযে গোপ শাস্তা দুষ্টগণ।। নন্দ মহাশয কবে নিজ শিশুজ্ঞান। মৃত্যুবর্গ ভোজপতি করে অনুমান।। কংস পক্ষ বিপ্র দেখে বিরাট স্বরূপ। যোগীগণ দেখে পর তত্ত্বের স্বরূপ।। নিজ কুলদেব দেখে যত বৃষ্ণিগণে। বলরাম সঙ্গে রঙ্গে আইলা যখনে।। দুইঁরে দেখিযা উড়ে কংসের পরাণ। ব্রজনাথ পদ ভাবি বিশ্বম্ভর গান।।

তথাহি। মল্লনাম শনির্ণনাং নরবরস্ত্রীণাং স্মরো-
মূর্ত্তিমান্ গোপানাং স্বজনোসতাং ক্ষিতি ভুজং।
শাস্তাস্বপিত্রোঃ শিশুঃ মৃত্যু ভোজপতের্বিরাড
বিদুষাং তত্বং পরং যোগিনাং বৃষ্ণিনাং পর দৈব-
তেতি বিদিতোরঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ।।

পযার। চানুর কহযে তবে রামকৃষ্ণ প্রতি। শুন রাম দামোদর আমার ভারতী।। বৃন্দাবনে দুই ভাই কৈলে গোচারণ। মল্লযুদ্ধে কুশল শুনিয়াছি দুজন।। আজি যুদ্ধ

কর দুহেঁ রাজা সন্নিধানে। সন্তোষ হৈবেন রাজা যুদ্ধ দরশনে।। শ্রীকৃষ্ণ কহেন রাজা মথুরার পতি। উচিত করিতে হয রাজার পীরিতি।। কিন্তু শিশু আমরা চাহিযে সম সর। তোমার সহিত নহে উচিত সমর।। চানুর কহযে তুমি গুপ্তবেশধারী। কুবলযে বিনাশিলে শিশু কি বিচারি।। কপট ছাড়িযা যুদ্ধ কর আমা সনে। সম্মতি করিলা করি তাহার বচনে।। সভায় বসিলা তবে যত বীরচয়। অদ্ভুত দেখিযা সবে প্রফুল্ল হৃদয।। অসুর ক-রিবে যুদ্ধ রাম কৃষ্ণ সনে। চমকিত ব্রজরাজ ভাবে মনে মনে।। রক্ষা কর জগন্নাথ প্রভু নারাযণ। বিপদে রাখহ আজি আমার নন্দন।। দুই ভাই রণস্থলে করযে বিহার। দেখি সব সভাবাসী মানে চমৎকার।। চানুর মুষ্টিক তবে রণস্থলে আসি। গভীর গর্জ্জন করে কাঁপে সভা-বাসী।। চানুর সহিত যুদ্ধ আরম্ভিলা হরি। দেখযে সকল লোক মহানন্দে ভরি।। বাহুং ছাঁদি ছাঁদে চরণে চরণ। ঘন মালসাট মারে গভীর গর্জ্জন।। ক্ষণে ক্ষণে লম্ফ কভু কভু আস্ফালন। লীলায ক্ষণেক রঙ্গ কৈলা নারাযণ।। তবে ক্রুদ্ধ হযে হরি কহযে চানুরে। আরে দুষ্টআসিযাছ যুদ্ধ করিবারে।। এইক্ষণে পাঠাইব অন্তক আলয। ঘরে ফিরি আর না যাইবে দুরাশয।। এতেক বলিয়া চুলে ধরিলা তাহার। তুলিযা ঘুরান ঊর্দ্ধে চক্রের আকার।। কত ক্ষণ ঘুরাইযা দিলেন আছাড়। ভাঙ্গিল মাথার খুলি চূর্ণ হইল হাড।। পরাণ ছাড়িযা সেই মুক্ত হৈয়া গেল। তবে রাম মুষ্টিকেতে যুদ্ধ আরম্ভিল।। বাহু বাহু ভিড়ি দুহেঁ করে মহারণ। মাথে মাথে ঠেলাঠেলি গভীর গর্জ্জন।। দুহাঁকার মালসাট হুঙ্কার গর্জ্জনে। ঘোরতর শব্দ কিছু নাহি শুনি কাণে।। লম্ফ দিযা উঠে কভু ঊর্দ্ধের উপর। ত্রাসিত দেবতাগণ দেখিয়া সমর।। কতক্ষণ রঙ্গ যুদ্ধ করি বলরাম। উদ্যম করিল তার বধিবারে প্রাণ।। করিলা

মুষ্টিকাঘাত মুষ্টিক উপরে। প্রাণ হত হৈল দুষ্ট সেইত প্রহারে ॥ আকাশে দুন্দুভি শব্দ করে দেবগণে। শ্রীব্রজনাথ পদে বিশ্বম্ভর ভণে ॥

পয়ার। তবে কুটশল তোশলাদি মল্লগণে। একে একে দুইভাই করিলা নিধনে ॥ দেখিয়া ত্রাসিত হৈল কংস দুষ্টমতি। নাহি জানে ওই রূপ আপনার গতি ॥ অতি ক্রোধে পাড়ে গালি যাহা আইসে মনে। বসুদেব দেবকী দেব উগ্রসেনে ॥ মহাক্রোধ হৈয়া তবে প্রভু যদুবর। লম্ফদিয়া উঠিলেন মঞ্চের উপর ॥ খড়্গ উঠাইল কংস কৃষ্ণেরে হানিতে। কেশে ধরি কংসেরে ফেলিলা ধরণীতে ॥ বুকের উপরে তার বৈসে যদুবীর। সহিতে না পারে ভার হইল অস্থির ॥ বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি হইলেন যদুবর। পর্ব্বত উপরে যেন শৃঙ্গ মনোহর ॥ কাহার শকতি সহিবারে সেই ভার। পরাণ ছাড়িল কংস করিয়া হুঙ্কার ॥ কংসতেজ মিশাইল গোবিন্দ চরণে। স্বর্গ হৈতে কুসুম বরিষে দেবগণে ॥ তবেত টানিয়া সেই কংসের শরীর। কত দূরে লইয়া চলিলা যদুবীর ॥ ধরণী কম্পিত হৈল কংসের নিধনে। গোপকুল যদুকুল আনন্দ সঘনে ॥ কংসের নিধনে দেবপুরে কোলাহল। জয়২ দুন্দুভি বাজয়ে সুমঙ্গল ॥ কংস পরিবার সব ব্যাকুল কান্দিয়া। সবা প্রবোধিলা হরি আশ্বাস করিয়া ॥ তবে রামকৃষ্ণ দুহেঁ হরিষে চলিলা। বন্ধ হৈতে বাপ মায়ে মোচন করিলা ॥ প্রথমে ঈশ্বর ভাব দুহাঁর হইল। মায়ায় মোহিয়া শেষে পুত্র বুদ্ধি কৈল ॥ বসুদেব দেবকী নন্দন করি কোলে। সিঞ্চিলা দুহাঁর অঙ্গ নয়নের জলে ॥ তবে দুহেঁ প্রবোধিলা জগতের পতি। উগ্রসেনে বন্ধ মুক্ত কৈল শীঘ্রগতি ॥ যযাতির শাপ হেতু রাজা না হইলা। রাজসিংহাসনে উগ্রসেনে বসাইলা ॥ আনন্দিত সর্ব্বজন নিরখি বদন। মহানন্দ তরঙ্গে ডুবিল যদুগণ ॥ একদিন সংহতি লইয়া হলধরে।

দুঃখ মনে গেলা নন্দ পিতার গোচরে ॥ কৃষ্ণে দেখি কহে নন্দ চল বৃন্দাবনে। কহিতে না আইসে কিছু কৃষ্ণের বদনে ॥ নন্দ বলে কেন তাত নাহি কহ বাণী। বলরাম কহে গৃহে চলহ আপনি ॥ দিনকতক থাকি মোরা মথুরা নগরে। দুষ্টগণে নষ্ট করি যাব ব্রজপুরে ॥ এতেক শুনিয়া নন্দ মূর্চ্ছিত হইল। ব্রজনাথ পদে বিশ্বম্ভর বিরচিল ॥

ত্রিপদী। মূর্চ্ছাগত ব্রজপতি, দেখিয়া বিকল অতি, কহিলেন রাম জনার্দ্দন। বদনে সিঞ্চিয়া নীর, করিলেন কিছু স্থির, কহে পিতা দুঃখ কি কারণ ॥ তুমি যাহ ব্রজ-মাঝে, আমরা অতি অব্যাজে, গমন করিব বৃন্দাবনে, শুনিয়া ব্রজের পতি, চলিলেন দুঃখমতি, রামকৃষ্ণ রহিলা বিমানে ॥ নন্দ ব্রজে প্রবেশেন, যশোমতী শুনিলেন, ধাইলেন কৃষ্ণে দেখিবারে। দেখে একা আইসে নন্দ,নাহি সঙ্গে নেত্রানন্দ, জিজ্ঞাসিলেন কৃষ্ণ কতদূরে ॥ শুনিয়া রাণীর কথা, করিলেন হেটমাথা, কহিতে বচন নাহি স্ফুরে। ফুকরি কান্দয়ে নন্দ, আর সব গোপবৃন্দ, কান্দি কহে কৃষ্ণ মধুপুরে ॥ বজ্রাঘাত সম বাণী, শুনি তবে নন্দ-রাণী, পড়ে তাথ মূর্চ্ছিত হইয়া। বুঝি দেহে নাহি প্রাণ, করে সবে অনুমান, বিলপয়ে রাণীরে ঘেরিয়া ॥ হাকৃষ্ণঽ বলি, সবে গাড় যায় ধূলি, কান্দে সব ব্রজবধূগণে। হায় কোথা চন্দ্রানন, দেহ ত্বরা দরশন, না রহে জীবন তোমা বিনে ॥ শ্রীদামাদি সখা কান্দে, চিত্ত স্থির নাহি বান্ধে, কান্দে বৃন্দাবন বাসী সব। গাবী তৃণ নাহি খায়, শুক শারি নাহি গায়, পিকগণ হইল নিরব ॥ বিরহাব্ধি উথলিল, সকলে তাহে ডুবিল, প্রবোধ করিবে কেবা কার। উপায় শ্রীকৃষ্ণ বিনে, আর কেহ নাহি আনে, এবিপদে করহ উদ্ধার ॥ ভাবাবেশে কতক্ষণে, করে সবে দরশনে, যেন কৃষ্ণ সম্মুখে আসিয়া। কহে সুধা মাখাকথা, আমিত না যাই কোথা, তোমরা কান্দহ কি লাগিয়া ॥ এই

বৃন্দাবন ভূমি, ত্যজিয়া কোথায় আমি, তিল এক না করি গমন। সত্য২ সুনিশ্চয়, সত্য এই সুনিশ্চয়, সকলে ত্যজহ দুঃখ মন॥ একথা শুনিয়া সবে, দুঃখ মন ত্যজি তবে, যেন কৃষ্ণে হৃদয়ে পাইল। স্বস্বভাবে ভোব হয়ে, ভাবাবেশে কৃষ্ণে লয়ে, সুখে সবে নিজ গৃহে গেল॥ বৃন্দাবন লীলাসাব, বেদেতে না পায় পার, কি লিখিব আমি মূর্খ ছাব। ব্রজনাথ পদ আশে, কহে বিশ্বম্ভর দাসে, ব্রজজন ভাব রত্নসার॥

পয়ার। ওথা হরি মথুরায় বলরাম সঙ্গে। রাত্রি দিন বিহার করয়ে অতি রঙ্গে॥ তবে কত দিন সুখে মথুরা বিহারি। অবন্তীনগরে গেলা বলরাম হরি॥ অবন্তীনগরে মুনি সন্দিপনি নাম। তথা বিদ্যা শিখিলেন হরি বলরাম॥ মৃতপুত্র অন্তক নগর হৈতে আনি। গুরুরে দক্ষিণা দিলা যড় চূড়ামণি॥ তবে গুরুস্থানে দুহেঁ বিদায় হইয়া। মথুরানগরে গেলা মহাসুখী হইয়া॥ তবেত উদ্ধবে পাঠাইলা বৃন্দাবনে। তিহোঁ গিয়া শান্তাইলা ব্রজবাসিগণে॥ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়বাক্য কহি সবাকারে। বুঝাইয়া আইলেন কৃষ্ণের গোচরে॥ ব্রজবাসি হেতু হরি অতি উৎকণ্ঠিত। সেইত প্রসঙ্গ সদা উদ্ধব সহিত॥ পূর্ব্বেতে সুন্দরী হরি কৈলা কুবুজারে। বাঞ্ছাপূর্ণ কৈল তার হারষ অন্তরে॥ কংসের শ্বশুর তবে জরাসন্ধ রাজা। মগধে নিবাস তার বলে মহাতেজা॥ শুনিল কংসেরে কৃষ্ণ করিল নিধন। যুদ্ধ করিবারে সেই করিল গমন॥ ত্রয়োবিংশ অক্ষৌহিণী সেনা সাথে করি। আসিয়া বেড়িল দুষ্ট মথুরানগরী॥ দেখিয়া তাহার কায প্রভু ভগবান। পৃথ্বী ভার বিনাশিব কৈলা অনুমান॥ দিব্য দুই রথ উপস্থিত সেইক্ষণে। দারুক সারথি আছে হরির বিমানে॥ তবে অতি ক্রোধভরে হরি সঙ্কর্ষণ। সংগ্রামের স্থলে দোঁহে করিলা গমন॥ গদা হাতে গদাধর

গমন করিলা। বলরাম হাতে হল মুষল ধরিলা।। দুই ভাই গদা হল মুষলের ঘাতে। বিপক্ষের সেনাগণে করিলা নিপাতে।। ভগ্ন সৈন্য জরাসন্ধ যায় পলাইয়া। পাছে বলরাম তাবে যান খেদাড়িয়া।। নিবর্ত্ত করিলা কৃষ্ণ বিনয় বচনে। দুই ভাই গেলা তবে নিজ নিকেতনে।। এইমতে জরাসন্ধ সপ্তদশবার। পূর্ব্ববৎ সেনা সনে আইল দুরাচার।। সেইরূপ দুইভাই সকলে নাশিলা। ব্রজনাথ পদে বিশ্বম্ভর বিরচিলা।।

পযার। ঈশ্বরের মন ইচ্ছা কে পারে বুঝিতে। আববার জরাসন্ধ আইল যুঝিতে।। কাল যবনের সহ মৈত্রতা করিল। তিনকোটি ম্লেচ্ছ আসি মথুরা বেড়িল।। বেড়িল ম্লেচ্ছের ঠাট শ্রীহরি দেখিযা। বলরাম সনে তবে যুকতি করিযা।। স্থির কৈল সমুদ্রেতে নির্ম্মাইব পুরী। বিশ্বকর্ম্মা স্মরণ করিলা ত্বরা করি।। আসি বিশ্বকর্ম্মা যোড়হাতে দাণ্ডাইলা। তাহারে দেখিযা হরি আদেশ করিলা।। সমুদ্রেতে পুরী এক কবহ নির্ম্মাণ। মনোহর পুরী হবে দ্বারকা আখ্যান।। বিচিত্র করিযা স্থান কর মনোহর। শত কোটি অট্টালিকা রচিবে সুন্দর।। আজ্ঞা মাত্র বিশ্বকর্ম্মা রচিয়া সত্বরে। আসি নিবেদন কৈলা গোবিন্দ গোচরে।। শুনি হরষিত হৈল গোবিন্দের মন। যোগবল প্রকাশ করিয়া ততক্ষণ।। জ্ঞাতি বন্ধু পরিবার কুটুম্বের গণে। মুহূর্ত্তেকে আনিলেন দ্বারকাভুবনে।। দ্বারকা নিবাসে হরি রাখি সবাকারে। রাম সহ আইলেন মথুরানগরে।। শূন্যরথ অস্ত্র প্রভু চতুর্ভুজ হইযা। আইলা গড়ের দ্বারে বলরাম লইযা।। দেখিযা যবন রাজা জানিল তাঁহারে। এই বসুদেব সুত চারি হাত ধরে।। কৃষ্ণে মারিবারে ধায যবন রাজন। দেখিয়া দিলেন রড় প্রভু নারায়ণ।। পাছু খেদাড়িযা ধায় ম্লেচ্ছ অধিকারী। পর্ব্বত উপরে উঠিলেন চক্রধারী।। পর্ব্বতে উঠিল কাল যবন পশ্চাতে। দেখি

প্রবেশিলা হরি পর্ব্বত গুহাতে ॥ গুহা প্রবেশিল কাল যবন তখনে। মুচুকুন্দ নৃপতি তথা আছয়ে শয়নে ॥ পদাঘাত করে তারে বজ্রের সমান। নিদ্রা ভাঙ্গি নরপতি চক্ষু চেলি চান ॥ দৃষ্টি মাত্রে ভস্মরাশি হৈল দুরাশয়। মুচুকুন্দে দয়া হরি কৈলা অতিশয় ॥ বহুবিধ স্তব কৃষ্ণে করিলা রাজন। তাঁহারে প্রসন্ন হইলেন নারায়ণ ॥ প্রণাম করিয়া রাজা বিদায় হইলা। বহুতীর্থ ভ্রমি বদরিকাশ্রমে গেলা ॥ শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথমঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস ॥

পয়ার। পুনঃ আরবার হরি মথুরা আসিয়া। তিন কোটি ম্লেচ্ছে তবে বিনাশ করিলা ॥ এন সব লয়ে চলে দ্বারকানগরে। পথে জরাসিন্ধু পুনঃ সেনাসহ বেড়ে ॥ কি রূপে কি লীলা করে কে পারে জানিতে। ব্রহ্মাদির অগোচর অন্য কি ইহাতে ॥ পুনঃ ত্রয়োবিংশ অক্ষৌহিণীতে বেড়িল। ভয় বিনাশন ভয়ে ভীতপ্রায় হৈল ॥ ধন জন ফেলি পলাইলা দুইজনে। পাছে ধায় জরাসন্ধ করিয়া গর্জ্জনে ॥ অতিউচ্চ পর্ব্বতে উঠিলা দুইজনে। দেখি জরাসিন্ধু রাজা চিন্তে মনে মনে ॥ বেড়া অগ্নি দিয়া আজি মারিব দুর্জ্জন। তবে দুঃখ দূরে যায় কংসের নিধন ॥ এত ভাবি বেড়া অগ্নি দিলেক পর্ব্বতে। অতি বিপরীত অগ্নি উঠে চতুর্ভিতে ॥ চটচটি শব্দেতে গিরির কাষ্ঠ পুড়ে। নানাজাতি পক্ষী নানা পশু পুড়ি মরে ॥ তবে রামকৃষ্ণ সেই পর্ব্বত হইতে। লম্ফ দিয়া মালসাটে পড়িলা ভূমিতে ॥ এগার যোজন উচ্চ হইতে পড়িলা। নিজ জন কাছে পুনঃ আসিয়া মিলিলা ॥ ধন জন লয়্যা দুহেঁ গেলা দ্বারকাতে। জরাসন্ধ মনে করে মরিল নিশ্চিতে ॥ নিষ্কণ্টক হইল করিয়া অনুমান। সেনা সহ মগধেতে করিল প্রয়াণ ॥ এথা হরি দ্বারকায় করিলা নিবাস। নিতি নব নব লীলা করেন প্রকাশ ॥ দ্বারকার শোভা কিছু না যায় বর্ণন।

স্থানেং শোভয়ে বিচিত্র উপবন ।। স্থানেং নির্ম্মাণ সুন্দর সরোবর। অমৃত সমান জল স্বাদু মনোহর।। কুমুদ কহ্লার পদ্ম সরোবর জলে। হংস সারসাদি পক্ষী খেলে কুতূহলে।। সরোবর ধারে কুসুমিত তরুগণ। প্রতিবিম্ব জলে তার শোভা মনোরম।। নগরের দুইপার্শ্বে বকুলের শ্রেণী। স্থানেং উদ্যান পক্ষীর রব শুনি।। কত কত অট্টালিকা কনকে নির্ম্মাণ। প্রতি স্থানে এক এক কুসুম উদ্যান।। শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। রচিল নূতন গীত বিশ্বম্ভর দাস।।

পয়ার। নগরের মধ্যে পুরী মণিতে নির্ম্মাণ। তাতে পরিবার সনে রহে ভগবান।। অষ্টাদশ মাতা রহে অষ্টাদশ পুরে। শত কোটি অট্টালিকা পুরীর ভিতরে।। নীলমণি রক্তমণি শ্বেত পীত মণি। স্ফটিক হীরকস্তম্ভে মুকুতা ঝুলনি।। চন্দ্রকান্ত সূর্য্যকান্ত মণি পদ্মরাগে। প্রতি গৃহে শোভিত নয়নে ছটা লাগে।। দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠ হয় দ্বারকা নগর। সুখে নিবসিলা তথি হরি হলধর।। রেবত রাজার কন্যা রেবতী নামেতে। বিবাহ করিলা রাম অতি হরষিতে রুক্মিণীরে বিবাহ করিলা ভগবান। শুনি পরীক্ষিত জিজ্ঞাসিলা মুনিস্থান।। কিরূপে বিবাহ করিলেন যদুবর। সেই কথা বিস্তারিয়া কহ মুনিবর।। জৈমিনী বলয়ে শুক এ কথা শুনিয়া। কিরূপে কহিলা তাহা শুন মন দিয়া।। বিদর্ভ নগরে রাজা ভীষ্মক নামেতে। মহাসাধু ধর্ম্মশীল বিখ্যাত জগতে।। রাজার নন্দন পঞ্চ মহাবলবান। রুক্মি জ্যেষ্ঠ রুক্মরথ রুক্মবাহু নাম।। রুক্মকেশ রুক্মমালী রুক্মিণী নন্দিনী। সেই কন্যা রূপে পৃথ্বী প্রধানা বাখানি।। গোরোচনা গলিত কাঞ্চন জিনি অঙ্গ। অপাঙ্গ ইঙ্গিতে মূর্চ্ছা করয়ে অনঙ্গ।। কৃষ্ণপতি বাঞ্ছি গৌরী করে আরাধনা। কৃষ্ণে পতি দেহ এই করয়ে প্রার্থনা।। ভীষ্মকরাজার ইচ্ছা কৃষ্ণে কন্যা দিতে। রুক্মি দুরাচার হৈল পাষণ্ড

তাহাতে।। দমঘোষ পুত্র সহ সম্বন্ধ করিল। বিবাহের দিন তবে নির্ণল হইল ।। রাজগণে রুক্মি পাঠাইল নিমন্ত্রণ। বিবাহ শুনিয়া শিশুপাল হৃষ্টমন ।। ভীষ্মক নৃপতি অতি হৈল বিষাদিত। দুষ্ট পুত্র জানি অতি পাইল মনে ভীত।। হায় হায় হেন ভাগ্য কেমনে হইব। ত্রিজগত গুরু পদে কন্যা সমর্পিব।। বিলাপ করিয়া রাজা করয়ে রোদন। রুক্মিণী এসব কথা করিলা শ্রবণ।। কান্দিয়া কান্দিয়া দেবী কহে সখীগণে। অভাগিনী হেন ভাগ্য পাইব কেমনে।। এসব কর্ম্মের দোষ কারে কি বলিব। কৃষ্ণে পতি না পাইলে নিশ্চয় মরিব।। হায় কোথা আছ কৃষ্ণ বিপদ ভঞ্জন। নিজ দাসী মরে তব করহ রক্ষণ।। এতবলি প্রিয়া তবে চিন্তি মনেং। পুরোহিত আনাইয়া করে নিবেদনে।। ত্বরিতে গমন কর দ্বারকানগরে। মোর নিবেদন কহ শ্রীকৃষ্ণ গোচরে।। শোকনীরে ডুবিল রুক্মিণী তব দাসী। ত্রাণ কর দীননাথ বিদর্ভেতে আসি।। দীনবন্ধু নাম তুমি করহ ধারণ। ছাড়িবে সে নাম হৈল রুক্মিণী মরণ।। ভুবন সুন্দর তুমি তব গুণ শুনি। প্রাণ মন ও চরণে দিয়াছে রুক্মিণী।। এইরূপে বহুবিধ করিয়া মিনতি। দ্বারকায় বিপ্রে পাঠাইলা শীঘ্রগতি।। শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস।।

পয়ার। জৈমিনি বলয়ে তবে শুন মুনিগণ। দ্বারকা নগরে দ্বিজ করিলা গমন।। দ্বারকার শোভা দেখি ব্রাহ্মণ বিস্ময়। মনে ভাবে মনুষ্যের সাধ্য এত নয়।। সাক্ষাৎ ঈশ্বর কৃষ্ণ অখিলের পতি। দরশন করি আজ পাব অব্যাহতি।। এই মনে চিন্তা করি গেলেন সভায়। ব্রাহ্মণ দেখিয়া উঠিলেন যদুরায়।। পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া বিপ্রে করিয়া পূজন। সুধাসার স্বাদু দ্রব্য করাইলা ভোজন।। উত্তম শয্যায় বিপ্র করিলা শয়ন। আপনি করেন হরি পাদ সম্বাহন।। ব্রাহ্মণের প্রিয় সে ব্রহ্মণ্যদেব হয়।

ব্রাহ্মণের মহিমা অন্যেতে বিদ্য নয় ।। বিনয় করিযা কৃষ্ণ জিজ্ঞাসে ব্রাহ্মণে । এদেশ পবিত্র হেতু আইলে কি কারণে ।। দ্বিজবর কহে হরি নিবেদন করি । রুক্মিণী ভীষ্মক কন্যা ভুবন সুন্দরী ।। শিশুকাল হৈতে পতি তোমাবে বাঞ্ছিযা । সেবিল গৌরীর পদ একান্ত হইয়া ।। পিতা তাব ভীষ্মক তোমাবে কন্যা দিতে । মন কৈল রুক্মি হৈল পাষণ্ড তাহাতে ।। দামুঘোষ পুত্র শিশুপাল চেদীপতি । সম্বন্ধ কবিল রুক্মি তাঁহার সংহতি ।। এই কথা শুনিযা রুক্মিণী দুঃখ মনে । আমাবে পাঠাইযা দিলা তব সন্নিধানে ।। বিলম্ব করহ যদি তথায় যাইতে । রুক্মিণী ত্যজিবে প্রাণ কহিল নিশ্চিতে ।। যেই কথা কহিলেন করি নিবেদন । এত কহি কহে দ্বিজ রুক্মিণী বচন ।।

তথাহি রুক্মিণী বচনং । শ্রুত্বাগুণান্ ভুবন সুন্দর শৃণ্ব তাংতে নির্ব্বিশ্য কর্ণবিবরৈ হর তোঽঙ্গ তাপং । রূপং দৃশাং দৃশিমতা মখিলাত্মলাভং ত্বয্যচ্যুতা বিশতি চিত্তম পত্রপংমে ।।

ভুবন সুন্দর কৃষ্ণ করি নিবেদন । তোমার বিনোদ গুণ করিযা শ্রবণ ।। হৃদি প্রবেশিবা সেই গুণ কর্ণদ্বারে । শীতল হইল অঙ্গ তাপ গেল দূরে ।। অখিল মোহন রূপ নয়ন আরতি । শুনিয়া দেখিতে সাধ হয প্রাণপতি ।। দেহ প্রাণ সমর্পণ কৈনু ও চরণে । দাসীরে করহ দযা আপনার গুণে ।। শুন সিংহ পুরুষ করিয়ে নিবেদন । সিংহ ভাগ লইতে শৃগাল করে মন ।। তব পাদপদ্ম যোগী নাহি পায ধ্যানে । উমাপতি বাঞ্ছে সদা যে দুই চরণে ।। তাহার উদয় যদি মম ভাগ্যে হয । তবেত জানিব দয়াময় সুনিশ্চয ।। এইমতে বহু বিধ রুক্মিণী বচন । কহিযা বলেন বিপ্র মধুর বচন ।। রুক্মিণীর নিবেদন কহিনু তোমায় ।

যাহা ইচ্ছা করহ এখন যদুরায়।। শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি ধ্যান। বিশ্বম্ভর দাস কহে মঙ্গল বিধান।।

পয়ার। রুক্মিণীর সন্দেহ শুনিয়া যদুবীর। অতি উৎকণ্ঠিত মনে হইলা অস্থির।। হাসিয়া কহিলা বিপ্র বিদর্ভে যাইব। শোকসিন্ধু হইতে রুক্মিণী উদ্ধারিব।। এতবলি উৎকণ্ঠায় রাত্রি শেষ করি। প্রভাতে দারুকে আজ্ঞা দিলেন শ্রীহরি।। শীঘ্র সজ্জা কর রথ বিদর্ভে যাইব। ত্বরা যত্ন করহ বিলম্ব না সহিব।। আজ্ঞায় দারুক রথ আনে ততক্ষণে। বিপ্র সহ মহানন্দে চাপিয়া বিমানে।। এক রাত্রে বিদর্ভেতে আইলা শ্রীহরি। ভীষ্মক পুত্রীর স্নেহ এড়াইতে নারি।। শিশুপালে কন্যা দিতে উদ্যোগ করিল। বিবাহের দিনে রাজগণ তথা আইল।। জয় জয় সুমঙ্গল বিদর্ভনগরে। সেইত রাত্রিতে হরি আইলা তথাকারে।। বিদর্ভ নগর রাজা সাজাইল যতনে। সারি সারি রোপিল কদলি তরুগণে।। চিত্রধ্বজ পতাকা সাজয়ে পথ মাঝে। মাঙ্গল্য তোরণ পুষ্পমালা ভাল সাজে।। তবে সুমঙ্গল কর্ম্ম করয়ে যতনে। পিতৃ দেবে পূজিলেন বিধিব বিধানে।। কন্যারে মঙ্গল স্নান করায়ে রাজন। দাসীগণে আজ্ঞা দিল বেশের কারণ।। আজ্ঞা মাত্রে দাসীগণ অঙ্গবেশ কৈল। যথাযোগ্য ভূষণে সে অঙ্গ সাজাইল।। একে সে রূপ অসীমা বেশ কৈল তায়। কি কহিব সেই শোভা বর্ণন না যায়।। তবে শিশুপালে আভ্যুদয়িক করাইল। শিশুপাল সহায় অনেক রাজা আইল।। জরাসন্ধ দন্তবক্র পৌণ্ড্রকাদি করি। সভায় বসিয়া কহে অতি গর্ব্ব করি।। ওহে শুনিয়াছ কৃষ্ণ গোপের নন্দন। ক্ষত্রিয় সহিত চাহে করিতে মিলন।। মহারাজা শিশুপাল কুলেতে প্রধান। কৃষ্ণের বাসনা হৈতে ইহার সমান।। এইমত গর্ব্ব করি কহে বারবার। সাধু রাজাগণ শুনি দুঃখিত অপার।। ওথায় রুক্মিণী দেবী ধরি সখীকরে।

অত্যন্ত করিয়া খেদ কহযে তাহাবে।। কহ সখি আর প্রাণে কিবা প্রযোজন। না আইলা যদুবর আমার জীবন।। না আইল সেই দ্বিজ সংবাদ লইয়া। নিশ্চয মরিব আমি কিছু না শুনিযা।। এতেক বিলাপ করি হইল ব্যথিত। ব্রজনাথ পদে বিশ্বম্ভব বিরচিত।।

ত্রিপদী। কাঁদিছে রুক্মিণী, আমিত অভাগিনী, চাহিব কতপথ তার গো। খাইব বিষ আমি, নিশ্চয এই বাণী, মানা না শুনিব আব গো।। সে দ্বিজ না আইল, না জানি কি হইল, বিবাহ নিশি সখি আজি গো। হরিবপদ বিনে, ত্যজিব এ জীবনে, বৃথায ইথে কিবা কায গো।। মহেশ অনুকুল, কেন গো না হইল, কিবা অপবাধ গো। বিমুখী মহেশানী, দেখিযা এ পাপিনী, না দিল মম মন সাধগো।। এতেক বিলপন, শুনিযা সখীগণ, প্রবোধে কেন তুমি কাঁদগো। ভক্তবৎসল সেই, শুনেছি দৃঢ় এই, আসিবে তোর শ্যামচাঁদগো।। এ তোব বাম আঁখি, স্ফুবিছে হেন দেখি, বিলাপ না কবহ আব গো। দেখগো একসখী বাহিব হযে দেখি, আইল কিবা তুমি সার গো।। তাহাব শুনি কথা, হইয়া উনমতা, বাহিব হযে কেহ চায গো। দেখযে রথোপর, নবীন জলধর, নূপুর সাজে রাঙ্গাপায গো।। দেখিযা সেই সখী, হয্যা হরিষ মুখী, হাসিযা তাঁবে আসি কয গো। ত্যজহ বিলপন, আইল প্রাণধন, ঘুচিল তব সব ভয গো।। তাহার বাণী শুনি, হরিষ রুকমিণী, পুলকেপূর্ণিত কায গো। আনন্দে আঁখি ঝুরে, বচন নাহি স্ফুরে, হাসিযা সখী মুখ চায গো।। রাজার আদেশনে, অম্বিকা ভবনে, সখীর সনে তবে যায গো। হইয়া উপনীতে, পরম হরষিতে, পূজিল অম্বিকা মায় গো।। জুকর যুড় তবে, কহযে আগো শিবে, মাগিয়ে এই তব পায গো। কৃষ্ণেরে দেহ পতি, কহি প্রণমি সতী, সখীর্ণ পুনঃ যায় গো।। চলিতে মঞ্জীব, বাজয়ে সুমধুর, নীতম্বে

কিঙ্কিণী দাম গো। দেখিয়া মুখশশী, কিরণ ঢাকে শশী, হইল কম্পিত কায গো॥ কুটিল কুন্তলে, বিনোদ বেণী দোলে, সখীর করে ধরি যায় গো। হৃদয়ে ভাবি হরি, চলিছে ধিবি ধিরি, গগণপথে ঘন চায় গো॥ শ্যামে না নিরখিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া, সখীরে কয় গো। কোথায প্রাণপতি, দেখাও ত্বরা অতি, তা বিনে প্রাণ নাহি রয গো॥ কহিছে এই বাণী, তখনি যদুমণি, আসিয়া তথা কহে তায গো। আর না কাঁদ প্রিয়ে, এতেক কহিয়ে, লইয়া রথোপরে যায গো॥ শ্যামের বাম ভিতে, রুক্মিণী শোভে রথে, দুজনে ভালশোভা পায়গো। অসত নৃপ যত, হইয়া চমকিত, কে লইল বলি সবে চায গো॥ ব্যাসের বাণী সার, পীযূষ সুধাধার, তাহাতে ডুবিয়া সদায গো। শ্রীব্রজনাথ পদ, ধ্যানে এ সম্পদ, বিশ্বম্ভর দাস গায গো॥

পয়ার। তবে দুষ্ট রাজাগণ দেখি এত কায। অপমান পাইয়া সবে বলে সাজ সাজ॥ সমুদ্র সমান সেনা বেড়িল হরিরে। চারিদিকে অস্ত্র সবে বরিষণ করে॥ শক্তি জাঠা মুষল মুদ্গর শেল আব। ইন্দ্রজাল ব্রহ্মজাল খরশান ধার॥ অর্দ্ধচন্দ্র গারুড়াস্ত্র ত্রিশূল তোমর। বায়ু বরুণাস্ত্র আদি অস্ত্র খরতর॥ শরজালে অন্ধকার হইল অম্বর। ত্রাসিত রুক্মিণী দেবী রথের উপর॥ আশ্বাসিয়া কহে হরি মধুর বচন। ভয় দূরে ত্যজ প্রিয়ে স্থির কর মন॥ এসব পতঙ্গ বিনাশিব এইক্ষণে। এতবলি শরজাল কাটেন তখনে॥ আপনার অস্ত্র মারি প্রভু ভগবান। বিপক্ষের সেনাগণে কৈলা খান খান॥ কত হাতী ঘোড়া সেনা পড়িল অপারে। রক্তনদী বহে সেনা তাহাতে সাঁতারে॥ এই রূপে ভগবান করেন সংগ্রাম। হেনকাহে তথা উপনীত বলরাম॥ নীলধটি কটি আঁটি মত্ত হলধর। চলি চলি গতি ভরে কাঁপে ধরাধর॥ লাঙ্গল মুষল করে আইলা রণস্থলে। বিপক্ষ দেখিয়া রাম জ্বলে কোপানলে॥

লাঙ্গল ঘুরাইয়া তবে প্রভু শঙ্কর্ষণ । বিপক্ষের সেনা রাশি করিলা মর্দ্দন ।। পলাইল রাজাগণ সহিতে না পারে । জরাসন্ধ দন্তবক্র পশ্চাৎ না হেরে ।। ভগ্নসৈন্যে ধায় ছুঁহে আর কাশীশ্বর । আর যত দুষ্টগণ ধাইল সত্বর ।। জরাসন্ধে শিশুপাল কাঁদি তবে কয় । আমার কি গতি হবে কহ মহাশয় ।। জরাসন্ধ কহে তুমি স্থির কর মন । জয় পরাজয় সব দৈবের ঘটন ।। এই রূপে জরাসন্ধ তারে প্রবোধিলা । তবে রাজাগণ নিজ নিজ স্থানে গেল ।। তবে রুক্ম অপমান না পারি সহিতে । অক্ষৌহিণী সেনা লয়ে আইল যুঝিতে ।। রহ রহ গোপাল না পলাইহ ডরে । এত বলি সেনা লয়ে ধায় কোপভরে ।। রথ ফিরাইয়া হরি মারে তারে বাণ । হাতের ধনুক কাটি কৈলা দুইখান ।। পুনঃ পুনঃ ধনু রুক্মী যত হাতে নিল । চক্ষুর নিমিষে হরি সকল কাটিল ।। খড়্গ চর্ম্ম লয়ে ধায় কৃষ্ণেরে হানিতে । তাহাও কাটিয়া হরি ফেলে ধরণীতে ।। তবে ক্রোধযুক্ত হৈয়া প্রভু ভগবান । অস্ত্র হাতে নিলা তার বধিতে পরাণ ।। ভ্রাতৃ বধ হয় দেখি রুক্মিণী কাতরে । হরির চরণে ধরি নিবেদন করে ।। শ্যালকে বধিতে নাথ উপযুক্ত নয় । ভিক্ষা মাগি ভ্রাতৃ দান দেহ দয়াময় ।। ঈষৎ হাসিয়া অস্ত্র রাখিয়া শ্রীহরি । বসনে বন্ধন তারে কৈলা ত্বরা করি ।। শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ । জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস ।।

পয়ার । এইরূপে যত্নে হরি বাঁধিলা রুক্মিরে । হেনকালে বলরাম আইলা তথাকারে ।। রুক্মির বিতথা দেখি কহেন হরিরে । যুক্ত নহে শ্যালকে এমন করিবারে ।। বন্ধমুক্ত কর ভাই আমার বচনে । নতুবা অকীর্ত্তি ঘুষিবেক সর্ব্বজনে ।। এতেক কহিয়া তারে মুক্তকরি দিল । অপমান পায়ে দুষ্ট যথা স্থানে গেল ।। রাম কৃষ্ণ বিজয় করিলা দ্বারকাতে । হরষিত লোক সব আইল দেখিতে ।।

বসুদেব দেবকী বধূর মুখ দেখি। আনন্দ-সাগরে ডুবি হইলেন সুখী।। আইলা যাদবগণ রুক্মিণী দেখিতে। রূপ দেখি সবে লাগিলেন প্রশংসিতে।। হরষিত পুরবাসী সবার আনন্দ। নয়ন ভরিয়া দেখে রুক্মিণী গোবিন্দ।। তবে শুভদিনে করিলেন সুমঙ্গল। বিবাহ ঘোষণা হৈল দ্বারকা মণ্ডল।। আযোগণ করে সব মঙ্গল আচার। হুলাহুলি দেয় সবে আনন্দ অপার।। মণিতে খচিত দিব্য সুবর্ণ পীঠেতে। বসিলা রুক্মিণী কৃষ্ণ অতি হরষিতে।। ভাবে গর গর দুঁহে দুঁহা নিরখিয়া। তবে কুলনারীগণ মঙ্গল করিযা।। আনন্দিতে কবযে স্ত্রী আচার বিধান। হুলাহুলী দেয় বাজে নানা বাদ্য তান।। জ্বালিল সাতাইশ কাঠি ঘৃতেতে মাখিয়া। নিরখি দোঁহার রূপ আল্যাইল হিয়া।। বর কন্যা প্রদক্ষিণ করি সাতবার। মঙ্গল বিধান করে আনন্দঅপার।। গর্গাচার্য্য বিবাহ দিলেন শুভক্ষণে। বাসবগৃহে গমন করিলা দুইজনে।। কুলনারীগণ সব গাইছে নকুল। মধুর মধুব ঘন বাদ্য কোলাহল।। নাচয়ে নৃত্যকীগণ অঙ্গভঙ্গী-ঠামে। স্বর্গে হৈতে কুসুম বরিষে দেবগণে।। নিজ নিজ গৃহে সবে বিদায় হইলা। প্রসন্ন হৃদযে দোঁহে কৌতুকে রহিলা।। রুক্মি-বাক্য-অনলে তাপিত ছিল মন। শ্রীকৃষ্ণে পাইয়া হৈল অমৃতে সিঞ্চন।। রুক্মিণী বিবাহ যেবা শ্রদ্ধা করি শুনে। কৃষ্ণের চরণ লভ্য হয় সেই জনে।। শ্রীব্রজনাথ পদ হৃদয়ে বিলাস। লীলার তরঙ্গে ভাসে বিশ্বম্ভর দাস।।

পয়ার। জৈমিনি বলয়ে শুন মুনির মণ্ডলী। এই রূপে বিবাহ করিলা বনমালী।। কতদিনে রুক্মিনী হইলা গর্ভবতী। সেই গর্ভে জনম লভিলা রতিপতি।। প্রসব কালেতে শিশু হরিল সম্বরে। সমুদ্রে ফেলিয়া গেল আপনার পুরে।। গিলিল বৃহৎ মৎস্য কৃষ্ণের নন্দনে। ধরিল ধীবর তারে দৈবের ঘটনে।। ধীবর বেচিল মৎস্য সেইত

সম্বরে । মৎস্য গর্ভে পাইল সেই সুন্দর কুমারে ।। সম্বরের গৃহে মায়ারূপে ছিলা রতি । নারদ বচনে জানিলেন নিজ পতি ।। অতি স্নেহে পালিলেন সেই কামদেবে। নানা শাস্ত্র যুদ্ধ মায়া শিখাইল তবে ।। সময়ে সকল কথা কহিলা সুন্দরী । তত্ত্ব জানি কাম তবে সম্বরেরে মারি ।। রতি সহ চলিলেন দ্বারকাভুবনে। প্রণাম করিল গিয়া রুক্মিণী চরণে ।। পুত্রশোকে আছিলেন ব্যাকুলা হইয়া। পুত্র অনুমান করে প্রদ্যুম্নে দেখিয়া ।। কামদেব কহিলা সকল বিবরণ । তত্ত্ব জানি মহানন্দে হৈলা অচেতন।। তবে কাম বন্দিয়া সকল গুরুজনে। পুনরপি আইলেন মাতা সন্নিধানে ।। পুত্র পুত্রবধূ গৃহে সাদরে লইলা। সুখের সমুদ্রে পুরবাসী ডুবি গেলা ।। হরষিত হৈলা হরি পাইয়া তনয় । এইরূপে নিতি নরলীলা প্রকাশয়।। সত্রাজিত মণি হরণের অপযশে। জাম্বুবানে জিনি মণি আনিলা হরিষে।। জাম্বুবতী কন্যা সহ পাইলেন মণি । বিবাহ করিলা তারে দ্বারকায় আনি ।। সত্রাজিতে মণি দিলা দেবকী নন্দন । লজ্জিত হইল রাজা সুখাইল বদন ।। মণি সহ সত্যভামা কন্যা কৈল দান । তবে ইন্দ্রপ্রস্থে গেলা প্রভু ভগবান ।। যুধিষ্ঠির ভীমে হরি করিয়া বন্দনে । আলিঙ্গন কৈলা পার্থ জমক-তুজনে ।। তবেত অর্জুন সহ চাপিয়া বিমানে। যমুনার তীরে গেলা আনন্দ বিধানে ।। মৃগয়া করয়ে পার্থ মহানন্দ ভরে । বহু মৃগ মারি রাশি কৈলা থরে-থরে ।। হেনকালে তথায় দেখয়ে যদুমণি । কালিন্দী নামেতে কন্যা ভুবন মোহিনী ।। কৃষ্ণে পতি বাঞ্ছি তপ করে রূপবতী । তারে আনি বিবাহ করিলা যদুপতি ।। দিনকত ইন্দ্রপ্রস্থে রাহি ভগবান । কালিন্দী লইয়া কৈলা দ্বারকা প্রয়াণ ।।তবে মিত্রবৃন্দা নগ্নজিতা দুইজনে । বিবাহ করিলা হরি কৌতুক বিধানে ।। ভদ্রা নামে রূপবতী কীর্ত্তির নন্দিনী । তাহারে বিবাহ কৈলা যদু চূড়ামণি ।।

তবেত লক্ষণা নামে কন্যা রূপবতী। বিবাহ করিলা তারে অখিলের পতি।। রুক্মিণ্যাদি অষ্টকন্যা বিবাহ করিয়া। সত্যভামা সহ তবে গরুড়ে চাপিয়া।। নরক রাজার দেশে গেলা যদুবর। সেনা সহ নষ্ট তারে কৈলা গদাধর।। ষোড়শসহস্র কন্যা পাইলা তথায়। সবে বিভা করিলেন আনি দ্বারকায়।। তবে চূর্ণ করিয়া ইন্দ্রের অভিমান। পারিজাত আনিলেন প্রভু ভগবান।। তবে মহাব্রত করিলেন সত্যভামা। যাহাতে প্রকাশ হরি নামের মহিমা।। তবে যদুবংশ ক্রমে বাড়িতে লাগিল। প্রতি মহিষীর দশ দশ পুত্র হৈল।। সে পুত্র সবার কত হৈল পুত্রগণ। অসংখ্য সে যদুবংশ না যায় গণন।। শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। লীলার তরঙ্গে ভাসে বিশ্বম্ভর দাস।।

পয়ার। জৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনিগণ। অনিরুদ্ধ হৈলা কামদেবের নন্দন।। মিলন হইল তাঁর উষাবতী সনে। সে অতি কৌতুক কথা শুন সাবধানে।। প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন দৈত্যেশ্বর। তাহার নন্দন বলি মহা ভক্তবর।। শতপুত্র পৃথিবীতে রাখিয়া রাজন। হরিদান ছলে গেলা পাতালভুবন।। সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ বাণ হৈল মহাবলবান। সকল দৈত্যের মধ্যে হইল প্রধান।। বৈসয়ে শোনিতপুরে বাণ মহারাজ। যেন সুরপতি রহে সুরপুরী মাঝ।। মহাউগ্র তপ করি আরাধিল হরে। সাক্ষাৎ হইয়া শিব বর দিলা তারে।। সহস্রেক বাহু দিলা তাহার শরীরে। বলেতে বলিষ্ঠ হৈল ভুবন ভিতরে।। তার পুরে রহে সদা গৌরী পঞ্চানন। শূল হস্তে পুরী রক্ষা করে ষড়ানন।। একদিন মহাদেবে করিল প্রার্থন। মহারণে ইচ্ছা সদা হয় মম মন।। বাঞ্ছাপূর্ণ কর মহারণ মিলাইয়া। শুনি সদানন্দ কহে সক্রোধ হইয়া।। অতি শীঘ্র মহারণ পাইবে রাজন। সংগ্রামের মধ্যে আমি করিব গমন।। এতবলি অন্তর্দ্ধান হইয়া শঙ্কর। বর পায়ে বাণরাজা হরিষ অন্তর।। উষাবতী

নামে তার কন্যা রূপবতী। হর গৌরী আরাধিল করিয়া ভকতি।। সাক্ষাৎ হইয়া গৌরী বর দিলা তারে। উত্তম পুরুষ বর মিলিবে তোমারে।। স্বপ্নযোগে যার সহ হইবে মিলন। সেই সে তোমার পতি নিশ্চয় কথন।। এই বর দিয়া মাতা হৈলা অন্তর্দ্ধান। শ্রীব্রজনাথ পদে বিশ্বম্ভর গান।।

ত্রিপদী। তবে সেই উষাবতী, গৌরী পূজে নিতি নিতি, কায মনো বাক্যে শ্রদ্ধা করি। পূজিয়া পরমেশ্বরী, স্তব করে করযুড়ি, দয়া কর দাসীরে শঙ্করী।। এইরূপে দিনে দিনে, পূজয়ে একান্ত মনে, শুদ্ধভাবে বাণের তনয়া। দেখি তার শুদ্ধমতি, সুপ্রসন্না হৈমবতী, করুণা করিলা মহামায়া।। এক দিন নিশাকালে, শুইয়াছে কুতুহলে, বিচিত্র পালঙ্কে উষাবতী। নিদ্রা যায় অচেতনে, স্বপ্নে করে দরশনে, মিলে এক পুরুষ সংহতি। কি নীল জীমুত জিনি, মনোহর সুলাবণি, যথা যোগ্য অঙ্গে অলঙ্কার। আসি গৃহে আচম্বিতে, তার সহ হরষিতে, বাঞ্ছা ভরি করয়ে বিহার।। পরশি শীতল অঙ্গ, বাড়ে কত রসরঙ্গ, ভাবে অঙ্গ পড়ে এলাইয়া।। সে সুখ সম্ভোগ রসে, হই-লেন রসাবেশে, রসিক পুরুষে দেহ দিয়া।। এইরূপে রস-বতী, ভুঞ্জি সেই উষাবতী, আচম্বিতে নিদ্রা হৈল ভঙ্গ। চমকি চৌদিকে চায়, কারে না দেখিতে পায়, সঘনে কম্পিত সব অঙ্গ।। বিরহ সমুদ্র জলে, কাম তিমিঙ্গিলে গিলে, ঘন ঘন ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস। হায় বলি খাটে হৈতে, পড়ে রামা আচম্বিতে, শব্দ শুনি সখীগণে ত্রাস।। ধাইয়া দেখয়ে তায়, পড়িয়াছে মৃত প্রায়, শ্বাসহীন দেখি হৈল ভয়। বদনে সিঞ্চয়ে নীর, ক্ষণেক হইয়া স্থির, সখী প্রতি মৃদুস্বরে কয়।। চেতন করিলে মোরে, কেবল দুঃখের তরে, প্রাণ যায় প্রাণনাথ বিনে। যদি বাঁচাইতে চাহ, হৃদয়ের নাথ দেহ, নতুবা মরিব বিষপানে।। এইমতে উষাবতী,

কান্দি কহে সখী প্রতি, বিরহে পুড়িছে প্রতি অঙ্গ। ব্রজ-নাথ পদাশ্রয়, দীন বিশ্বম্ভর কয়, শোক ত্যজ পাবে প্রিয় সঙ্গ ॥

পয়ার। এইরূপে উষাবতী করয়ে রোদন। নানা বাক্য প্রবোধ করিছে সখীগণ ॥ চিত্ররেখা নামে সখী কহে যোড়করে। কিবা মনঃ কথা তব বলহ আমারে ॥ জগতে অসাধ্য কিছু নাহিক আমার। কি বেদনা কহ শীঘ্র করি প্রতিকার ॥ উষা কহে অতি গুপ্ত মম মনঃ কথা। কহিতে তোমারে লজ্জা বাসি যে সর্ব্বথা ॥ চিত্ররেখা কহে সখী বলগো আমায। উপায় করিয়া শীঘ্র তুষিব তোমায় ॥ তবে উষা বিরলে কহিলা সব তারে। স্বপ্নের বৃত্তান্ত কহে সখেদ অন্তরে ॥ অচেতন নিদ্রা যাই পালঙ্ক উপর। হেনকালে আইল পুরুষ মনোহর ॥ নানাবিধ কৌতুক করিয়া মোর সনে। কোথা গেল পোড়ে মন তাহার কারণে ॥ যদি বা তাহার সহ না হয মিলন। নিশ্চয় হইবে সখী আমার মরণ ॥ চিত্ররেখা কহে শোক ত্যজ গুণবতী। সাক্ষাতে দেখহ তুমি আমার শকতি ॥ ত্রিভুবন মধ্যেতে বৈসযে যত জনে। সবারে লিখিতে পারি দেখহ নয়নে ॥ চিনি লহ নিজপতি হয় কোনজনে। তাহারে আনিযা তবে দিব এইক্ষণে ॥ এত কহি তিন দিনে লিখে ত্রিভুবন। একে২ উষাবতী করে নিরীক্ষণ ॥ স্বর্গ আর পাতাল দেখিল গুণবতী। তথায় না দেখিলেক আপনার পতি ॥ পৃথিবী নিবাসিগণে করে নিরীক্ষণ। অনিরুদ্ধে দেখি উষা হৈল অচেতন ॥ সম্বিত পাইয়া কহে অঙ্গুলি দেখায়্যা। লুটিল যৌবন এই এথায় আসিয়া ॥ চিত্ররেখা বলে তব বড় ভাগ্য হয়। শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র এই কামের তনয় ॥ এইক্ষণে আনি আমি মিলাব তোমারে। সর্ব্ব স্থানে গতি মোর হয় মুনি বরে ॥ উষা কহে বিলম্বে ত্যজিব আমি প্রাণ। শীঘ্র কর সহচরী ইহার

বিধান ।। উষা শান্ত করি চিত্ররেখা চড়ে রথে । ত্বরিতে মিলিল অনিরুদ্ধের সাক্ষাতে ।। শ্রীব্রজনাথ পদ হৃদয়েতে ধরি । বিশ্বম্ভব দাস গীত গাইল সুখে ভরি ।।

পয়ার । এথা অনিরুদ্ধ কামদেবের কুমার । স্বপ্নে উষা সহ করে বিবিধ বিহার ।। নিদ্রা ভঙ্গে উষা সম ব্যাকুল হইয়া । উষা রূপ ধ্যানে ভূমে আছয়ে বসিয়া ।। কেমনে মিলিবে সেই উত্তমা রমণী । কোথা তার ঘর কিছু না জানি না শুনি ।। এইরূপ অনিরুদ্ধ ভাবে নিরবধি । দরিদ্রের নিধি তারে মিলাইল বিধি ।। চিত্ররেখা সমুখেতে আসিয়া তাহার । বলে উঠ ভাব্যনিধি মিলাব তোমার ।। চক্ষু মেলি অনিরুদ্ধ চমকিয়া চায় । পরম সুন্দরী দেখি জিজ্ঞাসে তাহায ।। কেবা তুমি দুর্গ লঙ্ঘি আইলে মোর পুরে । সখী কহে তার দূতী ভাবিতেছ যারে ।। বাণসুতা উষা তোমা স্বপ্নেতে দেখিল । তোমার অধিক দশা তাহার হইল ।। উঠহ কুমার শীঘ্র করহ গমন । এতক্ষণ বাঁচে মরে না জানি কারণ ।। শুনি অনিরুদ্ধ মুখে বাক্য নাহি স্ফুরে । হবিষ উৎকণ্ঠা মনে চলিল সত্বরে ।। মনোধিক গতি রথে উত্তরিল গিযা । চিত্রেরেখা কহে সখী দেখগো আসিযা ।। আনন্দে অস্থির উষা উঠিয়া সত্বরে । অভিন্ন মদন সম পতি রূপ হেরে ।। মূর্চ্ছিত পড়িল উষা পাদ্য অর্ঘ্য দিযা । অনিরুদ্ধ হৈল মূর্চ্ছা উষারে দেখিযা ।। দুঁহা মুখে নীর সিঞ্চি সহচরীগণে । চেতন করিল তবে অনেক যতনে ।। আনন্দে আকুল হয়ে সহচরীগণ । গন্ধর্ব্ব বিবাহ দুঁহার দিল ততক্ষণ ।। পালঙ্কে বসিয়া দুঁহে মিলন করিল । নানারঙ্গ রসাবেশে রজনী বঞ্চিল ।। রূপণের হেম সম উভয় মিলন । আনন্দ-সলিলে দুঁহে হইল মগন ।। উদয়াস্ত নাহি জানে কিবা দিবা রাতি । সদা রস মদে মত্ত যুবক যুবতী ।। শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম ধরি শিরে । রসের নির্ঝাস গায় দীন বিশ্বম্ভরে ।।

পয়ার। এইমতে হরষিতে আছে দুইজনে। উষা গর্ভবতী তবে হৈল কত দিনে॥ দেখি সখীগণ ত্রাসে নৃপে গিয়া কয়। প্রমাদ উষার গৃহে শুন মহাশয়॥ কোথা হৈতে আইল এক পুরুষ সুন্দর। উষা সনে বিহার করয়ে নিরন্তর॥ কি দেব মানুষ সেই আমরা না জানি। ইহার বিধান যাহা কর নৃপমণি॥ শুনিয়া সক্রোধে কহে বলির নন্দন। মোর পুরী লঙ্ঘে হেন আছে কোনজন॥ সম্মুখে দেখিল বাণ চারি সেনাপতি। আজ্ঞা দিল বান্ধি চোরে আন শীঘ্রগতি॥ রাজ আজ্ঞা পায়্যা তারা চলিল ধাইয়া। ঘেরিল উষার গৃহে বহু সৈন্য লয়্যা॥ উষা সনে পাশা খেলে কামের নন্দন। যুদ্ধ সাজ দেখিয়া উঠিল ততক্ষণ॥ চারি সেনাপতি স্থানে যত অস্ত্র ছিল। চাপড় মারিয়া সব কাড়িয়া লইল॥ সেই অস্ত্র বরিষণ অনিরুদ্ধ করি। সেনাপতি সনে সব সৈন্যগণ মারি॥ পুনরপি খেলিতে লাগিল উষা সনে। ভগ্ন সৈন্য কহে গিয়া রাজ বিদ্যমানে॥ শুনিয়া সক্রোধে বাণ করিল গমন। সংহতি চলিল তার বহু সেনাগণ॥ মার মার শব্দে ধায় উষার ভবনে। বাণ দেখি অনিরুদ্ধ উঠে ক্রোধমনে॥ চরণেতে ধরি উষা করয়ে মিনতি। রণে কার্য্য নাহি প্রভু রাজার সংহতি॥ পলাইয়া যাহ প্রাণ লইয়া আপনে। উষারে তুষিল বীর মধুর বচনে॥ বীরদর্প করি বাণ অগ্রে দাণ্ডাইল। দুইজনে বাক্যযুদ্ধে দ্বন্দ্ব উপজিল॥ দিব্য২ বাণ বাণ করে অবতার। নিমিষে কাটিল সব কামেরকুমার॥ তবে সর্পবাণ বাণ এড়িল তাহারে। শত২ সর্প আইসে গিলিতে কুমারে॥ এড়িল গরুড় অস্ত্র কামেরনন্দন। সর্পগণে গিলি চলে গিলিতে রাজন॥ অনলাস্ত্র এড়ি বাণ পক্ষী পোড়াইল। বরুণাস্ত্রে অনিরুদ্ধ অগ্নি নিবাইল॥ ঘোরতর বরিষণ করে জলধর। বায়ুবাণে মেঘ উড়াইল নরবর॥ এইমত নানা অস্ত্র ফেলে দুইজন। দুহেঁ সম শরযুদ্ধে কেহ নহে ঊন॥

শক্তি জাঠী মুষল মুদ্গর অর্দ্ধচন্দ্র। ব্রহ্মজাল বিষ্ণুজাল আদি অস্ত্র বৃন্দ ॥ যেই যাহা জানে ফেলে অন্যান্য উপর। কাটিল দুহাঁর অস্ত্র দুই ধনুর্দ্ধর ॥ সব বাণ কাটি গেল বাণ ক্রুদ্ধবান। ভীষণ দশন হাতে তুলে শক্তিখান ॥ ঝলকে২ অগ্নি উঠে শক্তি মুখে। শক্তি দেখি অনিরুদ্ধ কাঁপিলেন বুকে ॥ শক্তি এড়িলেক বাণ বীরদর্প করি। গর্জ্জিয়া চলিল অস্ত্র কুমার উপরি ॥ গোবিন্দ চরণাম্বুজ চিন্তি এক মনে। শক্তিখান অনিরুদ্ধ কাটে দিব্যবাণে ॥ শক্তি কাটা গেল বাণ হৈয়া মনে ভীত। নাগপাশ বাণ তবে এড়িল ত্বরিত ॥ বাণ এড়ি বাণ রাজা বলযে ডাকিয়া। করিতে আইলে যুদ্ধ ছাওয়াল হইয়া ॥ শিবদত্ত বাণ এই দিলা যত্ন করি। কেমনে তরিবে ইথে যাবে যমপুরী ॥ নাগপাশ গিয়া তবে কুমারে বাঁধিল। কাতর হইয়া বীর ভূমেতে পড়িল ॥ রণজয় করিয়া চলিল নৃপমণি। উষার মন্দিরে উঠে ক্রন্দনের ধ্বনি। ক্রন্দন করয়ে উষা কেশ নাহি বাঁধে। ব্রজনাথ পদে পড়ি বিশ্বম্ভর কাঁদে ॥

চৌপদী। পূজিনু গৌরী হরে, বর দিলেন মোরে, পাবে উত্তম বরে, তাহা না হইল। প্রসন্না ভগবতী, দিলা সুন্দর পতি, তবে এমন গতি, কেন বা ঘটিল ॥ বুঝি সে সুরেশানী,দেখিয়া এ পাপিনী,নিদয়া হলো তিনি,আগো আগো সখী। আন গরল খাব, পরাণ না রাখিব, নিশ্চয় মরিব,নাথে নাহি দেখি ॥ পতিরে করি কোলে, তিতযে আঁখিজলে, সকল সখী মিলে, প্রবোধিছে তায়। বদন সিঞ্চে নীরে,রামা না হয স্থিরে,কঙ্কণ মারে শিরে, করে হায় হায় ॥ উষার বিলপন, বর্ণিবে কোন জন, দেহে না রহে প্রাণ, সে সব কহিতে। কামের সুত তবে, হইয়া এক ভাবে, হরির পদ ভাবে, হৃদয় মাঝেতে ॥ কোথায় নারায়ণ, রাখহে দীনজন, কেবল ও চরণ,ভরসা আমার। বিষম বিষদাহে,পরাণ নাহি রহে,কৃপায় এদীনে হে করহ

উদ্ধার। কোথায় ভগবতী, তুমি ত্রিলোকপতি, করুণা মোর প্রতি,করহ ভবানী। ত্বরিতে আগমন, করিয়া রাখ প্রাণ, ডাকযে দীনজন, শুন সুরেশ্বানী॥ এতেক স্তুতি যবে, করিল এক ভাবে,শঙ্করী আসি তবে,বলেন সাক্ষাৎ হইয়া। শুনহ সার,দুঃখ না ভাব আর, শ্রীহরি প্রতিকার, করিবে আসিযা॥ কহিযা এত কথা, অদেখ সুবমাতা, নারদ আসি তথা, আশ্বাসে কুমারে। না ভাব আর তুমি, দ্বারকা যাই আমি,হরিরে এথা আনি, উদ্ধারিব তোরে॥ কুমারে আশ্বাসিযা,উষারে প্রবোধিয়া,অতি ত্বরিত হয্যা, চলে মহাঋষি। এথা দ্বারকাপুরে, না দেখি কুমারে, গোবিন্দ গোচরে, কহে দূত আসি॥ বিষণ্ণ নারায়ণ, চিন্তিযা মনে মন,জানিলা সে কারণ,উষা হরি নিল। বাণ বিষম শরে, বাঁধিযা কুমারে, রাখি নিজ পুরে, বহু দুঃখ দিল॥ অন্তর্যামী নাবাযণ, জানিয়া সে কারণ, কবিলা সুগোপন, নবলীলা তরে। পাঠায় দূতগণে, খুঁজিতে স্থানে স্থানে,রতির নন্দনে, আনি দেহ মোরে॥ না দেখি তনু দহে, প্রাণ নাহি রহে, শ্রীহরি এত কহে, উপনীত মুনি। দেখিযা নারদেরে, উঠিয়া সত্বরে, পাদ্য অর্ঘ্যতারে,দিলা যদুমণি॥ যুড়িয়া দুইকর,কহেন গদাধর, কি ভাগ্য মুনিবব, আইলে মোর পুরে। কহেন ঋষিবর, শুনহ গদাধর, কামেব কোঙর, শোণিত নগরে॥ নৃপতি বাণ নাম, শোণিতে পাবে ধাম, তার সুতাব নাম, উষা রূপবতী। কবিযা চুরি তারে, কুমার বিভা করে,জানিযা নরবরে,বাঁধিলেক তথি বিষম বিষশরে, দগধে সুকুমারে, করহ প্রতিকাবে, তথাযযাইযা। শুনিয়া যদুবব, কান্দিযা বহুতব, হইলা সত্বর, সাজহ বলিযা॥ সাজিলা যদুপতি, কম্পিত বসুমতী, যতেক সেনাপতি, সত্বরে ধাইল। শ্রীব্রজ নাথপদ, কেবল সম্পদ, স্মরণে এপদ বিশ্বম্ভর গাইল॥

পয়ার। সাজিয়া চলিলা হরি বলরাম সঙ্গে। প্রদ্যুম্ন

সাত্যকী আদি চলে চতুরঙ্গে॥ বারো অক্ষৌহিণী সেনা শ্রীহরি লইয়া। ঘেরিলা বাণের পুরী চৌদিগে বেড়িযা॥ অগ্নিগড আছে তার পুরীর বাহিরে। আকাশ পরশে শক্তি নহে যাইবারে॥ দেখি আজ্ঞা দিলা হরি গরুড়ের প্রতি। মহা অগ্নি নির্ব্বাণ করহ শীঘ্রগতি॥ আজ্ঞা পায়্যা বৈনতেয় স্বর্গ গঙ্গায় গিযা। ঠোঁটে জল লয়ে দেন অগ্নিতে ঢালিয়া॥ সকল অনল ক্রমে করিয়া নির্ব্বাণ। উপনীত হইল শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যমান॥ ভুষ্টহৈয়া পুরী প্রবেশিলা গদাধর। যুদ্ধ বার্ত্তা শুনি বাণ প্রফুল্ল অন্তর॥ নাচিতে২ রাজা হরিষ হইযা। সৈন্য সহ রণস্থলে প্রবেশিল গিয়া॥ সহস্রেক হ'তে করে বাণ বরিষণ। বৃষ পৃষ্ঠে চাপি যুদ্ধে আইলা পঞ্চানন॥ কৃষ্ণের উপর বাণ এড়িলা শঙ্কর। দুই জনে ঘোর যুদ্ধ অতি ভয়ঙ্কর॥ কার্ত্তিকেয় সহ কামদেব করে রণ। দুই জনে শরজালে ছাইল গগণ॥ প্রলয় কালেতে যেন উথলে অর্ণব। এইমতে ঘোর যুদ্ধ দেখে দেব সব॥ শূল হস্তে মহাদেব করে মহারণ। শূল দেখি চক্র লইলেন নারায়ণ॥ দেখি দেবগণ সব মনে পাইল ত্রাস। বিষম অনলে পুড়ে এ ভূমি আকাশ॥ অগ্নির দহনে পুড়ে বাণ সৈন্যগণ। সহিতে না পারি ভঙ্গ দিলেক রাজন॥ মহাদেব এড়ি কৃষ্ণ চক্র হাতে লয্যা। বাণেরে কাটিতে যান সক্রোধ হইযা॥ বিষম চক্রের অগ্নি শিবেরে বেড়িল। বিপদ দেখিযা দুর্গা মধ্যে দাণ্ডাইল॥ পার্ব্বতী দেখিযা হরি বিস্ময় হইযা। চক্রলয়ে যুদ্ধকরে ঈষৎ হাসিয়া॥ অবসর পাযে রাজা গেল নিজ ঘরে। মহেশ্বর জ্বর ধায় যুদ্ধ করিবারে॥ তিনপদ ত্রিনয়ন শিরে জটাভার ছয় হাতে অস্ত্র ধরি বলে মার মার॥ জ্বর দরশনে কৃষ্ণ মোহিত হইল। সম্বিৎ পাইয়া নিজ জ্বর সৃষ্টি কৈল॥ ধাইল বৈষ্ণব জ্বর শিব জ্বর স্থানে। দুই জ্বরে ঘোর যুদ্ধ কাঁপে দেবগণে॥ তবেত বৈষ্ণব জ্বর ধরি শিবজ্বরে।

জটে ধরি অবনীতে ফেলিল সত্বরে ।। মোর্ছিত হইল জ্বর হুঙ্কার তাড়নে। করপুটে স্তব করে হরির চরণে ।। নমো নমঃ জগন্নাথ প্রণত পালন। নমো নমঃ পরমাত্মা নমো নারায়ণ ।। আপনি সৃজিয়া কেন সংহার আপনি। তোমার প্রভাব কেবা জানে চক্রপাণি ।। জ্বরের এতেক স্তব শুনি নারায়ণ। দয়া করি নিজ জ্বর হরিলা তখন ।। শ্রদ্ধা করি এই কথা শুনে যেই নরে। জ্বরশক্ত্যে তার কিছু করিতে না পারে ।। শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস ।।

পয়ার। তবে শিব-জ্বর কৃষ্ণে প্রণাম করিয়া। নিজস্থানে চলি গেল বিদায় হইয়া ।। জ্বর ব্যর্থ দেখি বাণ কাঁপিল অ-ন্তরে। সহস্রেক হস্তে রাজা বাণবৃষ্টি করে ।। কাটিলা সকল অস্ত্র প্রভু চক্রধর। শূল হস্তে লৈল বাণ অতি ভয়ঙ্কর ।। শূল দেখি চক্র হস্তে নিলা গদাধর। বিপদে পড়িল বাণ দেখিলা শঙ্কর ।। যোড়হাতে স্তব করে পার্ব্বতীর পতি। নমো২ নারায়ণ অখিলের গতি ।। অচ্যুত অনন্ত অজ অব্যয় আকার। আত্মারাম আদি রূপ আব্রহ্ম আধার।। ইঙ্গীতে ইতরে ইষ্টপদ কর দান। ঈষৎ ঈক্ষণে ঈশ কর পরিত্রাণ ।। উপেন্দ্র উজ্জ্বল রসোন্মাদী সর্ব্বোত্তম। ঊর্দ্ধ সবাকার ঊর্দ্ধে নাহি যার সম ।। ঋদ্ধি ঋষভ দেবরিপু অন্তকারী। এ ঘোর বিপাকে এইবার রাখ হরি ।। ওইপদ বিনে আর নাহিক উপায়। ঔৎসুক্যে মাগিবে দয়া খণ্ড এই দায় ।। অংশরূপে অসংখ্য তোমার অবতার। ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সর্ব্ব সারাৎসার ।। করুণা নিধান কৃষ্ণ কমলা-জীবন। খেচর গজেন্দ্রপতি খল বিনাশন ।। গোপীনাথ গো গোপ গোপিনী-হিতকারী। ঘন ডাকি ঘনশ্যাম রাখ কৃপা করি ।। নমো নারায়ণ নিত্যানন্দ নিত্যরূপ। চতুর্ভুজ চিন্তামণি চৈতন্য স্বরূপ ।। ছলা ছাড়ি মোরে পদছায়া কর দান। জয় জগদীশ জগন্নাথ ভগবান ।। ঝলকে ঝলকে

অগ্নি উঠে সুদর্শনে। নিরখিয়া নারায়ণ ত্রাস হয় মনে॥ টলহীন অটল বিহারি ভগবান। ঠেকিয়াছি ঠাকুর কবহ পরিত্রাণ॥ ডম্বুরু বাজায়ে সদা ডাকি তব নাম। ঢলঢল জলদবরণ করি ধ্যান॥ নিন্দিয়া নীরজ নীল-নয়ন তোমার। তার কোণে এ তাপিতে চাহ এইবার॥ থর থর কাঁপি ভয়ে স্থির হৈতে নারি। দয়াময় দোষ ক্ষমা কর দয়া করি॥ ধরাধর ধারী তুমি ধর্ম্মের ঈশ্বর। নমো নারায়ণ নরসিংহ কলেবর॥ পতিতপাবন প্রভু পরম আশ্রয়। ফেরে পড়িয়াছি ফিরে চাহ দয়াময়॥ বিঘ্নবিনাশক বিষ্ণু বৈকুণ্ঠের প্রাণ। ভয়ে ভীতজনেরে অভয় দেহ দান॥ মায়ায় মোহিনী রূপে মোহিলে অসুরে। যমের যন্ত্রণা যায় যে ভাবে তোমারে॥ রামরূপে রাবণে করিয়া বিনাশন। লক্ষ্মী লক্ষ্মণেরে লয়ে অযোধ্যা গমন॥ বিধির বাসনা পূর্ণ কর অনিবার। শরণ্যে শুভদ শান্তি দাতা শিবাকার॥ ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণময় ষোড়শ কৈশোর। সর্ব্বসেধ সর্ব্বসিদ্ধি স্বভক্ত গোচর॥ হরিপ্রিয় হরি ভোক্তা হব্যবাহ রূপ। ক্ষীণ জনে ক্ষম দোষ না হও বিরূপ॥ তোমার প্রসাদে মহাদেব মম নাম। বাণ-প্রাণ দান মোরে দেহ ভগবান॥ শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম হৃদে ধরি। বিশ্বম্ভর দাস গীত গাইল সুখে ভরি॥

পয়ার। শিবের স্তবেতে হরি প্রসন্ন হইয়া। কহিলেন তারে কিছু ঈষৎ হাসিয়া॥ নাহি লব বাণ-প্রাণ প্রহ্লাদ বচনে। বাহু সব ঘুচাইব করিয়া ছেদনে॥ সহস্রেক হস্ত মদেমত্ত অতিশয়। চারি হাত রাখি সব কাটিব নিশ্চয়॥ এত শুনি মহাদেব অনুমতি দিলা। চক্রে করি হস্ত সব কাটিয়া ফেলিলা॥ অবশেষে চারি হস্ত ছাড়ি দিল হরি। তবে শিব তারে আনিলেন কোলে করি॥ কহেন বিনয় করি শ্রীকৃষ্ণ গোচরে। পদ্মহস্ত দেহ প্রভু ইহার শরীরে॥ চক্রের জ্বালায় দগ্ধ নৃপ কলেবর। শ্রীকর পরশে সুস্থ কর

গদাধর ।। মহাদেব বাক্যে কৃষ্ণ স্পর্শিলা তাঁহাবে। চাবি হাত হৈল রাজা দ্বিগুণ সুন্দরে ।। তবে শ্রীকৃষ্ণেরে রাজা ষডঙ্গে পুজিয়া। গৃহে আনিলেন বহু স্তবন করিযা ।। তবেত সম্ভ্রমে অনিরুদ্ধে মুক্ত করি। উষাবতী কন্যা দান দিল দণ্ডধারী ।। নানারত্ন যৌতুকে তুষিষা নরপতি। গোবিন্দে দিলেন অনিরুদ্ধ উষাবতী ।। কৌতুকে শ্রীহরি তবে বিদায হইযা। দ্বারকা গেলেন প্রভু নিজগণ লৈয়া ।। উষা দেখি হরষিত পুরবাসীগণ। পুত্র পুত্রবধূ গেলা রতি নিকেতন ।। অমৃত বারিধি লীলা অতি সুবিস্তার। বাঞ্ছা ভরি সদা সাধ হয় বর্ণিবার ।। পুথি বিস্তারেব ভযে লিখিতে না পারি। শ্রোতা সব শুনিবেন মোরে দযা কবি। শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম ধবি শিরে। আনন্দ হৃদযে গীত গায বিশ্বম্ভরে ।।

পযার। এই রূপে দ্বারকা বিহরে ভগবান। নিতি নবং লীলা করে উপাদান ।। তবে বলরাম ব্রজে করিলা গমন। বলরামে দেখি সবে পাইলা জীবন ।। ব্রজেতে নিবাস রাম কৈলা দুইমাস। নিজগণ গোপীসহ করিলেন রাস ।। জলকেলি ছলে কৈলা কালিন্দী দমন। দ্বারকা নগরে পুনঃ করিলা গমন ।। বহুবিধ লীলাগণ ইথি মাঝে হয। লিখিতে নারিনু পুথি বিস্তারের ভয ।। এক দিন নারদ ভাবযে মনে মনে। দ্বারকা নগরে আমি করিব গমনে ।। বিবাহ করিলা যোল সহস্র কামিনী। কি রূপে বিহার একা করে যদুমণি ।। এত বলি গেলা মুনি রুক্মিণী মন্দিরে। তথা কৃষ্ণ তাঁর সহ পাশক্রীড়া করে ।। সম্ভ্রমে নারদে দেখি উঠি ভগবান। যোড়হাতে দাণ্ডাইলা তাঁর বিদ্যমান ।। কি ভাগ্য আমার গৃহ পবিত্র হইল। তোমার চরণধূলী গৃহেতে লাগিল ।। মুনি কহে আপনি সাক্ষাৎ ভগবান। এসব করুণাবাক্য হয় অবিধান ।। এতবলি অন্য গৃহে করিলা গমন। তথা দিব্যাসনে বসি করেন ভোজন ।।

তবে অন্য গৃহে প্রবেশিলা মুনিবরে। পুত্র কোলে করি তথা বহু স্নেহ করে।। অন্যগৃহে গিয়া পুনঃ করয়ে দর্শন। সভায় বসিয়া বিচারয়ে পাত্রগণ।। অন্য গৃহে গেলা মুনি উৎকণ্ঠা হইয়া। জলকেলি করে তথা প্রিয়াগণে লইয়া।। কোনখানে নৃত্য গীত করে দরশন। কোন খানে বালকে করায় অধ্যয়ন।। এইমতে ষোড়শ সহস্র অষ্ট স্থানে। ভিন্ন২ লীলা করিলেন দরশনে।। চমৎকার হইয়া মুনি হরিরে বন্দিয়া। যথা স্থানে চলি গেলা আনন্দ হইয়া।। এইরূপ ব্রহ্মা কভু আইলা দর্শনে। জানিয়া তাহার মন গোবিন্দ আপনে।। অন্য ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা করিলা স্মরণ। সকলে আইলা হরি দর্শন কারণ।। এইত ব্রহ্মার মাত্র চারি মুখ হয়। সে সব দ্বিগুণ ক্রমে চমৎকারময়।। অষ্ট মুখ ষোড়শ দ্বাত্রিংশৎ চতুষষ্টি। যেমন বদন সেইমত অঙ্গ পুষ্টি।। সহস্র অযুত লক্ষ নিযুত বদন। কোটি অর্ব্বুদ মুখ অতি মনোরম।। আসি সে সকল ব্রহ্মা মুকুট সহিতে। গোবিন্দের পদে প্রণময়ে সাবহিতে।। কুশল জিজ্ঞাসি সবে করিলা বিদায়। দেখি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা পড়ে হরি পায়।। কি আশ্চর্য্য আজি করিলাম দরশন। কহ প্রভু ভগবান ইহার কারণ।। হরি কহে যত ব্রহ্মা দেখিলে নয়নে। ব্রহ্মাণ্ডানুরূপ হয় শরীর বদনে।। এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা হও তুমি। উপযুক্ত ইহার শরীর দিনু আমি।। যেমন ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মা হৈনু তেনমত। শুনি প্রজাপতি অতি হইলা বিস্মিত।। অপার অগাধ তত্ত্ব নাহি পারাবার। দেখি শুনি হইলেন অতি চমৎকার।। প্রণাম করিয়া সুখে বিদায় হইলা। গাইতে২ গুণ নিজ স্থানে গেলা।। শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি ধ্যান। বিশ্বম্ভর দাস কহে লীলার বিধান।।

পয়ার। আরবার ইন্দ্রপ্রস্থে গেলা নারায়ণ। রাজসূয় যজ্ঞ করে ধর্ম্মের নন্দন।। ভীমার্জ্জুন সঙ্গে হরি মগধে

যাইয়া। ভীমদ্বারে জরাসন্ধে বিনাশ করিয়া।। বন্ধ মুক্ত করি দিলা যত রাজগণে। ইন্দ্রপ্রস্থে আইলেন ভীমার্জ্জুন সনে।। নিন্দা শুনি শিশুপালে বধিলা সভায়। রাজসূয় পূর্ণ করি গেলা দ্বারকায়।। তবে শাল্ব দন্তবক্রে বিনাশিলা হরি। আর যত দুষ্টগণে নাশিলা মুরারি।। এইরূপে পৃথিবীর হরি সব ভার। আনন্দে করেন হরি দ্বারকা বিহার।। তবে কুরুক্ষেত্র তীর্থে করিলা গমনে। সত্যভামা আদি গেলা কৌতুক বিধানে।। তথায় মিলিলা বৃন্দাবন বাসীগণে। গোপীগণে সম্ভোষিলা মধুর বচনে।। তথায় দ্রৌপদী আদি করিলা গমন। মহিষীগণের সহ কথোপকথন।। সেসব বিস্তার লীলা রহিল বর্ণিতে। তবে প্রিয়াগণ সনে গেলা দ্বারকাতে।। বৃন্দাবন বাসীগণ গেলা নিজস্থানে। দ্রৌপদী সুভদ্রা গেলা হস্তিনাভুবনে।। সুখেতে দ্বারকা বিহরেন ভগবান। নিতি নব নব সুখ হয় উপাদান।। অগাধ অপার সিন্ধু লীলার কথন। সূত্র পাইয়া কণা মাত্র করিনু বর্ণন।। এই কৃষ্ণলীলা জাগে যাহার অন্তরে। আনন্দ জলধি মাঝে সে সদা সন্তরে।। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ বাঞ্ছা নাহি করে। নিরবধি ভাসে লীলা রসের মাঝারে।। কৃষ্ণলীলা চরিত্র শুনয়ে যেইজন। প্রেমময় হৈয়া পায় শ্রীকৃষ্ণ চরণ।। অতএব নিবেদন শুন সর্ব্বজন। পুরুষোত্তমে বাস করি ভজ নারায়ণ।। সেই দ্বারকার নাথ দারু দেহ ধরি। প্রকাশ করয়ে লীলা জগমনোহারি।। অতএব ছাড় মনে অন্য অভিলাষ। জগন্নাথ পাদপদ্মে করহ বিশ্বাস।। এইতো কহিনু লীলাখণ্ড বিবরণ। ক্ষেত্রখণ্ড কথা কহি শুনহ এখন।। শ্রীব্রজনাথ পদ হৃদয়ে বিলাস। লীলাখণ্ড পূর্ণ গাইল বিশ্বম্ভর দাস।।

ইতি লীলাখণ্ড সংপূর্ণ।

অস্যোত্তরং ক্ষেত্রখণ্ড।

ক্ষেত্রখণ্ড।

পয়ার। জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গৌরধাম। জয় জয় নিত্যানন্দ ভক্তগণ প্রাণ।। জয়াদ্বৈতাচার্য্য গদাধর শ্রীনিবাস। জয় রূপ সনাতন রঘুনাথ দাস।। জয় শ্রীগোপাল ভট্ট ভট্ট রঘুনাথ।। জয় জয় ভুগর্ভ শ্রীজীব লোকনাথ।। জয় রামানন্দ শ্রীস্বরূপ দামোদর। জয় জয় হরিদাস প্রেম কলেবর।। জয় গুরু শিক্ষাগুরু রসময় তনু। হৃদি তমে উদয় করাও ভক্তিভানু।। জয়২ জগন্নাথ জয় বলরাম। জয় ভদ্রা সুদর্শন করিয়ে প্রণাম।। জয় জয় ক্ষেত্রবাসি শ্রীবৈষ্ণবগণ। করুণা করিয়া লীলা করাহ স্ফুরণ।। লীলা খণ্ড কথা সবে করিলে শ্রবণ। ইবে ক্ষেত্রখণ্ড শুন হৈয়া এক মন।। মুনিগণ কহে তবে জৈমিনি চাহিয়া।। কৃতার্থ করিলে কৃষ্ণলীলা শুনাইয়া।। তবে কি করিলা কহ ইন্দ্রদ্যুম্ন রায়। ক্ষেত্রে গিয়া কি করিলা কহ সবাকায়।। মুনি সহ রথে চড়ি চলিলা যখন। কোথায় চলিলা কিবা কৈলা দুইজন।। জৈমিনি বলয়ে শুন আশ্চর্য্য কাহিনী। নারদ সহিত রথে যায় নৃপমণি।। পুরোহিত কনিষ্ঠ সোদর বিদ্যাপতি। তিনিও আছেন রথে দুহাঁর সংহতি।। চলিয়া আইল রথ নীলকণ্ঠ-পুরে। সেই লিঙ্গ রহেন ক্ষেত্রের পূর্ব্ব ধারে।। পথে যাইতে অমঙ্গল দেখয়ে রাজন। বামচক্ষু বামভুজ করয়ে নর্ত্তন।। পুনঃ পুনঃ এইরূপ হয় অমঙ্গল। দেখিয়া নৃপতি অতি হইলা বিকল।। মুনিবরে জিজ্ঞাসিল করিয়া বিনয়। হেন অকুশল কেন দেখি মহাশয়। বাম আঁখি নাচে মোর বামবাহু স্ফূরে। কারণ না জানি প্রভু

কহত আমারে ॥ রাজচক্রবর্ত্তী আমি ভুবন ভিতর। তার বিঘটিত কিছু নাহি মুনিবর ॥ মঙ্গল এ যাত্রা হরি দর্শন কারণ। তবে অমঙ্গল কেন কহ কি কারণ ॥ কিবা দুঃখ হবে মুনি কহ সুনিশ্চিত। তিন কাল তত্ত্ব সব তুমি সুবিদিত ॥ ইন্দ্রদ্যুম্ন বাক্য তবে শুনি তপোধন। শান্তনা করিযা কহে ব্রহ্মার বচন ॥ শুন রাজা বিষাদ না ভাবিহ অন্তর। অল্প বিঘ্ন শুভ তব হইবে বিস্তর ॥ ভাগ্যবান যেই জন হয় নরবর। শুভ পুনঃ মিলে তারে বিঘ্নের অন্তর ॥ সত্য তুমি রাজচক্রবর্ত্তী নহে আন। এই সত্য বিষ্ণুক্ষেত্রে আইলে মতিমান ॥ কিন্তু যেই হেতু যাত্রা করিলে আপনে। অন্তর্দ্ধান সেই প্রভু হইলা এক্ষণে ॥ যে দিনে দর্শন কৈলা এই বিদ্যাপতি। পরদিনে অন্তর্দ্ধান হইলা রমাপতি ॥ সুবর্ণ বালুকাতে আবৃত হৈয়া হরি। পাতালে গেলেন ভূমি লোক পরিহরি ॥ শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস ॥

পযার। নারদের মুখে শুনি দারুণ উত্তর। অতিশয ব্যথিত হইলা নরবব ॥ সেই কথা কোটি বজ্রাঘাত সম মানি। অচেতন হযে রাজা পড়িল ধরণী ॥ অতি উচ্চ রথ হৈতে পড়িলা রাজন। প্রাণহত হৈল হেন দেখে সর্ব্ব জন ॥ হাহাকার করি ডাকে পাত্র মিত্রগণ। পুরোহিত আদি সবে করয়ে রোদন ॥ প্রজাগণ কান্দে অতি বিকল হইযা। কোথা গেলে নরনাথ সবারে ত্যজিয়া ॥ নারীগণ কান্দে সব করি হাহাকার। আর্ত্তনাদ করি কান্দে রাজার কুমার ॥ কর্পূর বাসিত সুশীতল জল লয়্যা। ঘন ঘন মুখে সিঞ্চে বিলাপ করিয়া ॥ কর্পূর অগুরু আর শীতল চন্দন। সর্ব্ব অঙ্গে রাজার করয়ে বিলেপন ॥ কেহ কেহ তালবৃন্ত চামর লইয়া। রাজারে ব্যজন করে উৎকণ্ঠা হইয়া ॥ . দেখিয়া নারদ মুনি পরম বিস্ময়। ত্রাস্ত হৈয়া যোগেতে বসিলা মহাশয় ॥ রাজার ভবিষ্য শুভ জানি

মতিমান। ধারণ করিয়া যোগ রাখিলেন প্রাণ ।। এই রূপে বহু যত্ন করিতে২। বহুক্ষণে চেতন পাইয়া নরনাথে।। উঠিয়া নারদ পদে পড়িলা রাজন। কান্দিতে২ কহে গদ্গদ বচন ।। কোন বড় পাপ আমি কৈনু জন্মান্তরে। যার ফলে এত দুঃখ ফলিল আমারে ।। এ জনমে নিজ জ্ঞানে পাপ নাহি করি। তবে কেন আমারে বিমুখ হৈল হরি।। কায মনো বচনে স্বপনে বা কখনে। অপরাধ নাহি করি গো বিপ্র সদনে।। রাজধর্ম্মে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম-গণ। সেই সব কর্ম্ম আমি না ছাড়ি কখন।। দেবতা অতিথি ভৃত্য আর পিতৃগণ। বন্ধুবর্গ আমাতে আশ্রিত যত জন ।। এই সব জনে অপমান নাহি করি। তবে কেন আমা দীনে ত্যজিলা শ্রীহরি ।। পঞ্চদশ অপরাধ কালসর্প ন্যায। বিষ্ণুতে না করি কভু ত্যজিযে সদায।। তবে কেন পরিত্যাগ কৈলা দয়াময। অতএব আমি মহা পাতকী নিশ্চয।। কি ভাগ্য চরিত্র সেই কৈল বিদ্যাপতি। চর্ম্মচক্ষে সাক্ষাৎ দেখিল রমাপতি ।। কহিতে কহিতে অনুরাগ বাড়ি গেল। নারদে চাহিযা পুনঃ কহিতে লাগিল।। শ্রীব্রজনাথ পদ হৃদয়ে বিলাস। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস ।।

ত্রিপদী। ইন্দ্রদ্যুম্ন নরপতি, বিষাদে বিকল অতি, কান্দি কান্দি করে নিবেদন। শুন শুন মহামুনি, তুমি এত তত্ব জানি, রাজ্যচ্যুত কৈলে কি কারণ ।। যাত্রাকালে না কহিলে, বিপ্র সবে সাতে নিলে, ইহারাও ভ্রষ্ট হৈলা স্থান। বৃত্তি ছাড়ি প্রজাগণ, কৈল এথা আগমন, কেমনে বাঁচিবে সবা প্রাণ ।। আমার সুদৃঢ়পণ,না দেখিলে নারাযণ পরাণ ত্যজিব সুনিশ্চয। আমি নষ্ট হৈলে শেষে, প্রজা-গণ পালি কিসে,এত কৈলে তুমি মহাশয়।। যা হৈল ললাট মানি, ইবে নিবেদযে মুনি, মোর পুত্রে মালবে লইযা। তথায় করহ রাজা, পালন করুক প্রজা, মোর সম চক্রবর্ত্তী

হৈয়া ।। মোর সহ রাজাগণ, আইলেন যতজন, পুত্র সহ যান মালবেতে। যেন মোর আজ্ঞাবর্ত্তী, তেন পুত্রে চক্রবর্ত্তী,মানিয়া থাকুক হরষিতে ।। আর দেশে না যাইব, নিবাহাবে ক্ষেত্রে রব, নীলমাধবের পদ ধ্যানে। সকল করিব জন্ম,এই মোর নিরূপণ, সত্য নিবেদিলাম চরণে ।। এতেক বিলাপ করি,কান্দিছেন দণ্ডধারী,শুনিয়া তাপিত মুনিবর। শান্তনা করিয়া তারে,উঠাইলা ধরি করে, কহে শোক ছাড় নরবর ।। ব্রজনাথ চুটিপদ, পদ্ম মধু মহানন্দ, বহে যাব শত শত ধার। তার বিন্দু পান আশে, কহে বিশ্বম্ভর দাসে, শুনিলে ভবাব্ধি হয় পার ।।

পয়ার। নারদ বলয়ে রাজা তুমি সুপণ্ডিত। পরম বৈষ্ণব ধৈর্য্য সিন্ধু গুণান্বিত ।। কহিলাম বিঘ্ন সহ বহু সুমঙ্গল। কেন না শুনিয়া তাহা হইয়াছ বিকল।। মূর্ত্তিময সাক্ষাৎ কৃষ্ণের দরশন। অনেক জন্মের এই মঙ্গল কারণ।। অবাধিত হরিলীলা কে করে নিশ্চয়। জীবন্মুক্ত আমিহ না জানিয়ে নির্ণয় ।। সদাই আমার বাস প্রভু নিকটেতে। দৃঢ় ভক্তি করি কিবা না হই বঞ্চিতে ।। সে হরির মায়া হয সমুদ্র অপার। বহুজন্মে পার হৈতে শকতি কাহার ।। দেখ তাব নাভিপদ্মে ব্রহ্মার উৎপত্তি। নিত্য একভাবে ব্রহ্মা করিছেন স্তুতি ।। তথাপি তাঁহার মায়া না পারে জানিতে। অন্যজন কেবা আর আছয়ে ইহাতে ।। কহিলাম সেই মায়াধাবির স্বভাবে। বিশেষ কহিয়ে আর শুন এক ভাবে ।। শুন ইন্দ্রদ্যুম্ন তুমি মহা ভাগ্যবান। ত্রিভুবনে নাহি কেহ তোমার সমান ।। সেইত হরির চারি দারুময় মূর্ত্তি। যতন করিযা তুমি কর নরপতি ।। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ দাতা মূর্ত্তিগণ। কৃতার্থ হইবে সবে করি দরশন ।। সেই শ্রীহরির অনুগ্রহ তোমা প্রতি। ভুবন যুড়িয়া রাজা হইবেক খ্যাতি ।। সাক্ষাৎ যে ব্রহ্মা স্থজিলেন চরাচর। এই কার্য্যে সহায় আছেন নিরন্তর ।। আমারে কহিলা

যাহা তোমার কারণে। সেই কথা কহি রাজা শুন এক মনে।। শুনহ নারদ তুমি আমার বচন। ইন্দ্রদ্যুম্ন কাছে শীঘ্র করহ গমন।। নীলাচল যায় রাজা মাধব দর্শনে। তিহোঁ অন্তর্দ্ধান হৈবে যমের প্রার্থনে।। ঈশ্বরের ইচ্ছা কার শক্তি করে আন। ইথে যেন শোক নাহি করে মতিমান।। পঞ্চম নন্দন মোর ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রতি। কহিবে নারদ তুমি আমার ভারতী।। সহস্রেক অশ্বমেধ করিলে রাজন। প্রসন্ন করিয়া আমি প্রভু নারায়ণ।। শ্বেত দ্বীপ হৈতে তথা যাইব লইয়া। এইক্ষণে বাস রাজা ক্ষেত্রেতে করিয়া।। সহস্রেক অশ্বমেধ করিয়া রাজন। বিষ্ণুপদ যতনে করুণ আরাধন।। যজ্ঞ অন্তে দেখিবেন বিষ্ণু দারুময়। সে দারু প্রতিষ্ঠা আমি করিব নিশ্চয়।। সকলে প্রশংসা করি কহিবে রাজারে। ইন্দ্রদ্যুম্ন ভাগ্যে এই অবতার করে।। পূর্ব্বেতে পাষাণময় ইন্দ্র নীলমণি। চারি মূর্ত্তি ভগবান আছিলা আপনি।। দরশন করিয়া তাহার পুরোহিত। তাহার সাক্ষাতে গিয়া কহিলা বিদিত।। হৈবে সেই ভগবান দারুমূর্ত্তি ধরি। চারিরূপে অবতার হৈল নীলগিরি।। অত-এব মহারাজ কাতর নহিবে। অবশ্য তোমার বাঞ্ছা সফল হইবে।। শঙ্খাকার ক্ষেত্র অগ্রে নীলকণ্ঠ হর। পার্ব্বতীর সহিত বিহরে নিরন্তর।। সেই স্থান সুন্দর সুসম মনোহর। উপযুক্ত হৈতে অশ্বমেধ যজ্ঞবর।। যজ্ঞ হেতু সেই স্থানে নির্ম্মাইয়া ঘর। সেই গৃহে বাস করি সহস্র বৎসর।। সর্ব্ব বিঘ্ন নাশে ফল বৃদ্ধির কারণ। নৃসিংহের মূর্ত্তি এক করিবে স্থাপন।। নিত্য পূজা সারি তুমি পূজিবে তাঁহারে। তবে যজ্ঞ আরম্ভিবে আনন্দ অন্তরে।। এই কার্য্য বিলম্ব কর্ত্তব্য নাহি হয়। ব্রহ্মার বচন ইহা জানিহ নিশ্চয়।। শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস।।

পয়ার। জৈমিনি বলয়ে সবে করহ শ্রবণ। নারদের

বাক্যে রাজা হরিষিত মন। নীলকণ্ঠ স্থানে গেলা নারদ সংহতি। হর-গৌরী পুজিয়া করিলা বহু স্তুতি॥ সেই থানে রথ রাখি সেনাগণ সনে। চলিলেন নৃপতি নীলাদ্রি দরশনে॥ অতি সে দুর্গম পথ পর্ব্বতে উঠিতে। মনুষ্যের সাধ্য কভু না হয় নিশ্চিতে॥ তথাপি নারদ সহ গমন কারণে। দেব গতি হৈয়া গিরি উঠে সর্ব্বজনে॥ উচ্চনীচ স্থান সব নহে সমসব। স্থানেং সর্প সব অতি ভয়ঙ্কর॥ বন হস্তীগণ সব করয়ে গর্জ্জন। সিংহ ব্যাঘ্র গণ্ডার আছয়ে অগণন॥ নির্ভয়ে ফিরয়ে সব পর্ব্বত উপরে। মর্ত্ত্য জন এতে প্রবেশিত কেহো নারে॥ কোটি কোটি মুনিগণ করয়ে ভ্রমণ। বহুবিধ তরুলতা করয়ে শোভন॥ নীল শিলাগণ পড়ি আছে স্থানেং। তাহা দেখি ভ্রমর মণ্ডলি হয় জ্ঞানে॥ গিরির নিতম্বে লাগে সিন্ধু ঢেউগণ। সেই শোভা হেরিয়া মোহিল সবামন॥ শ্বেতবর্ণ সিন্ধুজল নীল-বর্ণ গিরি। একত্র মিলনে কিবা অপূর্ব্ব মাধুরি॥ দেখি ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা আপনা পাসরে। অনন্ত সহিত কিয়া মাধব বিহরে॥ অনুমান করি পুনঃ নিশ্বাস ছাড়িয়া। গিরির উপর উঠে নিজগণ লয়্যা॥ সেইখানে কৃষ্ণগুরু তরুর তলায়। বিরাজেন ভগবান নরসিংহ কায়॥ কোটি ব্রহ্ম-হত্যা নাশে যাঁহার দর্শনে। সকল আপদ ভয় করয়ে নাশনে॥ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি প্রভু মিলিত বদন। স্কন্ধে জটাভার অতি বিকট দশন॥ উগ্র তিন আঁখি তাঁর অতি ভয়ঙ্কর। অগ্নি শিখা জ্বলে যেন নয়ন ভিতর॥ আপনার উরুপর দৈত্যেরে ফেলিয়া। বক্ষ বিদারয়ে বজ্র নখেতে করিয়া॥ মুখে অট্টহাস দীপ্ত অরুণ বসন। অগ্নি শিখা সম দেখি সুদীপ্ত বদন॥ ভেদিলা মেদিনী প্রভু চরণ আঘাতে। দুই পাদপদ্ম কৈল প্রবেশ তাহাতে॥ দুই হাতে দৈত্য বক্ষ বিদারণ করে। আর দুইহাতে প্রভু শঙ্খচক্র ধরে॥ মস্তকে কিরিটি আর মুকুট শোভন। তথায় যাইয়া সবে করিলা

দর্শন ।। নারদ সংসর্গ হেতু নির্ভয হইয়া। আনন্দিত হৈলা সবে দর্শন করিয়া ।। দূরে হৈতে প্রণাম করিয়া সর্ব্বজন। সকল সন্তাপ হৈতে হইলা মোচন ।। শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস ।।

পয়ার। ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা দেখি নৃসিংহ চরণ। সত্য বলি মানিলেন নারদ বচন ।। ভাবিকার্য্যে প্রত্যয় হইয়া নরপতি। নারদে চাহিয়া কহে বিনয় ভারতী ।। শুন মহামুনি মহাজ্ঞান নিধি তুমি। এতদিনে চরিতার্থ হইলাম আমি ।। যদ্যপিও নরহরি মহা ভয়ঙ্কর। তব তুল্য গণের আরাধ্য নিরন্তর ।। আমা সম সবে ভয়ে পলাইয়ে দূরে। তবু তব সঙ্গ হেতু দেখিনু প্রভুরে ।। অশেষ পাতকে মুক্ত হইনু এখানে। কৃতার্থ হইনু তব প্রসাদ কারণে ।। অতি ভয়ঙ্কর ভগবান নরহরি। অল্পাঙ্গন কোনরূপে আরাধিতে নারি ।। ইবে এক নিবেদন শুন দয়াময়। কোথায় আছিলা নীলমণি কৃপাময় ।। কৃপা করি সেইস্থান দেখাহ আমারে। শুনি করে ধরি মুনি দেখাইল রাজারে ।। কল্পবটবৃক্ষ এই দেখহ রাজন। যোজনেক পরিসর উচ্চ দ্বিযোজন ।। মুক্তি দাতা এই তরু পরম পাবন। পরশিলে ছায়া পাপ সমুদ্রে তরণ ।। এইবৃক্ষমূলে যাজা যার মৃত্যু হয়। সেইজন মুক্তিপায় নাহিক সংশয় ।। বটবৃক্ষ রূপ এই প্রভু নারায়ণে। দরশন মাত্র পাপ মুক্ত নরগণে।।যেজন পূজয়ে স্তব করয়ে ইহারে। তাহার কি হয় তাহা কে কহিতে পারে ।। বটমূল পশ্চিমে নৃহরির উত্তরে। আছিলা মাধব ধরি চারি কলেবরে ।। সেই প্রভু পুনঃ তোমা অনুগ্রহ করি। এইখানে অবতার হবে দণ্ডধারী ।। শ্বেতদ্বীপে যেমন বিষ্ণুর নিজালয়। জম্বুদ্বীপে তেন এই নিজ স্থান হয় ।। অতি গুপ্ত স্থান এই শ্রীপুরুষোত্তম। প্রকাশ না করে হরি করেন গোপন ।। মোক্ষ অধিকারী রাজা এই স্থান জানে। অবিশ্বাস ইহারে করয়ে পাপীগণে ।। বিষ্ণুর প্রতিমা যেবা গঠিয়া

এখানে। প্রতিষ্ঠা করযে তিহোঁ মুক্তি কবে দানে।। ইহ স্বযং দারুব্রহ্ম আপনি আসিবে। আপনে আসিযা ব্রহ্মা প্রতিষ্ঠা করিবে।। সে বিগ্রহ মুক্তিদাতা কি কহিব আব। সত্য নরপতি বহু ভাগ্য সে তোমার।। অবতার আব যে প্রভুর অন্তর্দ্ধান। নিমিত্ত আছয়ে ইথি শুন মতিমান।। যুগেং অনুগ্রহ হেতু সাধুগণে। নানা অবতার হরি হযেন আপনে।। কারণ কুরাইলে পুনঃ অন্তর্দ্ধান হয। কাবণ বহিতনিত্য এই ক্ষেত্রে রয।। শ্বেতদ্বীপে যেমন প্রভুব নিত্য স্থান। তথা হৈতে অবতাবগণ উপাদান।। এথাও থাকিযা প্রভু আপনে শ্রীহরি। আপনার অংশগণ সর্ব্বত্র প্রচারি।। প্রকাশে মন্দাব কাঞ্চী পুস্কব আদিতে। অঙ্কুব উৎপত্তি যেন তরুমূল হৈতে।। নানা তীর্থ নানা দেশে ক্ষেত্রপুরী-গণে। অংশ অবতাবগণ ইহাব কারণে।। ইথে কদাচিৎ আব নাকব সংশয। সকলেব মূল এই দারুব্রহ্ম হয।। ক্ষণ এক প্রভু নাহি ত্যজে এই স্থান। দেহ ছাডি আত্মা যেন না কবে বিশ্রাম।। এখন হইবে সেই প্রভু অবতার। সকল প্রথমে জ্ঞান হইবে তোমাব।। তবে সেই প্রকাশ জানিবে অন্য জন। নিশ্চয জানিহ রাজা এ সব কথন।। এইরূপে সেই স্থান করাইলা দর্শন। দেখি রাজা প্রেমজলে পূর্ণিত নযন।। বিকসিত হৈল অঙ্গে পুলকেব দান। অষ্টাঙ্গ হইযা তথি করযে প্রণাম।। প্রকাশ আছেন প্রভু মনেতে কবিযা। যোড়হাতে কবে স্তব গদ্গদ হইযা।। শ্রীব্রজনাথ পদ হৃদযে বিলাস। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভব দাস।।

ত্রিপদী। ইন্দ্রদ্যুম্ন নবপতি, করযোডে কবে স্তুতি, নমো দেব দেবেব ঈশ্বর। ভবঘোব সিন্ধুনীবে, ডুবিযাছে যে পামরে, তাবে উদ্ধারহ দামোদর।। পবম ঈশ্বর হবি, দুঃখগণ ধ্বংশকবি, একামাত্র তুমি নারাযণে। সুখলোভে ক্ষুদ্রগণ, কবে ক্ষুদ্র নিসেবন, তোমার মহিমা নাহি জানে।। ত্রিবিধ যে পাপগড়, ছেদনে দুস্কর বড, নিরবধি

বৃদ্ধি হয় তার। অনায়াসে তব নাম, লইলে আনন্দ ধাম, সেই সব পাপের সংহার।। ভক্তিভাবে সেই নাম, লয যেই অবিরাম, মুক্তি কোন তুচ্ছ তার আগে। আপন পার্ষদ করি,তাহারে রাখিহ হরি,তবপদ সেবে অনুরাগে।। কর্ম্মের অধীন করি, তোমারে যে বলে হরি, অতি মূঢ, সেই সব জন।। তারা তত্ত্ব নাহি জানে, সত্য এই নারায়ণে, তোমার প্রেরিত কর্ম্মগণ।। অজামিল বিপ্রসুত, বর্ণাশ্রম কর্ম্ম যত, ত্যজিয়া কি পাপ না করিল। মৃত্যুকালে যমদূতে, বান্ধে তারে ক্রোধ চিত্তে, সেইকালে ভয উপজিল।। পুত্র তার নারায়ণে, ডাকিল ভযার্ত্ত মনে, আভাসে হইল তব নাম। সে নাম করি স্মরণ, হইযা বন্ধে বিমোচন, পাইল বৈকুণ্ঠ তব ধাম।। সকল উপাযগণ, শাস্ত্রগণে নিরূপণ, সব তব দর্শন কারণ। দেখিলে চরণ তব, গ্রন্থি পাপ নাশে সব, ততক্ষণে সংশয মোচন।। আমি দীন সুপামব, মহাপাপী নিরন্তব, তুমি মাত্র আশ্রয আমাব। কাহাব আশ্রয় নহি, কেবল তোমাব বহি, অনুগ্রহ কব এইবার।। পূর্ব্বে যেই মূর্ত্তি ধরি, পক্ষে মুক্তি দিলে হবি, পুনঃ সেই মূর্ত্তি এ নযনে। দর্শন করিব আমি, এই দযা কর তুমি, অন্য কিছু নাহি প্রযোজনে।। এই রূপে নবনাথ, যোড করি দুই হাত, স্তব কৈলা শ্রীমধুসূদনে। অঙ্গ তিতে আঁখিজলে, প্রেমে হৈল টলবলে, ভূমে পডি কবযে বন্দনে।। ব্রজনাথ দুটি পদ, পদ্মমধু মহানদ, বহে যাব.শত শত ধার। তার বিন্দুপান আশে, কহে বিশ্বম্ভর দাসে, শুনিলে ভবাব্ধি হয পার।।

পযাব। এইরূপে রাজা বহু করিলা স্তবন। অন্তরীক্ষে রহি কহে প্রভু নারাযণ।। শুন বাজা বিষাদ না ভাবিহ অন্তরে। যাহা কহে.নারদ করহ ত্বরা পরে।। শুনি রাজা মুনির নচনে শ্রদ্ধা কৈল। নিশ্চয় করিব যজ্ঞ মনে ঘুটাইল।। নারদের আগে কহে করিয়া বিনয়। অশ্বমেধ উদ্যোগ

করহ মহাশয ।। শুনি মুনি বলে শুন গোপতিনন্দন । নীল কণ্ঠ স্থানে তুমি করহ গমন ।। বিশ্বকর্ম্মাসুত তথা আমার স্মরণে । আইলা নৃসিংহালয় রচন কারণে ।। পশ্চিম মুখেতে তথা মন্দির করিবে । নৃসিংহের মূর্ত্তি তুমি তথায় স্থাপিবে ।। প্রতিমূর্ত্তি নৃসিংহের লৈয়া পঞ্চ দিনে । তথায় যাইব আমি শুনহ রাজনে ।।প্রতিমায় স্থাপিব ইন্দ্রিয় প্রাণ মন । দীপহৈতে দীপযেন জানিহ রাজন ।। এত শুনি রাজা তথা গমন করিল । বিশ্বকর্ম্মাপুত্র কীর্ত্তিমন্তেরে দেখিল ।। রাজার আদেশে সেই বিশ্বকর্ম্মাসুত । চারি দিনে মন্দির গঠিলেনঅদ্ভুত ।। তবে পঞ্চদিনান্তে নারদমুনিবর । নৃসিংহ মূর্ত্তি লয়ে রথের উপর ।। সুগন্ধি কুসুম ঘন হয় বরিষণ । চারি দিকে স্তব করে স্বর্গঋষিগণ ।। দিব্য রথে নরসিংহে লয়ে মুনিবর । নীলকণ্ঠ স্থানে আইলা হরিষ অন্তর ।। মনোহর মূর্ত্তি বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ । নারদ প্রতিষ্ঠা তাহে করিয়াছে প্রাণ ।। আদ্য মূর্ত্তি নৃসিংহের প্রতিমা বলিয়া । জানিলেন সব লোক নৃসিংহে দেখিয়া ।। তবে উঠি ইন্দ্র-দ্যুম্ন হরিষ অন্তরে । প্রদক্ষিণ করি দণ্ডবত নতি করে ।। তবে শুভক্ষণ জানি নারদ আপনে । মন্দির ভিতরে দেবে নিলা হর্ষমনে ।। বহুবিধ নৃপতির প্রতিষ্ঠা সম্ভার । নৃসিং-হের আগে ধরে শত শত ভার ।। ধরাবমা সহ রত্ন-বেদীর উপরে ।। উজ্জ্বল করয়ে নরহরি কলেবরে ।। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন নারদাদিগণ সনে । দেবস্মৃতি অনুসারে করয়ে স্তবনে ।। জ্যৈষ্ঠ শুক্লদ্বাদশী নক্ষত্র বায়ু নামে । নৃসিংহে প্রতিষ্ঠা মুনি কৈলা সেই দিনে ।। বৈশাখের শুক্লচতুর্দ্দশী শনিবার । সেই দিনে নৃসিংহের আদি অবতার ।। এই দুইদিনে পূজে বহু উপহারে । অন্তে ব্রহ্মলোক পায় পুরাণে প্রচারে ।। শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ । জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস ।।

পয়ার । জিজ্ঞাসিল মুনিগণ করিয়া বিনয় । তবে কি

করিল ইন্দ্রদ্যুম্ন মহাশয় ।। নরসিংহ প্রতিষ্ঠা করিযা নৃপমণি। কোনং কার্য্য কৈলা কহ দেখি শুনি ।। জৈমিনি বলযে সবে শুন সাবধানে। যেকালে প্রতিষ্ঠা দেবে করিলা রাজনে ।। যজ্ঞ আর প্রতিষ্ঠাব দুই নিমন্ত্রণ। এক কালে কৈলা রাজা সূর্য্যের নন্দন ।। নর আদি নিমন্ত্রণ কৈলা দেবগণে। ঋষি মুনি দেবজ্ঞ যাজ্ঞক যতজনে ।। বেদ শাস্ত্রগণে রাজা কৈলা নিমন্ত্রণ। নিমন্ত্রণ কৈলা যত সীমাংসকগণ ।। ধার্ম্মিকের গণে নিমন্ত্রণ কৈলা আর। অষ্টাদশ বিদ্যায পণ্ডিত সদাচার ।। সত্যবাদীগণে রাজা কৈলা নিমন্ত্রণ। সাদরে বৈষ্ণবগণে বলিলা রাজন ।। ত্রৈলোক্যের মধ্যে যত বৈসে নৃপগণ। সবে নিমন্ত্রণ কৈলা সূর্য্যের নন্দন।। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য আর শূদ্রগণে। নিমন্ত্রণ কৈল রাজা হরষিত মনে ।। দুইক্রোশ করিলেন সভার নির্ম্মাণ। পাষাণে রচিত কিবা দেখিতে সুঠাম ।। অতি উচ্চ সভা সেই সুধাতে লেপিত। মণি হীরা মাণিক্য কনকে বিরচিত ।। কোন খানে স্ফটিকে রজতে কোনখানে। যেখানে যেমন সাজে রচিল সেখানে ।। স্থানেং উচ্চস্তম্ভ বসনে বেষ্ঠিত। তার মাঝেং মুক্তাঝারা সুশোভিত ।। স্থানেং গবাক্ষ শোভযে মনোহর। লম্বিত মুক্তার হার তাহার ভিতর ।। চন্দ্রাতপগণ শোভে সভার উপরে। চারিপাশে চামর ঝুলিছে মনোহরে ।। অগুরু চন্দন কর্পূরেতে মিশাইযা। প্রতিস্থানে সভায় দিলেন ছডাইযা ।। চারিপাশে বিরচিল বিচিত্র সোপান। স্ফটিকে নির্ম্মাণ সেই দেখিতে সুঠাম ।। সভা পাশে সেই সব স্থান নির্বমিল। তার সম শোভা অন্য সভার নহিল ।। সেই অতি সুন্দর বসিযা তারপরে। দেখিবে সভার শোভা যেই ইচ্ছা করে ।। সভা ধারে শোভিত সুন্দর উপবন। সর্ব্ব ঋতু কুসুমে পূর্ণিত মনোরম ।। তার মাঝে সুশোভিত সরোবর চয়। কমল কুমুদ তাতে বিকসিত হয ।। চক্রবাক বক হংস শারসের

গণ। সুমধুর করে গান কর্ণ রসায়ন।। সুগন্ধি নির্ম্মল জল শীতল তাহায়। স্ফটিক সোপানগণ তাহে শোভা পায়।। যজ্ঞশালা শোভা কিবা না যায বর্ণনে। বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করিল প্রাণপণে।। যেমন যজ্ঞের শালা মরুত্ত রাজার। সেইরূপ এ সব তুলনা নাহি আর।। শ্রীব্রজনাথ পদ হৃদয়ে বিলাস। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস।।

পয়ার। তবে শুভদিনে শুভ নক্ষত্র সুযোগে। যজ্ঞ আরম্ভিলা ইন্দ্রদ্যুম্ন মহাভাগে।। যথাযোগ্য স্থানে বসাইলা সর্ব্বজনে। যথাযোগ্য দ্রব্যে সবে করিলা বরণে।। নৃপ দেবগণ ঋষিগণ মধ্যস্থানে। দেবরাজে বসাইয়া পুজিলা বিধানে।। কুবেরাদি দেবে রাজা করিলা পূজন। ধন পাযে হৈল সবে চমৎকার মন।। ইন্দ্রেরে কহযে তবে কবি যোড়হাত। মোর নিবেদন কিছু শুন শচীনাথ।। যদি মনে কর আমি ইন্দ্রত্ব কারণে। এই যজ্ঞ করি হেন না করিহ মনে।। তোমরা সেবিলে যেই মাধব চরণ। বালুকার মধ্যে তিঁহো হৈলা অদর্শন।। যজ্ঞ আরম্ভিনু পুনঃ তাঁহার প্রকাশে। প্রসন্ন হইয়া মোরে করহ আদেশে।। যাবৎ নহিবে পূর্ণ এই যজ্ঞবর। দেবগণসহ রহ সভার ভিতর।। শুনি হাসি কহে ইন্দ্র দেবগণ সনে। সুখে যজ্ঞ কর রাজা হরষিত মনে।। তোমার এ চেষ্টা হয সবার কল্যাণ। সকলে দেখিব পুনঃ প্রভু ভগবান।। আমাদের কপট নাহিক এই কাযে। সহায আছি যে মোরা দেবতা সমাঝে।। ইন্দ্রাদি দেবের বোল ইন্দ্রদ্যুম্ন শুনি। হরষিতে যজ্ঞ আরম্ভিল নৃপমণি।। নানাবিধ উপহারে শ্রীনাথে পূজিযা। পিতৃ বিপ্রগণে পূজে সাবধান হৈয়া।। স্বস্তিঋদ্ধি পড়িতেছে যতেক ব্রাহ্মণে। বিধিমতে বরণ করিলা হোতৃ গণে।। সদস্য সকল তবে ভূপ পত্নী সনে। অগ্নি আবাহন করি পূজে নারায়ণে।। হয়বর আনি জলে প্রেক্ষণ করিয়া জয়পত্র লিখি ঘোড়া দিলেক ছাড়িয়া।। লিখিল শকতি

যার থাকে ঘোড়া ধর। ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার সহিত যুদ্ধ কর॥ এইরূপে লিখি তবে ঘোড়া ছাড়ি দিল। ঘোড়া পাছে সেনাগণ অসংখ্য চলিল॥ শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস॥

পয়ার। এথা মৃগচর্ম্ম সনে রাজা মতিমান। মৌন হৈয়া আছে চন্দ্রচূড়ের সমান॥ অপাঙ্গে আদেশ কৈলা যত মন্ত্রিগণে। নিমন্ত্রিতগণে সব করাহ ভোজনে॥ বুঝিয়া সে কথা বিচক্ষণ মন্ত্রিগণ। নির্ম্মাণ করিল রাশি২ পাত্রগণ দেবগণ হেতু পাত্র বস্ত্রেতে মণ্ডিত। মুনি রাজাগণ হেতু সুবর্ণে নির্ম্মিত॥ ক্ষত্রি বৈশ্য রজতে কাংস্যে শূদ্রগণ। ভোজনান্তে পাত্র নিতি ফেলে সর্ব্বজন॥ আইল যতেক লোক রাজ নিমন্ত্রণে। পঞ্চশত বর্ষ তথি রহে হর্ষমনে॥ দুইবিধ ব্রাহ্মণতে নিত্য পাক করে। মন্ত্রে তন্ত্রে বিশারদ দেবগণ তরে। নীতশাস্ত্রে বিশারদ মনুষ্য কারণ। ষড়বিধ অন্ন পান করে সমপণ॥ দেবগণ ক্ষুধা তৃষ্ণা হীন সুধা পানে। তথাপি ভোজন করি চমৎকার মানে॥ পাতালের আইল যত নাগরাজগণ। সুধার অধিক সবে করিল ভোজন॥ সুগন্ধি পুষ্পের মালা কস্তুরী চন্দন। পট্টবস্ত্র উপদান সহিত আসন॥ কনক পালঙ্ক শয্যা সবাকার তরে। স্বর্ণ দণ্ড চামর ব্যজয়ে সবাকারে॥ কর্পূর লবঙ্গ জাতি তাম্বুলের সনে। সবাকারে সমর্পণ করয়ে যতনে॥ ভরতের শিক্ষা নাট গীত সবে গায়। এইরূপে সবাকারে তুষিলেন রায়॥ তিনলোক বাসির হইল চমৎকার। হেন যজ্ঞ না হইল না হইবে আর॥ শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস॥

পয়ার। এইরূপে ইন্দ্রদ্যুম্ন যজ্ঞ আরম্ভিল। পৃথিবী পাতাল স্বর্গ যশেতে পূরিল॥ যাজ্ঞবল্ক আদি করি যত মুনিগণে। যজ্ঞহোতা হৈয়া যজ্ঞ করায় রাজনে॥ বশিষ্ঠাদি সপ্তঋষি সদস্য হইয়া। যজ্ঞের হইলা সাক্ষী সভার

বসিয়া ॥ সেই সব জন করে বিধির বিধান। মন্ত্র বলাইছে তারা হইয়া সাবধান ॥ যোগীকর্ম্ম যোগীগণ কর্ম্মকারী হয অতএব স্বরে বর্ণে মন্ত্র হীন নয ॥ সভায বসিযা যত মুনিব মণ্ডলী। বাক্য উপবাক্যে মন্ত্র বলে কুতূহলী ॥ পরস্পর করে হবি ভক্তির বিচাব। হরিলীলা চরিত্র বাখানে বার বার ॥ অগ্নি মধ্যে সাক্ষাৎ হইযা দেবগণ। হরষিত হৈযা হরি করয়ে ভোজন ॥ সুধার সমান ব্রহ্মা হবিতে সৃজিল। তাহা ভুঞ্জি বীর্য্যবন্ত চিরজীবি হৈল ॥ অগ্নি মধ্যে হবি ভোগ করে দেবগণ। বাসে পুনঃ উপহার করযে ভোজন ॥ চিরকাল দেবগণ ত্যজি স্বর্গপুরী। রাজার পিরীতে তাহা মনে নাহি করি ॥ পাতাল নিবাসী যত নাগবাজগণ। তথা হৈতে সুখে এথা করবে ভোজন ॥ পাতাল গমন ইচ্ছা মনে নাহি করে। ইন্দ্রদ্যুম্ন পুরে সবে সুখেতে বিহরে ॥ পৃথিবী ভ্রমণ করি ঘোটক আইল। ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রতাপেতে কেহ না বাধিল ॥ স্মৃতিকার কল্পকার শাস্ত্র জ্ঞানীগণ। যজ্ঞে বিশারদ সদাচারেতে ভূষণ ॥ অবভৃথ অগ্নির সে আধান হইতে। বিধিমতে এক যজ্ঞ করিল পূর্ণিতে। পুনঃ আর যজ্ঞ রাজা আরম্ভ করিল। প্রথম হইতে শ্রদ্ধা অধিক বাড়িল ॥ এইমতে যজ্ঞ করে ইন্দ্রদ্যুম্ন রায। ত্রৈলোক্য জনের সদা আনন্দ বাড়ায ॥ জগন্নাথ দয়া হেতু ব্রহ্মার আদেশে। ক্রমে সহস্রেক যজ্ঞ করযে প্রকাশে ॥ এক ঊনসহস্র ক্রমেতে সমাপিল। সহস্রের পূরণ যজ্ঞেতে দীক্ষা হৈল ॥ শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস ॥

ত্রিপদী। জৈমিনি বলয়ে বাণী, শুন সব দ্বিজমণি, সুধাসার প্রভুর চরিতি। সহস্রের পূর্ণ যাগে, দীক্ষা হৈল মহাভাগে, দিনে দিনে পাইয়া দিব্যগতি ॥ সোমরসে যেই দিনে, যজ্ঞ কৈলা দৃঢ় মনে, সেই হইতে সপ্তম দিবসে। তাহার যে রাত্রি সার, চতুর্থ প্রহরে তার, ধ্যান করে মনের

হরিষে ।। স্ফটিকেতে নিরমাণ, শ্রীশ্বেতদ্বীপ ধাম, দেখে রাজা প্রত্যক্ষ সমান । তার চারি দিকে বেড়ি, শোভে ক্ষীর সিন্ধুবারি৽ দেখি প্রেমে পূরিল নয়ন ।। দেখে কল্প তরুগণ, পুষ্পগন্ধ মনোরম, দশদিক আমোদিত করে । শুভ্র রক্ত বর্ণচয়, শঙ্খ চক্রাঙ্কিতময়, প্রতি অঙ্গে অলঙ্কার ধরে ।। ফলে ডালে বাকলেতে, বাহিরে কি অন্তরেতে, দেখে শঙ্খ চক্র চিহ্নগণ । সেই কল্পতরু তথি, সাক্ষাৎ বিষ্ণুর মূর্ত্তি, আঁখি ভরি দেখয়ে রাজন ।। সেই শ্বেতদ্বীপ মাঝে, অপূর্ব্ব মণ্ডপ সাজে, মণিতে রচিত মনোহর । রতনের সিংহাসন,তার মাঝে মনোরম,ছটা জিনি মধ্যাহ্ন ভাস্কর ।। মন্দ বাত খেলে জলে, সেই বাত সুশীতলে, শীতল মণ্ডপ অনুপম । তাহে রত্ন সিংহাসনে, রাজা করে দরশনে, নবীন কিশোর ঘনশ্যাম ।। গদাপদ্ম শঙ্খবর,চক্র চারি করোপর, বনমালা গলে বিভূষিত । সকল লাবণ্য সার, সৌন্দর্য্য সম্পত্তি সার, শ্রীচরণ জগত পূজিত ।। মহামূল্য মণিগণে, অলঙ্কার বিভূষণে, অঙ্গেতে যে তিরস্কার করে । দেখি রূপ নরপতি, প্রেমায় আকুল মতি, নিজ অঙ্গ ধরিতে না পারে ।। দক্ষ পার্শ্বে মনোহর, দেখে মত্ত হলধর, কোটি চন্দ্র জিনিয়া বদন । হিমাদ্রি শিখর সম, তনু অতি মনোরম, আঁখি ভরি দেখয়ে রাজন ।। ফণাগণ শোভে শিরে, মুকুট তাহার পরে, শোভে যেন ছত্রের সমান । শ্রবণে কুণ্ডল মণি, উজ্জ্বল ভাস্কর জিনি, সদাই ঘুরয়ে দুনয়ন ।। লাঙ্গল মুষল করে, শঙ্খচক্র শোভা করে,চারি বাহু দেখি অনুপম । ভূষা দিব্য মণিহার,কেয়ুর বলয় আর, মুদ্রিকাদি কত লব নাম ।। ক্ষুদ্রঘণ্টি কটী মাঝে, তথি স্বর্ণ সূত্র সাজে, রতনে নির্ম্মিত মনোহর । বারুণী মদিরা ভোরা, ৽পর পর মাতোয়ারা, হাসি মাখা রঙ্গিম অধর ।। হরির দক্ষিণ দিগে, দেখে তথি মহাভাগে, পদ্মাসনে লক্ষ্মী ঠাকুরাণী । কমল অভয়বর, হাতে করি

নিরন্তর, কুঙ্কুমাভা সুন্দর লোচনী।। ত্রৈলোক্য যুবতী-গণ, জিনি রূপ মনোরম, রূপের দৃষ্টান্ত সবাকার। সিন্ধু-কন্যা বলে সবে, কার এই অনুভবে, লাবণ্য সিন্ধুর কন্যা সার।। সম্মুখেতে প্রজাপতি, যোড হাতে করে স্তুতি, বামে শোভে চক্র সুদর্শন। সনকাদি মুনি যত, স্তুতি করে অবিরত, স্বপ্নে রাজা করিলা দর্শন।। অতি অদ্ভুত রূপ, জ্যোতির্ম্ময় অপরূপ, দেখি রাজা আপনা পাসরে। সেই ধ্যান যোগে রয্যা, প্রেমে গরগর হয্যা, স্তুতি করে গদ গদ স্বরে।। জয়২ জগন্নাথ,নিজ পারিষদ সাত, কৃপা করি দেহ দরশন। শ্রীব্রজনাথ পদ, হৃদে ধরি সুসম্পদ,বিশ্বম্ভর দাস বিবচন।।

পয়ার। জৈমিনি বলযে শুন যত মুনিগণ। ধ্যান-যোগে ইন্দ্রদ্যুম্ন করযে স্তবন।। নমো জগতের আত্মা জগত আধার। ত্রিগুণের পার নমঃ ত্রৈলোক্যের সার।। গুণগণ প্রকাশক প্রকৃতির পার। নিরমল শুদ্ধজ্ঞান স্বরূপ তোমার।। বেদেতে কথিতে প্রভু তোমার সমান। জগত তোমার রূপ তোমায় প্রণাম।। নমঃ সংসারির দুঃখ অহ-ঙ্কারী হারী। নমঃ চৌদ্দ ভুবনের মলস্তম্ভ হরি।। নমঃশিল্প কার কোটি ব্রহ্মাণ্ড রচনে। করুণাসিন্ধুর বিধু কবিয়ে বন্দনে।। নম দীনোদ্ধার গুপ্ত কৃপার নিধান। নমঃ সূর্য্যা-দির দীপ্তকারী ভগবান।। নমঃ ভূমি জঠরাগ্নি রূপ নারায়ণ নমঃ বহ্নিরূপ তুমি পবিত্র কারণ।। অতিগুরু অতিশ্রেষ্ঠ তুমি দীর্ঘ অতি। আসিতে নিকট তুমি অতি দূরে স্থিতি।। অতি সূক্ষ্ম রূপ তুমি তুমি সর্ব্বোত্তম। কোটি কাম জিনি তব রূপ নারায়ণ।। তুমি সুগোপিত পঞ্চ কোষের ভিতরে আপনি না জানাইলে কে জানিতে পারে।। দীন-

জগন্নাথ কর মোরে ত্রাণ। তোমার চরণে নাথ অনন্ত প্রণাম।। ভবাব্ধি তরিনু তোমা তরণী পাইয়া। দরশনে ক্লেশগণ গেল পলাইয়া।। তুমি চিদানন্দ রূপ যে

পায় তোমারে। সত্যদুঃখ নাশে ভাসে প্রেমের সাগরে ।। মধ্যাহ্নের ভানু যদি গগণে উদয়। দীপ্তে তার অন্ধকার কতক্ষণ রয় ।। আমি দীন ডুবিয়াছি ভবাব্ধি ভিতর। ত্রাণ কর জগন্নাথ জগত ঈশ্বর ।। ধ্যানে এইরূপ রাজা করিয়া স্তবন। প্রণমিয়া করিলেন চরণ বন্দন ।। ধ্যান অবসানে স্বপ্ন না হইল জ্ঞান। জাগিয়া দেখিল সব যেন মতিমান ।। তবে স্বপনের অন্তে নৃপতি জাগিল। আপনা আপনি রাজা স্মরণ করিল ।। অতি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখি নৃপবর। আপনারে কৃতার্থ মানযে বহুতর ।। সহস্রেক যজ্ঞ মম সফল হইল। মম ভাগ্য সর্ব্বরূপে উদয় করিল ।। নারদের বাক্য কভু নাহি হয আন। কোনরূপে এথাই দেখিব ভগবান ।। শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস ।।

পয়ার। এইরূপ চিন্তা করি রাত্রি শেষ কৈল। প্রাত কালে উঠি রাজা নারদে বলিল ।। প্রণাম করিয়া রাজা গদগদ স্বরে। স্বপনের বৃত্তান্ত কহিল মুনিবরে ।। শুনিয়া নারদ মুনি আনন্দ হইলা। কারে না কহিও স্বপ্ন নিষেধ করিলা ।। এত দিনে তব শোক গেল রাজা দূরে। প্রভাতে দেখিলে স্বপ্নে দেব গদাধরে ।। প্রাতঃকাল স্বপ্ন ফল ধরে দশ দিনে। নিশ্চয় জানিহ রাজা এইত প্রমাণে ।। প্রত্যক্ষ হবেন হরি যজ্ঞের অন্তরে। পূর্ব্বে প্রজাপতি কহিলেন মোর দ্বারে ।। সেই ব্রহ্ম স্বপ্নে তুমি করেছ দর্শন। অতএব যজ্ঞ কর হয্যা একমন ।। স্বপ্ন জ্ঞান কদাচিত না কর রাজন। হরির চরিত্র এই বুঝিতে বিষম ।। হেন স্বপ্ন অভাগা জনের নাহি হয। ভাগ্যবান জনে হেন স্বপ্ন যে মিলয় ।। শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস ।।

পয়ার। জৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনিগণ। অদ্ভুত অমৃত কথা করহ শ্রবণ ।। হরষিত হয়্যা পুনঃ ইন্দ্রদ্যুম্ন

রাজা। সোমরসে যজ্ঞ করি করে হরি পূজা।। একঠাঁই বসি সব ত্রৈলোক্যের গণে। অশ্বমেধ যজ্ঞ দেখে হরষিত মনে।। আকাশ পরশে সব বেদধ্বনিগণ। অন্য আর শব্দ কিছু না করি শ্রবণ।। দীন হীন অনাথ আইল যত জন। বাঞ্ছা ভরি সবাকারে দিলা বহু ধন।। গায়ক নর্ত্তক স্তুতি বাদিগণে আর। বহুধন দিয়া সবে কৈলা পুরস্কার।। কল্পবৃক্ষ সম হৈল ইন্দ্রদ্যুম্ন পুরী। যাহা চাহে তাহা পায় বঞ্চনা না হেরি।। এইমতে মহারাজা সবে দান দিল। পৃথিবী পাতাল স্বর্গ যশেতে পূরিল।। সমুদ্রের তটে বিশ্বেশ্বরের দক্ষিণে। যজ্ঞপূর্ণ হৈলে রাজা অবভৃত স্নানে।। পূর্ব্বে এক বেদী নিরমাণ করেছিলা। তথায় নিযুক্ত যত সেবক আছিলা।। ধাইয়া আইল শ্বাস ছাড়িতে২। নৃপতিরে নিবেদন করে যোড়হাতে।। শুন২ মহারাজা করি নিবেদন। অতি অপরূপ এক করিনু দর্শন।। বড় এক বৃক্ষ দেখি সমুদ্রের তীরে। অগ্রভাগ ডুবিয়াছে জলের ভিতরে।। তীরেতে আছয়ে মূল কল্লোল প্লাবিত। রক্ত বর্ণ তরু শঙ্খ চক্রেতে অঙ্কিত।। এককালে যেন শত সূর্য্যের উদয়। আশ্চর্য্য দেখিয়া রাজা হয়্যাছি বিস্ময়।। সুগন্ধ গন্ধেতে তীর আমোদিত করে। স্নানবেদী সমীপে আছয়ে তরুবরে।। কল্পবৃক্ষ হয় এই নহে সাধারণ। কল্পতরু রূপে কেহ কৈলা আগমন।। রক্ষক গণের বাক্য শুনিয়া নৃপতি। নারদে চাহিয়া কহে করিয়া মিনতি কহ২ মুনিবর ইহার কারণ। কিবা শ্রেষ্ঠ তরু দেখি কহে দাসগণ।। এত শুনি কহে মুনি সহাস্য বদনে। পূর্ণাহুতি সমাপন করহ রাজনে।। এতদিনে যজ্ঞ তব সফল হইল। তোমার ভাগ্যের ফল উদয় করিল।। পূর্ব্বেতে স্বপনে যাহা করেছ দর্শন। সেই বৈকুণ্ঠনাথ আইল রাজন।। পূর্ণব্রহ্ম অবতীর্ণ তারিতে সংসার। বিবরণ শুন তার সূর্য্যের কুমার।। শ্বেতদ্বীপে বিশ্বমূর্ত্তি যে কৈলে দর্শন।

সেই হরি লোমরূপ করিলা ধারণ ।। স্বেচ্ছায় পড়িয়া প্রভু ক্ষারসিন্ধু-নীরে। তরু রূপ আপনি হইলা মায়া ধরে।। পৃথিবীতে রহিবেন যেই অবতার। সেই রূপ হৈল প্রভু ভয়ঙ্কর আকার।। অলৌকিক তরু এই ইহার দর্শনে। তোমা বই পাত্র পৃথিবীতে নাহি আনে ।। ইবে তব ভাগ্য হেতু দেখিবে সকলে। এই কীর্ত্তি তোমার ঘুষিবে ভূমণ্ডলে ।। সিন্ধু তীরে সমাপিয়া অবভৃথ স্নান। মহামহোৎসব তুমি কর মতিমান।। তরুরূপী যজ্ঞেশ্বরে মঙ্গল করিয়া। স্থাপন করহ মহাবেদীতে আনিয়া ।। শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম শিরে ধার। বিশ্বম্ভর দাস কহে লীলার মাধুরি ।।

পয়ার। এইরূপে যুক্তি করি নৃপ মুনিবর। দারুব্রহ্ম সন্নিধানে চলিলা সত্বর।। রাজার সহিতে চলে পাত্র মিত্র গণ। রথ অশ্ব গজ পদাতিক অগণন।। ধাইল যতেক লোক হরিরে দেখিতে। পথ নাহি পায় ধায়্যা চলে চারি ভিতে।। ধায় কুলনারীগণ লজ্জা পরিহরি। বৃদ্ধগণ চলে সব যষ্টি ভর করি।। জগন্নাথ দেখিতে সবার সাধ মনে। হরিধ্বনি করি পথে ধায় সর্ব্ব জনে।। সমুদ্র কল্লোল শব্দ শব্দে স্তব্ধ কৈল। তবে সবে সিন্ধু তীরে উপনীত হৈল ।। দেখে দারুরূপ হরি ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর। উজ্জ্বল করেছে সিন্ধু তীর মনোহর ।। শতং ভানু কি উদিত একবারে। শঙ্খচক্র চিহ্নময় তরুরে নেহারে ।। জনম সফল মানিলেক সর্ব্বজন। দারুব্রহ্মে ইন্দ্রদ্যুম্ন করিল দর্শন ।। নিমগ্ন হইল রাজা আনন্দ সাগরে। পুলকে পূর্ণিত মুখে বাক্য নাহি স্ফুরে ।। স্বপ্নে জগন্নাথে যেন করিলা দর্শন। সেইরূপ রূপবরে দেখয়ে রাজন ।। চারি বড় ডাল চারিশাখা শোভে তায়। সুধাঝরে তরুবরে নয়ন যুড়ায় ।। দেখি সব শ্রম রাজা সকল মানিল। মাধবের অদর্শন শোক তেয়াগিল ।। প্রেম জল বেয়াপিল নয়ন বাহিয়া। পুনঃ পুনঃ প্রণময়ে ভূমে লোটাইয়া ।। দিব্য মালা চন্দনাদি নানা অলঙ্কার। দারু

অঙ্গে পরাইলা সূর্য্যের কুমার ॥ শ্রীব্রজনাথ পদ হৃদয়ে বিলাস। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস ॥

পযার। তবে রাজা বিপ্রগণে করিয়া যতন। দারু-ব্রহ্মে গৃহে লৈতে কৈলা নিবেদন ॥ বহিয়া চলিল বিপ্রগণ হরষিতে। লক্ষ লক্ষ ঢক্কাগণ লাগিল বাজাতে ॥ পটহ্ কাহাল শঙ্খ বাজযে বিশাল। তুরী ভেরী ঝাঝরী মৃদঙ্গ করতাল ॥ মধুর মুরজ বীণা রবাব মোচঙ্গ। বাজয়ে দগড দামা ডিণ্ডিমের সঙ্গ ॥ বাদ্যগীত নাট করি চলে সর্ব্বজন। জয় জয় শব্দ বিনা না কবি শ্রবণ ॥ জয় জয় জগন্নাথ দারুরূপ হবি। ঘন ঘন এই শব্দ করে নব নারী ॥ দেবগণ চলে সবে প্রভুরে ঘেরিযা। প্রেমে নাগগণ চলে জয় জয় দিযা ॥ পারিজাত পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ। আকাশ হইতে পুষ্প পড়ে ঘনেঘন ॥ অঞ্জলি২ পুষ্প পড়ে দারু গায ॥ চলিলেন মহাপ্রভু প্রসন্ন হিযায ॥ চারিদিকে ধূপ পাত্র কৃষ্ণাগুরু তায। মলযাপবনে গন্ধ নাসিকা মাতায ॥ সুরূপিণী নারীগণ মত্ত যৌবনেতে। রত্নদণ্ড চামর ব্যজযে চারি ভিতে ॥ দিব্য পট্ট-পতাকা ধরিযা চারি ভিতে। চলিল অনেক লোক ঘেরি জগন্নাথে ॥ রথ গজ অশ্ব চলে অনেক পদাতি। স্তুতিবাদে মহাঋষিগণ করে স্তুতি ॥ হোতা বিপ্র শ্রোত্রিয বিদ্বানগণ যত। ক্ষত্রি বৈশ্য সৎশূদ্র ঘেরিযা চলে কত ॥ শ্রুতি-স্মৃতি পুবাণে কথিত স্তুতি-গণে। চাবিদিকে স্তব করে যেই যাহা জানে ॥ জয জয পরম ঈশ্বর দারুময। জয অগতির গতি সদয হৃদয় ॥ জয় নীলমাধব অনন্ত ভগবান। জয দারুরূপে হবে কর পরিত্রাণ ॥ এইরূপে নানাবিধ করিয়া স্তবন। মহাদেবী নিকটে আনিলা নারাযণ ॥ সেই মহাদেবী হয় অতি মনোহর। উপরে চান্দোবা তার পরম সুন্দর ॥ পট্টবস্ত্রে ঘেরিযাছে তার চারিভিত। খাম্বা মাঝে২ মুক্তাঝারা সুশোভিত ॥ ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার আদেশে বিপ্রগণে। সেই

বেদী উপরে৽ রাখিল নারায়ণে ।। শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস ।।

পয়ার। তবে রাজা অতিশয আনন্দ পাইযা। নারদে প্রণাম করে ভুমে লোটাইয়া ।। রাজাবে করিযা কোলে মুনি আনন্দিত। ছুঁহে ছুঁহা মিলি হৈলা পুলকে পূর্ণিত ।। তবেত রাজারে চাহি কহে মুনিবর। পূজা কর দারুময পরম ঈশ্বর ।। মুনির বচনে বহুবিধ উপচারে। পূজা কৈলা দারুব্রহ্মে পরম সাদরে ।। পূজা অবসানে পুনঃ মুনিরে জিজ্ঞাসে। কিরূপ প্রতিমা বিষ্ণু হবেন প্রকাশে ।। কেবা নির্ম্মাইবে ইহা কহ মহাশয। সব কথা কহি মোব খণ্ডাহ সংশয ।। এত শুনি মুনিবর লাগিলা কহিতে। অলৌকিক চেষ্টা তাঁর কেপাবে বুঝিতে ।। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা তাব চেষ্টা নাহি জানে ।। অন্য কেবা জানিবেক এ চৌদ্দ ভুবনে ।। এই রূপে দুই জনে করযে বিচাব। হেনকালে অন্তরীক্ষে শুনে চমৎকার ।। হইল আকাশবাণী সর্ব্বলোক শুনে। শ্রবণ করিয়া সবে চমৎকার মানে ।। শুন রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন না ভাব বিস্মব। অলৌকিক হরি বিচারের কার্য্য নয ।। মহাবেদী আচ্ছাদন করহ যতনে। তথিমাঝে অব তার হবেন আপনে।। পঞ্চদশ দিন না খুলিবে আচ্ছাদন। দৃঢ করি সর্ব্ব দ্বার করিবে বন্ধন ।। উপস্থিত হৈলা সেই বৃদ্ধ সূত্রধর। নিজ অস্ত্রগণ লযে স্কন্ধের উপর ।। ইহাবে বেদীর মধ্যে প্রবেশ করাযা। যতন করিযা দ্বার বাঁধিবে আঁটিয়া ।। যাবৎ নির্ম্মাণ হবে প্রতিমা সকল। তাবত বাহিরে কর বাদ্য কোলাহল ।। শুনিলে গঠন শব্দ কালা কাণা হয। নরকে নিবাস পুত্র মরবে নিশ্চয় ।। কদাচ কর্ত্তব্য নহে অন্তে প্রবেশন। নির্ম্মাণের কালে না দেখিবে কদাচন ।। কর্ম্মকারী বিনা যদি অন্য জন দেখে। রাজ্যের বিতথা৽ আর সেহ পায় দুঃখে ।। যুগে যুগে চক্ষুহীন হয সেই জন। অতএব সে কালে না করিবে দর্শন।। সুত্রে

সব কার্য্য করিবেন সমাধান। আপনেই কর্ত্তব্য কহিবে ভগবান॥ যেই২ কার্য্যগণ করিবে যতনে। সুখের কারণ তাহা হয় সর্ব্বজনে॥ এত কহি অন্তরীক্ষে প্রভু ভগবান। নিরব হইয়া বাক্য কৈলা সমাধান॥ শ্রীব্রজনাথ পদ হৃদয়ে বিলাস। আনন্দ হৃদয়ে গায় বিশ্বম্ভর দাস॥

পয়ার। এতেক শুনিয়া সবে আকাশ বচন। সেই রূপ করিতে সবার হৈল মন॥ হেনকালে হরি বিশ্বকর্ম্মা রূপ ধরি। রাজার নিকটে আসিছেন ধীরি২॥ অতি বৃদ্ধ হইলেন দেব গদাধর। কাসিয়া কাসিয়া পড়ে ভূমির উ-পর॥ ঠেঙ্গা হাতে উঠিতে নড়য়ে সব অঙ্গ। চলিতে চরণ কাঁপে করয়ে বিভঙ্গ॥ চারি দিকে লোক সব করে পরি-হাস। মায়ায় সবার মন মোহে শ্রীনিবাস॥ দেখি অতি বিস্ময় হইল নরপতি। লোক নিবারিয়া কিছু কহে বুড়া প্রতি॥ কহ কোন দেশে হৈতে তব আগমন। কি হেতু আইলা এথা কহ প্রয়োজন॥ বুড়া বলে ঘর মোর দ্বারকা নগরে। বাসুদেব নারায়ণ বিদিত সংসারে॥ যত কিছু দেখ রাজা এ তিন ভুবনে। সকল গঠন মোর জানিহ বাজনে॥ দারুব্রহ্ম গঠিবারে আইনু এথায়। কোথায় আছয়ে তরু দেখাও আমায়॥ রাজা বলে অপরূপ তোমার এ বাণী। হেন বৃদ্ধ কেমনে গঠিবে চক্রপাণি॥ নারদ বলয়ে রাজা না কর বিস্ময়। বুড়ার বচনে তুমি করহ প্র-ত্যয়॥ শুনি অতি বিস্ময় হইলা নরপতি। স্মরিয়া আকাশ বাণী স্থির কৈল মতি॥ পুনঃ বৃদ্ধ সূত্রধর চাহি রাজা প্রতি। কহিতে লাগিলা কিছু মধুর ভারতী॥ শুন২ মহা-রাজ আমার বচন। স্বপ্নে যেই২ রূপ করেছ দর্শন॥ দারুতে সে সব রূপ করিব প্রকাশ। এত কহি বেদী মধ্যে গেলা শ্রীনিবাস॥ সকল জনেরে হরি করিতে বঞ্চন। বৃদ্ধ সূত্র-ধর রূপে আইলা নারায়ণ॥ শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস॥

পয়ার।• জৈমিনি বলয়ে তবে শুন মুনিগণ। অন্ত-রীক্ষ বাণী রাজা করিয়া শ্রবণ॥ যেই যেই রূপ শুনিলেন নরপতি। সেইরূপ করিবারে কৈলা তবে মতি॥ বৃদ্ধ সূত্রধর মাত্র করিলে প্রবেশ। দ্বারবন্ধ করিবারে করিলা আদেশ॥ চারিদিকে দ্বার সব করিল বন্ধন। বেদী চারি দিকে কৈলা বস্ত্র আচ্ছাদন॥ বহুবিধ বাদ্য তবে বাজিতে লাগিল। বাদ্যের শব্দেতে যেন সিন্ধু উথলিল॥ এইরূপ নিত্য নিত্য বাজে বাদ্যচয়। পঞ্চদশ দিন সবে অপেক্ষা করয়॥ পারিজাত পুষ্পবৃষ্টি ভূমি সুদুর্ল্লভ। তার দিব্য গন্ধ সবে করে অনুভব॥ নিতি২ গীতনাট করে সর্ব্বজন। বহুবিধ গীত আর শুনে লোকগণ॥ সূক্ষ্মধারে স্বর্গ গঙ্গা জল বরিষণ। দেখিয়া সকলে হৈল মহানন্দ মন॥ ঐরা-বত আদি গজগণ মদগন্ধ। সদা অনুভব করে যত লোক-বৃন্দ॥ যজ্ঞ হেতু আইলেন যত দেবগণ। হরি দেখি দুঃখ হৈতে হইলা মোচন॥ যেইরূপ কৈলা পূর্ব্বে মাধব সেবন। জগন্নাথ সেই রূপ কৈলা উপাসন॥ দেবতার উপাসনে প্রভু জগন্নাথ। দিব্য রূপগণ ধরি হইলা সাক্ষাৎ॥ স্বয়ং নিরমাণ হৈলা পঞ্চদশ দিনে। চারি মূর্ত্তি ধরিলেন প্রভু নারায়ণে॥ শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস॥

পয়ার। জৈমিনি বলয়ে সবে শুন সাবধানে। পূর্ব্বে যেই যেই রূপ করিনু বর্ণনে॥ আবির্ভাব হৈলা প্রভু সেই রূপ ধরি। দিব্য সিংহাসনে জগতের নাথ হরি॥ সংহতি সুভদ্রা বলরাম সুদর্শন। শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারি নারায়ণ॥ লাঙ্গল মুষল চক্র পদ্ম ধরি হাতে। প্রকাশ হইলা বলরাম হরষিতে॥ সপ্তফণা শোভে শিরে মুকুট তাহায়। ছত্রের আকার সে অদ্ভুত শোভা পায়॥ সর্পের আকার দেহ কুণ্ডল শ্রবণে। আবির্ভাব বলরাম অনন্ত আপনে॥ সুভদ্রা সুন্দর মুখী আবির্ভাব হৈলা। কমল অভয় বর

করেতে ধরিলা ।। আবির্ভাব হৈলা এই কমলা আপনি। সবার হয়েন ইহ চৈতন্য-রূপিণী ।। এই লক্ষ্মী পূর্ব্বেতে শ্রীকৃষ্ণ অবতারে। জন্মিলেন মহাদেবী রোহিণী-উদরে ।। বলরাম রূপ সদা হৃদয়েতে ভাবি। বলভদ্র আকার জন্মিলা মহাদেবী ।। অভেদ শরীর হন কৃষ্ণ বলরাম। এক বস্তু দুই রূপ জানিহ প্রমাণ ।। বিষ্ণুর বিচ্ছেদ লক্ষ্মী তিলেক না সয়। অতএব বিষ্ণু সহ অবতার হয় ।। বলবাম জন্মিলেন রোহিণী উদরে। তস্মাৎ ভগিনী কহি লোক ব্যবহারে ।। কিন্তু আপনেই লক্ষ্মী সুভদ্রা রূপিণী। একগর্ভে জন্ম হেতু বামের ভগিনী ।। যথায় পুরুষ রূপে প্রভু ভগবান। তথায় স্ত্রীরূপে হন লক্ষ্মী অধিষ্ঠান ।। পুরুষ মাত্রেই সব হয বিষ্ণুময়। স্ত্রীমাত্র কমলা রূপ জানিহ নিশ্চয ।। দেবতা কি পশু পক্ষী মনুষ্যেরগণ। এই দুহঁ বিভিন্ন আছযে কোনজন ।। বলরাম কৃষ্ণ দুই এক কবি জানি। হরি বিনা ফণাগ্রে কে ধরবে ধরণী।। সেইত অনন্ত হন প্রভু বলরাম। নিবন্তর পূর্ণ করে হরি মনস্কাম ।। এই শক্তিরূপা লক্ষ্মী ব্রহ্মাণ্ড জননী। তাঁহার ভগিনী কবি সকলে বাখানি ।। যেই সুদর্শন চক্র বিষ্ণু করে স্থিতি। শাখা অগ্রে হৈলা তেঁহ চতুর্থ মূরতি ।। সেইত দারুতে চারিমূর্ত্তি এইরূপে। নির্ম্মাণ হইলা কোটি ব্রহ্মাণ্ডের ভূপে ।। শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস ।।

পয়ার। তবে হরি উপকার করিতে সবার। অন্তরীক্ষে থাকিয়া বলয়ে আববার ।। শুন রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন অতি সাবধানে। পটে আচ্ছাদন কব এই মূর্ত্তিগণে ।। দৃঢ় করি আচ্ছাদন করিযা যতনে। বর্ণেতে করহ চিত্র প্রতিমাবগণে ।। নিজ২ বর্ণ সবে করাহ ধারণ। জগন্নাথে নীলবর্ণ করহ রাজন ।। শঙ্খ আব চক্র বর্ণ কর বল্লবানে। অরুণ বরণ কর চক্র সুদর্শনে ।। নানা ভক্তিভাবে শোভা

নানা অলঙ্কারে। কুঙ্কুম অরুণ বর্ণ কর সুভদ্রারে।। কেবল দারুকে যেবা করয়ে দর্শন। মহাপাপ হয করে নরকে গমন।। অতএব শীঘ্র এই তরু বাকলেতে। দৃঢ় করি আচ্ছাদন করহ অগ্রেতে।। তবে পুনঃ পট্টবস্ত্রে কর আচ্ছাদন। বৃক্ষ আঠা পুনঃ তাতে করহ লেপন।। তবে পুনঃ বর্ণকেতে চিত্র কর তায়। শিল্পিগণ দ্বারে কর এ সব উপায।। পুনঃ লেপ খুলি রাজা বৎসরে২। অঙ্গরাগ করাইরে এচারি মূর্ত্তিরে।। কিন্তু মহারাজ এক হবে সাবধান। কদাচিত বল্ক না খুলিবে মতিমান।। চিরকাল সে বাকল অঙ্গেতে রহিবে। বাকল বিহীন দৃষ্টে প্রমাদ হইবে।। বাকল ঘুচায্যা যেবা দেখে নরপতি। চিরকাল হয় তাব নরকে বসতি।। দুর্ভিক্ষ মড়ক রাজ্যে হয় ততক্ষণ। সন্তান মরযে তাব শুনহ রাজন।। কদাচিত সেই রূপে প্রভু না দেখিবে। দেবতা কি মনুষ্য দেখিলে বিঘ্ন হবে।। অতএব বল্ক লেপে হৈয়া বিলেপিত। দরশন দিয়া করে জগতেব হিত।। সুচিত্র পুণ্ডরীকাক্ষ প্রভু দযাময়। দরশন কৈলে সর্ব্ব পাপে মুক্ত হয।। মনের কামনা যদি পাইবে রাজন। সুচিত্র করিয়া কর প্রভু দরশন।। তোমাবে করিয়া দযা হরি অবতার। তোমা উপলক্ষে হবে সবার নিস্তাব।। নীলগিরি মাঝে যেই কল্পতরুবর। তার বাযুদিকে শত হস্তেব ভিতর।। নৃসিংহেব উত্তবে সে হয মহাস্থান। তথায করহ এক দেউল নির্ম্মাণ।। সহস্রেক হস্ত উচ্চ দেউল করিবে। হরিরে প্রতিষ্ঠা করি তথাই স্থাপিবে।। পূর্ব্বে বিশ্বাবসু নামে শবরনন্দন। বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠ তিঁহো জানিহ রাজন।। এইত পর্ব্বতে থাকি মাধবে সেবিল। তাঁর সহ সখ্য তব পুরোহিত কৈল।। এইত দারুর লেপ সংস্কার কারণ। সে দুহাঁব সন্তানে করহ নিযোজন।। ভবিষ্য উৎসব যত হইবে ইহাঁর। এ দুহাঁর পুত্রে দেহ সেই অধিকার।। এত কহি শূন্যবাণী নিরব হইল। শুনিয়া রাজার

মনে আনন্দ জন্মিল ।। শ্রীব্রজনাথ পদ হৃদয়ে বিলাস। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস ।।

পয়ার। জৈমিনি বলয়ে শুন মুনির-মণ্ডলী। শুনিয়া আকাশবাণী রাজা কুতূহলী ।। যেই২ রূপ রাজা পাইল আদেশ। সেই সব আচরিল করিয়া বিশেষ ।। নিযুক্ত করিল তবে শিল্পকার জনে। চক্ষেতে বসন সেই করিল বন্ধনে ।। তরুর বাকল ঢাকে দারুব্রহ্ম গায়। অতি সে সুদৃঢ় করি বান্ধিল তাহায় ।। বাকলে ঢাকিয়া দেহ নয়ন খুলিল। পট্টবস্ত্র পুনঃ তার উপরে ঢাকিল ।। যথাযোগ্য দ্রব্যে অঙ্গ করিল সংস্কার। বর্ণকেতে চিত্র করি মানে চমৎকার ।। আসি সবে নৃপতিরে কৈল নিবেদন। শুনিয়া হইলা রাজা প্রফুল্লিত মন ।। মহাবেদী বেষ্টন খুলিলা নব-পতি। সকলে দেখয়ে তবে শ্রীবুদ্ধ মূরতি ।। সিংহাসনে বাম কৃষ্ণ ভদ্রা সুদর্শন। কোটি২ চাঁদ জিনি উজ্জ্বলবরণ ।। কমল আসনে স্থিতি প্রভু বিশ্বম্ভর। কৃপায় সহাস্য মুখ বঙ্কিম অধর ।। পরিসর বক্ষ অল্প উন্নত দেখিতে। শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভে চারিহাতে ।। প্রস্ফুটিত শ্বেতপদ্ম জিনিয়া নয়ন। দরশন মাত্র পাপ হৈতে করে ত্রাণ ।। দারু দেহ হইয়াও প্রভু শ্রীনিবাস। নিজ দেহ তেজে দিক করয়ে প্রকাশ ।। নবীন নীরদ তনু করে ঢল২। মস্তকে কিরীট কর্ণে মকর কুণ্ডল ।। পীতবাস পরিধান বৈজয়ন্তী গলে। অঙ্গের সুসমা দেখি তনু মন ভালে ।। শঙ্খচক্র গদা পদ্ম বনমালাধারী। নাশয়ে সন্তাপ হেরি চরণ মাধুরি ।। শ্রীঅঙ্গ ভূষিত যথা যোগ্য আভরণে। বলরামে দেখে রাজা শ্রীকৃষ্ণ দক্ষিণে ।। বারুণী মদিরা পানে ঘুরে দুই আঁখি ।। সাক্ষাৎ অনন্ত আইলা সর্ব্বলোক দেখি ।। মস্তক উপরে ফণা মণ্ডল বিস্তার। কুণ্ডলী আকার দেখে বিগ্রহ তাঁহার ।। অল্প নত পৃষ্ঠ উরউচ্চ পরিসর। চক্র ধরি ফণাবৃন্দ মস্তক উপর ।। লাঙ্গল মুষল চক্র কমল ধারণ। বনমালা হার তাড

বলয় ভূষণ ।। মাথায কিরীট আর মুকুট উজ্জ্বল । কৈলাস পর্ব্বত সম শ্রীঅঙ্গ ধবল ।। দিব্য নীলবাস করিয়াছে পরিধান । দেখিয়া নৃপতি প্রেমে পূরিল নয়ন ।। সে দুহাঁর মধ্যে দেখে লক্ষ্মী ঠাকুরাণী । সুভদ্রা নামেতে সর্ব মঙ্গল দায়িনী ।। সর্ব্বদেব জননী সুভদ্রা মহেশ্বরী । পাপসিন্ধু তবণে তারিণী ভবতরী ।। বিকচকমল জিনি প্রসন্ন বদনী। করেতে অভয বর কমল ধারিণী ।। রূপ লাবণ্যের বাস যাঁহার দেহেতে । অলঙ্কারে প্রতি অঙ্গ সুন্দর শোভিতে।। কুঙ্কুম অরুণ দেহা অতুলনা রূপে । সাক্ষাৎ দেখিযে যেন লক্ষ্মীর স্বরূপে ।। বিষ্ণুব বামেতে দেখে চক্রসুদর্শন । বাল সূর্য্য প্রভা জিনি অরুণ বরণ । তীক্ষ্ণধার তেজোময বিষ্ণুব মূরতি । দেখি হৈল সবাকার নয়ন আরতি ।। শ্রীব্রনাথ পাদপদ্ম শিবে ধরি । বিশ্বম্ভর দাস কহে লীলাব মাধুরি ।।

পযাব । ভগবান প্রকাশ হইলা এইমতে । চতুর্ভুজ সর্ব্বজনে দেখিলা সাক্ষাতে ।। এইরূপে প্রতিষ্ঠা হইযা ভগবান । ইন্দ্রদ্যুম্ন বাজাবে করিলা বরদান ।। সেই চতুর্ভুজ মূর্ত্তি সাক্ষাৎ দেখিলে । জীবমাত্র মুক্ত হৈয়া বৈকুণ্ঠেতে চলে ।। তেকাবণে উপায করিব ভগবান । যুগ অনুরূপ দিব দরশন দান ।। সত্য আদি যুগে চতুর্ভুজ দরশন । কলিযুগে দ্বিভুজ দেখিবে জীবগণ ।। পূর্ণব্রহ্ম সনাতন প্রভু দারুময় । যখন যে লীলা কবে সেই সত্য হয ।। আর এক গূঢ়কথা ইথি মধ্যে হয । অতি গুপ্তকথা প্রকাশের যোগ্য নয় ।। পূর্ব্বেতে শমন যবে করিলা প্রার্থন । স্বত্রখণ্ডে আছে তাহা বিস্তার বর্ণন ।। যমের স্তবেতে বশ হৈয়া ভগবান । শ্রীনীলমাধব রূপ হৈলা অন্তর্দ্ধান ।। যমে অধিকার দিতে অবিশ্বাসি জনে । সেই দেবলীলা করিলেন সঙ্গোপনে।। পুনঃ দারুদেহ ধবি প্রকাশ হইলা । অবিশ্বাস বিশ্বাস অপেক্ষা না রাখিলা ।। দারুদেহ দেখি যেই অবিশ্বাস করে। ঘোর রৌরবের মাঝে সেই বাস করে ।। সাক্ষাৎ

পরমব্রহ্ম জানে যেই জন। মরিলে বৈকুণ্ঠে সেই করয়ে গমন ॥ সেই নীলমাধব আপনি জগন্নাথ। চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধরি হইলা সাক্ষাৎ ॥ সদা দরশন যদি দেন সেইরূপে। কেমনে করুণা দান রহে মৃত্যুভূপে ॥ তেকারণে জগন্নাথ সূক্ষ্ম মূর্ত্তি ধরি। রহিয়াছে মহাপ্রভু প্রতিমা ভিতরি ॥ এইরূপ বলরাম ভদ্রা সুদর্শন। নিজ নিজ সূক্ষ্ম মূর্ত্তি অন্তরে গোপন ॥ বাহ্যেতে দ্বিভুজ সবে করে দরশন। চতুর্ভুজ মূরতি অন্তরে সুগোপন ॥ সেই বাহ্য মূর্ত্তি দেখি বিশ্বাস যে করে। অনায়াসে ভবাব্ধি হইতে সেই তরে ॥ সবার উপাস্য দারুব্রহ্ম নারায়ণ। ভাব অনুরূপ দেখে ভাব সিদ্ধজন ॥ শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস ॥

পয়ার। পুরাতন কথা এক খ্যাত সর্ব্বজনে। প্রিয়ম্বদ আইলা জগন্নাথ দরশনে ॥ গণেশ সেবক সেই মহাভক্ত বর। জগন্নাথ দরশনে আইলা সত্বর ॥ স্নানমঞ্চে জগন্নাথ চতুর্দ্ধা মূরতি। দেখি হৈলা প্রিয়ম্বদ মহাদুঃখ মতি ॥ নিজ ইষ্টদেব মূর্ত্তি না পায়্যা দর্শন। দুঃখ মনে তথা হৈতে করিলা গমন ॥ আঠারনালায় তিঁহ আইলা যখন। আচম্বিতে ধ্বনি এক করিলা শ্রবণ ॥ কোথা যাহ ভক্ত মোর আমারে ত্যজিয়া। তোর প্রভু আমি স্নান মঞ্চেতে বসিয়া ॥ যাইয়া গণেশ রূপ পাবে দরশন। শুনি হৈলা প্রিয়ম্বদ সবিস্ময় মন ॥ আচম্বিতে শব্দ শুনি চাহে চারি ভিতে। কে কহিল বাক্য কারে না পায় দেখিতে ॥ সাত পাঁচ বিচার করিয়া তবে মনে। উলটিল আপন প্রভুর দরশনে ॥ সিংহদ্বার পার হৈয়া উঠিল সোপানে। স্নান মণ্ডপেতে গেলা উৎকণ্ঠিত মনে ॥ দেখে নিজ ইষ্টদেব গণেশ মূরতি। স্নান মণ্ডপেতে বসি অখিলের পতি ॥ চতুর্ভুজ গজানন অঙ্গ দীপ্তময়। চারি দিগে দেবগণ করে জয়, জয় ॥ মূষিক উপরে স্থিতি অখিলের পতি।

নাহি দেখে মাত্র দেখে সে চারি মূরতি ।। ইষ্টদেব দেখি তবে সেই ভক্ত রাজে। দণ্ডবৎ হৈযা তথি পড়িল অব্যাজে ।। দাণ্ডাইয়া যোড়করে করয়ে স্তবন। জয় জয় সবার আশ্রয় গজানন ।। জয় সর্ব্ব বন্দনীয জয় সর্ব্বপাল। জয় ভক্তহিত কারী পরম দয়াল ।। এইরূপ বহুবিধ করিযা স্তবন। হরষিতে ক্ষেত্রে বাস করিলেন পণ ।। সেইত অবধি দারুব্রহ্ম নারাযণে। ধরেন গণেশ বেশ স্নানযাত্রা দিনে ।। অতএব পরম ব্রহ্ম যথা অবতার। চতুর্ভুজ দ্বিভুজ কি তাহাতে বিচার ।। সেই প্রভু সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলিতে। দরশন দেন ভাব অনুরূপ মতে ।। এ কথা সুদৃঢ় জানে ভাব সিদ্ধজনে। সবার ঈশ্বর দারুব্রহ্ম সে আপনে ।। আর এক গূঢ় কথা শুন মন দিযা। পুরাণের গুপ্ত কথা কহি বিবরিয়া ।। দেহ ছাড়া প্রাণ যেন না রহে কখন। এই দারু দেহধারী তেন নারাযণ ।। অগ্নি যেন দাহিকা শকতি ছাড়া নয। তেন এই দারু দেহধারী দয়াময ।। ক্ষীর যেন আছে সদা গাবীর অন্তরে। তেন দারুময় ব্রহ্ম জানিহ নির্দ্ধারে ।। অদ্যাপিহ রাজবেশ ধরেন যখন। সুবর্ণের পাণিপদ দেখে সর্ব্বজন ।। সেই কালে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি সুপ্রকাশ। কোটি কন্দর্পের দর্পহারি শ্রীনিবাস ।। প্রভুর দর্শন যেন যুগ অনুরূপ। কল্পবট দেউল দর্শন সেইরূপ ।। অতএব হরিলীলা অতি গূঢ়তর। ব্রহ্মাদি জানিতে তাঁর লীলা সুদুষ্কর ।। ইথে তর্ক করি যেই অবিশ্বাস করে। নিশ্চয নিশ্চয় যমদণ্ডী হৈযা ফিরে ।। বিশ্বাস করিয়া যেবা করে দরশন। অন্তকালে পাবে সত্য গোবিন্দ চরণ ।। এই সব পুরাণেতে অর্থ গূঢ়তর। কহিতে অযোগ্য আমি অজ্ঞান পামর ।। এ সব লীলার অর্থ আমি কিবা জানি। শাস্ত্র গুরু আজ্ঞা রূপে প্রকাশিযে বাণী ।। উৎকলখণ্ডের কথা অতি সুমধুর। তাতে ক্ষেত্রখণ্ড সুধাখণ্ড সে প্রচুর ।। বালকের বাক্য বলি না করিহ ঘৃণা।

শ্রোতা সব শুন মোরে করিয়া করুণা ॥ শ্রীব্রজনাথ পাদ-পদ্ম করি আশ। ক্ষেত্রখণ্ড কথা কহে বিশ্বম্ভর দাস ॥

পয়ার। জৈমিনি বলয়ে শুন যত বিপ্রগণ। এইমতে প্রকটিলা জগত জীবন ॥ চতুর্দ্ধা মূরতি দেখি প্রভু ভগ-বান। আনন্দে ডুবিল রাজা নাহি কিছু জ্ঞান ॥ বাষ্প ছল ছল আঁখি ঈষৎ মিলিয়া। স্তম্ভ প্রায় করযোড়ে আছে দাণ্ডাইয়া ॥ হেনকালে হাস্যমুখে কহে মুনিবর। শুন রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন অবনী ঈশ্বর ॥ এতেক করিলে শ্রম যাহার কারণে। সেই ফল প্রত্যক্ষ হইল এত দিনে ॥ পৃথি বীর মাঝে তুমি একা ভাগ্যবান। ওই দেখ জগন্নাথ কমল নয়ন ॥ যাঁহারে দেখিতে যত্ন করে যোগীগণ। এক মন হৈয়া ধ্যান করে অনুক্ষণ ॥ অনেক যতনে রূপ দেখে কি না দেখে। তিঁহ দারু রূপে প্রকটিল নরলোকে ॥ তোমারে করুণা করি জগত ঈশ্বর। অনাদির আদি হৈলা সবার গোচর ॥ অতএব স্তুতি কর এই নারায়ণে। তুষ্ট হয়ে মনোবাঞ্ছা করিবে পূরণে ॥ এত শুনি ইন্দ্রদ্যুম্ন যুড়ি দুই কর। বেদের বিধানে স্তব করিলা বিস্তর ॥ জগন্নাথ বল-রাম ভদ্রা সুদর্শনে। স্তবন করিলা রাজা হরিষ বিধানে ॥ তবেত নারদ মুনি বেদ অনুসারে। জগন্নাথে স্তব কৈলা হরিষ অন্তরে ॥ স্তুতি কৈল আর তথি ছিল যত জন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য আর শূদ্রবর্ণ ॥ কিবা মন্ত্র কিবা স্তোত্র কবিতা পুরাণে। যার যেই ইচ্ছা সেই করয়ে স্তবনে ॥ তবে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন হরষিত হৈয়া। পুরোহিতে চাহি কহে বিনয় করিয়া ॥ প্রভুপূজা লাগি কর দ্রব্য সং-স্কার। শুনি পুরোহিত কৈলা অনেক সম্ভার ॥ তবে সেই রাজা নারদের উপদেশে। মন্ত্রের বিধানে পূজা করয়ে হরিষে ॥ দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্রে পূজে বলরাম। যাহা উপা-সনে ধ্রুব পাইলা শ্রেষ্ঠ ধাম ॥ বেদমাঝে প্রসিদ্ধ পৌরুষি মন্ত্রদ্বারে। পুজিলেন মহারাজা জগত ঈশ্বরে ॥ লক্ষ্মী

মন্ত্রে সুভদ্রার করিলা পূজনে। সৌদর্শনি মন্ত্রে পূজিলেন সুদর্শনে।। বহুবিধ উপহারে পূজি মতিমান। প্রভুর পীরিতে দ্বিজে দিলা বহু দান।। ওলা পুরুষাদি আর মহা দানগণ। কতেক দিলেন রাজা না যায় গণন।। অশ্বমেধ পূর্ণ হেতু রবির তনয়। কোটি গাবী দান দিলা আনন্দ হৃদয়।। স্বর্ণ মুকুতা ভূষা করি গাবীগণ। বহু দক্ষিণায় দান দিলেন রাজন।। সেই গাবী ক্ষুবাগ্রেতে যে গর্ত্ত করিল। দানজলে পুরী মহাতীর্থ সে হইল।। ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর হৈল তার নাম। সাড়ে তিন কোটি তীর্থ যাতে অধিষ্ঠান।। সেই সরোবরে স্নান করয়ে যে জন। বিধি মতে পিতৃদেবে করয়ে তর্পণ।। হযমেধ সহস্রেক ফল সেই পায। পিতৃগণে পিণ্ডদান যে করে তাহায।। সেই ভাগ্যবান কোটি কুল উদ্ধারিবা। ব্রহ্মলোকে করে বাস আনন্দ পাইযা।। গঙ্গার সমান হয় এই তীর্থবর। ত্রিভুবনে তীর্থ নাই ইহা সম সব।। শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভব দাস।।

পযার। তবে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন জানি শুভযোগ। দেউল রচন হেতু করিল উদ্যোগ।। শুভক্ষণে বিপ্রগণে করিলা পূজনে। স্বস্তি ঋদ্ধি বলাইযা ব্রাহ্মণের গণে।। মনেং হারপদ করিয়া স্মবণ। দেউলের ঘরে অর্ঘ্য কৈলা সমর্পণ।। পৃথিবীবে প্রার্থনা করিল মতিমান। চন্দ্র তারা বধি মোরে দেহ এই স্থান।। তবে বাস্তুযাগ রাজা কবিল যতনে। বহু উপহার দিলা কর্ম্মকাবীগণে।। মহামহোৎসব তবে করিলা রাজন। কেহ গায় কেহ বায় করযে নর্ত্তন।। অনাথ বিপন্ন দীনে বহু ধন দিলা। পূজা করি রাজাগণে বিদায করিলা।। কৃতার্থ হইয়া সবে হরি দরশনে। নিজং গৃহে গেলা হরষিত মনে।। পাষাণ কাটিতে আর পাষাণ বহিতে। কোটিং ধন তবে দিলা নরনাথে।। হরষিতে কহে রাজা সভায় বসিয়া। আমি অষ্টাদশ দ্বীপ অধিকারী

হয়্যা ।। বাহুবলে যত ধন কৈনু উপার্জ্জন। দেউল রচনে তাহা করিনু অর্পণ ।। ক্ষেত্র যাত্রা কাযে মোর যত শ্রম হৈল। দেউল রচনে তাহা সফল মানিল ।। ইহার অধিক মোর ভাগ্য কি কহিব। আপন অর্জ্জিত ধনে হরিবে ভুষিব ।। এই ক্ষেত্র হবেন প্রভুর কলেবর। আমি বলি যাহাতে কহেন বিশ্বম্ভর ।। আবির্ভাব তিরোভাব নিত্য স্থিতি যাতে। তিল এক ক্ষেত্রে নাহি ছাড়ে জগন্নাথে ।। এইরূপ ইন্দ্রদ্যুম্ন বলে বার বার। কহিতে কহিতে চক্ষে বহে জলধার ।। সেই সভামধ্যে এক ছিলা দ্বিজবর। ঋগ্বেদী মহাজ্ঞানী বেদান্তে তৎপর ।। অপম আনন্দ হৈয়া নৃপতিরে কয়। মহা ভাগ্যবান তুমি শুন মহাশয় ।। চরাচর গুরু যেই প্রভু জগন্নাথ। দারুমূর্ত্তি ধরি তিঁহো হইলা সাক্ষাৎ ।। সাধন বিহীন পাপী মহা দুরাচারে। দরশন দিয়া প্রভু তারিবে সবারে ।। দ্বিজবাক্য শুনিয়া নারদ মুনিবর। রাজারে চাহিয়া বলে করুণ উত্তর ।। সুসত্য কহিলা এই বিপ্র মতিমান। নিশ্বাসেতে বেদ যবে হৈল উপদান ।। তার শিরো ভাগ অর্থে যেই বিবরণে। সেই দারুময় ব্রহ্ম দেখিবে নয়নে ।। তার অর্থ ভালমতে জানে পদ্মযোনি। তাঁর মুখে এ সকল শুনিয়াছি আমি ।। তাঁহার আজ্ঞায় পুরিলাম তব আশ। সুখে প্রভু ভজ যাই তাঁহার নিবাস ।। শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ করিব নিবেদন। সংপ্রতি দেউল ভূমি করহ রচন ।। এত শুনি ইন্দ্রদ্যুম্ন মুনিবরে কয়। আমারে সংহতি লৈয়া চল মহাশয় ।। তাঁহার প্রসাদে পাইনু প্রভু জগন্নাথ। প্রভুর প্রতিষ্ঠা লাগি কহিব সাক্ষাৎ ।। আগমন কারণে করিব নিমন্ত্রণ। যেন স্বয়ং আসিয়া করেন সমাপন ।। অল্পকাল অপেক্ষা করহ মুনিবর। দেউল প্রতিষ্ঠা করি যাইব সত্বর ।। শ্রীব্রজনাথ পদধূলি ধরি শিরে। ক্ষেত্রখণ্ড সুধাখণ্ড গায় বিশ্বম্ভরে ।।

পয়ার। তবে রাজা শিল্পিগণে বহু ধন দিল। একে

একে সবাকারে নিযুক্ত করিল ॥ দিনে২ বাড়য়ে দেউল মনোহর। শুক্লপক্ষে ক্রমে যেন বাড়ে শশধর ॥ অতিশয উচ্চ হৈল আকাশ প্রমাণ। অল্পক্ষণে নারিল করিতে অনুমান ॥ বহু ধন নরপতি ব্যয করে নিতি। অকাতরে ব্যয় করে হরষিত অতি ॥ কতেক পাষাণখণ্ড সংখ্যা যদি হয। কতকোটি ধনব্যয় নাহয় নির্ণয ॥ পৃথিবীর রাজাগণ রাজআজ্ঞাকারী। সবারে নিযুক্ত কাযে কৈল দণ্ডধারী ॥ সে সবে নিযুক্ত কৈল নিজ নিজ জনে। সর্ব্বজন একঠাই হইল মিলনে ॥ হরষিতে মহারব করে সর্ব্বজন। সেই মহা কলরবে ছাইল গগণ ॥ তুষ্ট হৈযা রাজার ভকতি শ্রদ্ধা-গুণে। কীর্ত্তি সহ বৃদ্ধি হৈলা কমলা আপনে ॥ ত্রিভুবনে অনুপম দেউলের শোভা। কাঞ্চনে খচিত কোথা কোথা রত্ন-আভা ॥ নানা মণি হীরক খচিত স্থানে২। স্ফটিকে রচিত ভিত্তি শোভে কোনখানে ॥ শরৎকালের যেন শুভ্রমে ঘোষয। হেন সুশোভিত অতি চমৎকার হয ॥ কোনখানে নীল পাষাণেতে সুরচিত। সুরচিত নীলমেঘ হইল উদিত ॥ এইরূপে মনোহর দেউল রচিল। দেউল সম্মুখে জগন্মোহন করিল ॥ শ্রীনাটমণ্ডপ কৈল সম্মুখে তাহার। শ্রীভোগমণ্ডপ তথি রচে শিল্পকার ॥ শ্রীনাট মণ্ডপে এক স্তম্ভ নিরমিল। গরুড়ের মূর্ত্তি স্তম্ভ উপরে রচিল ॥ রচিল তেত্রিশ কোটি দেবের মূরতি। সবাহনে দেবগণে নির্ম্মাইল তথি ॥ স্ত্রী পুরুষ পুত্তলিকা কৈল শত২। নির্ম্মাণ করিল বিপরীত ক্রীড়াব্রত ॥ রচিল পাতালবাসি যত নাগগণে। প্রতিমায় অধিষ্ঠান হৈলা সর্ব্বজনে ॥ যেই স্থানে ছিলা নীলমাধব ঈশ্বর। রতনের বেদী তথি রচে মনোহর ॥ সেই যোগ পীঠ হয় অতি গুপ্তস্থান। হরি নিত্য স্থিতি যাতে হয় অবিরাম ॥ চারিদিকে বেড়ি কৈলা অনেক মন্দির। চারি দিকে ঘেরি তার রচিল প্রাচীর ॥ চারিদিকে চারি দ্বার রচিল সুন্দর। পূর্ব্বদিকে সিংহদ্বার

অতি মনোহর ।। দুই সিংহ রহিচেন রক্ষক তাহার। হনূ-মান রক্ষা করে দক্ষিণের দ্বার ।। রক্ষযে উত্তরদ্বার দুই মত্তকবী। পশ্চিমেতে রহিলা আপনি নরহরি ।। নীলচক্র দেউলের উপরে ধরিল। যেমন পর্ব্বতে নীল নীরদ উড়িল ।। এই রূপে দেউলের করযে নির্ম্মাণ। তবগর্ভ প্রতিষ্ঠাকরিলা মতিমান ।। বজ্রপাত বারণ কারণ নরপতি। মহামূল্য মণিগণ গাঁথাইল তথি ।। ইহা সম পুনঃ আর দেউল রচনে। বহু মূল্য মণিগণ রাখিলা সেখানে ।। যেই রূপ দেউলের হইল নির্ম্মাণ। না হইল না হইবে ইহার সমান ।। শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস ।।

পযার। জৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনিগণ। ক্ষেত্রখণ্ড কথা কহি পীযূষ মিলন ।। পৃথিবীতে হইল যতেক মহারাজ মনেহ সম্ভব নাহি করে হেন কায ।। পরস্পর মিলি স্বর্গে বলে দেবগণ। স্বর্গে বা পৃথিবী হেন নহিল গঠন ।। এহেন দেউল কৈল অবনীমণ্ডলে। কেবা কোথা দেখিযাছে হেন কোনকালে ।। ধন্য২ ইন্দ্রদ্যুম্ন রাখিলেন কীর্ত্তি। সহস্রেক অশ্বমেধে তুষিল।শ্রীপতি।।যাহার সভাতে বসি সব দেবগণে। রাজভোগ ভুঞ্জিলেন হরষিত মনে ।। এইরূপ দেবগণ কহে পরস্পর। নৃপতির যশ সবে গায নিরন্তর।।নারদ সহায যার তারে কি বিস্মব। এথা যোড়হাতে রাজা নারদেরে কয ।। সফল হইল পূর্ণ তোমার প্রসাদে। এতবলি প্রণমিয়া পড়ে মুনি পদে ।। উঠাইযা নারদ করিল আলিঙ্গন। তোমায আমায় ভেদ নাহিক রাজন ।। দেখ হরি অবতার তোমার কারণে। জগন্নাথ পদ ভজ পরম যতনে ।।তাঁর পদে যেন তব অনন্য ভকতি। ইহা হৈতে পুরুষের কি পরম গতি ।। তীর্থে মন্ত্রে জপে দানে ব্রত অধ্যযনে। যজ্ঞে তপে শক্তি নহে যাহার অর্চ্চনে।। তোমার ভক্তিতে তিঁহো হইযা সদয়। অবনীর মাঝে আসি হইল উদয় ।। অতঃপর শোক

সব পরিহরি দূরে। ভক্তিযোগে মনরাস পরম সাদরে ।। চিরকাল এই পৃথিবীতে বাস করি। বহু দ্রব্য মহোৎসবে পূজহ শ্রীহরি ।। ব্রহ্মার নিকটে তুমি করিবে গমন। তিহোঁ কহিবেন যেই যাত্রা বিবরণ ।। দেউলে প্রতিষ্ঠা যবে করিবে হরিবে। সেইকালে ব্রহ্মা বর দিবেন তোমারে ।। সপ্তঋষি সহ আমি আসিব তখন। ইবে চল ব্রহ্মলোকে করিযে গমন ।। তোমা বিনে শক্তি কার ব্রহ্মলোকে যাইতে। এত কহি মুনিবর উঠে শূন্যপথে ।। শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস ।।

ত্রিপদী। তবে রাজা যোড করে, নিবেদযে মুনিবরে, শুন দেব মোর নিবেদন। এই পুষ্পরথে চডি, চল যাই ব্রহ্মপুরী, মনোধিক যাহার গমন ।। মন্দিরাধিকারিগণে, করি শীঘ্র নিয়োজনে, যাব যেই উপযুক্ত কাযে। হরি প্রদক্ষিণ করি, ত্বরায় আসিব ফিরি, কিঞ্চিৎ দাণ্ডাহ মুনি রাজে ।। এতেক শুনিয়া মুনি,বচনে আনন্দ মানি,প্রেমায ধরিয়া রাজা কবে। মহাবেদী প্রবেশিযা, জগন্নাথে নিরক্ষিযা, দণ্ডবৎ প্রণমে সাদবে ।। বলরাম সুভদ্রারে, প্রণমি আনন্দ ভরে,প্রণমিল চক্রসুদর্শনে। ব্রহ্মলোক গতি হেতু, আজ্ঞা মাগে ধর্ম্মসেতু, বারং করিযা স্তবনে ।। তবে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাব,মনোবাক্য আর কায,প্রদক্ষিণ করি জগন্নাথে। প্রণমযে বারবাব, চক্ষে বহে জলধার, আজ্ঞা মাগে ব্রহ্মলোক যাইতে ।। বিদায় হইযা রায, পালটি পালটি চায়, জগন্নাথে ছাডি যাইতে নারে। পুনর্বাপি প্রণমিযা, আঁখি জলে পূর্ণ হৈযা, আইলেন বেদীর বাহিরে ।। অলঙ্কার পবে অঙ্গে, পুষ্পরথে চডে রঙ্গে, সংহতি নারদ মুনিবব। রবি প্রদক্ষিণ করি, চলিলেন দণ্ডধারী, রথ মাঝে দ্বিতীয় ভাস্কর ।। রথ উঠে আকাশেতে, চলে দুহেঁ হর্ষ চিত্তে, মুনি রায় দুহেঁ মুক্তদ্বার। হরিগুণ গায মুখে,উপরে উঠযে সুখে, দেখি স্বর্গবাসী চমৎকার ।। উপরি উপরি গিযা,

ভুবলোক পার হৈয়া,মহর্লোকে গেলা দুইজন। তথি সিদ্ধগণ যত, দুহেঁ পূজে বিধিমত, তবে পুনঃ করযে গমন ॥ জনলোক-বাসিগণে, ত্রাস্ত হৈয়া দুইজনে, নতমুখে করযে দর্শন। বিষ্ণুভক্তি বলে রাজা, পাইয়া সবার পূজা, ব্রহ্মলোকে করযে গমন ॥ ব্রহ্মাণ্ডের বস্তুচয, ভক্তের অসাধ্য নয, অবহেলে মিলে যাবে মুক্তি। ক্রমে ঊর্দ্ধগতি গিযা, সিদ্ধগণে নিরক্ষিযা,ধরে রাজা দেবতার মূর্ত্তি ॥ ইচ্ছামাত্র প্রাপ্তি শক্তি, ধরিলেন নরপতি, ভূমিবাস না হয় স্মরণ। ইন্দ্রদ্যুম্ন ভক্ত সার, এ কোন মহিমা তার, যার বশ প্রভু নারাযণ॥ ভূমিতলে কর্ম্ম যত,কৈলা রাজা অবিবত, তার ফল আশা না কবিল। শ্রীহবিব প্রীতি তবে, কৈলা সব নববরে, অতএব এ শক্তি ধরিল ॥ তবে রথে নরপতি, আচম্বিতে দুঃখমতি, হইলেন দেউল চিন্তিযা। ব্রহ্মলোকে আইনু আমি, শক্রগণ ইহা জানি, পাছে বিঘ্ন কবযে আসিযা ॥ কর্ম্মিগণে নিযোজিনু, সকল বেতন দিনু, শীঘ্র নাহি দেউল গঠিবে। বিধাতাবে সঙ্গে করি,যাবত না আসি ফিরি,তাবত দেউল না হইবে॥ ব্রহ্মলোকে আইসে যেই, মর্ত্যে নাহি ফিবে সেই, মন্ত্রিগণ ইহা মনে কবি। বাজ্য বা লইল হবি, সেবিতে না পাইনু হরি, হায কিবা উপায আচরি॥ এইরূপ ভাবে রায,জানি মুনি কহে তায দুঃখ মন কেন নরপতি। কিবা চিন্তা কব মনে, আইলাম যেই স্থানে, চিন্তার বিষয নাহি ইথি ॥ আদি ব্যাধি জরা মৃতি, কভু নাহি দেখি ইথি, আনন্দ স্বরূপ এইস্থান। হরি দেখিযাছ তথা, নর দেহে আইলে এথা, তুমি রাজা মহাভাগ্যবান ॥ এখানে আইসে যেই, সংসাব না চিন্তে সেই, অনিত্য সংসার দুঃখময। তুমি মহাভাগ্যধাবী,কিবা দুঃখ মনে কবি, চিন্তা কবিতেছ মহাশয় ॥ ব্রজনাথ দুটি পদ, অরবিন্দ মধুনদ, বহে যার শত শত ধার। তার বিন্দুপান আশে, কহে বিশ্বম্ভর দাসে, শুনিলে ভবাব্ধি হয পার ॥

পয়ার।• জৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনিগণ। মুনির বচন শুনি বলয়ে রাজন ।। শোক নাহি করি রাজ্য বন্ধুর কারণে। দেউল নহিবে পূর্ণ শোক তেকারণে ।। শুনিয়া রাজার বাক্য বিধির নন্দন। হাসিয়া বলয়ে তাবে মধুর বচন ।। ব্রহ্মার সমান তুমি হও মহারাজ। সামান্য না হও তুমি ধরণীর মাঝ ।। তোমার কার্য্যেতে বিঘ্ন কাহার শকতি। সহায় হয়েন তব দেব প্রজাপতি ।। বিশেষ রহিবে জগন্নাথ যে মন্দিরে। কাহার শকতি তাহে বিঘ্ন করিবারে ।। অতএব চিন্তা দূর করহ রাজন। অগ্রে ওই ব্রহ্মপুরী কর দরশন ।। কোটি চন্দ্র সমান উজ্জ্বল তেজোময়। হর্ষদাতা কোটি সুধাসিন্ধু সম হয় ।। এইরূপে দুই জনে কহিতেং। ব্রহ্মলোক সমীপে হইলা উপনীতে ।। দূরে হৈতে দুইজন করয়ে শ্রবণ। ব্রহ্মঋষিগণ করে বেদ উচ্চারণ ।। স্পষ্টাক্ষর সুপদ সুছন্দ সব গান। কত ইতিহাস শুনে কতেক পুরাণ ।। রাজারে চাহিয়া বলে ব্রহ্মার নন্দন। এই ব্রহ্মলোকে রাজা আইনু এখন ।। সত্যলোক মহারাজা বলিয়ে ইহারে। তার বিন্দু লোক নাহি ইহার উপরে ।। অতি অল্প উপরেতে ইহার রাজন। উদ্ধখোল ব্রহ্মাণ্ডের আছে নিরূপণ ।। সেই খোল উপরে তাহার অধস্তলে। শ্রীবৈকুণ্ঠধাম শোভে পরমবিরলে ।। সেইধামে সচ্চিৎ আনন্দময় হরি। সকলের কর্ত্তা তিহোঁ শুন দণ্ডধারী ।। এইরূপে ইন্দ্রদ্যুম্ন কহিতেং। সভার দ্বারেতে গিয়া হৈল উপনীতে ।। স্বর্ণ নির্ম্মিত পুরী মাণিক্যে রচিত। কত মণি হীরক তাহাতে সুশোভিত।। দ্বারপার্শ্বে মণিতে নির্ম্মাণ এক ঘরে। ইন্দ্র আদি দেব আছে তাহার ভিতরে ।। পিতৃগণ মন্বন্তর অধিকারীগণে। সবে আছে বিধাতার দর্শন কারণে ।। দ্বারি নিবারণ হেতু যাইতে নারিয়া। দীনজন সম সবে আছে দাণ্ডাইয়া ।। ইন্দ্রদ্যুম্ন সহিত নারদ মুনিবরে। দূরে হৈতে দেখি দ্বারী প্রণমে

সাদরে ।। শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম ধূলি আশে । রচিল নূতন পুথি বিশ্বম্ভর দাসে ।।

পয়ার । দ্বারী বলে মুনিবর কি ভাগ্য আমার । বহু দিনে দেখিলাম চরণ তোমার ।। বিধাতার সভা শোভা নহে তোমা বিনে । ত্বরিতে প্রবেশ কর পিতৃ সন্নিধানে ।। নারদ বলয়ে দ্বারী শুন সাবধানে । এই রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন দেখ মোর সনে ।। সকল ভূমির পতি মহাপুণ্যবান । ব্রহ্মার দর্শনে আইলা বৈষ্ণব প্রধান ।। যদি তুমি বহু বান দর্শন করিতে । এতেক শুনিয়া দ্বারী কহে যোড় হাতে ।। শুন প্রভু যেই আইলেন তব সাতে । সামান্য না হন তিহ জান ভালমতে ।। যেইখানে আছেন সকল দেবগণে । কিঞ্চিৎ থাকুন তাহাদের সন্নিধানে ।। আপান ব্রহ্মারে গিয়া জানহ কারণ । তবে তাঁর নিকটে করহ প্রবেশন ।। লইয়া দেবগণ সহ পশ্চাৎ যাইব । উচিত করহ প্রভু আমি কি কহিব ।। এইক্ষণে গানে মন আছে বিধাতার । কি রূপেতে যাইয়া কহিব সমাচার ।। আমি তব দাস আর তোমার পিতার । উচিত আমারে ক্রোধ নহে করিবার ।। এত শুনি নারদ হইলা হৃষ্টমন । ইন্দ্রদ্যুম্নে রাখি তথা করিলা গমন ।। উপনীত হৈলা গিয়া ব্রহ্মা সন্নিধানে । অষ্টাঙ্গে পড়িয়া বন্দে পিতার চরণে ।। ইন্দ্রদ্যুম্ন আগমন কহে যোড় হাতে । ইঙ্গিতে আদেশ ব্রহ্মা করিলা আসিতে ।। হরিগান রসেতে আবিষ্ট ভগবান্ । বাক্য না কহিলা কিছু কটাক্ষে জানান ।। ইঙ্গিতে আদেশ পায়্যা নারদ সত্বরে । শীঘ্র আসি ধরিলেন ইন্দ্রদ্যুম্ন করে ।। ইন্দ্র আদি দেবগণ দেখয়ে নয়নে । নারদ সহিত রাজা কৈলা প্রবেশনে ।। দূরে হৈতে ব্রহ্মারে দেখিয়া নরবর । সাক্ষাৎ মানিল দারুব্রহ্ম কলেবর ।। অপ্পোহ নরপতি করয়ে গমন । পুনঃ পুনঃ প্রণময়ে করয়ে স্তবন ।। চলিতে

চরণ কাঁপে ত্রাস উঠে মনে। কিছু দূরে দাণ্ডাইলা নারদ বচনে ॥ সিন্ধুজা পতির গুণ পরম পবিত্র। দুইদণ্ড শুনে ব্রহ্মা হৈয়া একচিত্ত ॥ দুই পার্শ্বে সাবিত্রী শারদা দুই জনে। চামর ব্যজন করে হরষিত মনে ॥ মূর্ত্তিমান চারি বেদ করয়ে স্তবন। কালা কাষ্ঠা নিমিষে যাইছে যুগগণ ॥ জরা জন্ম মরণ নাহিক সেইস্থানে। যে যে রূপে আছে সেই আছয়ে তেমনে ॥ আধিব্যাধি নাহি তথা যুগ আবর্ত্তন। মন্বন্তর আবর্ত্তন কল্প নিরূপণ ॥ শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি ধ্যান। বিশ্বম্ভর দাস বিরচিল নবগান ॥

পয়ার। তবে গীত অবসানে প্রভু পদ্মযোনি। রাজারে চাহিয়া হাসি কহেন নর্ম্ম বাণী ॥ ইন্দ্রদ্যুম্ন তুমি মহা সত্ব ভাগ্যবান। হরির সেবক তুমি বৈষ্ণব প্রধান ॥ এই সত্যলোক সুদুর্ল্লভ অন্যজনে। সাক্ষাৎ দেখিলে তুমি আপন নয়নে ॥ পুণ্যবানগণ বাঞ্ছে এথাই গমন। কল্পাবধি বৈসে ইথি তপোনিষ্ঠগণ ॥ চতুর্দ্দশ ভুবনেতে প্রাণী আছে যত। সবার মনের কথা ব্রহ্মা সুবিদিত ॥ যদিবা রাজার মন জানেন আপনি। তথাপি তাহারে পুনঃ কহে পদ্মযোনি ॥ কহ মহারাজ তুমি কোন কার্য্য করে। আগমন করিয়াছ আমার গোচরে ॥ অপ্রাপ্তি না হয় কিছু আমার দর্শনে। তোমার মনের আশা করিব পূরণে ॥ এত শুনি ইন্দ্রদ্যুম্ন কহে যোড়হাতে। শুন ভগবান তব কিবা অবিদিতে ॥ সকল জানহ নাথ তুমি দয়াময়। তবু যে জিজ্ঞাসা মোরে দয়া হেতু হয় ॥ নারদের মুখে তব আদেশ শুনিয়া। করিনু সহস্র যজ্ঞ মস্তকে ধরিয়া ॥ তবে প্রভু ভগবান ধরি দারুকায়। আবির্ভাব হইলেন আসিয়া তথায় ॥ তোমার দয়ার হেন কমল নয়নে। নয়ন ভরিয়া আমি করিবে দর্শনে ॥ তাঁহার দেউল এক আরম্ভ করিনু। বিবরণ নিবেদিতে তোমারে আইনু ॥ আপনি যাইয়া যদি প্রভু জগন্নাথে। স্থাপন করহ

প্রভু সেই দেউলেতে ।। তবে তব অনুগ্রহ সফল আমারে। এই হেতু আইলাম তোমার গোচরে ।। তব পাদপদ্ম হবে করিমু দর্শন। প্রসন্ন হইয়া তথা করহ গমন ।। জগন্নাথ হও তুমি তুমি জগন্নাথ। তোমা দোঁহে ভিন্ন নহ ভালে জানি নাথ ।। তুমি স্থাপ্য স্থাপক জগৎ অন্তর্যামী। তুমি বেদ্য বেদাযতা অখিলের স্বামী ।। এই রূপ নরপতি করয়ে স্তবন। হেনকালে আইলা দুর্ব্বাসা তপোধন ।। অষ্টাঙ্গ হইয়া মুনি করিলা প্রণাম। যোড করে কহেন ব্রহ্মার বিদ্যমান ।। শুন প্রভু দ্বারে সব দেবতার গণে। পিতৃ মন্ব-ন্তর অধিকারী গণ সনে ।। দ্বারী হৈতে নিবারিত হইয়া তথায়। বহুকাল আছে সবে দীন হীন ন্যায় ।। আজ্ঞা হয় দ্বারে হৈতে করিয়া গমন। তোমার চরণ পদ্ম করুন দর্শন ।। শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস ।।

পয়ার। দুর্ব্বাসার বাক্য তবে শুনি প্রজাপতি। হাসি কহে নহে ইহা দেবের ভারতী ।। আপনি রচনা করি কহ এই বাণী। কিম্বা তারা বলিল রাজারে ঈর্ষা মানি ।। মায়ার মোহিত হয় সেই দেবগণে। ইন্দ্রদ্যুম্ন ঈর্ষা করে তথির কারণে ।। কোথা জিবন্মুক্ত কর্ম্ম ক্ষীণ এ রাজন। হরির ভকত মোর পঞ্চম নন্দন ।। কোথা কর্ম্ম ফল ভোগি এই দেবগণে। ইন্দ্রদ্যুম্ন সম চাহে আসিতে এখানে ।। তপস্যা করুণ আগে সেই দেবগণ। তবে আমা করিতে পাইবে দরশন ।। আমার দয়ায় ব্রহ্মলোকে যে আইল। এই বড ভাগ্য তাহা সবার হইল ।। তথাপি দুর্ব্বাসা তুমি করিলে যতন। অতএব আসিয়া করুণ দরশন ।। এত শুনি দুর্ব্বাসার জ্ঞান উপজিল। বিষ্ণুভক্ত প্রতি শ্রদ্ধা তাহার বাড়িল ।। তবে মুনি তথায় আনিলা সবাকারে। দূরে হৈতে বিধাতারে দরশন করে ।। দেবগণ গায়কগণের সন্নিধানে। ব্রহ্মারে প্রণাম করে দুর্ব্বাসা বচনে ।। তবে

প্রণমিল ইন্দ্রদ্যুম্ন নৃপবরে। ব্রহ্মার সম্মুখে রাজা আছে যোড করে ।। ইন্দ্রদ্যুম্ন সহ বাক্য কহে প্রজাপতি। কটাক্ষে করিলা দয়া দেবগণ প্রতি ।। ইন্দ্রদ্যুম্ন নারদ ব্রহ্মার সন্নিধানে। রাজাবে কহেন ব্রহ্মা মধুর বচনে।। দেউল করিলে সত্য তুমি নরপতি। কিন্তু সেইকাল রাজা না হয় সংপ্রতি ।। সেই রাজ্য নহে ইবে শুন মতিমান। অবনীতে নাহি কেহ তোমার সন্তান ।। যে অবধি গানবাদ্য করিলে শ্রবণ। বহুকাল গেল তবে শুনহ রাজন ।। এথা আইলে স্বায়ম্ভুব মনু অধিকারে। সেই মনু গত হৈল শুন নৃপবরে ।। স্বারোচিষ দ্বিতীয় মনুর অধিকার। তার আদি যুগ এই তপন কুমার ।। একাত্তর দিব্য যুগে এক মন্বন্তর। এতকাল এথায় আছহ নরবর ।। তব বংশে বহু বহু হইল রাজন। রাজ্য পালি তারা সবে হইল নিধন ।। ইবে তব বংশের সম্বন্ধ নহে ক্ষিতি। তবে তথি হৈল কোটি কোটি নরপতি ।। সবে গত হৈল অবশেষ কিছু নাই। কেবল দেউল আর আছেন গোসাঁই।। এথা জরা মৃত্যু নাহি ঋতু বিপর্য্যয়। কাল পরিমাণ এথা কভু নাহি হয় ।। অতএব না জানিলে এসব কারণ। ত্বরা পৃথিবীতে তুমি করহ গমন ।। আপন সম্বন্ধ কর দেব দেউলেরে। পুনরপি শীঘ্র করি আইস এথাকারে ।। কিম্বা পাছে২ আমি করিব গমন। আগে গিয়া কর প্রতিষ্ঠার আয়োজন ।। বহু আয়োজন তুমি করিতে করিতে। ইথি মাঝে আমি গিয়া হব উপনীতে ।। শ্রীব্রজনাথ পাদ পদ্ম করি আশ। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস ।।

পয়ার। রাজারে এতেক কহি দেব প্রজাপতি। দয়া করি চাহিলেন দেবগণ প্রতি ।। মাথা নোঙাইয়া সবে আছে যোড করে। সবাকার দৃষ্টি ব্রহ্মা চরণ উপরে ।। ব্রহ্মা কহে দেবগণ আইলে কি কারণে। শীঘ্র কহ কোন কার্য্য করিব এক্ষণে ।। এত শুনি দেবগণ ব্রহ্মার বচন।

হরষিতে যোড়হাতে করে নিবেদন ।। শুনপ্রভু পূর্ব্বে মোরা শ্রীনীল কন্দরে। উপাসনা করিলাম নীল মাধবেরে ।। অন্তর্দ্ধান হৈলা কেন সেই ভগবান। যজ্ঞান্তরে দারুদেহে কেন অধিষ্ঠান ।। ইহার কারণ মোরা জানিবার তরে। আইলাম পদ আরাধনা করিবারে ।। প্রসন্ন হইয়া দেব কহত কারণ। উদ্বেগ সবার নাথ করহ মোচন ।। এতেক দেবের বাক্য শুনি পদ্মাসন। কৃপায় কহেন সবে মধুর বচন ।। অতিগুপ্ত তত্ত্ব যে কহিতে অনুচিত। তথাপি তোমরা সবে হৈলে উপস্থিত ।। বহুকাল এইহেতু কৈলে উপাসন। অতএব অতি গুপ্ত করহ শ্রবণ ।। দ্বিপরার্দ্ধ পরমায়ু জানিহ আমার। পূর্ব্ব পরার্দ্ধেতে নীলমাধব প্রচার ।। শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে করেন বিলাস। কভু না ছাড়যে ক্ষেত্র প্রভু শ্রীনিবাস ।। দ্বিতীয় পরার্দ্ধ মোর হৈল উপস্থিতে। যেইত পরার্দ্ধে শ্বেত বরাহ কল্পেতে। স্বায়ম্ভুব প্রথম মনুর অধিকার। আদি দিবসের প্রাতঃকাল এবিচার। সেই কালে এই হরি দারুমূর্ত্তি ধরি। ভুবনেতে প্রকটিব করুণা প্রচারি ।। আমার প্রমায়ু হরি মানিয়া প্রমাণ। পৃথিবীতে রহিবেন পুরুষ প্রধান ।। আমি দেহ মাত্র মোর আত্মা সেই হরি। আমি হরিময় ইহা বুঝহ বিচারি ।। স্থাবর জঙ্গমে এই আমা দুহাঁ বিনে। অন্য আর কিছু না জানিহ দেবগণে ।। ক্ষীরোদ সমুদ্র মাঝে শ্বেতদ্বীপ ধামে। অনন্ত শয্যায় হরি আছেন শয়নে ।। যোগনিদ্রা মানি শুনিয়াছে ভগবান। জগদাদি মূল তেহোঁ পুরুষ প্রধান ।। তাঁর অঙ্গে কল্পবৃক্ষ সমরোমগণ। শঙ্খচক্র গদাপদ্মে চিহ্ন মনোরম।। তার মধ্যে তরু সে চৈতন্য অধিষ্ঠান। স্বয়ং সিন্ধু সলিলে হইলা উপাদান ।। অলৌকিক তরু এই শুন দেবগণ। ভোগ ভুঞ্জিবার হেতু প্রভু নারায়ণ ।। দারুরূপ ধরি প্রভু হইলা প্রচার। ধ্যান যোগ বিনা মুক্তি দেন অনিবার ।। এই রাজা বহু জন্ম তপস্যা করিলা। ভক্তিতে হইয়া বশ

প্রকাশ হইলা ॥ পূর্ব্ব সৃষ্টি ভারে আমি হইয়া পীড়িত। প্রার্থনা করিনু লাগি জগতের হিত ॥ রাজার তপস্যা আর মোর প্রার্থনায়। দারুব্রহ্ম হইলেন প্রকাশ তথায় ॥ দারুময় সাক্ষাৎ আপনি ভগবান। যেইরূপ দেখি তাহা সত্য কর জ্ঞান ॥ আছন্ন আছযে দেহ এমত না জানি। চক্ষে যাহা দেখি সেই রূপ সত্য মানি ॥ ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ দাতা জগন্নাথ। দরশন কৈলে মুক্তি দেন অচিরাৎ ॥ শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস ॥

পযার। এত শুনি দেবগণ ব্রহ্মার বচন। অমৃতে সিঞ্চিল যেন হৃষ্ট হৈল মন ॥ সকল দেবতা চিন্তা করে মনে২। অনিত্য দেবত্ব ত্যজি গিযা সেইখানে ॥ জগন্নাথ পাদপদ্ম করি আরাধন। কর্ম্ম কূপ হৈতে সবে হইব মোচন ॥ প্রেমে পূর্ণ দেবগণ নেত্রে জল ঝরে। দেখি তুষ্ট হৈযা ব্রহ্মা বলযে সভারে ॥ ইন্দ্রদ্যুম্ন দযা করি শ্রীহরি প্রকাশ। বহু বর রাজারে দিবেন শ্রীনিবাস ॥ প্রতিমাসে যেই২ যাত্রা নিরূপণ। আপনেই কহিবেন প্রভু নারাযণ ॥ রাজার দেউল প্রভু পতিষ্ঠা কারণে। আপনি যাইব আমি শুন দেবগণে ॥ তোমরাহ ত্বরা করি যাইবে তথায। দ্রব্য আযোজন হেতু আগে যান রায ॥ তথায় সহায় হও তোমরা সকলে। ইন্দ্রদ্যুম্ন সহ সবে যাহ ভূমিতলে ॥ প্রথম মনুর ইবে গেল অধিকার। দেউল প্রতিমা কর সম্বন্ধ ইহার ॥ তবে রাজা সব কাযে হবে শক্তিমান। অবনীতে নাহি কেহ ইহার সমান ॥ এই পদ্মনিধি মোর সর্ব্ব শক্তি ধরে। বস্তু আয়োজন হেতু যাবেন তথারে ॥ তবে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন হরষিত হৈয়া। নযনে ব্রহ্মার সব সম্পত্তি দেখিযা ॥ চমৎকার মানি রাজা প্রফুল্লিত মনে। ভূমে পড়ি প্রণমিয়া ব্রহ্মার চরণে ॥ বিদায় হইয়া

তার আজ্ঞা শিরে ধরি। দেবগণ সহ ভূমে আইলা দণ্ডধারী॥ উৎকণ্ঠিত চিত্ত হৈয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন রায়। জগন্নাথ দরশনে ব্যগ্র হৈয়া ধায়॥ দূরে হৈতে প্রভু দেখি প্রণাম করিল। প্রেমে-পরিপূর্ণ রাজা স্তুতি আরম্ভিল॥

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ। প্রণতার্ত্তি বিনাশায় চতুর্ব্বর্গৈক হে ভবে॥ হিরণ্যগর্ভ বপুপ্রধানা ব্যক্তরূপিণে। বাসুদেবায শুদ্ধায় শুদ্ধজ্ঞান স্বরূপিণে॥

ব্রহ্মণ্যদেবেরে বহু নমস্কার করি। গো ব্রাহ্মণ হিতৈষি প্রণত ভযহারি॥ ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ দানে এক দাতা। যাঁর নাভিপদ্ম হৈতে জন্মিলা বিধাতা॥ প্রধান অব্যক্ত রূপ যেঁহ সর্ব্বাশ্রয। নির্ম্মল বিশুদ্ধ জ্ঞান স্বরূপ যে হয॥ এত বলি পুনঃ২ করয়ে স্তবন। প্রদক্ষিণ করি প্রণমযে ঘনেঘন॥ শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস॥

পযার। তথায আইলা যত অন্য দেবগণ। বিধি মতে জগন্নাথে কবিলা স্তবন॥ প্রণাম করিযা সবে বাহিরে আইলা। নৃসিংহে প্রণাম করি নীলাচলে গেলা॥ পদ্মনিধি সহিত সম্ভাব বাঞ্ছা করি। উপনীত হৈল গিরিশিখর উপরি॥ দেখি মহা জ্যোতির্ম্ময হরির আলয। কিরণেতে গগণমণ্ডল প্রকাশয॥ কিবা বিন্ধ্যাগিরি সূর্য্যপথ রুদ্ধিবারে। উপনীত হৈল নীলগিরির উপরে॥ নানা মণি মাণিকে রচিত শ্রীমন্দির। দেখি দেবগণ প্রেমে হইলা অস্থির॥ দেউল দেখিয়া রাজা আপনা পাসরে। নয়নে দেখিনু পুনঃ বহুকাল পরে॥ একি অদ্ভুত মন্বন্তর গত হইল। চন্দ্র সূর্য্য সবাকার অধিকার গেল॥ তথাপি দেউল আছে পূর্ব্বের সমান। মোরে দয়া করি গৃহ রাখে ভগবান॥ তবে দেবগণে রাজা লাগিলা কহিতে। এ দেউল কৈনু আমি হরির নিমিত্তে॥ দারুরূপ ধরি আইলেন ভগবান। আকাশ বাণীতে মোরে কৈলা আজ্ঞা দান॥

অতএব এ দেউল করিনু রচনে। প্রতিষ্ঠা করিতে ব্রহ্মা আসিবে এখানে। সিদ্ধ ব্রহ্মঋষি দেবগণের সহিতে। আসিবেন প্রজানাথ আমার সভাতে॥ অতএব দেবগণ করি নিবেদন। আজ্ঞা কর করি আমি কিবা আয়োজন॥ শুনি দেবগণ তবে কহিতে লাগিলা। আমরা না জানি রাজা ব্রহ্মা যা কহিলা॥ সেকালে জিজ্ঞাসা মোরা না করি এ কথা। কি রূপ কহিব ইবে তিঁহ নাহিএথা॥ এই রূপে বিচার করয়ে সর্ব্বজনে। হেনকালে পদ্মনিধি কহে বিদ্যমানে॥ শুনি নরপতি ব্রহ্মা আদেশিলা মোরে। তোমা সহ আইনু সম্ভাষ করিবারে॥ আজ্ঞা কর কিবা বস্তু করি আযোজন। আজ্ঞা পাইলে করি প্রস্তুত এইক্ষণ॥ এইরূপ সবে মিলি করয়ে বিচার। হেনকালে উপনীত ব্রহ্মারকুমার॥ শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস॥

পয়ার। বীণা স্কন্ধে প্রেমানন্দে চলে মন্দগতি। কৃষ্ণ রাম অবিরাম মুখে মহামতি॥ হে কেশিমথন মথুরেশ জগন্নাথ। হে দারু পরমব্রহ্ম বিদিত সাক্ষাৎ॥ হলধর রমা সুদর্শন সাথে করি। জয় নীলগিরি মাঝে অবতার হরি॥ এইরূপে হরিগুণ গাইতে গাইতে। উপনীত হইলেন রাজার সাক্ষাতে॥ মুনিবরে দেখি রাজা উঠিয়া সত্বরে। অষ্টাঙ্গে পড়িয়া ভূমে প্রণমে সাদরে॥ কনক-আসনে বসিলেন তপোধন। গন্ধপুষ্প ধূপ দীপে করিলা পূজন॥ দেবগণ প্রণমিলা নারদ-চরণে। মনুষ্য আকারে সবে ভ্রমে সেইখানে॥ তবে যোড়হাতে রাজা করে নিবেদন। প্রতিষ্ঠার হেতু কি করিব আযোজন॥ পুরোহিত হীন আমি কিছু নাহি জানি। যেই সকল দ্রব্য চাহি কহ মহামুনি॥ এই পদ্মনিধি দেব তব আদেশনে। যথা যোগ্য দ্রব্য করিবেন আয়োজনে॥ এত যদি ইন্দ্রদ্যুম্ন কৈলা নিবেদন। বিধান লিখিয়া মুনি দিলেন তখন॥

পদ্মনিধি হাতে পত্র দিলা নরপতি। বিনয় করিয়া বলে মধুর ভারতী॥ ব্রহ্মা ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য্য আদি দেবতার। গন্ধর্ব্ব অপ্সর নাগ রাজাগণ আর॥ যার যেই যোগ্য স্থান করহ রচন। রতন হীরক মণি কনক ভবন॥ যথা যোগ্য কর আয়োজন প্রতিষ্ঠার। বিশ্বকর্ম্মা হইবেন সহায় তোমার॥ পদ্মনিধি প্রতি রাজা কহে এইরূপ। হেনকালে মুনিবর কহে শুন ভূপ॥ এ সব সম্ভার ভিন্ন আছে কিছু আর। সাবধানে কর তাহা ভানুর কুমার॥ স্বর্ণময় তিন রথ করহ রচন। বহু ধন রত্নে নিরমিবে অনুপম॥ জগন্নাথ রথধ্বজে গরুড় রহিবে। বলরাম রথে তালধ্বজ নিরমিবে॥ পদ্মধ্বজ সুভদ্রার করহ রচনে। প্রতিষ্ঠা করিব আদি ব্রহ্মার বচনে॥ শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস॥

পয়ার। এত শুনি নরপতি হরিষ হৃদয়। পদ্মনিধি প্রতি চাহিলেন মহাশয়॥ হেনকালে বিশ্বকর্ম্মা আইলা সেখানে। দিব্য তিন রথ গঠিলেন এক দিনে॥ আপনি হইল চক্র রথের উপর। মনোহর রথ আড়ে দীর্ঘে পরিসর॥ মুকুতার ঝাবা ঝুলে সে রথের দ্বারে। নানা চিত্রে নির্ম্মিত পতাকা থরে থরে॥ তাল পদ্ম গরুড় শোভয়ে তিন ধ্বজে। স্ত্রী পুরুষ পুত্তলিকা শত শত সাজে॥ সুন্দর হাটক স্বর্ণে রথের নির্ম্মাণ। সূর্য্যের রথের সম রথের বাখান॥ গভীর মেঘের শব্দ চক্রের নিস্বন। দৃঢ়গুণে যুক্ত রথ জগত মোহন॥ বায়ুগতি শত শ্বেত ঘোড়া রথে সাজে। হেন তিন রথ হৈল নীলাচল মাঝে॥ রথ দেখি নহারাজা আনন্দ অপার। পুলকে পূর্ণিত দেহ চক্ষে জল ধার॥ নারদের আগে গদ গদ ভাষে কয়। তিন রথ প্রতিষ্ঠা করহ মহাশয়॥ এতশুনি মুনিবর হৈয়া হরষিত। সুলগ্ন সুক্ষণ তিথি করি নিরূপিত॥ শাস্ত্র বিধি অনুসারে প্রতিষ্ঠা করিল। রথ দেখি সবাকার উৎসাহ বাড়িল॥

তবেত নারদ মুনি ইন্দ্রদ্যুম্ন সনে। মহাবেদী প্রবেশিলা হরষিত মনে॥ প্রণাম করিয়া জগন্নাথে কবি স্তুতি। নিবেদন কৈলা যাইতে নীলাচল প্রতি॥ মহাবেদী ত্যজি নাথ চল নীলাচলে। রতনবেদীতে তথা রহিবে দেউলে॥ শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস॥

লঘু-ত্রিপদী। এতেক প্রার্থন, করিযা রাজন, পট্টডুরি আনাইল। সে চারি দেবেব, বান্ধি কটিপব, বেদী হৈতে নামাইল॥ সকল ব্রাহ্মণে, ঘনং টানে, নাড়িতে নারিল হরি। শ্রমেতে পূরিযা, অধোমুখ হৈয়া, বসিল ধবণী পরি॥ দেখিযা বিস্মব, রাজা মহাশয, জিজ্ঞাসিল মুনিবরে। কহ তপোধন, ইহার কারণ, বাঞ্ছা করি জানিবারে॥ শুনি মহাঋষি, কহে মৃদু হাসি, শুনং নরপতি। জগত ঈশ্বর, মূর্ত্তি বিশ্বম্ভর, নাড়িতে কার শকতি॥ এত কহি মুনি, করি পুটপাণি, নিবেদয়ে জগন্নাথে। অখিলেব পতি, নীলাচল প্রতি, বিজয় করহ রথে॥ কহিযা এতেক চাহিয়া যতেক, ব্রাহ্মণ গণের প্রতি। কহে হরি লৈযা, রথে বসাইযা, চল চল শীঘ্রগতি॥ মুনিব আদেশে, সবাই হরিষে, আরবাব ধরি ডুরি। সহজেতে টান, দিযা ভগবান, লয়ে চলে ত্বরা করি॥ রথ সন্নিধানে, আনিবা যতনে, বিমানে সোপান পথে। তুলে হরষিতে, হযে পুলকিতে, বসাইযা তুলিকাতে॥ হরি পদাঘাত, বজ্রের নিপাত, সমান শবদ তার। তুলি সব ছিঁড়ে, তুলারাশি উড়ে, দেখি অতি চমৎকার॥ তবে জগন্নাথে, বসাইযে রথে, গেলা বলরাম আগে। পূর্ব্বের প্রকাবে, রথের উপবে, বসাইয়া অনুবাগে॥ তবে সুভদ্রারে, আর চক্রবরে, বসাইযা এক রথে। নীলাচল মুখে, লযে চলে সুখে, বজ্জু ধরি হরষিতে॥ জয় জগন্নাথ, নীলাচল নাথ, জয় জয় হলধর। জয় ভদ্রারমা, গুণে অনুপমা, জয় জয় চক্রবর॥

জয় বিশ্ব গুরু, বাঞ্ছা কল্পতরু, ভকত জনার প্রাণ। জয় দামোদর, অখিল ঈশ্বর, অগতি পতিত ত্রাণ॥ এইরূপে স্তব, করি লোক সব, তিনরথ ধরি টানে। লীলায় শ্রীহরি, চলে নীলগিরি, হরষিত অতি মনে॥ দেখি চাঁদমুখ, ঘুচে সব দুঃখ, নয়ন কমলদল। নীরদ নবীন, অঙ্গের বরণ, কর কোকনদ দল॥ গণ্ড ঝলমল, মকর কুণ্ডল, দোলে অতি মনোহরে। নাসা তিলফুল, ভুবনে অতুল, জিনিয়াছে খগবরে॥ কম্বুকণ্ঠ মাঝে, মুকুতা বিরাজে, দোলয়ে হৃদযোপরি। কটিতে কিঙ্কিণী, বাজে কিনি২, চরণে মঞ্জির হেরি॥ হীরক রতন, খচিত বসন, পরিবাছে জগন্নাথ। রূপে আলো করে, রথের উপরে, সকল অখিল নাথ॥ চারি করে শঙ্খ, গদা পদ্ম চক্র, সোণার মুকুট শিরে। রাজ রাজেশ্বর, বিমান উপর, তিন লোক বাসি হেরে॥ কভু চলে বলে, কভু মৃদু চলে, রথের অপূর্ব্ব গতি। গিরি সন্নিধানে, আইলা তখনে, সকল অখিল পতি॥ প্রভু ব্রজনাথ, পাদপদ্ম জাত, গম্ভীর পীযুষসিন্ধু। বিশ্বম্ভর দাস, পানে সদা আশ, সেই সুধা একবিন্দু॥

পয়ার। জৈমিনি বলযে শুন যত মুনিগণে। এই রূপে জগন্নাথ আইলা সেইখানে॥ বহু বাদ্য নাট গীত করে কুতূহলে। দেউলের নিকটে আনিলা শুভকালে॥ তবে বিশ্বকর্ম্মা ইন্দ্রদ্যুম্নের বচনে। নির্ম্মাইল গৃহ সব রতন কাঞ্চনে॥ বড়২ গৃহ সব অতি মনোহর। দেবের দুর্ল্লভ সে আঁখির অগোচর॥ হেন সব গৃহ নির্ম্মাইলা ক্ষিতিমাঝে। সভার অর্চ্চন দ্রব্য তাহে বহু সাজে॥ কলসে২ ঘৃত যজ্ঞ কাষ্ঠগণ। রাশি রাশি কুশ তাহে সুন্দর শোভন॥ ভক্ষ্য ভোজ্য উপহার অনেক প্রকার। রাজচক্রবর্ত্তী সম সকল ভাণ্ডার॥ পূর্ব্বে যজ্ঞকালে রাজা যত দ্রব্য কৈল। সেই রূপ দ্রব্য ইবে উপস্থিত হৈল॥ তবে রাজা উত্তম উত্তম বিপ্রগণে। দেউল প্রতিষ্ঠা কাযে কৈল নিয়োজন॥ থিই

মধ্যে চমৎকার করহ শ্রবণ। যবে ইন্দ্রদ্যুম্ন গেলা ব্রহ্মার সদন॥ গাল নামে হৈল তথা এক নরপতি। মাধব প্রতিমা এক কৈল মহামতি॥ ইন্দ্রদ্যুম্ন দেউলেতে পূর্ব্বে রাখিছিলা। তবে এক কনিষ্ঠ দেউল বিরচিলা॥ তথায় রাখিয়া তাঁরে করযে সেবন। ইন্দ্রদ্যুম্ন সেই বার্ত্তা করিল শ্রবণ॥ বড দেউলেতে রাজা অধিকার কৈল। দূত মুখে শুনি সেই কুপিত হইল॥ সসৈন্যে সাজিয়া আইল যুদ্ধ করিবারে। রাজার ঐশ্বর্য্য দেখি বিস্ময় অন্তরে॥ সবান্ধবে লইল সে রাজার শরণ। আশ্বাসিয়া তারে রাজা বলযে বচন॥ প্রভু সেবা তোমারে করিয়া সমর্পণ। পুনঃ ব্রহ্মলোকে আমি করিব গমন॥ এতেক শুনিয়া তবে গাল নরপতি। অভিলাষ পূর্ণ জানি হৃষ্ট হৈল মতি॥ দাণ্ডাইযা রহিলেন রাজা বিদ্যমানে। যখন যে আজ্ঞা দেন করে সাবধানে॥ শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস॥

পযার। এইরূপে কৈল রাজা সকল সম্ভার। ইন্দ্রদ্যুম্ন ঐশ্বর্য্যের নাহি পারাবার॥ বসিয়াছে মহারাজা রত্ন সিংহাসনে। চারিদিকে ঘেরিয়াছে যত দেবগণে॥ দেব মাঝে ইন্দ্রদ্যুম্ন ইন্দ্রের সমান। অঙ্গ তেজে দিক দীপ্ত করে মতিমান॥ এই রূপে আছে রাজা সবার সহিতে। আকাশে দুন্দুভি শব্দ শুনে আচম্বিতে॥ মৃদঙ্গ মুরজ বীণা বেণু করতাল। সুমধুর বাজে ডঙ্কা ঝাঝরী কাহাল॥ ঐরাবত আদি করি হস্তির গর্জ্জন। চারিদিগে জয় শব্দ পুষ্প বরিষণ॥ মন্দ বায়ু স্বর্গ গঙ্গাজল কণা সহে। মিলি দিব্য মাল্য ধূপাদির গন্ধ বহে॥ বিমানে চাপিয়া আইসে যত দেবগণ। মধুর শুনিযে কিবা কিঙ্কিণী নিস্বন॥ মহাতেজ প্রকাশিল গগনমণ্ডলে। দেখিতে দেখিতে দীপ্ত হৈল ক্ষিতিতলে॥ নয়ন মুদিল সব মেদিনীর জনে। মহাদীপ্ত সাধ্য নাহি হয় নিরীক্ষণে॥ এক

দৃষ্টে আছে সবে ঊর্দ্ধ মুখ করি। প্রজাপতি আগমন দেখে নেত্র ভরি॥ তবে ক্রমে২ সবে করয়ে দর্শন। বর বিমানেতে বসি কমল আসন॥ স্বর্ণবর্ণ শত হংস বহে সেই রথ। দেবগণে চামর ঢুলায় অবিরত॥ জাহ্নবী যমুনা জলে ব্যাপ্ত কলেবর। দুই পার্শ্বে চন্দ্র সূর্য্য হয় ছত্রধর॥ মন্দ পবনেতে চালে ছত্রের বসন। ব্রহ্মঋষি গৌতমাদি করয়ে স্তবন॥ তার মধ্যে প্রজাপতি বসি হরষিতে। দেখি রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন দেবগণ সাতে॥ জয় জয় শব্দ করি করয়ে স্তবন। পুনঃ পুনঃ নরপতি করয়ে বন্দন॥ রম্ভা আদি বেশ্যা নাচে ব্রহ্মার সম্মুখে। হাহাহুহু গন্ধর্ব্বাদি গুণ গায় সুখে॥ সিদ্ধ বিদ্যাধরগণ বীণা লয়ে করে। গাইছে ব্রহ্মার গুণ সুমধুর স্বরে॥ যোড় হাত করি যত তপস্বিগণ। দূরে থাকি প্রজানাথে করিছে স্তবন॥ সাবিত্রী শারদা চিত্র বাক্যের প্রবন্ধে। ব্রহ্মারে তোষয়ে তুঁহে পরম আনন্দে॥ অন্য কার সাধ্য আছে ব্রহ্মার তোষণে। এইরূপে প্রজাপতি কৈলা আগমনে॥ সিদ্ধ গন্ধর্ব্বের গণ নারদাদি সনে। পথে দেখাইয়া আগে করয়ে গমনে॥ ঠেলাঠেলি দেবগণ আইসে চারিভিতে। কেবা কোন পথে আইসে না পারি লখিতে॥ আগে আসিবার হেতু সবার বাসন। উৎকণ্ঠা গমন হেতু টলিছে বাহন॥ সৃষ্টি স্থিতি সংহারের কর্ত্তা পদ্মযোনি। স্বয়ং তিঁহো আইলা দেবতা কিসে গণি॥ দেখি ইন্দ্রদ্যুম্ন আর যত দেবগণ। সংভ্রমে ভূমেতে পড়ি বন্দিলা চরণ॥ শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি ধ্যান। বিশ্বম্ভর দাস বিরচিল নব গান॥

জৈমিনি করয়ে নিবেদন। শুনহ সকল মুনিগণ॥ তবে রত্ন কাঞ্চনে নির্ম্মাণ। শূন্য হৈতে পড়িল সোপান॥ লয়ে সেই প্রজাপতির রথে। মূল ছুঁইলেক ধরণীতে॥ চারি ধাম আড় পরিসর। পুষ্ট সব সোপান সুন্দর॥ বিধা-

তার নামিবার তরে। উদয় সোপান মনোহরে॥ তবে প্রজাপতি আচম্বিতে। রথ হৈতে নামে পৃথিবীতে॥ আগেতে গন্ধর্ব্ব রাজগণ। রত্নবেত্র করে বিলক্ষণ॥ পথ দেখাইয়া সবে চলে। সোপানে নাময়ে কুতূহলে॥ দুর্ব্বাসা নারদ হাতে ধরি। ব্রহ্মা নামিছেন ধীরি ধীরি॥ কটাক্ষেতে যেই দিগে চায়। পাপ সব দূরেতে পলায়॥ রথ আর দেউল ছুভিতে। মধ্যে নামিলেন হরষিতে॥ জিনি ইন্দ্র ধনুর কিরণ। অঙ্গছটা অতি মনোরম॥ দেখি রথ দেউল সুন্দর। হাস্যমাখা হইল অধর॥ গৃহ সব দেখি দীর্ঘতর। রত্নস্তম্ভে শোভিত সুন্দর॥ পূর্ণ সেই সকল সম্ভারে। ডুবিলা আনন্দ সিন্ধুনীরে॥ শ্রীব্রজনাথ পদ আশ। রচিলেন বিশ্বম্ভর দাস॥

পয়ার। জৈমিনি বলযে সবে করহ শ্রবণ। এইরূপে প্রজাপতি করিলা গমন॥ দেব ব্রহ্মঋষি আর যত রাজাগণে। কিরীট অঞ্জলি রাখি করয়ে স্তবনে॥ যেই দিগে প্রজাপতি করে নিরীক্ষণ। সেই দিগে স্তুতি করে কোটি২ জন॥ তবে ইন্দ্রদ্যুম্ন পড়ে ব্রহ্ম পদতলে। পদ ধুইলেন রাজা নিজ আঁখি জলে॥ পদতলে পড়ি রাজা ব্রহ্মা নিরক্ষিয়া। বিনয় বচনে কহে ঈষৎ হাসিয়া॥ অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করি কহেন তাহারে। দেখ রাজা তব ভাগ্য কে কহিতে পারে॥ যাহাতে করিলে বশ সপ্তলোকগণে। সকলে একত্রে দেখ তোমার কারণে॥ চন্দ্র সূর্য্য অনল বরুণ বৃহস্পতি। কুবের পবন ইন্দ্র গ্রহ যোগ তিথি॥ ব্রহ্মঋষি সিদ্ধ যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর। অপ্সর মণ্ডল দেখে যত বিদ্যাধর॥ রাজারে এতেক কহি ব্রহ্মা জগৎপতি। জগন্নাথ রথ অগ্রে গেলা শীঘ্রগতি॥ অষ্টাঙ্গে ভূমেতে পড়ি করে নমস্কার। উঠি ব্রহ্মা প্রদক্ষিণ কৈলা তিনবার॥ আনন্দ সাগরে ডুবি দেহ রোমাঞ্চিতে। গদ্গদ স্বরে স্তব লাগিলা করিতে॥ জয় জয় জগন্নাথ করুণাসাগর। জয়

সকলের মূল জন্ম দামোদর ।। এই রূপে ক্রমে চারি দেবে স্তুতি করি। প্রণমিয়া উঠিলেন নীলাদ্রি উপরি ।। শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ । জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস ।।

পয়ার। দেউল দেখিয়া ব্রহ্মা প্রশংসি রাজারে। যথাযোগ্য স্থানে বসাইল সবাকারে।। তিন লোক বাসিগণে বসাযে আসনে। আপনি বসিলা ব্রহ্মা হরষিত মনে।। শান্তি পুষ্টি হেতু ভরদ্বাজ মুনিবরে। ব্রহ্মার আদেশে রাজা বরিলা সাদরে।। প্রতিষ্ঠা বিষয়ে পূজ্য যেই দেবগণে। স্বযং রূপে সবে পূজা লইলা সেখানে।। তবে মহাধীর ভরদ্বাজ মুনি হৈতে। আরম্ভ হইল কর্ম্ম মঙ্গল রূপেতে।। তবে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন হরষিতে। ব্রহ্মা আদি দেবে পূজা করিলা সাক্ষাতে।। সর্ব্ব আগে সাঙ্গোপাঙ্গে পূজি প্রজাপতি। ত্রৈলোক্য বাসিরে পূজা কৈল মহামতি।। মাঝে ব্রহ্মা চারিদিকে ত্রৈলোক্যের গণে। পূজা লইলেন সবে হরষিত মনে।। দেহ ধারী ব্রহ্মরূপ প্রভু জগৎপতি। সাক্ষাৎ দেখিযা সবে পাইলা অব্যাহতি।। হরিদেহ স্বরূপ দেউল মনোহর। প্রতিষ্ঠা করিযা ভরদ্বাজ মুনিবর।। ব্রহ্মাবে কহিল হবি করহ স্থাপন। এত কহি উঠিলেন মহা তপোধন।। শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস।।

পযার। তবে প্রজাপতি সর্ব্ব মঙ্গল করিযা। রথ সন্নিধানে চলে হরষিত হৈযা।। সংহতি নারদ আদি যত ঋষিগণ। বিদ্যাবান বিপ্র রাজা ক্ষত্রি নাগগণ।। মঙ্গল উচিত রাগ মধুর সুস্বরে। গাইছে গন্ধর্ব্বগণ অতি মনোহরে।। অপ্সর কিন্নবগণ নাচিছে হরিষে। বিপ্রগণ বেদ গায় মিলিল বিশেষে।। মুরজ কাহাল শঙ্খ ভেরী বীণাগণ। রাগেতে মিশিয়া বাজে অতি মনোরম।। তবে ব্রহ্মা আদি যত দেবতা মণ্ডলী। রথের উপরে উঠে মহা

কুতূহলী ॥ রথে হৈতে জগন্নাথে নামাব যতনে। সোপানের পথে আনে অতি সাবধানে ॥ পার্শ্বে ভুজে শিবে পদে ধরি জগন্নাথে। বার বার বসায়ে তলিকা সকলেতে ॥ অল্পেং লইল দেউল সন্নিধানে। কল্পতরু কুসুম বরিষে ঘনে ঘনে ॥ পাছে চন্দ্র সূর্য্য রত্নছত্র ধরে শিবে। সঙ্গে প্রজাপতি স্তব করে যোড়করে ॥ জয় কৃষ্ণ জগন্নাথ সর্ব্ব পাপহারী। জয় বাঞ্ছা ফলদাতা দারুদেহ ধারী ॥ সংসারে নিমগ্ন জনে তারহ লীলায়। জয় কৃপা জলনিধি বন্দি তব পায় ॥ জয় দীন দুঃখিতের পরম আশ্রয়। অচ্যুত অনন্ত জয় ঈশ্বর অব্যয় ॥ বীণা যন্ত্রে সুস্বরে নারদ মুনিবর। প্রভু গুণ গানে স্তব করে মনোহর ॥ ধূপপাত্র হাতে করি দেবতা মণ্ডলী। সুধূপিত করে সবে মহাকুতূহলী ॥ দুই পার্শ্বে সারি সারি চামর করেতে। ব্যজন করয়ে দেবগণ হরষিতে ॥ এই রূপে বলাই সুভদ্রা সুদর্শনে। কৌতুকেতে আনিলা দেউল সন্নিধানে ॥ শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম শিরে ধরি। বিশ্বম্ভর দাস কহে লীলার মাধুরী ॥

পয়ার। জৈমিনি বলয়ে শুন সাধু মুনিগণ। প্রতিষ্ঠা বিধান কথা পীযূষ মিলন ॥ দেউলের দ্বারেতে মণ্ডপ মনোহর। রতনের স্তম্ভে সেই রচিত সুন্দর ॥ অভিষেক হেতু বসাইযা দেবগণে। সুবর্ণ দর্পণ ধরে সম্মুখে যতনে ॥ পূর্ণ রত্নকুম্ভ পল্লবাদি তীর্থজলে। তাতে অভিষেক ব্রহ্মা করে কুতূহলে ॥ লক্ষ্মী সুক্ত বিষ্ণুসুক্তে কৈলা অভিষেকে। অভিষেক কার্য্য শিক্ষাইলা সব লোকে ॥ গন্ধ মাল্যে শোভিত সুন্দর দেবগণে। আরতি করিয়া ব্রহ্মা বিধির বিধানে ॥ রত্ন সিংহাসনে বসাইলা মঞ্চোপরি। প্রার্থনা করয়ে ব্রহ্মা দুই কর যুড়ি ॥

প্রার্থনা ব্রহ্মোবাচ।

অশেষ জগদাধার সর্ব্বলোক প্রতিষ্ঠিত।
সুপ্রতিষ্ঠাখিলব্যাপিন প্রাসাদে সুস্থিরো ভব ॥

ত্বয়ি প্রতিষ্ঠিতে নাথ বয়ং সর্ব্ব প্রতিষ্ঠিতাঃ।
তবাজ্ঞয়া প্রতিষ্ঠেয়ং পূর্ণাচ তৎ প্রসাদত॥

অস্যার্থঃ। তুমি প্রভু হও সর্ব্ব জগত আধার। তোমা হৈতে লোক সব হইল প্রচার॥ নির্ম্মল তোমার গুণ তুমি সর্ব্বাশ্রয়। দেউলে সুস্থির হবে রহ দয়াময়॥ আমরা সুস্থির নাথ তোমার সুস্থিরে। অতএব স্থির রহ এইত মন্দিরে॥ এই প্রতিষ্ঠা নাথ তব আদেশনে। তোমার প্রসাদে পূর্ণ হইল এক্ষণে॥ এইরূপে স্থাপন করিয়া জগন্নাথে। তাহার হৃদয় পরশিয়া সাবহিতে॥ মন্ত্ররাজ সহস্র জপিলা পদ্মাসনে। প্রেমায় পূর্ণিত দেহ সজলনয়ন। বৈশাখেতে শুক্লপক্ষ অষ্টমী তিথিতে। পুষ্যা নামে নক্ষত্র সংযোগ হৈল তাতে॥ তাহে বৃহস্পতিবার সুন্দর শোভন। সেই দিনে প্রতিষ্ঠা হইলা নারায়ণ॥ মহাপুণ্য সেই দিন সর্ব্ব পাপহারী। স্নানদান তপ হোম অক্ষয় আচারি॥ সেই দিনে রামকৃষ্ণ ভদ্রা সুদর্শনে। ভক্তিভাবে যেই জন কর‍যে দর্শনে॥ সকল বিপাকে সেই হইয়া উদ্ধার। মুক্তি ভাগি হয় অন্য নাহিক বিচার॥ বৈশাখ মাসেতে শুক্ল অষ্টমীর দিনে। গুরু পুষ্যা যোগ তাহে হয়েন যখনে॥ সেই দিনে করে যেই হরির অর্চ্চন। কোটি জন্ম পাপ তার নাশে ততক্ষণ॥ সকল বন্ধন হৈতে সেই মুক্ত হয়ে। অন্তে বৈকুণ্ঠেতে চলে আনন্দ পাইয়ে॥ এই কথা শ্রবণে অশেষ তাপ হরে। সর্ব্ব কাম সিদ্ধ হয় শরণ যে করে॥ ভক্তি করি শুন ভাই হরিগুণ গাথা। ভব মহাপীড়নে না পাবে কভু ব্যথা॥ বালকের বাক্য বলি না কর হেলন। ঔষধ আপন গুণ না ত্যজে কখন॥ শ্রীমহাপ্রসাদ যদি কাকমুখে হৈতে। গলিত হয়েন শক্তি ধরেন তারিতে॥ তেমতি যদি বা আমি করিনু বর্ণন। তবু হরিগুণ শক্তি না ত্যজে কখন॥ অতএব শুন ভাই করিয়া বিশ্বাস। যে কিছু লিখয়ে ব্যাস বচন আভাসে॥ উৎকল খণ্ডের কথা

অতি সুমধুর। শুনিলে পরমানন্দ পাপ যায় দূর॥ শ্রীব্রনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভরদাস॥

পয়ার। জৈমিনি বলয়ে শুন চমৎকার বাণী। মন্ত্র রাজ হৃদয়ে জপিতে পদ্মযোনি॥ ধরিলেন জগন্নাথ নৃসিংহ আকার। ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখি লাগে চমৎকার॥ জলদগ্নি জিহ্বা দেখি সবে লাগে ভয়। কাল অগ্নি রুদ্র যেন হইল উদয়॥ বহু মুখ আঁখি কর পদ বহু কর্ণ। দেখি ত্রাসে তিনলোক হইল বিবর্ণ॥ ব্যগ্র হৈয়া নারদ পিতারে জিজ্ঞাসিল। কেন জগন্নাথ হেন মূর্ত্তি ধরিল॥ ব্রহ্মা বলে দারুব্রহ্ম প্রভু ভগবানে। দারুবলি অবজ্ঞা করিবে মূঢ়গণে॥ তথির কারণে জপিলাম মন্ত্ররাজ। যাহে নরহরি হৈলা দেউলের মাঝ॥ এত বলি ব্রহ্মা বহু করিয়া স্তবন। সিংহ মন্ত্র ভূমিতলে করিয়া লিখন॥ ইন্দ্রদ্যুম্নে প্রবেশ করায়ে তথি মাঝ। দীক্ষা করাইলা নৃসিংহের মন্ত্ররাজ॥ বত্রিশ অক্ষর মন্ত্র প্রণব সহিতে। মন্ত্র পাষ্যা মহারাজা লাগিল দেখিতে॥ শান্ত দেহ নরহরি হৃদয়ে কমলা। দুই করে চক্র ধনু হাতে বনমালা॥ কমলা বত্রিশ দলে যোগপাট্টা সনে। বসিয়াছে অট্টহাস হাসিছে বদনে॥ মন্ত্রের অক্ষর ময় সেই পদ্মদল। মন্ত্রের প্রণব মাঝে কর্ণিকা উজ্জ্বল॥ কার শক্তি নিরখিতে শ্রীমুখ কমল। জটাতে মণ্ডিত মুখ পরম উজ্জ্বল॥ দিব্য রত্ন ভূষণ পরিল সব অঙ্গে। পাছে বলরাম শিরে ছত্র ধরে রঙ্গে॥ সহস্রেক ফণাছত্র আকার করিয়া। আছে মহানন্দে হল মুষল ধরিয়া॥ দেখি নর-পতি কহে ব্রহ্মার চরণে। জগন্নাথে হেন রূপ দেখি কি কারণে॥ পূর্ব্বে চারি দারুমূর্ত্তি ধরিলেন হরি। প্রতিষ্ঠা হইতে কেন অন্য রূপ হেরি॥ মায়া কি নিশ্চয় ইহা কহ প্রজাপতি। যোগ্য যদি জান মোরে কহ শীঘ্রগতি॥ ব্রহ্মা বলে নরপতি শুন সাবধানে। আদ্যমূর্ত্তি নরহরি

নারায়ণে ।। প্রকাশিলা সে রূপ তোমারে, দয়া করি। এই দারুব্রহ্ম চারি বেদ মূর্ত্তিধারী। ঋগ্‌বেদ বলরাম সাম নারায়ণ। যজুর্ব্বেদ সুভদ্রা অথর্ব্ব সুদর্শন ।। অতএব মহারাজ শুনহ উপায়। সিন্ধুতীরে রহি সেব এই দারু-পায ।। এই মন্ত্ররাজে কর ইহার অর্চ্চন। পাইবে পরম গতি শুনহ রাজন ।। শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস ।।

পযার। জৈমিনি বলযে সবে শুন মন দিয়া। এই রূপে পদ্মযোনি রাজারে কহিয়া ।। আপন হৃদযে রাখি সিংহের আকার। পূর্ব্ববৎ চারি রূপ করিলা প্রচার ।। যেই চারি মূর্ত্তি রথে হৈতে নামাইলা। সেই রূপ সকলেতে দেখিতে লাগিলা ।। দ্বাদশ অক্ষরে পূজিলেন বলরামে। পুরুষ সুক্তেতে পূজা কৈলা নারাযণে ।। লক্ষ্মীমন্ত্রে ভদ্রা চক্র দ্বাদশ অক্ষরে। পূজন করিযা ব্রহ্মা নিবেদন করে ।। শুন প্রভু ভগবান ভকতজীবন। সহস্র জনম ভক্তি করিয' রাজন ।। শেষে তব চরণ করিল দরশন। তোমার দর্শন হয মুক্তির কারণ ।। যদ্যপিও ভক্তিযোগে সেবিল তো-মারে। সেই আজ্ঞা কর ভক্তিযোগে সেবিবারে ।। দেশ কাল ব্রত আদি নানা উপচার। কি মতে সেবিবে কহ করিবা বিস্তার ।। তব মুখ-কমল গলিত আজ্ঞামৃত। সেই রস পানে তৃষ্ণাযুক্ত অবিরত ।। অতএব জগন্নাথ করি নিবেদন। সাক্ষাতে করহ আজ্ঞা করুন শ্রবণ ।। এতেক শুনিযা হরি ব্রহ্মার বচন। অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন নারায়ণ দারুদেহ হইযাও হাসিযাহ। গম্ভির বচনে কহে রাজারে চাহিযা ।। শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম শিরে ধরি। বিশ্বম্ভর দাস কহে লীলার মাধুরি ।।

পযার। শুন মহারাজ তব ভকতি কারণ। প্রসন্ন হইনু আমি তোমারে রাজন ।। তোমা বিনে শক্তি কার হেন উপার্জ্জনে। বর দিনু ভক্তি রহু আমার চরণে ।।

যে মোর দেউল হেতু করিয়া যতন। কোটি কোটি ধন ব্যয করিলে রাজন ॥ ভাঙ্গিলেও সে দেউল স্থান না ত্যজিব। কালান্তরে অন্য যেবা দেউল হইব ॥ সেই তব কীর্ত্তি রাজা হইবে নিশ্চিতে। বসতি করিব তাহে তোমার পিরীতে ॥ সত্য সত্য পুনঃ সত্য সত্য পুনঃ পুনঃ। দেউল প্রতিমা যদি ভাঙ্গয়ে রাজন ॥ তবু না ত্যজিব আমি তোমার এ স্থান। এই দারুদেহে ইথি করিব বিশ্রাম ॥ দ্বিতীয় পরার্দ্ধ পুনঃ ব্রহ্মার যাবত। এই স্থানে এই দেহে রহিব তাবত ॥ স্বাযম্ভুব মনুর দ্বিতীয চতুর্যুগে। সত্যের প্রথম জ্যৈষ্ঠ অমাবস্যা যোগে ॥ সেই দিনে অশ্বমেধ হৈল তব পূর্ণ। জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমাতে আমি হৈনু অবতীর্ণ ॥ সেই মহাপুণ্য দিন মোর জন্মতিথি। সেই দিনে স্নান মোরে করাবে নৃপতি ॥ বিধিমতে উপচারে অধিবাস করি। মহাপূজা আমার করিবে দণ্ডধারী ॥ পুজিত হইযা আমি সেই মহাদিনে ॥ কোটি জন্মার্জ্জিত পাপ করিব নাশনে ॥ সর্ব্ব তীর্থ সর্ব্ব যজ্ঞ সর্ব্ব দান ফল। সে দিনে যে দেখে মোরে মিলযে সকল ॥ বটের উত্তর সর্ব্ব তীর্থময কূপ। স্নানহেতু আগে নির্মিয়া আমি ভূপ ॥ পশ্চাৎ হইল অবতার এইখানে। সে কূপ মুদিল ইবে বালির চাপনে ॥ মুক্তি কর সেই কূপ সুযুক্তি করিযা। স্নান মোরে করাইবে সে জল তুলিযা ॥ চতুর্দ্দশী দিনে কূপ সংস্কার করিবে। ক্ষেত্রপাল দিক্‌পাল রক্ষক পূজিবে ॥ মুরজ কাহাল কম্বু করিবে বাজন। স্বর্ণকুম্ভ করি জল তুলিবে ব্রাহ্মণ ॥ জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমাতে অতিপ্রাতে অবসরে। ব্রহ্মা আর রাম সুভদ্রার সহ মোরে ॥ স্নান করাইবে অতি হরিষ বিধানে। মোর লোক পাইবে সে নিশ্চয বচনে ॥ স্নান কৃত মোরে যেবা করযে দর্শন। দেহবন্ধ কভু নাহি পায় সেইজন ॥ ঈশান ভাগেতে বড মঞ্চ বিরচিবে। চন্দ্রাতপ খাটাইয়া সুশোভা করিবে ॥ চন্দনের জল ছড়াইবে সেইখানে। তথি স্নান

কবাইবে বেদের বিধানে ॥ দক্ষিণ মুখেতে আমি করিতে গমন। সেইকালে যেই মোরে কবিবে দর্শন ॥ যেইরূপ হইতে করিবে মনে আশে। সেই রূপ প্রাপ্তি তার হবে অনাযাসে ॥ তবে পঞ্চদশ দিন না দেখিবে মোরে। যেরূপ থাকিব আমি গৃহের ভিতরে ॥ এই জ্যৈষ্ঠ স্নান মোর পরমপাবন। করে কিবা দেখে যেবা হইবে মোচন ॥ শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস ॥

পযার। হরি বলে শুন রাজা হরিষ হইযা। প্রধান২ যাত্রা কহি বিবরিয়া ॥ গুণ্ডিচা নামেতে যাত্রা পরম পা-বনি। সাবধানে তাহা আচরিবে নৃপমনি ॥ মাঘী শুক্ল পঞ্চমী চৈত্রের শুক্লাষ্টমী। এই দুই কাল এই যাত্রা মধ্যে গণি ॥ অশেষে আষাঢ মাসে দ্বিতীযা পুষ্যায। মোর মহা প্রীতি রাজা এইত যাত্রায ॥ নক্ষত্র বিহিন যদি হয সেই দিনে। তিথিতে প্রসিদ্ধা যাত্রা জানিহ রাজনে ॥ আষাঢ়ের সিতপক্ষে দ্বিতীয়া পুষ্যাতে। রাম ভদ্রা মোরে রাজা আরোপিবে রথে ॥ মহা মহোৎসব করি তুষিবে ব্রাহ্মণে। আমার প্রসাদ বিতরিবে সর্ব্বজনে ॥ গুণ্ডিচা মন্দির নাম পূর্ব্ব মোর স্থিতি। অশ্বমেধ সহস্রেক মহা বেদী যথি ॥ তাহা হৈতে পুণ্যস্থান নাহি ক্ষিতিমাঝে। যথা পঞ্চাশতবর্ষ যজ্ঞ কৈলে রাজে ॥ ধরণীর মাঝে অতি প্রীতিকর স্থান। কোনখানে নাহি রাজা তাহার সমান ॥ ব্রহ্ম অনুরোধে আর তোমার ভক্তিতে। বসতি করিনু যেন এ নীলপর্ব্বতে। মহা প্রীতিকর যেন হয এই স্থান। নরসিংহ ক্ষেত্রে তেন বেদীর বাখান ॥ মোর জন্মস্থানসেই মহা প্রীতিকর। বহুকাল তথায আছিনু নরবর ॥ মোর দেহ পদ্মযোনি এমত মন্দিরে। স্থাপন করিলা অতি করিযা আদরে ॥ অনুরোধ ইহার তোমার ভকতিতে। নিত্য রহিলাম রাজা শুন সাবহিতে ॥ নয দিন যাব আমি

গুণ্ডিচা মন্দিরে। যেন তথা হৈতে আইলাম এথাকারে॥ তথা তব সরোবর সর্ব্ব তীর্থময়। সপ্ত দিন তার তীরে বহিব নিশ্চয়॥ তথি যাইয়া মোরে যেবা করয়ে দর্শন। মোর লোক পায় সেই নিশ্চয় বচন॥ সাড়ে তিন কোটি তীর্থ হয় ত্রিভুবনে। তব সরোবরে রহে মম সমাগমে॥ বিধিমতে তাহে স্নান করি ভাগ্যবানে। ভকতি করিয়া মোরে দেখয়ে নয়নে॥ জননী জঠর ক্লেশ পুনঃ নাহি পায়। সত্য২ মহারাজা কহিনু তোমায়॥ নবমী দিবসে পুনঃ রথেতে চাপিয়া। দক্ষিণ মুখেতে আমি আসিব ফিরিয়া॥ মোরে দরশন যেবা করে সেইকালে। প্রতি পদে অশ্বমেধ ফল তারে মিলে॥ ইন্দ্রের সমান ভোগ ভুঞ্জিয়া সে জন। অন্তকালে পাইবেক আমার চরণ॥ শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস॥

পয়ার। জগন্নাথ বলযে রাজা করহ শ্রবণ। বিশেষ কহিযে সব যাত্রা নিরূপণ॥ আমার শয়ন আর পার্শ্ব প্রবর্ত্তন। আমার উত্থান যত্নে করিবে রাজন॥ আবরণ যাত্রা অগ্রহায়ণে করিবে। পৌষে করিবে পুষ্যা স্নান মহোৎসবে॥ ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে করিবে দোলকায। দোলায় দক্ষিণ মুখ যে দেখযে রাজ॥ ব্রহ্মহত্যা আদি পাপে মুক্ত সেই হয়। কদাচিৎ ইথে রাজা না ভাব সংশয়॥ দরশন পূজন প্রণাম সেইকালে। প্রত্যেকে সহস্র অশ্বমেধ ফল ফলে॥ শুন রাজা চৈত্র শুক্ল ত্রয়োদশী দিনে। কামদেবে পূজন করিবে সাবধানে॥ বৈশাখের শুক্লপক্ষে অক্ষয় তৃতীয়া। সেইদিনে চন্দনেতে আমারে লেপিয়া॥ মহাপ্রীতি করে মোরে শুনহ রাজন। এই কহিলাম মোর যাত্রার লক্ষণ॥ বহুবিধি যাত্রা রাজা ইথি মধ্যে হয়। তোমার পীরিতে সদা করিব নিশ্চয়॥ প্রতি এক যাত্রা হয চতুর্ব্বর্গদাতা। ইহা জানি ভাগ্যবান করিবে সর্ব্বথা॥

ইন্দ্রদ্যুম্নে বরদান যেইজন শুনে। সকল কামনা পূর্ণ ব্যাসের বচনে॥ শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম শিরে ভূষা। বিশ্বম্ভর দাস কহে পুরাণের ভাষা॥

পয়ার। জৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনিগণে। এই বর ইন্দ্রদ্যুম্নে দিয়া নারায়ণে॥ ঈষৎ হাসিয়া হরি কহেন ব্রহ্মারে। শুন শুন চতুর্ম্মুখ কহিয়ে তোমারে॥ তোমার পিরীতে সব কৈনু সমাপন। তোমায় আমায় ভেদ নাহি কদাচন॥তোমার যে ইচ্ছাসেই সম্মতি আমার। অভিলাষ পূর্ণ সব করিনু তোমার॥ আমার মাধব মূর্ত্তি আছিল যখন। সেইকালে যাহা তুমি করিলে প্রার্থন॥ তাহা পূর্ণ হেতু কৈনু এই অবতার। মোরে এথা দেখি জীব পাইবে নিস্তার॥ দর্শন পূজন করি সব জীবগণ। অন্তকালে পাইবেক আমার চরণ॥ ক্রমে তোমা সহ সবে পাইবে আমারে। শুনহ নিশ্চয ব্রহ্মা কহিনু তোমারে॥ তুমি আর ইন্দ্রদ্যুম্ন মিলিল এখানে। মোর প্রীতি স্থান এই তথির কারণে॥ যাহা ইচ্ছা করি জীব এথায় সেবিবে। অবশ্য সে অভিলাষ সে জন পাইবে॥ ইবে সত্য লোক যাত্রা করহ আপনে। দেবতা সকল স্বর্গে করুন গমনে॥ তব পরমায়ু পূর্ণ হইবে যাবৎ। নিশ্চয় এথায় আমি রহিনু তাবত॥ শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি ধ্যান। বিশ্বম্ভর দাস বিরচিল নব গান॥ শ্রীভগবদ্বাক্যং।

বজেদানীং সত্য লোকং ত্রিদিবং যান্তু দেবতাঃ।
তবাযুঃ পূর্ণ পর্য্যন্তং অহমত্র স্থিতোধ্রুবং॥

পয়ার। তবে ব্রহ্মা ব্রহ্মঋষি সুর সিদ্ধগণ। ভূমে পড়ি জগন্নাথে করিয়া বন্দন॥ নিজ নিজ আলয়েতে করিলা গমনে। প্রভুও প্রতিজ্ঞা রূপ ধরিলা তখনে॥ স্থির হৈয়া রহিলেন দেউল ভিতরে। জগত আনন্দ দাতা দরশন দ্বারে॥ বিষ্ণুভক্ত দৃঢ়ব্রত ধর্ম্মাত্মা রাজন। পদ্মযোনি অনুব্রজি করিলা গমন॥ তবে ব্রহ্মা চাহি কহে

ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রতি। ভগবান আজ্ঞা যাহা করিলা নৃপতি ॥ সেই সব যাত্রাগণ কর সাবধানে। চরাচর তুষ্ট তাঁর তুষ্টির কারণে ॥ এখন আপন গৃহে করহ গমন। এতবলি ব্রহ্মা গেল নিজ নিকেতন ॥ ব্রহ্মার আদেশে রাজা ফিরিলা মন্দিরে। সেইত আদেশ ধরি মস্তক উপরে ॥ বিধিমতে বহু উপচারে মহারাজা। মহাভক্তি করি কৈলা জগন্নাথ পূজা। নারদ সহিত রাজা পরম শ্রীমান। জ্যৈষ্ঠস্নান যাত্রা আদি কৈলা সমাধান ॥ এই কথা যেই জন শ্রদ্ধা করি শুনে। জগন্নাথ পাদপদ্ম মিলয়ে সে জনে ॥ আমি শিশু মূর্খ কিছু না জানি বর্ণন। হরি তত্ত্ব জানি সবে করিবে শ্রবণ ॥ গলিত নির্ম্মাল্য যদি কাকের বদনে। সাধু জন ত্যাগ তাহা না করে কখনে ॥ ইহা জানি এ পুস্তক করহ শ্রবণ। হরিগুণ হেতু ইহা পরমকারণ। বিদ্যা নাহি পাঠ নাহি করি অধ্যয়ন। যে কিছু লিখান হরি কারয়ে লিখন ॥ মোর কিবা শক্তি হয় বর্ণন করিতে। ইচ্ছায় পরকাশ লীলা কৈলা দীননাথে ॥ শ্রীব্রজনাথ পদ হৃদয়ে বিলাস। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস ॥

পয়ার। জৈমিনি বলয়ে তবে শুন মুনিগণে। বর পাইয়া মহারাজা নারায়ণ স্থানে ॥ আজ্ঞা অনুসারে তবে সব যাত্রাগণ। বহু উপচার করি করিলা যাজন ॥ জগন্নাথ সেবা কৈলা কায়বাক্য মনে। পরম পীরিতে আর ভকতি বিধানে ॥ তবে সেই গালরাজা শ্বেত নাম হৈল। ত্রেতাযুগ জানি রাজা তাহারে ডাকিল ॥ সজলনয়নে কহে শ্বেত নর বরে। এই জগন্নাথ সেবা দিলাম তোমারে।। সাবধানে সেবন করিবে মহারাজ। অতি যোগ্য হও তুমি ধরণীর মাঝ ॥ যত পরিশ্রমে অবতার হৈলা হরি। কিছু অবিদিত তুমি নহ দণ্ডধারি ॥ অতএব অর্পণ করিনু যোগ্য জানি। সাবধানে সকল করিবে নৃপমণি ॥ এত বলি কাতরে কান্দয়ে নরবর। সে খেদ বর্ণন হয় অতি সুদুষ্কর ॥ জগন্নাথঅগ্রে

দাণ্ডাইয়া যোড়হাতে। স্তব করি ভূমেতে পড়িলা দণ্ড-বতে ॥ পুনঃ২ প্রণমিয়া যোড় হাতে কয়। জন্মে২ ও চরণ দিও দয়াময় ॥ এইমতে স্তব করি বিদায় হইলা। শ্বেত-রাজে উপদেশ সকল কহিলা ॥ এইমতে সেবা ধন তারে সমর্পিয়া। ব্রহ্মলোক গেলা রাজা প্রভুরে বন্দিয়া ॥ ইন্দ্র-দ্যুম্নে দেখি ব্রহ্মা অতি হরষিতে। জগন্নাথ প্রসঙ্গেতে রহিলা পিরীতে ॥ শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগ-ন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস ॥

পয়ার। শ্বেতরাজ সেবা তবে করিলা প্রচার। এক দিন দরশনে কৈলা আগুসার ॥ দেউলের দ্বারে গিয়া হৈল উপনীতে। প্রণাম করিয়া দাণ্ডাইলা যোড়হাতে ॥ এক চিত্তে জগন্নাথে করয়ে দর্শন। পূজার সম্ভার দেখি সবিস্ময় মন ॥ শত শত স্বর্ণথালে বহু উপহার। সিন্ধুসুতা উপস্কৃত অতি চমৎকার ॥ সুপক্ক সুস্বাদু নানাবিধ ফলগণ। আম্র জম্বু পনস খর্জ্জুর মনোরম ॥ কামরাঙ্গা নারঙ্গ কেশর পানিফল। বাদাম ছোহরা দ্রাক্ষা দাড়িম্ব শ্রীফল ॥ ইক্ষু সসা আদ্রক কমলা মিষ্টপুর। বাতাবি জম্বীর রম্ভা স্বাদু সুমধুর ॥ নানাবিধ মিষ্টান্ন দেখয়ে থরে থরে। অমৃত কর্পূর কেলী আর ক্ষীরোসরে ॥ চন্দ্র-কান্তি কদম্ব অমৃত মৃদু ফেণি। খাজাধনু সর ছানা সরিসর নবনী ॥ মতিচুর মনোহরা ঘৃতে ভাজা চিঁড়া। সব ভাজা সরপুলি পেড়া চন্দ্রচূড়া ॥ জিলিপী রস্করা পটি তিল লাড়ু ঝুরি। বহুবিধ মিষ্টান্ন দেখয়ে দণ্ড-ধারি ॥ থালে থালে অন্নরাশি ঘৃতেতে সিঞ্চিত। চারি পাশে তাহার ব্যঞ্জন সুশোভিত ॥ সাদরে শ্রীহরিপ্রিয়া করিছেন পাক। অমৃত নিন্দিত স্বাদু নানাবিধি শাক ॥ মানকচু কুষ্মাণ্ড বটীকা আলু দিয়া। সুক্তা রান্ধিয়াছে দেবী সাদর করিয়া ॥ দুগ্ধ নারিকেল কুষ্মাণ্ডেতে সংমি-লন। কাঁচাকলার গর্ভ থোড়ে আলু কচু মান ॥ রান্ধি-

য়াছে রমা সুখে ব্যঞ্জন প্রধান। বহুবিধ ব্যঞ্জন সে কত কব নাম ॥ মুদ্গসুপ মাসসুপ অনেক প্রকার। ভৃষ্টনারিকেল পুষ্পবটীকাদি আর ॥ অম্ল মধুরাম্ল আদি অনেক প্রকার। অম্রতক অম্র আর জম্বরি আচার ॥ লবণ মিশ্রিত লেবু তিন্তিড়িররসে ॥ রুচি হেতু দিলা দেবী হৃদয় উল্লাসে ॥ মাসবড়া মুদ্গবড়া গোধুমের রুটি। সারি২ শোভিত দেখিতে পরিপাটি ॥ দধি পরমান্ন পিঠা শোভে থরে২। দেখি শ্বেত রাজা হৃষ্ট হইল অন্তরে ॥ পূজার সম্ভার সব দেখিয়া নয়নে। ধ্যান করি মহারাজা ভাবে মনে২ ॥ যেই জগন্নাথে যত্ন করি দেবগণ। বহু উপচারে নারে করিতে পূজন ॥ যোগীগণ যাঁহারে মানস উপচারে। সতত হৃদয় মাঝে পূজয়ে সাদরে ॥ মনুষ্যের দ্রব্য কি গ্রহণ হয় তাঁর। এই রূপ মহারাজা করয়ে বিচার ॥ শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস ॥

পয়ার। ভাবিতে২ রাজা করয়ে দর্শন। কনক আসনে বসি প্রভু নারায়ণ ॥ ভোজন করয়ে প্রভু পরম কৌতুকে। রমা পরিবেশন করেন মহাসুখে ॥ দিব্য মাল্য অলঙ্কার লক্ষ্মীর দেহেতে। পরিধান নীলসাড়ি অতি সুশোভিতে ॥ অমূল্য মঞ্জরী পদে করয়ে বাজন। শব্দেতে করয়ে পূর্ণ দেবতা ভবন ॥ মন্থর গামিনী দেবী পরম আদরে। পুনঃ পুনঃ ষড়রস সমর্পণ করে ॥ চারিদিকে ঘেরি সব প্রতি মূর্ত্তিগণ। জগন্নাথ সহ বসি করয়ে ভোজন ॥ দেখিয়া কৃতার্থ মানে শ্বেত নরবর। চক্ষু মেলি সেই রূপ দেখিয়ে গোচর ॥ সেইত অবধি রাজা মহাভক্তি করি। আত্ম সমর্পণ করি সেবিল শ্রীহরি ॥ অকালে না মরে রাজ্যে মৈলে মুক্তি হয়। এই হেতু তপ করে শ্বেত মহাশয় ॥ মন্ত্ররাজ জপিয়া নৃসিংহ আরাধিল। শতেক বৎসর অন্তে দর্শন পাইল ॥ যোগাসনে বসি প্রভু লক্ষ্মীর সহিতে। দিব্য অলঙ্কারে সব অঙ্গ বিভূষিতে ॥ নির্ম্মল স্ফটিক জিনি

অঙ্গের বরণ। মৃদুং হাসি মাখা শ্রীচন্দ্রবদন ।। চারিদিগে স্তব করে দেবতা মণ্ডলী। দেখিয়া হইলা রাজা মহা-কুতূহলি ।। প্রসীদ প্রসীদ বলে পড়ে ভূমিতলে। অনিবার বহে ধারা নয়ন-যুগলে ।। তপস্যায় কৃশ তাঁরে দেখি নারায়ণ। আশ্বাস করিয়া কহে গম্ভীর বচন ।। ভগবান বলে বৎস মাগ তুমি বর। শুনি নরপতি কহে যুড়ি দুইকর ।। যদি বর দিবে প্রভু কমলা জীবন। মম রাজ্যে নঁহে যেন অকাল মরণ ।। কালে মৈলে মুক্তি পাইবেক সুনিশ্চিত। এই বর দিয়া নাথ কর মম হিত ।। সারূপ্য পাইয়া থাকি তব সন্নিধান। হাসিয়াং তারে বলে নারায়ণ ।। তব রাজ্যে যেই মম প্রসাদ ভুঞ্জিবে। অকালে মরণ তার কদাচ নহিবে সহস্র বৎসর তুমি কর রাজ্যভোগ। প্রসাদ ভুঞ্জিয়া ক্ষীণ হয় পাপ রোগ ।। নির্ম্মল হৃদয়ে পাবে সারূপ্য আমার। আমার সমীপে স্থিতি হইবে তোমার ।। বৎস রূপে আছি আমি শ্বেত গঙ্গাতীরে। তথায় নিবাস তব হবে নরবরে ।। ধরিবেন মূর্ত্তি শুদ্ধ স্ফটিক সমান। ভূলোকে হইবে শ্বেত মাধব আখ্যান ।। তোমা দুই অগ্রে প্রাণ যে জন ত্যজিবে। নিশ্চয়ং সেই আমারে পাইবে ।। এত কহি দেউলে রহিলা স্থির হৈয়া। শ্বেত নিজ গৃহে গেলা প্রণাম করিয়া ।। শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম ধূলি আশে। রচিল নূতন পুথি বিশ্বম্ভর দাসে ।।

পয়ার। তবে মুনিগণ জৈমিনিরে কহে বাণী। মহা-প্রসাদের তত্ত্ব কহ কিছু শুনি ।। জৈমিনি বলয়ে শুন সাধু মুনিগণ। উত্তম জিজ্ঞাসা কৈলে করহ শ্রবণ ।। আপনি করয়ে লক্ষ্মী পাকের বিধান। সাক্ষাৎ ভোজন করে তথি ভগবান ।। পরামৃত সে,প্রসাদ নাহি সম যার। মস্তকে ধরিলে সর্ব্ব পাপের সংহার ।। মদিরাপানাদি দোষ নাশ ততক্ষণে। আঘ্রাণে মানস পাপ করয়ে নাশনে ।। দৃষ্টিপাপ নাশয়ে প্রসাদ দর্শনেতে। বাক্যপাপ শ্রুতপাপ

নাশে আস্বাদেতে। স্পরশনে নাশয়ে ইন্দ্রিয় কৃতপাপ। গাত্র বিলাপনে যায শরীরের তাপ॥ পরম পবিত্র এই হরি নিবেদিত। পিতৃদেব কার্য্যে যেই করে নিযোজিত॥ অতি তৃপ্ত হৈয়া সেই পিতৃদেবগণ। বৈকুণ্ঠনগরে তারা করয়ে গমন॥ এমন পবিত্র বস্তু নাহি ত্রিভুবনে। দেবগণ নররূপে করয়ে ভোজনে॥

স্বর্গস্পরিত্যজ্য সমস্তদেবা ভ্রমন্তি ভূমৌপুরষো-
ত্তমস্য। শুনি মুখে জ্যোপিচকা কভূগুাদ্বিড়াল
বক্তাচ্চুতভক্ত লোভাৎ॥

বিড়াল কুক্কুর কিবা কাকমুখ হৈতে। পড়ে যদি প্রসাদ পাইবে এ লোভেতে॥ স্বর্গসুখ পরিত্যাগ করি দেবগণ। শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে করযে ভ্রমণ॥ মহা অভিমান ইথি হরির আছয়। কেবা মান্য করে কেনা মানে বিচারয॥ হরি অর্দ্ধ দেহ লক্ষ্মী করয়ে রন্ধন। সুধাময ভোগ ভুঞ্জে প্রভু নারাযণ। সেইত উচ্ছিষ্ট ভোগ সর্ব্বপাপ যায়। পৃথিবীতে হেন বস্তু নাহিক কোথায়॥ যত প্রাযশ্চিত্ত আছে ধরণী মণ্ডলে। মহাপ্রসাদের সম কোথাহ না মিলে॥ লক্ষ্মীর সম্পর্কে যত পাককারিগণ। পাক যাহা করে দুষ্ট নহে কদাচন॥ বিষ্ণুর প্রসাদ সেই চণ্ডাল ছুইলে। দুষ্ট নহে মহিমা না যায কোন কালে॥ ব্রতী আর বিধবাদি ক্ষিত আদি করি। প্রসাদ ভোজনে তার নিয়ম না ধরি॥ দবিদ্র কৃপণ কিবা গৃহস্থের গণ। দেশী পরদেশী দুঃখী ধনবান জন॥ অভিমান নাহি কারো প্রসাদ ভোজনে। যে সে মতে ভুঞ্জিলে পাতক বিমোচনে॥ সর্ব্ব রোগ নাশে পুত্র পৌত্র বৃদ্ধি করে। বিদ্যা আয়ু শুভ দেয দরিদ্র তাহারে॥ নিরবধি আপনে বিচারে নারাযণ। পণ্ডিততা অভিমানে যে করে নিন্দন॥ মহাপ্রসাদের নিন্দা সহিতে না পারে। আপনি করয়ে দণ্ড জগত ঈশ্বরে॥ যেইজনে দণ্ড নাহি করে নারায়ণ। কুম্ভীপাক মহাঘোরে পড়ে

সেইজন ॥ বিকি কিনি প্রসাদের নাহিক বারণ। নিয়ম করিয়া খাইলে বৈকুণ্ঠে গমন ॥ বাসি বহু দিনের আনিত দূরে হৈতে। তবু সেই শুদ্ধ পাপ নাশে অচিরাতে ॥ প্রসাদ গঙ্গার জল সম দুই ভাষে। দর্শন স্পর্শন চিন্তা ভোগে পাপনাশে ॥ বৈদিক অগ্নিতে পাক করে জগন্মাতা যুগ মন্বন্তর ভুঞ্জে জগতের পিতা ॥ অতএব জান এই ক্ষেত্রের সমান। সপ্তদ্বীপ মহী মধ্যে নাহি হেন স্থান ॥ সেই ব্রহ্ম সনাতনে লক্ষ্মী ঠাকুরাণী। যতন করিয়া সদা ভুঞ্জান আপনি ॥ সেইত উচ্ছিষ্টে কহে শ্রীমহাপ্রসাদ। মুক্তির কারণ তাহা ইথে কি বিষাদ ॥ অল্প পুণ্যজনের বিশ্বাস নাহি হয়। ভাগ্যবান সুখী হয় শুনিলে নিশ্চয় ॥ শ্রীমহাপ্রসাদ তত্ত্ব কে পাবে কহিতে। কহিতে বিশেষ রূপে শুন সাবহিতে ॥ শ্রীব্রজনাথ পদ হৃদয়ে বিলাস। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস ॥

পয়ার। কলিযুগে জীব সব হয় পাপাচার। পরদ্রোহি পরহিংসা রত পরদার ॥ প্রজার পীড়য়ে দুষ্ট রাজাগণ যত। ধর্ম্ম কর্ম্ম ত্যজি কর গ্রহণেতে রত ॥ ধর্ম্ম পত্নী ত্যজি ঘরে করে পরদার। তত্ত্বজ্ঞান হীন হয় পশুর আকার ॥ ব্রাহ্মণ আপন ধর্ম্ম দূরে তেয়াগিয়া। উদর ভরণে সদা ভ্রমিবে ধাইয়া ॥ এই ঘোর কলিকাল কালান্তের ন্যায়। ব্রাহ্মণ শ্রীহরি কলিযুগে গতি হয় ॥ পাপ কলিযুগে সবাকার গতি হরি। সবার জীবন ক্ষেত্রে দারুরূপ ধারী ॥ শালগ্রাম ক্ষেত্র আদি হরি নারায়ণ। নীলাচলে আছে জীব উদ্ধার কারণ ॥ নীলাচলে আপনে সবার উপকারে। দেহ ধরি রহিয়াছে জগত ঈশ্বরে ॥ কলির কলুষ নাশ করে জগন্নাথে। তার যে দর্শন স্তব প্রসাদ দানেতে ॥ হরির উচ্ছিষ্টে ব্যপ্ত কলেবর যার। পাপ পরশিতে অঙ্গে না রহে তাহার ॥ জগন্নাথ মূর্ত্তি অন্য প্রতিমার গণে। সেই বস্তু সকল করয়ে নিবেদনে ॥ পরম পবিত্র বলি

জানিয়ে তাহারে। উচ্ছিষ্ট মুক্তির হেতু জানিহ নির্দ্ধারে॥ আপনি শ্রীপতি এথা করয়ে ভোজন। অন্যত্র নয়ন কোণে কর বিলোকন॥ পূর্ব্বে কোন যোগী কৈলা হরিরে প্রার্থন। অবতরি করয়ে উচ্ছিষ্ট বিতরণ॥ নির্ম্মাল্য করিয়া ভোগ্য যত জীবচয়। জিনিবে তোমার মায়া নিঃশঙ্ক হৃদয়॥ অঙ্গীকার করি কহিছিলা অম্বিকায়। দেব নর পশু পাবে প্রসাদ হেলায়॥ রমাসহ মহাপ্রভু ক্ষেত্রে সুবিহরে। অত্যন্ত পাতকী জড় করয়ে উদ্ধারে॥ বেদ মাঝে আছে এই সকল কথন। বেদবাণী রাখি লীলা করে নারায়ণ॥ বেদ রক্ষা হেতু যুগে২ অবতার। কভু নাহি করে বেদ বিরুদ্ধ আচার॥ বিরুদ্ধ আচার যদি আপনে করিবে। সকল জগত তেন বিরুদ্ধে চলিবে॥ অতএব বেদে যাহা কহে আচরণ। সেইত প্রমাণে চলিবেক জীবগণ॥ শ্রীব্রজনাথ পদ হৃদয়ে বিলাস। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস॥

পয়ার। শৌনকাদী জিজ্ঞাসিলা জৈমিনীর স্থানে। অম্বিকার অঙ্গীকার কৈলা কি কারণে॥ দেব নর পশু হেলে পাইবে প্রসাদ। সেই উপাখ্যান কহি খণ্ডাহ বিষাদ॥ জৈমিনী কহয়ে শুন চমৎকার বাণী। শ্রীবৈকুণ্ঠে গেলেন নারদ মহামুনি॥ প্রণমিয়া কমলার কমল চরণে। নিজ ইষ্ট বাঞ্ছা করিলেন নিবেদনে॥ শুন জগদম্বে মম হৃদয়ের কথা। সদা উৎকণ্ঠিত চিত্ত নাহি ঘুচে ব্যথা॥ জগতে আমার নাম কহে কৃষ্ণদাস। কিন্তু পূর্ণ নহিল আমার মন আশ॥ হরির অধরামৃত ২ ইন্দুসুধা সার। তাহা ভুঞ্জিবারে সাধ সতত আমার॥ তাহা যদি দেহ জানি তনয়ে করুণা। মাতা হৈয়া সুতে কেন্যা করয়ে বঞ্চনা॥ শুনিয়া বিষণ্ণ চিত্তে কহয়ে কমলা। নাহি পারি দিতে হরি নিষেধ করিলা উচ্ছিষ্ট প্রদানে আজ্ঞা নাহি কোন জনে। আমার অসাধ্য বৎস হয় তেকারণে॥ শুনিয়া নারদ তবে বিষাদিত মনে।

কান্দিতেং প্রবেশিলা ঘোর বনে।। মহা উগ্রতপ তবে করে মুনিবর। দেবমানে তপ করে দ্বাদশ বৎসর।। দেবতার দিন মনুষ্যের সম্বৎসবে। এই মানে তপস্যা করিলা অনাহারে।। তপস্যায় লক্ষ্মী তবে অস্থির হইলা। নারদ সমীপে গিয়া কহিতে লাগিলা।। হরির উচ্ছিষ্ট ভিন্ন মাগিবে যে বর। সেই বর দিব বাছা মাগহ সত্বর।। নারদ বলয়ে অন্যে নাহি প্রযোজন। যদি নাহি দিবে মাতা করহ গমন।। অসাধ্য জানিয়া লক্ষ্মী গমন করিলা। তবে মুনিবর এক উপায় সৃজিলা।। গুপ্ত দাসী বেশ মুনি করিয়া ধারণে। বৈকুণ্ঠেতে রহিলেন অতি সঙ্গোপনে।। ব্রহ্মমূর্ত্তির পুর্ব্বে উঠি প্রতিদিনে। প্রাঙ্গনের সংস্কার করয়ে সাবধানে।। নিত্য দাসীগণ দেখে কৃত সংস্কার। পরস্পর জিজ্ঞাসিয়া মানে চমৎকার।। একদিন কমলারে বিদিত করিলা। আশ্চর্য্য শুনিয়া দেবী বিস্মৃতা হইলা।। কৌতুক দেখিতে মাতা রহিলা জাগিয়া। নিরূপিতকালে তবে নারদ আসিয়া।। দাসীবেশে করেন প্রাঙ্গন সংস্কার। দেখিয়া হইলা রমা অতি চমৎকার।। বাহির হইয়া তাঁরে জিজ্ঞাসে কারণ। সত্য বাক্য কহ তুমি হও কোনজন।। লক্ষ্মীর বচনে মুনি পড়িলা চরণে। শ্রীব্রজনাথ পদে বিশ্বম্ভর ভণে।।

পযার। লক্ষ্মীর বচন শুনি ব্রহ্মার নন্দন। নতমাথে যোড়হাতে করে নিবেদন।। কাল্পনিক দাসীরূপে নারদ এখানে। নিত্য হেন করে হরির উচ্ছিষ্ট কারণে।। শুনি ভয়ে কম্পিতা হইলা সর্ব্বেশ্বরী। নারদে বলয়ে অতি সবিনয় করি।। হায় যেই হেতু বৎস করহ যতন। আমার অসাধ্য তাহা জানহ কারণ।। তথাপি তোমার লাগি সুযত্ন করিব। সাধ্য হয় সুসত্য তোমারে আনি দিব।। এত কহি চুঃখিতা হইয়া জগন্মাতা। মনে ভাবে কোন রূপে

কহিব এ কথা ।। ভাবিতে ভাবিতে অতি দুঃখিতা হইলা। শুষ্কমুখে গোবিন্দের সম্মুখে বসিলা ।। কমলার বিষণ্ণা দেখিয়া নারায়ণ। ত্রস্ত হয়্যা জিজ্ঞাসিলা দুঃখের কারণ ।। কহ প্রিয়ে কেন হেন দেখি যে তোমারে। শুনি অবনত মাথে কহে মৃদুঃস্বরে ।। শুন নাথ কেহ কিছু হইলে স্বাকার। নাহি দিলে কিবা হয় কহ সারোদ্ধার ।। লক্ষ্মীর শুনিয়া প্রশ্ন কহে লক্ষ্মীপতি। অঙ্গীকার ব্যর্থ হৈলে হয় অধোগতি।। প্রশ্নের কারণ কিবা কহ সুরেশ্বরী। শুনিয়া কহেন দেবী সবিনয় করি ।। পূর্ব্বে নিষেধিলে তব উচ্ছিষ্ট বিষয়। কারে নাহি দেই তব আজ্ঞা-ভঙ্গ-ভয় ।। নারদ ইহার কারণ তপস্যা করিল। পুনঃ গুপ্তদাসীরূপে অনেক সেবিল ।। তাহার কঠোর দেখি উপজিল দয়া। কহিনু প্রসাদ দিব সম্মতি করিয়া ।। যদি অনুচিত অতি এ ভিক্ষা আমার। তথাপিও চাহি দায় খণ্ডাহ এইবার ।। দাসীরে করিয়া দয়া প্রভু দয়াময়। নারদে প্রসাদ দেহ হইয়া সদয় ।। কমলার অসম্ভব অঙ্গীকার শুনি। মনে মনে চিন্তিত হইলা চিন্তামণি ।। কারণ করণ সব জানেন কারণ। হাসিয়া বলেন তারে মধুর বচন ।। যদি হেন বস্তু অন্য পাইতে না পারে। তবু তোমা বচনে দিলাম নারদেরে ।। অভিলাষ পূর্ণ হৈল লক্ষ্মী হরষিতে। পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন রান্ধিলা ত্বরিতে ।। ভোজন করিলা তবে প্রভু নারায়ণ। প্রসাদ লইয়া লক্ষ্মী করিলা গমন ।। আনন্দে ধাইয়া গেলা মুনি সন্নিধানে। লহ বলি দিলা তাঁরে হরষিত মনে ।। পরম দুর্ল্লভ বস্তু পাইয়া মুনিবর। লক্ষ্মীর চরণে নতি করিলা বিস্তর ।। শ্রীমহাপ্রসাদ তবে মস্তকে বন্দিয়া। ভোজন করিলা কৃতকৃতার্থ মানিয়া ।। লক্ষ্মী নারায়ণ পদে প্রণাম করিয়া। চলিলেন মুনিবর বিদায় হইয়া ।। শ্রীমহাপ্রসাদ ভুঞ্জি মহামুনিবর। ধরিলা উজ্জ্বল তেজঃ জিনিয়া ভাস্কর ।। আনন্দে না ধরে অঙ্গে চলিতে না পারে। ক্ষণে

নাচে ক্ষণে গায় হুহুঙ্কার করে ।। মহানন্দে চলিলেন শিবের গোচর । শ্রীব্রজনাথ পদে কহে বিশ্বম্ভর ।।

বীণা স্কন্ধে, প্রেমানন্দে, নারদ চলিলা । হরষিতে, কৈলাসেতে, উপনীত হইলা ।। শিবপদে, অতি সাধে, করিলা প্রণতি । ত্রস্ত হয্যা, আলিঙ্গিয়া কহে পশুপতি ।। কি কারণ, দেখি হেন, আনন্দ তোমার । মুনি বলে, পদতলে, আইনু কহিবার ।। কল্পতরু, তুমি গুরু, শিষ্য যে তোমার । অসংশয়,কিবাহয়,অসাধ্য তাহার ।। সে কেবল, পদতল, স্মরণ প্রভাব । বিবরণ,কহিশুন,যাতে এইভাব ।। শ্রীনাথ, অধামৃত, ভুঞ্জিয়াছি আমি । বহু ক্লেশে, পাইনু শেষে, অখিলের স্বামি ।। শুনি হর, বহুতর, প্রসংশি মুনিরে । আলিঙ্গন,কৈলাপুনঃ, মহানন্দভরে ।। কহে ত্রস্ত, সেই বস্তু, আছযে কোথায় । ত্বরা দেহ, না করিহ বঞ্চনা আমায় ।। শুনি এত, সলজ্জিত, হয্যা মুনিবর । নতমুখে, হস্ত দেখে, শিবের গোচর ।। নখকোণে, অনুমানে, প্রসাদের বিন্দু । তুষ্ট হয্যা, দিল লয়্যা, লহ কৃপাসিন্ধু ।। পায্যা অতি, হর্ষমতি, হৈযা গঙ্গাধরে । মহানন্দে, শিবে বন্দে, অতি প্রেমভরে ।। বহু স্তব, করি ভব, ভুঞ্জিলা প্রসাদ । চিরদিনে, হর্ষমনে, পাইলাম সাধ ।। প্রেমানন্দে, সদানন্দে, হইলা মগন । উথলিল, নেত্রজল, নহে সম্বরণ ।। সাত্বিকাদি, নানাবিধি, ভাব সঞ্চরিল । হর্ষমনে, মুনি সনে, নৃত্য আরম্ভিল ।। পদভার, শক্তি কার, পারে সহিবারে । ব্রহ্মঅণ্ড, খণ্ডখণ্ড, হয হুহুঙ্কারে ।। অতিব্যস্ত, হৈযা ত্রস্ত, কূর্ম্ম শেষ চায় । বসুমতী, কম্পবতী, কহিলা দুর্গায ।। শুনি গৌরী, শীঘ্র করি, শিবস্থানে গেলা । কহে প্রভু, হেন কভু, তুমি না করিলা ।। এই ভার, শক্তি কার, করিতে ধারণ । পরমেষ্ঠি, কৈলা সৃষ্টি, নাশ কি কারণ ।। গৌরীকয, নাহি হয, বিদিত তাঁহারে। নৃত্যকরে, হর্ষভরে, জানিতে নাপারে ।। বিপরীত, দেখি এত, ভাবিলা ভবানী ।

ত্যজি স্তুতি, কহে সতী, সকর্কশ বাণী ॥ ঘোরতর, বাণী তাঁর, কহে উচ্চৈঃস্বরে। একি কর, গঙ্গাধর, ভুবন সং-হাবে ॥ কি আচার, এত মোব, সকল বিনাশ। শুনি কথা মনে ব্যথা, পাইল ব্যোমকেশ ॥ ক্রুদ্ধ হইয়া, তারে চাহিয়া, কহে বিশ্বরায। দুঃখ অতি, দিলে সতী, কেনবা আমায ॥ শ্রীহরির, কি মধুর, অধর অমৃত। মুনি আনি, দিল আমি, ভুঞ্জি উনমত্ত ॥ সে আবেশ, হৈল শেষ, তোমার বচনে। শুনি মায়া, লজ্জা পাইয়া, পড়িলা চরণে ॥ সবি-নয়, তবে কয, খণ্ডাহ বিষাদ। অর্দ্ধ দেহ, মোরে কহ, দেহ সে প্রসাদ ॥ শিব কয, নাহি হও, তুমি যোগ্য ইথে। শুনি এত, বিষাদিত, হইলা মনেতে ॥ অভিমানে, যোগাসনে, বসিযা শঙ্করী। এক চিত্তে, জগন্নাথে, ভাবে দৃঢ় করি ॥ দীনবন্ধু, কৃপাসিন্ধু, কর মোবে দযা। ডাকে দাসী, ত্বরা আসি, দেহ পদছায়া ॥ জগন্নাথ, হৈলা ব্যস্ত, গৌরীর স্মরণে। কাছে আসি, হাসিং, কহেন বচনে ॥ কহ শিবা, হেতু কিবা, করিলা স্মরণে। কহ তূর্ণ, আশা পূর্ণ, করিব এক্ষণে ॥ হরি হেরি, কহে গৌরী, প্রণাম করিযা। মন আশ, শ্রীনিবাস, কহি বিবরিয়া ॥ মম সাধ, শ্রীপ্রসাদ, করিব ভোজন। নাহি দিলা, প্রতারিলা, প্রভু পঞ্চানন ॥ তেকারণ, নারায়ণ, করিনু নিশ্চয। দেব নবে, অবিচারে, প্রসাদ ভুঞ্জয। তব ভক্তি, ময়ী মূর্ত্তি, বলিলে আমাবে। সেই পুন, রাখ পুনঃ, নিবেদি তোমাবে ॥ শুনি হরি, হাস্য করি, বলিলা তাঁহাবে। ইচ্ছা যাহা, কৈলে তাহা, করিব সত্বরে ॥ কহি এত, তাঁর দত্ত, দ্রব্য ভুঞ্জি তূর্ণ। শ্রীপ্রসাদ দিয়া সাধ, করিলেন পূর্ণ ॥ হরগৌরী, পুজা হবি, করিয়া গ্রহণ। নিজ স্থানে, হর্ষ মনে, করিলা গমন ॥ এ কারণ, নারায়ণ, দারুদেহ ধরি। অবিচারে, সবে তারে, প্রসাদ বিতরি॥ শ্রীদুর্গাব, দযা সার, প্রসাদ পাইতে। অতিগুপ্ত, কৈন্থু ব্যক্ত, বুঝ সাবহিতে ॥ ব্রজনাথ, পদজাত, মকরন্দ

সিন্ধু। বিশ্বম্ভরে, আশা করে, পানে একবিন্দু ॥

পযার। জৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনিগণ। ক্ষেত্রখণ্ড কথা এই পীযূষ মিলন ॥ মধ্যদেশে জনম শাণ্ডিল্য তপোধন। শিষ্য সহ নীলাচলে করিলা গমন ॥ শিষ্টাচারে বিমল শাস্ত্রেতে সুপণ্ডিত। শান্ত দান্ত ধর্ম্মশীল কর্ম্মে নিয়মিত ॥ গৃহস্থ ধর্ম্মেতে বিপ্র পরম তৎপরে। হরি পুজে তীর্থ যাত্রা বিধি অনুসারে ॥ জগন্নাথে দবশন করিলা ব্রাহ্মণ। দেখিল প্রভুব ভোগ অতি বিলক্ষণ ॥ যজ্ঞ শেষ গৃহস্থ ভুঞ্জিবে শাস্ত্রমত। ইহা বিচাবিয়া সেই হৈল বুদ্ধিহত ॥ জগন্নাথ উচ্ছিষ্ট না করিল ভোজন। অন্য পাক কেমনে বা করিব গ্রহণ ॥ দেবল ব্রাহ্মণে এই পাক কার্য্য কবে। এই অন্ন দেবতার যোগ্য হৈতে নারে ॥ অতএব সুনিশ্চয অগ্রাহ্য হইল। এতবলি গণসনে প্রসাদ ত্যজিল ॥ ততক্ষণে ব্যাধি আসি ঘেবিল শরীবে। শিষ্য সব বাক্‌রোধ হইল সত্বরে ॥ উঠিতে শকতি নাই সর্ব্বাঙ্গ ভাঙ্গিল। অবশ হইযা ভুমে পডিবা রহিল ॥ মনে২ চিন্তা তবে কবযে ব্রাহ্মণ। অকাবণে হেন পীডা হৈল কি কাবণ ॥ কুটুম্ব সকল সহ মোর একবাবে। সর্ব্বাঙ্গ ভঞ্জন পীডা ঘটিল শরীবে ॥ এইরূপ মনে মনে ভাবিতে২। তিন দিন অন্তে বুদ্ধি হইল উদিতে ॥ একবাবে হেন পীডা সবাব হইল। কিবা অপবাধ এই ক্ষেত্রেতে কবিল ॥ কোন পাপ নাহি কবি আপনাব জ্ঞানে। তবে সবাকার ব্যাধি হৈল কি কাবণে ॥ এইমত দণ্ড দুই ভাবিয়া ব্রাহ্মণে। ধ্যান করি করে স্তব শাস্ত্রেব বিধানে ॥ শ্রীব্রজনাথ পদ হৃদযে বিলাস। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস ॥

ত্রিপদী। চতুর্দ্দশ বিদ্যা যেই, ধর্ম্ম নির্ণযেতে সেই, তব মুখ কমল বচন। ধর্ম্ম আচরণ কাযে, যুগে২ দেবরাজে, অবতরি কর প্রবর্ত্তন ॥ তাহা যেই নাহি মানে, দ্রোহী হয সেইজনে, আমি কান্ন বচন মনেতে। ধর্ম্মশাস্ত্র অতিক্রম,

করি প্রভু নারায়ণ, কভু নাহি চলি কোন পথে ॥ অনেক সহস্র জন্ম, সঞ্চিত পাতকগণ, দগ্ধ হেতু আইনু এথায। কিবা কৈনু অপরাধ, যাহাতে সর্ব্বাঙ্গ ব্যাধ, উগ্র পীড়া ঘটিল আমায় ॥ বোধে কিবা অবোধেতে, তব পদ কমলেতে, অপরাধ যে কিছু আমার। তাহা ক্ষমা দেহ মোরে ভূমিতলে যেই পড়ে, ভূমি অবলম্বন তাহার ॥ বহ্নি দগ্ধে যেই ব্রণ, বহ্নির তাপেতে পুনঃ, নাশ হয় এই সত্য বাণী। তব অপরাধী আমি, ক্ষমিতে ঈশ্বর তুমি, দীনে দয়া কর চক্রপাণি ॥ এইত দুর্দ্দশা সেতু, পাপবীজ ফল হেতু, ঘটিল আমারে সুনিশ্চয়। লীলাপাঙ্গে চাহি মোরে, উদ্ধারহ দামোদরে, জয় জয় প্রভু দয়াময় ॥ তব পদ যেই দেখে, তাহার না দুঃখ থাকে, মজে সেই আনন্দ জলেতে। অল্প ভাগ্য নহি আমি, তোমারে দেখিনু স্বামী, মোরে পার করহ ত্বরিতে ॥এদ্যাপি ঘটিল মোরে, মুক্তির কারণ তরে, সত্য আমি দ্রোহি সুনিশ্চয়। সেব্য সেবক ভাবে, অপরাধ ক্ষমা দিবে, লইলাম চরণে আশ্রয় ॥ এইমতে মুনিবর, কৈলা স্তব বহুতর, দেহ পীড়া গেল সেইক্ষণে। শ্রীব্রজনাথ পদ, হৃদে ধরি সুসম্পদ, বিশ্বম্ভর দাস বিরচনে ॥

পয়ার। জৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনিগণ। সেইক্ষণে শাণ্ডিল্য কবয়ে দরশন ॥ বসিয়া নৃসিংহ দেব দিব্য সিংহাসনে। দিব্য অলঙ্কার সব অঙ্গ বিভূষণে ॥ পরমান্ন দিতেছেন লক্ষ্মী ঠাকুরাণী। পদ্মহস্তে লয়ে তাহা ভুঞ্জে চক্রপাণি ॥ গ্রাস অবশেষ পাত্রে ফেলে ক্ষণেং। যেই কিছু দেন দেবী করেন ভোজনে ॥ মৃদুহাসি মাখা মুখ লক্ষ্মী ঠাকুরাণী। অপাঙ্গে হরির মন হরেন আপনি ॥ দেখিয়া শাণ্ডিল্য সবিস্ময় হৈলা অতি। প্রসাদ হেলন মনে হৈল শীঘ্রগতি ॥ অপরাধ মানি দ্বিজ করয়ে আকুতি। কোথা তুমি সর্ব্বজ্ঞান নিধি শ্রিয়ংপতি ॥ কোথায় প্রমাদি

আমি অধম অজ্ঞান। কোথা ভবতত্ত্ব পার তুমি ভগবান॥ নিরঙ্কুশ তব মায়া বচনের পার। ইচ্ছায় করয়ে সৃষ্টি ইচ্ছায় সংহার॥ হেন মায়া আমি মূঢ় জানিব কেমনে। অপরাধ ক্ষমা দেহ কৈনু নিবেদনে॥ এইরূপ মুনিবর করিলা স্তবন। তুষ্ট হইলেন তারে কমললোচন॥ সেইত উচ্ছিষ্ট হাতে গ্রাস শেষ লয়ে। শাণ্ডিল্যের সব অঙ্গে দিলা ছড়াইয়ে। সুধাতে সিঞ্চিত যেন হৈলা মুনিবর। দিব্য দেহ ধরি দীপ্তকরে মনোহর॥ আনন্দে ডুবিল মুখে গদ২ বাণী যোড় হাত হৈয়া পুনঃ বলে মহামুনি॥ ভক্তির মহিমা তব জানয়ে ভকতে। বন্ধ্যা প্রসূতির পীড়া জানিবে কি-মতে॥ এত বলি পাত্র হৈতে উচ্ছিষ্ট লইয়া। কৃতার্থ মানিলা মুনি ভোজন করিয়া। মনে২ চিন্তা তবে মুনিবর করে। সাধারণ ধর্ম্মশাস্ত্র ক্ষেত্রে না বিচারে॥ আচারেতে ধর্ম্ম হরি ধর্ম্মের ঈশ্বরে। পরমধরম সেই হরি যাহা করে॥ এতেক ভাবিয়া নিজ কুটুম্ব কারণে। একমুষ্টি প্রসাদান্ন লইল ব্রাহ্মণে॥ শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস॥

পয়ার। ধ্যান ভঙ্গ হইলা শাণ্ডিল্য তপোধন। স্বপ্ন মনে করি সবিস্ময় হৈল মন॥ এই মোর অপরাধ ঈশ্বর হেলিনু। আশ্চর্য্য প্রসাদ তত্ত্ব জানিতে নারিনু॥ গঙ্গা-জলে ব্রহ্মা যাঁর ধুয়ায় চরণে। সে জল পরশে আপনাকে ধন্য মানে॥ দিব্য ভাবে যাঁহারে পূজয়ে পুরুহূত। এখানে ভোজন তাঁর এ অতি অদ্ভুত॥ এতেক আশ্চর্য্য মানি সেই তপোধন। স্বপনে প্রসাদ যাহা করিলা গ্রহণ॥ সেই প্রসাদেতে নিজ কুটুম্বেরগণে। মার্জ্জনা করিল অঙ্গে হরষিত মনে॥ সেইক্ষণে দেহ-পীড়া গেল সবাকার। সকল ব্রাহ্মণগণ মানে চমৎকার॥ পুনর্জ্জন্ম মানি ক্ষেত্র করে প্রসংশন। ধন্য এই ক্ষেত্র কোথা নাহি ইহা সম॥ যাহাতে উচ্ছিষ্ট দানে পাপ করে নাশ। স্বর্গভোগ মুক্তি

যথা করতলে বাস ॥ ভ্রান্তজন ভবনেতে করয়ে ভ্রমণ। ভাগ্যে এই ক্ষেত্র পায়্যা হয় বিমোচন ॥ ক্ষেত্রে আসি নানা ভোগী মুক্তি হয় তার। এইমতে পরস্পর করয়ে বিচার ॥ তবেত শাণ্ডিল্য নিজ শিষ্যগণ লৈয়া। যথেষ্ট প্রসাদ ভুঞ্জে পীরিত পাইয়া ॥ প্রসাদ ভোজনে সবে হইল নির্ম্মল। নব রবি সম তেজ করে ঝলমল ॥ দেবতা সমান সেই সকল ব্রাহ্মণ। আনন্দ-সাগর মাঝে হইলা মগন ॥ প্রসাদ ভোজন তত্ত্ব কহিনু সবারে। শুনিলেও মহাপাপে হইবে উদ্ধারে ॥ ভোজনের কি ফল বলিতে কিবা পারি। হরি বাস করে যেই ক্ষেত্রে দেহধরি ॥ ভোগোপি সাধযতি যোগ কলানিযত্র জাতিন্বেশোধযতি ভোজন মধ্যবস্থং। এবম্বিচিত্র মহিমা পুরষোত্তমস্তদাসাপদদ্বয়বাজং সিপু-নস্তি দেবান ॥ পুরুষোত্তম মহিমা কহিতে কেবা জানে। ভোগ করি যোগ বল মিলে যেইখানে ॥ অব্যবস্থা ভোজনে শোধন করে জাতি। দেবতা পবিত্র দানী পদ-রজে তথি ॥ কুসুম চন্দন মালা নির্ম্মাল্যেবগণ। মস্তকে ধারণ আর অঙ্গেতে মার্জ্জন ॥ সাড়ে তিন কোটি তীর্থ অভিষেক ফল। এই সব নির্ম্মাল্য ধবেন দিতে বল ॥ ভক্ষণেতে গুরুতল্প আদি পাপ নাশে। এই সব সত্য সত্য জানিহ বিশেষে ॥ শ্রীব্রজনাথ পদ হৃদযে বিলাস। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস ॥

পযার। জৈমিনি বলযে শুন যত মুনিগণ। সংক্ষেপে দ্বাদশ যাত্রা করি নিবেদন ॥ জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমাতে স্নান মহোৎসব করি। পঞ্চদশ দিবস না দেখিবেক হরি॥ পবে নেত্রোৎসব করি প্রভু জগন্নাথে। নানা ভোগে সেবন করিবে বিধিমতে॥ আষাঢের শীতপক্ষে দ্বিতীয়া পুষ্যাতে। রথযাত্রা করিবেক অতি হরষিতে ॥ তিন রথে হরি রাম ভদ্রা সুদর্শনে। বসাইয়া লইবেক গুণ্ডিচা ভবনে ॥ সহস্রাশ্বমেধ মহা বেদীর উপরে। যতনে রাখিবে লৈয়া

সে চারি দেবেরে॥ তথি ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে হ্রদ সবো- বরে। ব্রহ্মাণ্ডের তীর্থগণ তাহাতে বিহরে॥ তথি স্নান- দান করি যে করে দর্শন। সপ্তকুল উদ্ধারিবা বৈকুণ্ঠে গমন॥ সপ্তদিন জগন্নাথ রহিয়া তথায়। পুনঃ রথে আরোহিয়া শ্রীমন্দিরে যায়॥ এই মহা যাত্রা হয় পরম পাবন। শ্রবণে দর্শন তুল্য ফল প্রাপ্ত জন॥ আষাঢ় মাসের শুক্ল একাদশী দিনে। হরির প্রতিমা এক করিবে রচনে॥ দিব্য খট্টা উপরে পাতিবা দিব্যাসন। তাহার উপরে তাঁরে করাবে শয়ন। শয়নৈকাদশী নাম কহি যে ইহাবে। বিধিমতে সেই দিনে পূজিবে সাদরে॥ শ্রাবণে করিবে ব্রত দক্ষিণ অয়ন। বিধিমতে পূজিবেক প্রভু নারা- য়ণ॥ তবে ভাদ্রমাসে শুক্ল একাদশী দিনে। হরির শয়ন দ্বারে করিবে গমনে॥ নানাবিধ স্তবে করি পার্শ্ব প্রবর্ত্তন। বিধিমতে করিবেক হরির পূজন॥ তবে জগন্নাথে পূজি কৌমুদী উৎসবে। পাশক্রীড়া আদি লীলা করাইবে তবে॥ কার্ত্তিক মাসের শুক্ল একাদশী দিনে। স্তব করি নিদ্রাভঙ্গ করিবে যতনে॥ অগ্রহায়ণেতে শুক্ল ষষ্ঠীর দিবসে। আব- রণ উৎসবে পূজিবে হৃষীকেশে॥ নূতন বসনে প্রভু শ্রীঅঙ্গ ঢাকিবে। পুষ্যা স্নান মহোৎসব পৌষে করিবে॥ উত্তর অয়ন ব্রত মাঘ সংক্রান্তিতে। করিবে উৎসব করি হরির পীরিতে॥ এই ব্রত পূর্ব্বেতে কশ্যপ মুনিবরে। করিয়া করিলা তুষ্ট প্রভু দামোদরে॥ ফাল্গুনে পূর্ণিমা তিথি দোলা আরোহণ। বিধিমতে পূজন করেন নারায়ণ॥ চৈত্র শুক্ল ত্রযোদশী চতুর্দ্দশী দিনে। দমনক ভঞ্জন করিবে সাবধানে॥ বৈশাখ তৃতীয়াবধি পূর্ণিমা দিবসে। চন্দনে হরির অঙ্গ লেপিবে বিশেষে॥ এই ব্রত করি পূর্ব্বে দক্ষ প্রজাপতি। সন্তুষ্ট করিলা তিঁহো অখিলের পতি॥ এইত দ্বাদশ যাত্রা পরম পাবন। শ্রবণে অন্তেতে পায় গোবিন্দ চরণ॥ উৎকল খণ্ডেতে হয় বিস্তার বর্ণন। পুথি

বিস্তারের ভয়ে কৈনু সঙ্কোচন ।। শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম ধরি শিবে। উৎকলখণ্ডের অর্থ কহে বিশ্বম্ভবে ।।

পযাব। জিজ্ঞাসিল মুনিগণ করিযা বিনয়। দোলারোহণ যাত্রা কিছু কহ মহাশয় ।। জৈমিনি বলযে তাহা শুন মুনিগণ। যেই রূপে কহি সব যাত্রা বিবরণ ।। ফাল্গুন মাসেতে এই যাত্রা মনোহর। যাহাতে গোবিন্দ দোলে দোলার উপর ।। জগন্নাথ প্রতিমূর্ত্তি গোবিন্দ আখ্যান। যাহা হৈতে হয দোলা যাত্রার বিধান ।। ফাল্গুণী পূর্ণিমা পূর্ব্ব দিনে সন্ধ্যাকালে। মণ্ডপ রচিবে এক অতি কুতুহলে দেউল সম্মুখে তাহা রচিবে সুন্দর। তার মধ্যে বেদীকা রহিবে মনোহর ।। চান্দোয়া চামর মালা ধ্বজে বিভূষিত। কটফলের বৃক্ষ তাহে আসন নির্ম্মিত ।। পঞ্চ কিম্বা তিন দিন উৎসব করিবে। প্রতিদিন মহানন্দে গোবিন্দে পূজিবে ।। তৃণ রাশি তৃণ পশু করিয়া রচন। বিধিমতে হোমকর্ম্ম করি সমাপন ।। প্রদক্ষিণ সপ্তবার করাযে গোবিন্দে। অগ্নি নিক্ষেপণ তাহা করিবে আনন্দে ।। তবেত গোবিন্দ রাত্রি চতুর্থ প্রহরে। জগন্নাথ অগ্রে লয্যা বসাবে সাদরে।। পূজন করিযা ছুঁহা বহু উপচারে। প্রতিমায় তেজোমূর্ত্তি আনি মন্ত্রদ্বারে ।। সাক্ষাৎ সে প্রতিমা যখন হইবে। রতন দোলায স্নান মণ্ডপে লইবে ।। বাদ্যগীত নাট আর পুষ্প বরিষণ। সারি সারি দীপদান চামর ব্যজন ।। আকাশের পথে ব্রহ্মা আদি দেবগণ। জয জয শব্দে বহু করযে স্তবন ।। তবে তত্র আসনে বসাযে শ্রীগোবিন্দে। বহুবিধ উপচারে পূজিবে আনন্দে ।। পঞ্চামৃতে মহাস্নান করাইযা তাঁরে। চন্দনের জল সিঞ্চিবেক কলেবরে ।। আরতি করিয়া তবে মঙ্গল বিধানে। বিধিমতে দেউলে করাযে প্রদক্ষিণে ।। দোলামণ্ডপের তলে যাইবে লইযা। বিধিমতে তথা প্রদক্ষিণ করাইযা।। দোলার উপর গোবিন্দেরে বসাইবে। বৃন্দাবন লীলা তথি মনেতে চিন্তিবে ।।

বৃন্দাবন মধ্যে মত্ত ভ্রমরেরচয়। গুণ গুণ, শব্দে গান জানিহ নিশ্চয়॥ উৎকল খণ্ডের কথা পরম মধুর। শ্রবণে পরমানন্দ পাপ যায় দূর॥ শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস॥

পয়ার। জৈমিনী বলয়ে শুন মুনির মণ্ডলী। জগন্নাথ লীলা শুন কর্ণ কুতূহলী॥ পূর্ব্বে দমনক নামে এক দৈত্য রাজ। সদাই নিবাস করে সমুদ্রের মাঝ॥ কভু কভু জলে হৈতে উঠি মহাসুরে। মানুষে ধরিয়া খায় উপদ্রব করে॥ তবে প্রজাপতি অতি সচিন্তিত হৈলা। জগন্নাথ পাদপদ্মে নিবেদন কৈলা॥ মোর সৃষ্টি নাশ হয় প্রভু জনার্দ্দন। আপনি করহ এই অসুরে নাশন॥ ব্রহ্মার প্রার্থনা শুনি প্রভু দয়াময়। প্রবেশ করিলা প্রভু বরুণ আলয়॥ জলে জলে অন্বেষণ করি নরহরি। অসুরে পাইয়া তবে তার জটে ধরি॥ সমুদ্রের তীরে ফেলি আছাড় মারিলা। শব্দ করি দমনক প্রাণ ত্যাগিলা॥ চৈত্রমাসে শুক্ল চতুর্দ্দশীর দিবসে। হত হৈল দৈত্য দেব কুসুম বরিষে॥ তবে সে দানব হরি করসঙ্গ পাইয়া। হইল সুগন্ধিতৃণ স্বনাম ধরিয়া॥ চমৎকার হৈলা হরি তৃণের সুগন্ধে। মালা করি হৃদয়েতে পরিলা আনন্দে॥ যতেক কুসুম আছে অবনীর মাঝ। সবা গন্ধ ঢাকিলেন এই তৃণরাজ॥ ভগবান সমবস্তু করিলা ধারণ। সে মালা হরির অতি প্রীতের কারণ॥ শুষ্ক কিবা বাসি হৈলে দুষ্ট নাহি হয়। কৃষ্ণে দিলে তাঁর প্রীতি অত্যন্ত জন্ময়॥ কৃষ্ণের নির্ম্মাল্য সেই মহামালা বরে। ভকতি করিয়া শিরে ধরে যেই নরে॥ সহস্রেক অশ্বমেধ ফল সেই পায়। অসংশয় এই সব কহিনু সবায়॥ শ্রীব্রজনাথ পদ হৃদয়ে বিলাস। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস॥

পয়ার। জৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনিচয়। নির্ম্মাল্য মহিমা শুন আনন্দ হৃদয়॥ নির্ম্মাল্য তুলসী মালা কণ্ঠে

দিন যত। ধরে অশ্বমেধ যজ্ঞ ফল পায় তত ।। নির্ম্মাল্য তুলসী যত ভোজন করায়। সহস্রেকযুগ বিষ্ণু লোকে স্থিতি হয় ।। হরির প্রসাদ অন্ন তুলসীমিশ্রিত। প্রতিগ্রাসে সুধাপান ফল সুনিশ্চিত ।। জীব মাত্র ভঞ্জিলেই মুক্তিপদ মিলে। ভজন বিহীন ভবার্ণব তরে হেলে ।। বিষ্ণু অবশেষ আদি আচমন জল। চরণ উদক স্নান বারি এ সকল প্রতি এক এক করে পাপের নাশন। সর্ব্ব তীর্থ অভিষেক ফলোদয় হন ।। পাপগ্রহ অলক্ষ্মী রাক্ষস করে নাশ। বেতালাদি ভূত নাশে নাশে সব ত্রাস ।। শবাদি অমধ্য স্পর্শ দোষ নাশ করে। সর্ব্ব দীক্ষা ব্রতফল অর্থ বৃদ্ধি করে।। অকাল মরণ নাশে ব্যাধি করে নাশ। সবাদি গোমাংস ভক্ষ পাপের বিনাশ ।। এ সব নির্ম্মাল্যে ব্যাপ্ত কলেবর যার। মৃতিজাত অশুচ না ব্যাধ এ তাহার ।। সর্ব্ব কর্ম্ম অধীকারী হয় সেইজন। কদাচিত পীড়া তারে না করে শমন ।। এইসব নির্ম্মাল্য বা কিম্বা এক তার। অল্প কিবা বহু যেবা করযে স্বীকার ।। সকল পাতকে সেই হইয়া মোচন। সর্ব্ব জয়ী হয়ে করে বৈকুণ্ঠে গমন ।। এইরূপে জীবগণে অনুগ্রহ করি। সেই নীলাচলে রমা সনে বহে হরি ।। অনায়াসে জীবগণে করযে মোচন। করুণা সাগর হরি ভক্তের জীবন ।। নির্ম্মাল্যপদাম্বু নিবেদনীয লেশৈস্ত বালোক ন সংপ্রণামৈঃ। পূজোপহারৈশ্চ বিমুক্তি দাতা ক্ষেত্রোত্তমে শ্রীপুরুষোত্তমাখ্যঃ ।। নির্ম্মাল্য পদাম্বু মহাপ্রসাদ দানেতে। স্তব দরশন উপহার প্রণামেতে ।। পুরুষোত্তমাখ্যান ক্ষেত্রোত্তমে মুক্তিদাতা। হেন আর জগত মাঝাথে নাহিক কোথা ।। দ্বাদশ মাসেতে কহি ব্রতের নিয়ম। প্রতি দিন পূজিবেক প্রভু নারায়ণ ।। চৈত্রাবধি ফাল্গুণ পূজিবে ভিন্ন ফুলে। ক্রমে তাহা কহি সবে শুনহ বিরলে ।। অশোক মল্লিকা আর পারুল কদম্ব। করবী কুসুম জাতী মালতী সুগন্ধ ।। কমল উৎপল আর কুসুম

বাসন্তী। কুন্দ পুন্নাগ দিবে করিয়া ভকতি।। দাড়িম্ব নারিকেল আম্র পনস খর্জ্জুর। তাল আর প্রাচীন আমলকী মিষ্টপুর।। শ্রীফল নাগরঙ্গ কামরঙ্গ আর। জাতিফল ক্রমেতে দ্বারশ ফরসার।। ভক্ষ ভোজ্য লেহ্য চুষ্য মধুবাদি করি। দ্বাদশ মাসেতে পূজা হরিবেক হরি।। সম্বৎসরিক ব্রত এই সর্ব্ব ফলদাতা। করিল নারদ আদি মহা মহাব্রতা।। দ্বাদশ বৎসর ব্রত করি মুনিবর। জীবন্মুক্ত হইলেন ব্রহ্মাণ্ড ভিতর।। অষ্টৈশ্বর্য্য ইন্দ্রপদ দেয় এই ব্রতে। সকল ব্রতের ফল মিলয় ইহাতে।। সর্ব্ব পরাৎপর প্রভু অখিলের পতি। প্রতিমার ছলে নীলাচলে কৈলা স্থিতি।। অন্য কি সংশয় ইথে দেখহ সাক্ষাৎ। ব্রাহ্মণ চণ্ডাল এক পত্রে ভুঞ্জে ভাত।। অতএব অন্য সব বাসনা ত্যজিয়া। নীলাচলে কর বাস আনন্দে মজিয়া।। ক্ষেত্রখণ্ড কথা ভাই যেন সুধাখণ্ড। পুনঃ২ পানে তৃষ্ণা বাড়যে প্রচণ্ড।। শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম সুধাপানে। বিশ্বম্ভর দাস কহে প্রফুল্লিত মনে।।

পয়ার। জিজ্ঞাসিল মুনিগণ করিযা বিনয়। ক্ষেত্রযাত্রা ফল কিবা কহ মহাশয।। জৈমিনি বলযে শুন যত মুনিগণ। ক্ষেত্রযাত্রা ফল শুন হযে একমন।। ক্ষেত্রে মৈলে মুক্তি মিলে নাহিক বিচার। বিদ্বান ধার্ম্মিক কিবা মহা পাপাচার।। পশু কীট পতঙ্গ মানব আদি করি। সবারে সমান মুক্তি বিতরেন হরি।। দেবতা মরণ ইচ্ছে অন্যের কি কথা। মিলযে সারূপ্য মুক্তি নাহিক অন্যথা।। ভাগ্যবান শ্রদ্ধা করে এ সব বচনে। অবিশ্বাস ইহাতে করযে পাপীগণে।। অনাদি ভ্রমেতে অন্ধ অধম অজ্ঞান। কদাচিত নাহি জানে এ সব সন্ধান।। যোগ সাধি মুক্তি পায যত যোগীগণ। ক্ষেত্রে মরিলেই মুক্তি নাহিক নিয়ম।। এইত প্রসঙ্গে শুন এক ইতিহাস। যে কথা শ্রবণে চিত্তে বাড়য়ে উল্লাস।। রুদ্র অংশে জনম দুর্ব্বাসা মুনিবর।

ক্ষেত্রের মহিমা শুনি ব্রহ্মার গোচর ।। আনন্দে ভ্রমণ করে এ চৌদ্দ ভুবনে । এক দিন পৃথিবীতে করিলা গমনে ।। মর্ত্যজন আচার দেখয়ে মুনিবর । মধ্যদেশে আইলেন হরিষ অন্তর ।। সেই মধ্যদেশে দুই ব্রাহ্মণনন্দন । এক তপনিষ্ঠা বিষ্ণুভক্ত একজন ।। সুদন্ত সুমন্ত হয় সে দুঁহার নাম । সুমন্ত সুদন্ত অতি গুণে অনুপম ।। সতত ভকতি করি পূজে ভগবানে । দৈবে মতিচ্ছন্ন হৈল কুসঙ্গকারণে ।। বৌদ্ধ নাস্তিক এক মিলিল তাহারে । বুদ্ধি হত করাইল কুমার্গ বিচারে ।। নাস্তিকের মতে সেই দুষ্ট বলবান । সুমন্তের নিজ মত করিল প্রদান ।। বিষ্ণুপূজা ছাড়ি হৈল বিষয়েতে রত । কুসঙ্গির সঙ্গেতে ভুলিল ধর্ম্মপথ ।। পর-হিংসা ডাকা চুরি করিল বিস্তর । পরদ্রোহী পরদারে রত নিরন্তর ।। দৈবে একদিন এক দৈবজ্ঞ প্রধান । সে দোঁহার সমীপেতে করিলা প্রয়াণ ।। মিনতি করিয়া দুঁহে তাহারে জিজ্ঞাসে । পরমায়ু আমাদের কহত বিশেষে ।। গণিয়া গণক তবে কহিল দোঁহায় । পঞ্চবিংশ দিবস দেখিনু গণনায় ।। পঞ্চবিংশ দিনান্তে মরিবে দুই জনে । শুনিয়া বিষণ্ণ দোঁহে ভাবে মনেমনে ।। তপেতে সুদন্ত তবে নিয়ো-জিল মন । ব্রাহ্মণে দিলেন গৃহে ছিল যত ধন ।। সমস্ত জিজ্ঞাসে তবে করিয়া বিনয় । কোথায় মরিব আমি কহ মহাশয় ।। গণক গণিয়া কহে তুমি ভাগ্যবান । বৃহস্পতি আছে তব নিধনের স্থান ।। দেবক্ষেত্রে গিয়া হবে তো-মার মরণ । কৈবল্য পাইবে সত্য সত্য এ বচন ।। তাহার কারণ বিপ্র করি নিবেদন । পুরুষোত্তম নামে ক্ষেত্র পরম পাবন ।। দারুরূপে ভগবান দীন দয়াময় । সতত বিতরে মুক্তি করুণ হৃদয় ।। ব্রহ্ম নির্ব্বাণ তুমি পাইবে তথায় । অসংশয় এই কথা কহিনু তোমায় ।। শুনি পূজা করি তারে বিদায় করিয়া । ভাবয়ে সমন্ত তবে একান্তে বসিয়া ।। কি রূপে যাইব ক্ষেত্রে হয় কোন স্থানে । পরমায়ু শেষ

হৈল নিকট মরণে ॥ শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ।
জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস ॥

পয়ার। এইরূপ চিন্তা করে ব্রাহ্মণনন্দন। হেনকালে আইল দুর্ব্বাসা তপোধন ॥ সম্ভ্রমে উঠিয়া বিপ্র পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়া। দণ্ডবৎ করিল আসনে বসাইয়া ॥ দুই কর যুড়ি কহে গদ্গদবচন। ভাগ্যফলে এথায় হইল আগমন ॥আজি সে কৃতার্থ আমি দর্শনে তোমার। পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পুণ্য ফলিল আমার ॥ যদ্যপি কৃতার্থ আমি তোমার গমনে। তথাপি অমৃত আজ্ঞা বাঞ্ছিযে শ্রবণে ॥ শুনিয়া হাসিয়া তবে কহে মুনিবর। নাহি জান বিপ্র তুমি মহাভাগ্যধর ॥ মুক্তিপাবে শ্রুতি আদি সাধন বিহীনে। তোমার ভাগ্যের সীমা না যায় কহনে ॥এত শুনি কহে দ্বিজ করিয়া মিনতি দাসে পরিহাস একি করুণা ভারতী ॥ অনুগ্রহ হৈল যদি কহ সত্য করি। আমি মহা দুষ্টাচার মহাপাপকারী ॥ নিরবধি সেবিলাম ইন্দ্রিয়েরগণে। কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী আমি পাপীষ্ঠ অধমে ॥ কেমনে পাইব মুক্তি অসম্ভব বাণী। অনুগ্রহ করি মোরে কহ মহামুনি ॥ সুমন্তের বাক্য শুনি কহে মুনিবরে। পূর্ব্বের বৃত্তান্ত শুন কহি যে তোমারে ॥ পূর্ব্বজন্মে তুমি নিজ বন্ধুগণ সনে। শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে করিলা গমনে ॥ মাঘমাসে ভৈমী একাদশীর দিবসে। সিন্ধু স্নানে ক্ষীণ হৈলে সকল কলুষে ॥ একাদশী ব্রত আর রাত্রি জাগরণ। উপচারে কৈলে জগন্নাথের পূজন ॥ পুনঃ প্রাতে স্নান করি পূজি জগন্নাথে। দ্বিজগণে দান বহু কৈলে হরষিতে ॥ তবে বন্ধু সহ গৃহে ফিরিয়া আইলে। কর্ম্মবন্ধ সকল হইতে মুক্ত হৈলে ॥ অতি সে গোপনক্ষেত্র হয়েন উৎকলে। অল্পভাগ্যজনে সেই ক্ষেত্র নাহি মিলে॥ শুন ওহে দ্বিজবর কহি যে তোমারে। সত্য মুক্ত হৈলে তুমি পাপের সাগরে ॥ কিন্তু পুনঃ গৃহে তুমি করিলে গমন। পথে দুষ্ট অন্ন তুমি করিলে ভোজন ॥ বিশেষ

পাষণ্ড সঙ্গে দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল। অতএব পুনরপি জন্মিতে হইল॥ কিন্তু পূর্ব্ব জন্মে কৈলে হরি দরশন। অক্ষয় সে বীজ নষ্ট না হয় কখন॥ সেই সে দর্শনবীজ সবৃক্ষ হইল। অক্ষয় তাহার ফল সংপ্রতি ফলিল॥ পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে হবে তোমার মরণ। নিশ্চয় কৈবল্য তুমি পাইবে ব্রাহ্মণ॥ অতএব তব গৃহে আছে যত ধন। কুটুম্ব ব্রাহ্মণগণে করে সমর্পণ॥ শীঘ্র চল জগন্নাথ করিতে দর্শন। ক্ষণএক বিলম্ব না কর কদাচন॥ শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস॥

পয়ার। জৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনিগণ। ক্ষেত্রখণ্ড কথা শুন পীযূষ মিলন॥ দুর্ব্বাসার উপদেশ পাঞা দ্বিজবর। মায়া ত্যজি ধন সব দিলেন সত্বর॥ সকল বিষয়ে তবে বিবেক হইয়া। বাহির হইল শীঘ্র শ্রীহরি চিন্তিয়া॥ দুর্ব্বাসার সঙ্গে দ্বিজ করিল গমনে। দুইদিন একত্র চলিলা দুইজনে॥ তৃতীয় দিবসে তবে সেই তপোধন। সুমন্তের শুদ্ধ মন পরীক্ষা কারণ॥ বিশেষে কেমন জগন্নাথ দয়াময়। জানিতে হইলা মুনি কৌতুক হৃদয়॥ আচম্বিতে অন্তর্দ্ধান হৈলা মুনিবর। দুর্ব্বাসা না দেখি বিপ্র হইল কাঁফর॥ কান্দয়ে সুমন্ত তবে বিকল হইয়া। কি কর্ম্ম করিনু আমি স্বগৃহ ত্যজিয়া॥ কোথা গেল পুত্র মোর কোথায় রমণী। কোথা পরিত্যাগ করি গেলা মহামুনি॥ কোন দেশে হয় এই দুর্ব্বাসার স্থিতি। হায় কোথা যাইব কি হবে মোর গতি॥ সে হেন সুহৃদ সর্ব্ব কুটুম্বেরগণে। কেনবা ত্যজিয়া আমি আইনু ঘোর বনে॥ অপ্রাপ্ত যে ক্ষেত্রবর মুক্তির কারণ। অতি অসম্ভব হয় তাহা দরশন॥ ভিক্ষার্থি দৈবজ্ঞ সেই প্রবঞ্চক জন। বিশ্বাস করিনু আমি তাহার বচন॥ মিথ্যা বাক্য শুনি ত্যজিলাম নারী সুতে। দৈবে প্রবঞ্চনা কিবা করিল আমাতে॥ হায় গৃহমাঝে মোর ছিল বহুধন তাহা ছাড়ি চোর সম করিযে ভ্রমণ॥ এইরূপ চিন্তা করি

কান্দিতে কান্দিতে। গমন করিলা সেই শূন্য বন পথে ॥ হেনকালে আশ্চর্য্য করয়ে দরশন। দুর্ব্বাসা নির্ম্মিত মায়া অতি মনোরম ॥ সুন্দরী রমণী এক জিনি বিদ্যাধরী। মোহে মুনি মন হেরি তাহার মাধুরী ॥ চাঁচর চিকুর চারু পূর্ণ চন্দ্রাননী। গৃধিনী শ্রবণ নাশা তিলপুষ্প জিনি ॥ লুকাইয়া কন্দর্প তার নয়নের কোণে। যুড়িয়া কটাক্ষ বাণ ভুরুর কামানে ॥ যুবক জনের হৃদি বিন্ধে অনিবার। তার রূপে রূপসী ত্যজযে অহঙ্কার ॥ সুবঙ্গ অধর দন্ত মুকুতার পাতি। কজ্জলে উজ্জ্বল আঁখি মনোহর ভাতি ॥ ললাটে সিন্দূর বিন্দু চিবুক চিক্কণ। বদন হেরিয়া কান্দি মবযে মদন ॥ জিনি করি কুম্ভ তার পীন পযোধব। মৃণাল দুবাহু কব কোকনদ বব ॥ অতি কৃষ কটি পাছে ভাঙ্গে অঙ্গ ভবে। বিধি বাঁধিযাছে তাহা ত্রিবলীব ডোরে ॥ বিপুল নিতম্ব ঊরু কি রাম কদলী। যৌবনের ভবে অলসেতে যায চলি ॥ যথাযোগ্য অলঙ্কাবে অঙ্গ শোভা পায। অঙ্গের শৌরভে ভৃঙ্গবব পাছে ধায ॥ তাহারে দেখিযা দ্বিজ হইল বিস্ময। দেব-নারী মানব রূপে কি বিহবয ॥ শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগ-ন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস ॥

পযাব। জৈমিনি বলযে শুন যত মুনিগণ। মোহিনী রমণী দেখি মোহিত ব্রাহ্মণ ॥ মনে২ চিন্তা তবে কবে দ্বিজবরে। একাকিনী যায কন্যা নগর ভিতবে ॥ এ হেন সুন্দরী নাহি বাধয়ে নৃপতি। দেবলোকে হেন নারী সুদু-র্ল্লভা অতি ॥ এই শূন্যবন বেশ কবয়ে ভূষিত। দৃষ্টিমাত্র মনঃ হবি লয় সুনিশ্চিত ॥ ভাবিতে২ কন্যা নিকটে আইল। অনুরাগে বিপ্র মুখ হেরি দাণ্ডাইল ॥ দেখিযা হইল বিপ্র অনঙ্গে পীড়িত। অস্থির হইয়া তারে জিজ্ঞাসে ত্বরিত ॥ কেবা তুমি সুন্দরাঙ্গী কহ সত্য করি। কান্ত ভাবে মম মুখ রহিয়াছ হেরি ॥ সুমন্তের চিত্ত বুঝি কহযে

কামিনী। নাহি জান প্রাণনাথ তোমার গৃহিণী।। অতি শিশুকালে বিভা করিলে আমারে। ভুলি এতদিন তুমি ছিলে দেশান্তরে।। দিবা রাত্রি তোমারে করিয়া আমি ধ্যান। যৌবন বিফল কৈনু ইবে রাখ প্রাণ।। মদনে পীড়িত আমি তব অদর্শনে। অদ্য প্রাণ রক্ষা কর অনুগ্রহ দানে।। বিবাহ করিয়া কেবা পরিত্যাগ করে। অন্তে নরকেতে যায় শাস্ত্রের বিচারে।। ঐ অগ্রে দেখ তব শ্বশুর আলয়। যতেক সম্পত্তি সব তোমার নিশ্চয়।। আমার পিতার আর নাহিক সন্তান। সকল তোমার বস্তু ইথে নাহি আন।। অতএব শীঘ্র চল বিলম্ব না সয়। তোমা দেখি পিতা সুখী হবেন নিশ্চয়।। একাকিনী আইলাম তোমারে লইতে। এতেক কহিয়া কন্যা ধরিলেক হাতে।। কন্যার বচনে হৃষ্ট হইল ব্রাহ্মণ। পশ্চাতে২ তার করিল গমন।। একেত পীড়িত সেই মদনের বাণে। বিশেষত ধনলোভ হইয়াছে মনে।। নিকটে শ্বশুরালয় উপস্থিত হৈল। শ্বশুর দেখিয়া তারে মহাপ্রীত কৈল।। ধুইলেন বিপ্রের চরণ দাসগণে। সুস্থ হয়ে বসিলেন উত্তম আসনে।। ভক্ষ্য ভোজ্য উপহার করিলা ভোজন। দিব্য সিংহাসনে বৈসে হরষিত মন।। মনোহরা নারীগণ নানাবাদ্য গানে। তুষিল সুমন্তে অতি কৌতুক বিধানে।। তবে দিব্য পালঙ্কে মোহিনী নারীসনে। শুইলা সুমন্ত অতি সকৌতুক মনে।। হাস পরিহাস নানা রতি রস সুখে। রাত্রি বঞ্চিলেন দুঁহে পরম কৌতুকে।। মোহিনী নারীর সনে আছে হরষিতে। স্বপনেও স্মরণ না করে ধর্ম্মপথে।। এইরূপে আছে বিপ্র হরষিত মনে। দুর্ব্বাসার মায়া সেই কিছুই না জানে।। ক্ষেত্রের নিকটে গিয়াছেন দ্বিজবর। বিড়ম্বনে ভুলিলেন মায়া সুদুস্কর।। শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস।।

ত্রিপদী। জৈমিনি বলয়ে শুন, সাধু সব মুনিগণ, জগ-

ন্নাথ চরিত্র কথন। যাহার শ্রবণ হৈতে,পরানন্দ হয় চিত্তে অজ্ঞান অবিদ্যা বিনাশন ॥ এইরূপে প্রতিদিনে, আছয়ে কৌতুক মনে,পরমায়ু শেষ হৈল তার। ঘোর ব্যাধি শরীরেতে, ঘেরিলেক আচম্বিতে, পরিজন করে হাহাকার॥ শ্বশুর ক্রন্দন করে, নারী স্থির হৈতে নারে, কান্দে সব দাস দাসীগণে। শুনিয়া ক্রন্দন ধ্বনি, বিষাদ হৃদয়ে গণি, সুমন্ত হইল অচেতনে॥ দূরে গেল ঘরদ্বার, রমণী শ্বশুর আর, ছিল যত দাস দাসীগণে। একা মাত্র ঘোর বনে, অচেতন সেব্রাহ্মণে, পড়িয়াছে আশ্রয় বিহীনে॥ দীনবন্ধু দয়াময়, অনাদি অনাশ্রয়, দেবং প্রভু জগন্নাথ। কহিলেন সুদর্শনে, ত্বরা যাহ ঘোর বনে, দূত লয়ে সুমন্ত সাক্ষাৎ॥ আমার দর্শন কাযে, আইলেন দ্বিজরাজে, পথে কাল পূর্ণ হৈল তার। আসিতে নারিল এথা,অতএব যাহ তথা, সেই মহা ভকত আমার॥ সুদর্শন ত্বরা করি, প্রভু আজ্ঞা শিরে ধরি, উপনীত বিপ্র সন্নিধানে। সংহতি পার্ষদগণ, চতুর্ভুজ মনোরম, ঘেরিয়া বসিলা সে ব্রাহ্মণে॥ সেই কালে যমদূত, গণ আইল আচম্বিত,পাশ হস্ত মহাভয়ঙ্কর। দেখি বিষ্ণুদূতগণে, জ্বলে তারা ক্রোধ মনে, গর্ব্ব করি করয়ে উত্তর॥ যমদূতোবাচঃ॥ কথং ভোবৈষ্ণবাএনং অনেন কানি পাপানি ন কৃতানি দুরাত্মনা। কথমেনং রক্ষিতুবৈ সুদর্শনমুপাগতং। চক্রমেতদ্বৈষ্ণবংহি দুষ্টাচার নিসদনং॥ কেনহে বৈষ্ণবগণ, কৈলে এথা আগমন, মহাপাপী এইত ব্রাহ্মণ। কোন পাপ না করিল, এইত দুরাত্মা বল, তোমরা আইলে কি কারণ॥ এ পাপী রক্ষা কারণে, আসিয়াছেন সুদর্শনে, যিনি বিনাশেন দুষ্টাচারে। হেন জড় বুদ্ধি জনে, পাপ হয় স্পর্শনে, কেমনে আইলে এথাকারে॥ পুনঃ পুনঃ যমরায়, কহিলা আমা সবায়, না যাবে বৈষ্ণব সন্নিধানে। সুদর্শন বিষ্ণুদূতগণ, স্বপনেও কদাচন, সে সবে না করি বিলোকনে॥ যার

পাপ পুণ্য গুপ্ত, সাক্ষী তার চিত্রগুপ্ত, কহিলেন লইতে এ ব্রাহ্মণে ॥ বিষ্ণুভক্তি বহির্ম্মুখ, জনে দিতে মহাদুঃখ, বিষ্ণু নিয়োজিলা মোসবারে। এই মহা পাপাচার, ইথে যম অধিকার, তোমরা আইলে অবিচারে ॥ ব্রজনাথ পদ আশে, কহে বিশ্বম্ভর দাসে, রক্ষা কর রাধা দামোদর। যমদণ্ডে কাঁপে প্রাণ, করহ আমারে ত্রাণ, সেবা দিয়া করহ কিঙ্কর ॥

পয়ার। জৈমিনি বলয়ে সবে করহ শ্রবণ। যমদূত বাক্য শুনি বিষ্ণুদূতগণ ॥ কহিতে লাগিলা তবে করিয়া গর্জ্জন। অবোধ তোমরা কিছু না জান কারণ ॥
বিষ্ণুদুতা উচুঃ। মূঢ়াযূয়ং নবোদ্ধব্যং ক্রূরাত্মনোবিহিংসকা কঃপাপী ধার্ম্মিকো বাপি কোবা মোক্ষাধিকাববান্ ॥

মূঢ় তোরা ক্রূরাত্মা হিংসক অল্পজ্ঞান। কে পাপী ধার্ম্মিক কেবা না জান সন্ধান ॥ মোক্ষ অধিকারী কেবা কিছুই না জান। কেবল উন্মত্ত হৈয়া করহ ভ্রমণ ॥ ইহাব যে ভ্রাতা হয় অতি সদাচারি। ধার্ম্মিক নির্ম্মল বুদ্ধি সদা যজ্ঞকারী ॥ দাতা সত্যবাদী সেই হয় সুনিশ্চয়। তথাপি অযোগ্য সেই বৈষ্ণব না হয় ॥ কর্ম্মেতে কামনা যুক্ত আছে নিজ গৃহে। ইবে জ্বর মোহ প্রবেশিল তার দেহে ॥ যোগ্য হও তুমি সব লইতে তাহারে। অকারণে কেন আসিয়াছ এথাকারে ॥ শ্রীক্ষেত্রে মরিবে এই কবিয়া নিয়ম। এথায় আইল এই সুকবি ব্রাহ্মণ ॥ ইহা জানি জগন্নাথ দয়ার সাগর। আমা সবাকারে এথা পাঠাইলা সত্বর ॥ এইস্থানে তোমা সবা দেখিতে না সয়। পদাঘাতে চূর্ণ সবে করিব নিশ্চয় ॥ এইরূপ কলহ করয়ে দুইদলে। সুমন্তের মোহ দূর হৈল সেইকালে ॥ দেখে ঘোর বন মধ্যে আছয়ে পড়িয়া। রাত্রি ক্রীড়া মনে ভাবে বিস্ময় হইয়া ॥ মনে ভাবে স্বপ্নে কিবা কৌতুক দেখিনু। কিবা মোহ কিবা সত্য জানিতে নারিনু ॥ এইক্ষণে কান্তা সহ কৈনু আলি-

ঙ্গন। শ্বশুরের খেদ সব করিনু শ্রবণ ।। আশ্চর্য্য এ হরি মায়া অকথ্য কথন। অদ্যাপি আমারে নাহি কবিল ত্যজন ।। সকল মমতা ত্যজি দুর্ব্বাসা সহিতে। মৃত্যুকাল জানি আইনু জগন্নাথ ক্ষেত্রে ।। কহিলেন মুনি বিষ্ণু সাযুজ্য পাইবে। ইবে কিবা করি গতি কি মোর হইবে ।। এইরূপ চিন্তা করি চাহে চারিপানে। পশ্চাতে দুর্ব্বাসা দেখি ভয হৈল মনে ।। যদিবা দুর্ব্বল বিপ্র উঠিবারে নারে। তথাপি উঠিযা ভূমে প্রণমে মুনিরে ।। পুনর্ব্বার অচেতন হইল ব্রাহ্মণে। কৌতুক দেখয়ে মুনি সহাস্য বদনে ।। শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম ধরি শিরে। কৌতুক হইযা গীত গায বিশ্বম্ভরে ।।

পযার। জৈমনি বলযে শুন যত মুনিগণ। অদ্ভুত অমৃত কথা কবহ শ্রবণ ।। যমদূতগণ বিষ্ণু দূতের তাড়নে। যমে গিযা সব কথা কবে নিবেদনে ।। শুনিয়া শমন হৈল অতিক্রুদ্ধবান। সুমন্ত সমীপে শীঘ্র করিল প্রযাণ ।। মৃদ্গাব পট্টীষ দণ্ড কুটপাশ করে। মৃত্যু কাল সহ চলে মহিষ উপরে ।। সংহতি চলিল কত প্রেত ভূতগণ। মার মাব শব্দে সবে করিল গমন ।। ঘোরশব্দ করি ধায যমের সহিতে। বিষ্ণু দূতগণ শব্দ শুনে দূরে হৈতে ।। তুচ্ছ করি বলে ওরে শুন প্রেতরাজ। অহঙ্কারে না বুঝহ আপনার কায ।। কার অধিকারী তুই না জানিস মনে। যথায উচিত তব যাও সেই খানে ।। যাহার দর্শনে তুই অযোগ্য নিশ্চয। তথা আসিতেছ কেন মূঢ় দুবাশয় ।। এই বিপ্র প্রেতত্বে হইযা বিমোচন। জগন্নাথ প্রিযভক্ত হইযাছে এক্ষণ ।। বট সাগরের মধ্যে এই মুক্তিস্থানে। সাধুগণ ইহারে করিছে সবক্ষণে ।। এইত কৈবল্য স্থান করিলেন হরি। পাপ পুণ্য রহিত যে ইথে অধিকারী ।। নিশ্চয এ হয মোক্ষ অধিকারী স্থান। ইহার মহিমা তুমি কিছুই না জান।। বৃথায় এখানে যম করহ গর্জ্জন। যেইখানে জগন্নাথ প্রভু নারা-

যণ ॥ দীনজন আদি সদা করেন নাশন। পাপী তাপী দুষ্কৃতিরে করযে তারণ ॥ কৃপায় সহাস্য মুখপদ্ম মনোহর। অগতি আশ্বাসে প্রসারিয়া দুই কর ॥ এই ক্ষেত্রে দেহ ধরি আছে ভগবান। যথা তথা ক্ষেত্রে মৈলে মুক্তি দেন দান ॥ পূর্ব্বের বৃত্তান্ত কিবা না কর স্মরণে। কাক চতুর্ভুজ যবে হইল এথানে ॥ অধিকার ভয়ে তুমি করিলে গমন। এই স্থান উপদেশ করিলে শ্রবণ ॥ এই ক্ষেত্র ত্যজি অন্য কর্ম্ম ভূমিগণে। অধিকার তোমার দিলেন নারায়ণে ॥ এই ইন্দ্র নীলমণি বিগ্রহ শ্রীহরি। তোমারে কহিলা যাহা মৃত্যু অধিকারী ॥ সেই প্রভু জগন্নাথ কমলার পতি। দারুরূপ ধরি কৈলা নীলাচলে স্থিতি ॥ মহারাজ অধিরাজ মহা যোগেশ্বর। বৈষ্ণবাগ্রগণ্য ইন্দ্রদ্যুম্ন নৃপবর ॥ সহস্রেক অশ্বমেধ করিয়া সাধনে। প্রসন্ন করিয়া আনিলেন নারায়ণে ॥ তিন লোক বাসী সিদ্ধ দেব ঋষি যতী। পৃথিবীর মধ্যে আর যতেক ভূপতি ॥ ব্রহ্মা আদি দেবগণ মিলিয়া সকলে। পূজিলা পরমেশ্বরে অতি কুতূহলে ॥ অনাদি সঞ্চিত যত পাপরাশি গণ। তূলারাশি সম তার বহ্নি নারায়ণ ॥ দর্শন যে করে আর ক্ষেত্র মাঝে মরে। অনায়াসে মুক্তি দেন জগন্নাথ তারে ॥ নাহি দেখ তব অগ্রে চক্র সুদর্শন। চক্র সদা যেহো রূপে করেন নাশন ॥ এথা অধিকার আশ ত্যাগ কর মনে। নতুবা কল্যাণ তব নাহি কদাচনে॥ এত কহি বিষ্ণুদূত উঠে যুদ্ধ সাজে। তথা হৈতে ভয়ে পলাইল যমরাজে ॥ শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ। জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস ॥

পয়ার। জৈমিনি বলযে শুন যত মুনিগণ। ক্ষেত্রখণ্ড কথা শুন পীযূষ মিলন ॥ সুমন্তের দেহ তবে সুদর্শন লইয়া। শ্বেতগঙ্গা তটে চলে হরষিত হইয়া ॥ পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি হয় ঘনেঘন। দূরে হৈতে শুনে যম যমদূতগণ ॥ আকাশ হইতে পুষ্প পড়ে ঝাঁকেঝাঁক। ব্রাহ্মণেরে পূজে

সব দিকপাল লোকে ।। শ্বেতগঙ্গা তটে লইয়া ফেলিলা ব্রাহ্মণে। আদ্যরূপ মৎস্য অবতার সেইখানে ।। তাহার সম্মুখে শ্বেত মাধব আছয়। অতি সুদুর্ল্লভ সেই মুক্তি স্থান হয় ।। তবে প্রভু জগন্নাথ করুণা সাগর। গরুড়ের পৃষ্ঠোপরি চাপিল সত্বর ।। শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম করে মনোরম। সুপ্রসন্ন মুখপদ্ম কমল নয়ন ।। সজল জলদ রুচিতনু মনোহর। তড়িত জড়িত পরিধান পীতাম্বর ।। শ্রীবৎস কৌস্তুভ বক্ষে অতি শুশোভন। বনমালা হার তাড় বলয় ভূষণ ।। কটিতে কিঙ্কিণী বাজে নূপুর চরণে। উপনীত হইলা সুমন্ত বিদ্যমানে ।। খগবর পৃষ্ঠ হৈতে নামিয়া ত্বরিতে। ব্রহ্মমন্ত্র দিলা প্রভু বিপ্রের কর্ণেতে ।। অনাদি অজ্ঞান মায়া গেল সেইক্ষণে। পাইল বৈষ্ণব জ্ঞান সুকৃতি ব্রাহ্মণে ।। বামদেব শুকদেব যেই জ্ঞান পাইয়া। মোক্ষ পাইলেন অজ্ঞানেতে মুক্ত হইয়া ।। ব্রহ্মমন্ত্র পাইতে সুমন্ত সেইক্ষণে। সূর্য্য জিনি দীপ্তরূপ করিলা ধারণে ।। চতুর্ভুজ শঙ্খচক্র গদাপদ্ম ধরে ।। দুর্ব্বাসা প্রভৃতি দেখে আনন্দ অন্তরে ।। সুমন্তেরে মুক্তকরি প্রভু নারায়ণ। অন্তর্দ্ধান হইয়া কৈলা দেউলে গমন ।। সুদর্শন আদি সবে হইলা অন্তর্দ্ধান। মহা বৈকুণ্ঠেতে গেলা বিপ্র ভাগ্যবান ।। বিমানে চাপিয়া বিপ্র বিষ্ণুসম হইয়া। মোক্ষধামে গেলা সবাকার পূজা লইয়া ।। দুর্ব্বাসা বিস্ময় হইয়া ব্রহ্মলোকে গেলা। ক্ষেত্রের মহিমা সব ব্রহ্মারে কহিলা ।। এই কথা শ্রবণে অশেষ পাপ হরে। শ্রদ্ধাকরি শুনে যেই অনায়াসে তরে ।। শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম শিরে ধরি। বিশ্বম্ভর দাস কহে লীলার মাধুরি ।।

ত্রিপদী। জৈমিনি বলয়ে শুন, সাধু সব মুনিগণ, এই ক্ষেত্র মহিমা কথন। ব্রাহ্মণের মুখে হৈতে, ইহা যেই ভক্তিচিত্তে, সাবহিতে করয়ে শ্রবণ ।। সহস্রাশ্বমেধ ফল, পায় সেই অবিকল, অর্দ্ধোদয় যোগে পুণ্য যত। তার

কোটি গুণ পুণ্য, পায় সেই ততক্ষণ, সত্য এই শাস্ত্রের সম্মত ।। প্রাতেঽ শুনে যেই, কপিলা সদত সেই, পুস্কর গঙ্গার স্নান ফলে। পায় আয়ুযশ ধন, বাড়য়ে সন্তান পুণ্য, স্বর্গে বাস পায় অবহেলে ।। পুরাণের সুগোপিত, করিলাম সুবিদিত, ভকত বিহীন অন্য কারে। না বলিবে কদাচনে, কুতার্কিক দুষ্ট জনে,আর যত দুর্ব্বুদ্ধি পামরে ।। অবৈষ্ণব ব্যর্থজনে, করিবেক সঙ্গোপনে, সদা অতি সাবধান হইয়া। জগন্নাথ তত্ত্ব কথা, সুধাসার ময় গাঁথা, এই কহিলাম বিবরিয়া ।। শুনি সব মুনিগণ, প্রেমায় আকুল মন, পুনঃ২ চক্ষে জলঝরে। জয় জগন্নাথ বলি, সবে গড়ি যায় ধূলি,ডুবি প্রেম তরঙ্গ মাঝারে ।। এইত অবধি পুঁথি, রচিনু আনন্দে অতি, সংপূর্ণ করিতে হয় ব্যথা। যে কিছু ভুলিনু ইথি, ভক্তেতে শুধিবে তথি, মোরে কৃপা করিয়া সর্ব্বথা ।। জয়২ জগন্নাথ, রামভদ্রা চক্রসাত, অবতীর্ণ নীল গিরি মাঝ। তোমার যে তত্ত্ব সার, কি বলিতে আমি ছার, জানি প্রভু দেব দেবরাজ ।। যে কিছু বর্ণন কৈনু, তব পদে নিবেদিনু, করুণা করহ নাথ মোরে। আমার যে মনস্কাম, কর পূর্ণ সুখধাম, করুণা করহ সুপ্রচারে ।। কিশোরী গোপী রামানুজ, মোহন সুন্দরাগ্রজ, নীলাম্বর আত্মজ কানাই। তাঁর সুত বিশ্বম্ভর, দাস গীত মনোহর, কৈল ব্রজনাথ কৃপা পাই ।।

পয়ার। এইত অবধি পুথি হৈল সমাধান। সাঙ্গ করিবারে মোর বিদরয়ে প্রাণ ।। কি জানি বর্ণন আমি মূর্খ অভাজন। ভক্তগণ কৃপা করি করিবে শোধন ।। মূর্খ আমি নাহি করি বিদ্যা অধ্যয়ন। গুরু আজ্ঞা বলে হৈল অক্ষর যোটন ।। সংস্কার ভাষা কৈনু সেই আজ্ঞাবলে। শ্রদ্ধা করি হরি জন শুনিবে সকলে ।। যে সে মতে লিখিলাম হরির চরিত্র। সে সম্বন্ধ হেতু ইহা পরম পবিত্র ।। তিন খণ্ড করি পুথি করিনু বিস্তার। সূত্রখণ্ড লীলা

খণ্ড ক্ষেত্রখণ্ড আর ।। অনুবাদ কৈলে তার হয় আস্বাদন। অনুক্রমে কহি তাহা শুন শ্রোতাগণ ।। সূত্রখণ্ডে ব্রহ্ম-স্তব মাধব দর্শন। লক্ষ্মী মুখে ক্ষেত্রতত্ত্ব শুনিলা গমন ।। পুণ্ডরীক অম্বরীষ দুহাঁর উদ্ধার। ওড়ুদেশ সীমা আর মহিমা প্রচার ।। লীলাখণ্ডে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার কথন। জটিলের রূপে হরি করিলা গমন ।। ক্ষেত্রের মহিমা কহি হৈলা অন্তর্দ্ধান। বিদ্যাপতি ক্ষেত্র তবে করিয়া প্রয়াণ ।। মাধব দর্শন আর তাঁর অন্তর্দ্ধান। পুনঃ রাজা সমীপে গেলেন মতিমান ।। বৃত্তান্ত কথন আর নারদ গমন। মুনি সহ নৃপতির শ্রীক্ষেত্র গমন ।। এ-কাম্র কাননে শিব বিবাহ শ্রবণ। একাম্রকাননে তাঁর গমন কারণ ।। ভুবনেশ্বর বিল্লেশ্বর মহিমা প্রচার। শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা বাল্যাদি বিস্তার ।। অঘা বকা দৈত্য আদি যত দুরাচার। পুতনাদি বধ কথা সংক্ষেপে প্রচার ।। ব্রহ্ম মোহনাদি গোষ্ঠে বিবিধ বিলাস। পর্ব্বত ধারণ গোপীগণ সহ রাস ।। মথুরা গমন দুষ্ট কংসের নিধন। জরাসন্ধ সনে দ্বন্দ্ব দ্বারকা গমন ।। রুক্মিণী হরণ আদি বিবাহ বর্ণন। কন্দর্পের জন্ম আর সম্বর নিধন ।। অনিরুদ্ধ উষার প্রসঙ্গ মনো-হর। বহুবিধ লীলা লীলাখণ্ডের ভিতর ।। ক্ষেত্রখণ্ডে ইন্দ্রদ্যুম্নের শ্রীক্ষেত্রে প্রবেশ। মাধবান্তর্দ্ধান শুনি হৈল প্রাণ শেষ ।। পুনঃ যোগবলে প্রাণ দিলা মুনিবর। সহ-স্রাশ্বমেধে আরাধিলেন ঈশ্বর ।। স্বপ্নে বিশ্বমূর্ত্তি দেখি-লেন মতিমান। দারু দেহ ধরিলেন প্রভু ভগবান ।। দারুব্রহ্ম আগমন প্রকাশ কথন। দেউল নির্ম্মাণ ব্রহ্ম-লোকেতে গমন ।। ব্রহ্মা সহ নৃপতির কথোপকথন। দেবগণ সহ পুনঃ মর্ত্ত্যেতে গমন ।। রথের নির্ম্মাণ রথে প্রভু আনয়ন। সিদ্ধ ব্রহ্মঋষি সহ ব্রহ্মার গমন ।। প্রতি-ষ্ঠার বিবরণ নৃপে বরদান। ব্রহ্মাদি দেবের স্ব স্ব আলয়ে

প্রবাণ।। সেবার প্রচার পুনঃ বিদায় হইয়া। লোকে গেলা শ্বেতরাজে সেবা দিয়া।। শ্বেতরাজে দান প্রসাদ মাহাত্ম্য। নারদ তপস্যা কথা প্রসাদন নিত্য। মুনির প্রসাদ প্রাপ্তি কৈলাস গমন। প্রসাদ পাইয়া শি নৃত্য বিবরণ।। গৌরীর প্রতিজ্ঞা হেতু প্রসাদ প্রচার। শাণ্ডিল্যের উপাখ্যান আদি কথা সার।। দ্বাদশ যাত্রার সংক্ষেপ বর্ণন।। দোললীলা দমনক নিধন কথন।। দ্বাদশ মাসের পুষ্প ফল বিবরণ। সুদান্ত সুমন্ত কথা অমৃত মিলন।। ক্ষেত্র যাত্রা মহিমা যাহাতে সুপ্রচার। এই সব কথা তিন খণ্ডে সুবিস্তার।। এ সকল কথা যেই শ্রদ্ধা করি শুনে। সর্ব্বত্রে বিজয়ী হয সুখী দিনে দিনে।। অপুত্রকে পুত্র পায নির্দ্ধনেতে ধন। কাকবন্ধ্যা পুত্র পায করিলে শ্রবণ।। ভক্তি করি শুনিলে মিলবে ভক্তিধন। যাহা ইচ্ছা তাহা পায ব্যাসের বচন।। আরম্ভিবে পুস্তক পূজিযা জগন্নাথে। পূর্ণ দিনে পুনঃ পূজিবেন সাবহিতে।। যথা যোগ্য গায়কের করিবে সম্মান। পূর্ণ দিনে করিবেন মঙ্গল বিধান।। দূর্ব্বা ধান্য দধি আর হরিদ্রা সহিতে। সুমঙ্গল কর্ম্ম করিবেন সাব-হিতে।। মম জন্মভূমি কৃষ্ণনগর দক্ষিণে। গোপীনাথ রাধা দামোদর যেইখানে।। গোপীনাথ হৈতে অর্দ্ধ যোজন প্রমাণ। তথায় নিবাস মোর জানিবে বিধান।। মাতা সতী শুদ্ধমতি রত্নমণি নাম। তাঁহার উদরে জন্ম করি কৃষ্ণনাম।। কানাইচরণ দাস জনক আমার। বৈষ্ণব সমাঝে সদা প্রসংশা যাঁহার।। মহাদাতা ছিলা তিঁহো সর্ব্বত্র বিদিত। সত্যবাদী সদাচার ধর্ম্মে নিয়-মিত।। পিতৃব্য গণের মধ্যে শ্রীরাম সুন্দর। রাধা দামোদরে অনুরক্ত নিরন্তর।। শিশুকালে পিতৃহীন আমি দুরাচার। লালন পালন তিঁহ করিল আমার।। তাহাতে দুর্দ্দৈব আর শুন সর্ব্বজন। হইনু পিতৃব্য হীন

''বধিব লিখন ।। আমি যোগ্য নহি অতি পাপেব ভাজন। আমা সম পামব না হয অন্যজন ।। পুরীষের কীট কভু যোগ্য হৈতে পাবে। ততোধিক নীচ আমি অযোগ্য পামবে ।। জয় জয শ্রোতাগণ করহ করুণা। শ্রবণ করিয়া সবে পূবাহ বাসনা ।।এদীনে সকলে যদি দযা না করিবে। অদোশ দরশি নামে কলঙ্ক হইবে ।। মনেব আনন্দে হবি বল বন্ধুজন। সম্পূর্ণ হইল এই জগন্নাথ কীর্ত্তন ।। শ্রীব্রজনাথ পদ ধুলি করি ভুষা। কহে বিশ্বম্ভব দাস পুরাণেব ভাষা ।।

জীবেরে সংহতি করি অক্ষযার দিনে। প্রতিষ্ঠা হইলা সুখে মঙ্গল বিধানে ।। কীর্ত্তন রূপেতে গূঢ দারুদেহ ধাবী। প্রকাশিলা বিশ্বম্ভর দাসে কৃপা করি ।।

সমাপ্তশ্চাযাং শ্রীউৎকলখণ্ডস্য ভাষা রূপ
শ্রীজগন্নাথমঙ্গল নামকো গ্রন্থঃ